স্তালিন রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড

রচনাকাল

১৯১৭

মার্চ—অক্টোবর

নবজাতক প্রকাশন

এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

প্রথম প্রকাশ
১৭ই মে, ১৯৭৩

প্রকাশক
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
সুধীর পাল
সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১৪/১এ, রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

দুনিয়ার শ্রমিক, এক হও!

সম্পাদকমণ্ডলী

পীযূষ দাশগুপ্ত

কল্পতরু সেনগুপ্ত

প্রভাস সিংহ

শঙ্কর দাশগুপ্ত

সুদর্শন রায় চৌধুরী

প্রকাশকের নিবেদন

স্তালিন রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার প্রায় তিন মাস পর তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হল। প্রথম দু'টি খণ্ড প্রকাশের সময়কালের ব্যবধানের চাইতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের সময়কালের ব্যবধান অনেক কমিয়ে দেওয়া গেছে। পাঠকবর্গের ধৈর্যচ্যুতির মাত্রাও হ্রাস পেয়েছে নিঃসন্দেহে। অবশ্যই এতে আত্মসন্তুষ্টির ন্যূনতম অবকাশ নেই কারণ অন্ততঃ দু'মাস অন্তর রচনাবলীর খণ্ডগুলি প্রকাশিত না করতে পারলে পাঠক ও প্রকাশক উভয় পক্ষই অস্বস্তিতে পড়বেন। আমরা আশা প্রকাশ করি যে রচনাবলীর পরবর্তী খণ্ডগুলি যত শীঘ্র সম্ভব পাঠকদের হাতে আমরা পৌঁছিয়ে দিতে পারব। কিন্তু সরকারের কল্যাণে বহুমুখি সংকটের সাথে যেভাবে ব্যাপক হারে বিদ্যুৎ সংকট চলছে তাতে আমাদের আশা কতদূর সার্থক হবে বলতে পারি না।

পরিশেষে নিবেদন যে আগের চাইতে কিছুটা হ্রাস মূল্যে বর্তমান খণ্ডের কাগজ সংগ্রহ করা সম্ভব হওয়ায় আমরা এই খণ্ডটি দ্বিতীয় খণ্ড অপেক্ষা একটাকা কম মূল্যে গ্রাহকদের কাছে দিতে পারছি।

১৭ই মে, ১৯৭৪ — মজহারুল ইসলাম

নবজাতক প্রকাশন

কলিকাতা

বাংলা সংস্করণের ভূমিকা

'স্তালিন রচনাবলীর' এই তৃতীয় খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে ১৯১৭ সালের মার্চ থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে প্রকাশিত তাঁর লেখাগুলি।

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারির বুর্জোয়া বিপ্লব এবং অক্টোবরের (নতুন পঞ্জিকা অনুযায়ী, নভেম্বরের) প্রলেতারীয় বিপ্লব—এই দুই বিপ্লবের মধ্যকালবর্তী লেখাগুলি এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এর গুরুত্ব স্বভাবতঃই অসাধারণ।

বর্তমান খণ্ডে সংকলিত রচনাগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে পড়ে জুন-জুলাইয়ের বিক্ষোভগুলিতে এবং পেত্রোগ্রাদ জিলা ও শহর ডুমা-সমূহের নির্বাচনগুলিতে জনগণের উপরে বলশেভিক পার্টির নেতৃত্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন রচনা (যেমন, 'পেত্রোগ্রাদের সমস্ত মেহনতী মানুষ, সমস্ত শ্রমিক এবং সৈনিকদের প্রতি', 'বিচ্ছিন্ন বিক্ষোভের বিরুদ্ধে', 'পৌর নির্বাচনী প্রচারাভিযান', 'কি ঘটেছে?', 'জোট বাঁধো', 'নির্বাচনের দিন' ইত্যাদি)।

দ্বিতীয় ভাগে পড়ে কর্নিলভ-এর প্রতিবিপ্লবী অপপ্রয়াসকে প্রতিহত ও পর্যুদস্ত করার সংগ্রাম সংক্রান্ত রচনাগুলি (যেমন, 'আমরা দাবি করি!', 'চক্রান্ত চলছে', 'কর্নিলভ ও বিদেশীদের ষড়যন্ত্র' ইত্যাদি)।

আর তৃতীয় ভাগে পড়ে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ প্রস্তুতি সংক্রান্ত রচনাগুলি (যেমন, 'গণতান্ত্রিক সম্মেলন', 'দুটি মত', 'আপনারা অকারণে অপেক্ষা করবেন!', 'প্রতিবিপ্লব শক্তি সংহত করছে—প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হোন!', 'শৃংখল তৈরী হচ্ছে' ইত্যাদি)।

এ ছাড়াও আরও কয়েকটি রচনা এই খণ্ডে স্থান পেয়েছে, যেগুলোর আলোচ্য বিষয় হচ্ছে জনগণকে সমবেত করার শামিয়ানা থেকে সোভিয়েতগুলিকে কীভাবে বিদ্রোহের হাতিয়ারে রূপান্তরিত করা যায়—এই প্রশ্নটি (যেমন, 'সোভিয়েতের হাতে সব ক্ষমতা চাই!', 'সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা', 'বিপ্লবের প্রতারক দল', 'আমাদের কী প্রয়োজন?' ইত্যাদি)।

পাঠকবন্ধুদের সবিনয় অনুরোধ জানাব—এই খণ্ডের রচনাগুলি পড়ার আগে তাঁরা যেন আরেকবার 'সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস'-এর ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায় দু'টি পড়ে নেন।

অভিনন্দন!

১৭ই মে, ১৯৭৪ সম্পাদকমণ্ডলী

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রতিনিধিবৃন্দের সোভিয়েত	...	১৭
যুদ্ধ	...	১৯
মন্ত্রিদপ্তরের জন্য তৎপরতা		২৪
রুশ-বিপ্লবের জয়লাভের শর্তাবলী	...	২৬
জাতিগত প্রতিবন্ধসমূহের বিলোপ	.	৩০
হয় এটা—নয় ওটা	...	৩৪
যুক্তরাষ্ট্রবাদ-এর বিরুদ্ধে	...	৩৬
দুইটি প্রস্তাব	...	৪৪
কৃষকের হাতে জমি	...	৪৬
মে দিবস	...	৪৯
অস্থায়ী সরকার	...	৫১
ম্যারিনস্কি প্রাসাদের সম্মেলন	..	৫৫
রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার (বলশেভিক) পার্টির সপ্তম (এপ্রিল) সম্মেলন (২৪-২৯শে এপ্রিল, ১৯১৭)	...	৫৯
১। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কমরেড লেনিনের প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা (২৪শে এপ্রিল)	...	৫৯
২। জাতিগত প্রশ্ন সম্পর্কে প্রতিবেদন (২৯শে এপ্রিল)	...	৬০
৩। জাতিগত প্রশ্নের ওপর আলোচনার উত্তর (২৯শে এপ্রিল)		৬৫
বিপ্লব থেকে পিছিয়ে পড়া	...	৬৮
যুদ্ধের প্রশ্ন	...	৬৯
জমির প্রশ্ন	...	৭০
সম্মেলন থেকে আমরা কি আশা করেছিলাম ?	...	৭৩
পৌর নির্বাচনী প্রচারাভিযান	...	৭৬
'লোকায়ত স্বাধীনতা'র পার্টি	...	৭৭
রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার (বলশেভিক) পার্টি		৭৮
দেশরক্ষাবাদী জোট	... .	৮০

বিষয় পৃষ্ঠা

'নির্দল' গোষ্ঠীসমূহ ... ৮৪
গতকাল ও আজ (বিপ্লবের সংকট) ... ৮৮
বিচ্ছিন্ন বিক্ষোভের বিরুদ্ধে ... ৯৫
পেত্রোগ্রাদ পৌর নির্বাচনগুলির ফলাফল ... ৯৮
পেত্রোগ্রাদের সমস্ত মেহনতী মানুষ, সমস্ত শ্রমিক এবং সৈনিকদের প্রতি ... ১০৩
বিক্ষোভ-মিছিলে ... ১০৭
একটা শোভাযাত্রা নয়, একটা বিক্ষোভ-মিছিল ... ১০৮
অস্থায়ী সরকারের প্রতি অনাস্থা ... ১০৮
আপোষ মীমাংসা নীতির দেউলিয়া রূপ .. ১০৯
জোট বাঁধো ... ১১১
আর. এস. ডি. এল. পি (বলশেভিক)-র পেত্রোগ্রাদ সংগঠনের জরুরী সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণসমূহ (১৬-২০শে জুলাই, ১৯১৭) ... ১১৪
১। জুলাই-এর ঘটনাবলী সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট (১৬ই জুলাই) ... ১১৪
২। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট (১৬ই জুলাই) ... ১২০
৩। লিখিত প্রশ্নের উত্তর (১৬ই জুলাই) ... ১২৬
৪। আলোচনার উত্তরে (১৬ই জুলাই) ... ১২৮
কি ঘটেছে ? ... ১৩১
প্রতিবিপ্লবের জয়লাভ ... ১৩৩
ক্যাডেটদের জয়লাভ ... ১৩৭
পেত্রোগ্রাদের সকল শ্রমজীবী, সকল শ্রমিক এবং সৈনিকদের উদ্দেশ্যে ১৩৯
তুটি সম্মেলন ... ১৪৫
নতুন সরকার ... ১৪৬
সংবিধান-পরিষদের নির্বাচন ... ১৪৮
রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার (বলশেভিক) পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেসে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী (২৬শে জুলাই-৩রা আগস্ট, ১৯১৭) ... ১৫৪
১। কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট (২৭শে জুলাই) ... ১৫৪
২। আলোচনার জবাবে (২৭শে জুলাই) ... ১৬৫
৩। রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট (৩০শে জুলাই) ১৬৭

বিষয়		পৃষ্ঠা

৪। রাজনৈতিক পরিস্থিতির রিপোর্ট সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে (৩১শে জুলাই) ... ১৭৪

৫। আলোচনার জবাবে (৩১শে জুলাই) ... ১৭৭

৬। 'রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে' প্রস্তাবে ৯ নং ধারা প্রসঙ্গে প্রিয়োব্রাঝেন্স্কির জবাবে (৩রা আগস্ট) ... ১৮১

পুঁজিপতিরা কি চায়? ... ১৮৩

কে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করছে? ... ১৮৩

কে রাশিয়ায় সর্বনাশ ডেকে আনছে? ... ১৮৪

কে রাশিয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে? ... ১৮৬

মস্কো-সম্মেলনের বিরুদ্ধে ... ১৮৮

স্টকহোম-এর ব্যাপারে আরও ... ১৯১

মস্কো-সম্মেলন কোন্ দিকে? ... ১৯৪

পেত্রোগ্রাদ থেকে পলায়ন ... ১৯৪

সম্মেলন থেকে এক 'দীর্ঘস্থায়ী পার্লামেন্টে' ... ১৯৫

কারা তাঁরা? ... ১৯৬

তাঁরা কী চান? ... ১৯৭

মস্কোর কণ্ঠস্বর .. ১৯৮

প্রতিবিপ্লব এবং রুশ জাতিসমূহ .. ১৯৯

দুটি পথ ... ২০৩

মস্কো সম্মেলনের ফলশ্রুতি ... ২০৭

রণাঙ্গনে আমাদের পরাজয় সম্পর্কে সত্যকথা ... ২১০

রণাঙ্গনে জুলাই পরাজয়ের কারণগুলি ... ২১৪

রণাঙ্গনে পরাজয়ের জন্য কে প্রকৃত দায়ী? ... ২২২

আমেরিকান বিলিয়ন ... ২২৭

নির্বাচনের দিন ... ২৩০

প্ররোচনার অধ্যায় ... ২৩৪

'সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি' পার্টিতে শ্রমবিভাগ ... ২৩৬

পীত মৈত্রী ... ২৩৯

হয় এটি, নয় অপরটি ... ২৪২

আমরা দাবি করি! ... ২৪৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
ষড়যন্ত্র চলছে ...	২৫০
ওরা কারা ? ...	২৫০
ওরা কিসের ভরসা করছে ? ...	২৫১
ষড়যন্ত্র এখনো চলছে ·· ...	২৫২
বুর্জোয়াদের সঙ্গে আপোষের বিরুদ্ধে ..	২৫৪
সংকট এবং ডাইরেক্টরি ...	২৫৫
ওরা ওদের পথ থেকে হটবে না ...	২৫৮
ক্যাডেটদের সঙ্গে বিচ্ছেদ .	২৬০
দ্বিতীয় তরঙ্গ ...	২৬৪
কর্নিলভ ও বিদেশীদেব ষডযন্ত্র ...	২৭০
গণতান্ত্রিক সম্মেলন .	২৭৩
দুটি মত ...	২৭৮
সোভিয়েতের হাতে সব ক্ষমতা চাই ! .	২৮১
বিপ্লবী ফ্রন্ট ...	২৮৪
শৃংখল তৈরী হচ্ছে .	২৮৮
বুর্জোয়া একনায়কতন্ত্রের সরকার ...	২৯২
নানা মন্তব্য ...	২৯৫
রেল ধর্মঘট ও গণতন্ত্রী দেউলিয়ারা ...	২৯৫
রুশীয় কৃষকসমাজ ও জড়বুদ্ধি মানুষদের পার্টি ...	২৯৬
শ্রমিকদের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান ...	২৯৯
আপনারা অকারণে অপেক্ষা করবেন ...	৩০১
বিবিধ মন্তব্য ...	৩০৪
'অস্থিরচিত্তদের' পার্টি ও রুশ সৈনিকদল ...	৩০৪
ষড়যন্ত্রকারীরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ...	৩০৬
একটি কাগজে মোর্চা ...	৩০৭
মন্তব্যাবলী ...	৩০৯
গ্রামাঞ্চলে অনাহার ...	৩০৯
কল-কারখানাগুলিতে অনাহার ...	৩১০
আত্মসংশোধন ...	৩১২

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র	…	৩১৪
তাঁরা কারা ?	…	৩১৪
ওঁদের লক্ষ্য	…	৩১৬
ওঁদের পদ্ধতি	…	৩১৭
একটি সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের একনায়কতন্ত্র	…	৩২১
প্রথম সিদ্ধান্ত	…	৩২৪
দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত	…	৩২৬
তৃতীয় সিদ্ধান্ত	…	৩২৮
দুটি প্রশ্ন	…	৩৩০
সংবিধান-সভা বিনষ্ট করছে কে ?	..	৩৩৩
প্রতিবিপ্লব শক্তি সংহতি করছে—প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হোন !		৩৩৫
প্রাক্-পার্লামেণ্ট কার প্রয়োজনে ?	…	৩৩৮
সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা	…	৩৪১
ধৃষ্টতার সমীক্ষা	…	৩৪৫
বিপ্লবের প্রতারক দল	…	৩৪৮
কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় ভাষণ (১৬ই অক্টোবর, ১৯১৭)	…	৩৫৩
‘বাশানের বলিষ্ঠ বৃষগুলি আমাকে ঘিরে ফেলেছে’	…	৩৫৪
আমাদের কী প্রয়োজন ?	…	৩৫৮
টীকা	…	৩৬১

শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রতিনিধিবৃন্দের সোভিয়েত

রুশ-বিপ্লবের রথ তড়িৎগতিতে এগিয়ে চলেছে। বিপ্লবী জঙ্গীদের বাহিনীগুলি সর্বত্র গড়ে উঠছে ও ছড়িয়ে পড়ছে। পুরানো ক্ষমতার স্তম্ভগুলি আমূল কেঁপে উঠছে এবং ভেঙে পড়ছে। পেত্রোগ্রাদ সব সময়েই সামনের সারিতে থাকে, এখনো আছে। বিশাল বিশাল প্রদেশগুলি তার পেছনে পেছনে, কখনো কখনো হোঁচট খাওয়া সত্ত্বেও এগিয়েই চলছে।

পুরানো ক্ষমতার শক্তিগুলি ভেঙে পড়ছে, কিন্তু তারা এখনো বিধ্বস্ত হয়নি। তারা শুধু মাথা নিচু করে রয়েছে, অপেক্ষা করছে সেই অনুকূল মুহূর্তের জন্য যখন তারা মাথা উঁচু করে সবেগে স্বাধীন রাশিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। চারিদিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যাবে, অন্ধকারের শক্তিগুলি তাদের কুটিল কাজকর্ম সমানে চালিয়ে যাচ্ছে।···

অর্জিত অধিকারসমূহকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে যাতে পুরানো শক্তিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা যায়, এবং প্রদেশগুলির সঙ্গে একযোগে রুশ-বিপ্লবকে আরও এগিয়ে নেওয়া যায়—এটাই হবে রাজধানীর শ্রমিকশ্রেণীর আশু করণীয় কাজ।

কিন্তু কিভাবে এটা করতে হবে ?

এটা করতে হলে কী চাই ?

পুরানো ক্ষমতাকে চূর্ণ করবার পক্ষে বিদ্রোহী শ্রমিক ও সৈনিকদের মধ্যে একটা সাময়িক মৈত্রীই ছিল যথেষ্ট। কেননা এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, রুশ-বিপ্লবের শক্তি অবস্থান করছে শ্রমিক ও সৈন্যের ইউনিফর্ম পরিহিত কৃষকদের মধ্যেকার মৈত্রীর ভিতর।

কিন্তু অর্জিত অধিকার **রক্ষা করা** এবং বিপ্লবকে **আরও বিকশিত করার** জন্য শ্রমিক ও সৈন্যদের মধ্যে কেবল **সাময়িক** মৈত্রীই যথেষ্ট নয়।

এরজন্য প্রয়োজন, এই মৈত্রীকে সচেতন ও নিরাপদ করা, তাকে দীর্ঘস্থায়ী ও সুস্থিত করা, এত পর্যাপ্তরূপে তাকে সুস্থিত করতে হবে যাতে তা প্রতি-বিপ্লবীদের প্ররোচনামূলক আক্রমণসমূহ প্রতিরোধ করতে পারে। কেননা এটা সকলের কাছেই সুস্পষ্ট যে, রুশ-বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয়ের গ্যারান্টি হচ্ছে

বিপ্লবী শ্রমিক ও বিপ্লবী সৈনিকদের পারস্পরিক মৈত্রীর সংহতিসাধন।

এই মৈত্রীসাধনের যন্ত্র হল শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রতিনিধিবৃন্দের সোভিয়েত।

এবং যত বেশি ঘনিষ্ঠভাবে এই সোভিয়েতগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হবে, যত বেশি বলিষ্ঠভাবে তারা হবে সংগঠিত, তাদের মাধ্যমে অভিব্যক্ত বিপ্লবী জনগণের বৈপ্লবিক ক্ষমতা হবে তত বেশি কার্যকর এবং প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে গ্যারান্টিসমূহ হবে তত বেশি দুর্ভেদ্য।

বিপ্লবী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের আবশ্যিক কর্তব্য হবে এই সোভিয়েত-গুলিকে সুসংহত করা, সর্বত্র সেগুলির বিস্তার সাধন করা এবং জনগণের বৈপ্লবিক ক্ষমতার মুখপাত্রস্বরূপ্ শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রতিনিধিবৃন্দের একটি কেন্দ্রীয় সোভিয়েতের অধীনে সেগুলিকে সমবেত করা।

শ্রমিকগণ, নিজেদের মধ্যে বাদ-বিসংবাদ মিটিয়ে রুশ সোশ্যাল ডিমো-ক্র্যাটিক লেবার পার্টির চারিপাশে জড়ো হোন!

কৃষকগণ, কৃষক ইউনিয়নে সংগঠিত হয়ে রুশ-বিপ্লবের নেতা বিপ্লবী শ্রমিক-শ্রেণীর চারিপাশে সমবেত হোন!

সৈন্যগণ, নিজেদের ইউনিয়নে সংগঠিত হয়ে রাশিয়ার বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর একমাত্র প্রকৃত নেতা রুশ জনগণের চারিপাশে সমবেত হোন!

শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যগণ, রাশিয়ার বৈপ্লবিক শক্তিসমূহের মৈত্রী ও ক্ষমতার যন্ত্রস্বরূপ শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতে সর্বত্র ঐক্যবদ্ধ হোন!

এর মাঝেই নিহিত রয়েছে পুরানো রাশিয়ার অন্ধকার শক্তিগুলির বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ বিজয়ের গ্যারান্টি।

এর মাঝেই গ্যারান্টি রয়েছে যে, রুশ জনগণের মৌল দাবিসমূহ অর্জিত হবে। সে দাবিগুলি হচ্ছে: কৃষকদের জন্য জমি, শ্রমিকদের জন্য শ্রমের নিরাপত্তা এবং রাশিয়ার সমস্ত নাগরিকদের জন্য একটি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র।

প্রাভদা, সংখ্যা ৮
১৪ই মার্চ, ১৯১৭
স্বাক্ষর: কে. স্তালিন

সেদিন জেনারেল কর্নিলভ পেত্রোগ্রাদের শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতকে জানালেন যে, জার্মানরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে এক আক্রমণের পরিকল্পনা করছে।

রদ্‌জিয়াংকো এবং গুচকভ এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে সৈন্যবাহিনী ও জনগণের নিকট আবেদন জানাল, যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত লড়বার জন্য তাঁরা যেন প্রস্তুত হন।

এবং বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকায় এই বিপদ-সংকেত ধ্বনিত হল: 'স্বাধীনতা বিপন্ন! যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হোক!' তা ছাড়া, রাশিয়ার বিপ্লবী গণতন্ত্রের একটি অংশ এই বিপদ-সংকেতের ঘোষণায় তাদের কণ্ঠ মেলাল।...

এই বিপদ-সংকেত প্রচারকারীদের কথা শুনলে মনে হতে পারে রাশিয়ার আজকের পরিস্থিতি ১৭৯২ সালের ফ্রান্সের পরিস্থিতির সমরূপ—তখন ফ্রান্সে পুরানো শাসনব্যবস্থাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের প্রতিক্রিয়াশীল রাজারা সাধারণতন্ত্রী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছিল।

এবং যদি রাশিয়ার বহিঃপরিস্থিতি বাস্তবিকই ১৭৯২ সালের ফ্রান্সের পরিস্থিতির অনুরূপ হয়ে থাকে, যদি আমরা সত্যসত্যই রাশিয়ায় পুরানো শাসনব্যবস্থা পুনঃস্থাপন করার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসাধনে নিরত প্রতিবিপ্লবী রাজাদের একটি বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কোয়ালিশনের সম্মুখীন হয়ে থাকি, তাহলে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা, সেই সময়কালের ফরাসী বিপ্লবীদের মতো, স্বাধীনতার প্রতিরক্ষায় এককাট্টা হয়ে উঠে দাঁড়াবে। কেননা এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, যে-কোন দিক থেকেই এগিয়ে আসুক না কেন সমস্ত প্রতিবিপ্লবী আক্রমণের বিরুদ্ধে রক্তের মূল্যে অর্জিত স্বাধীনতাকে নিশ্চিতরূপে অস্ত্রবলে রক্ষা করতে হবে।

কিন্তু ঘটনা কি সত্যসত্যই সেরূপ?

১৭৯২ সালের যুদ্ধ ছিল একটি বংশগত যুদ্ধ; এই যুদ্ধে সামন্ততান্ত্রিক রাজারা সাধারণতন্ত্রী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, কেননা তারা সেই দেশের প্রচণ্ড বৈপ্লবিক দাবানলে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এই যুদ্ধের লক্ষ্য ছিল

সেই প্রচণ্ড দাবানলকে নির্বাপিত করা, ফ্রান্সে পুরানো ব্যবস্থা পুনঃস্থাপিত করা এবং এইভাবে আতংকিত রাজাদের নিজেদের দেশে সংক্রামক বৈপ্লবিক প্রভাব বিস্তারের বিরুদ্ধে তাদের গ্যারান্টি দেওয়া। এই কারণেই ফরাসী বিপ্লবীরা রাজাদের সৈন্যবাহিনীগুলির বিরুদ্ধে এত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল।

কিন্তু বর্তমান যুদ্ধের ঘটনা সেরকম নয়। বর্তমান যুদ্ধ হল একটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। এর মুখ্য লক্ষ্য হল, ধনতান্ত্রিকভাবে উন্নত রাষ্ট্রগুলির দ্বারা বিদেশী, প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান অঞ্চলগুলি দখল করে নেওয়া (জবরদখল করা)। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির চাই নতুন নতুন বাজার, এই সমস্ত বাজারের সঙ্গে সুবিধাজনক যোগাযোগ, চাই কাঁচা মাল ও খনিজ সম্পদ আর তাই যে-সব অঞ্চল এই সমস্ত বিষয়ে সমৃদ্ধ সেগুলির অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা যাই হোক না কেন, সেগুলিকে তারা দখল করে নিতে চায়।

এ থেকেই বোঝা যায়, কেন, সাধারণভাবে বলতে গেলে দখলীকৃত অঞ্চল-গুলির পুরানো শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য সেগুলির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা বর্তমান যুদ্ধের আবশ্যিক পরিণতি হতে পারে না।

এবং ঠিকঠিক এই কারণেই রাশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি এই বিপদ-সংকেতের ঘোষণায় এটা প্রতিপন্ন করে না যে 'স্বাধীনতা বিপদাপন্ন! যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হোক!'

এটা বলা অধিকতর সত্য হবে যে রাশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি ১৯১৪ সালের যুদ্ধারম্ভের সময়কালের ফ্রান্সের পরিস্থিতির সমরূপ, যখন ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে যুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আজকের রাশিয়ার বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকার অনুরূপভাবেই সেদিনকার ফ্রান্সের বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকায় বিপদ-সংকেত ধ্বনিত হয়েছিল: 'সাধারণতন্ত্র বিপন্ন! জার্মানদের সাথে যুদ্ধ কর!'

এবং সেদিনকার ফ্রান্সে যেমন বিপদাশংকা বহু সোশ্যালিস্টের (গুয়েসদে, সেমব্যাত ইত্যাদি) মধ্যে বিস্তৃত হয়েছিল, তেমনি আজকের রাশিয়ায় বেশ কিছুসংখ্যক সোশ্যালিষ্ট 'বৈপ্লবিক প্রতিরক্ষার' বুর্জোয়া ঘোষকদের পদাংক অনুসরণ করছে।

ফ্রান্সে পরবর্তী ঘটনাসমূহের অগ্রগতি দেখিয়ে দিয়েছিল যে, এটা ছিল একটি মিথ্যা বিপদ-সংকেত, দেখিয়ে দিয়েছিল যে, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা যে আলসেস-লোরেন ও ওয়েষ্টফেলিয়া দখল করার জন্য লোলুপ হয়ে উঠেছিল সেই

ঘটনা আড়াল করার পক্ষে স্বাধীনতা ও সাধারণতন্ত্র সম্পর্কে চীৎকার ছিল একটি আবরণ।

আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, রাশিয়ায় ঘটনার অগ্রগতি 'স্বাধীনতা বিপন্ন', এই মাত্রাহীন আর্তনাদের পুরোদস্তর মিথ্যার মুখোসও খুলে দেবে: দেশপ্রেমের ধূম্রজাল অদৃশ্য হবে এবং জনসাধারণ নিজেরাই দেখতে পাবে যে রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদীরা প্রকৃতপক্ষে যার সন্ধানে রয়েছে তা হল—প্রণালীগুলি ও পারস্যদেশ।…

গুয়েসদে, সেমব্যাত ও তাদের সমমতাবলম্বী ব্যক্তিদের আচরণের যথাযথ ও প্রামাণ্য মূল্যায়ন জিমারওয়াল্ড ও কিয়েন্থাল সোশ্যালিষ্ট কংগ্রেসসমূহের (১৯১৫-১৬)[১] যুদ্ধ-বিরোধী প্রস্তাবগুলিতে হয়ে গিয়েছে।

পরবর্তী ঘটনাবলী জিমারওয়াল্ড ও কিয়েন্থালের বক্তব্যের সঠিকতা ও সারবত্তা পুরোপুরি প্রমাণ করেছে।

রাশিয়ার বৈপ্লবিক গণতন্ত্র, যা ঘৃণ্য জারশাসন উচ্ছেদ করতে সক্ষম হয়েছিল, তা যদি সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের দ্বারা প্রচারিত বিপদ-সংকেতে দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং গুয়েসদে ও সেমব্যাত ইত্যাদির ভুলভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি করে, তাহলে তা হবে একটি শোচনীয় ঘটনা।…

পার্টি হিসাবে বর্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি হবে?

যুদ্ধের দ্রুততম অবসান ঘটাতে সক্ষম বাস্তব উপায়-উপকরণ কি?

সর্বপ্রথম, 'যুদ্ধ নিপাত যাক্!' এই নগ্ন শ্লোগানটি বাস্তব উপায় হিসাবে যে পুরোপুরি অনুপযুক্ত তা প্রশ্নাতীত। কেননা, যেহেতু শ্লোগানটি সাধারণভাবে শান্তির ধারণা প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সেহেতু যুদ্ধরত শক্তিগুলিকে যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করার পক্ষে তাদের ওপর বাস্তব প্রভাব প্রয়োগ করতে সক্ষম এমন কিছুর ব্যবস্থা তা করতে পারে না।

আরও, তাদের নিত্য নিত্য সরকারকে হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে বাধ্য করার আহ্বান জানিয়ে বিশ্বের জাতিসমূহের নিকট শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিগণের পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েত গতকাল যে আবেদন করেছে, তা অবশ্যই অভ্যর্থনীয়। যদি এই আবেদন ব্যাপক জনগণের নিকট পৌঁছায়, তাহলে তা 'দুনিয়ার শ্রমিক, এক হও!' এই বিস্মৃত শ্লোগানের দিকে নিঃসন্দেহে হাজার হাজার শ্রমিকের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনবে। তা সত্ত্বেও, এটা অবশ্যই নজরে রাখতে হবে যে, তা সোজাসুজি লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করে না। কেননা,

এমনকি এটা যদি ধরেও নেওয়া যায় যে আবেদনটি যুদ্ধরত দেশগুলির জাতিসমূহের মধ্যে বিস্তৃতভাবে ছড়িয়েও পড়েছে, তাহলে তারা যে সেই অনুযায়ী কাজ করবে তা বিশ্বাস করা শক্ত; কারণ, দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমান যুদ্ধের লুণ্ঠনমূলক প্রকৃতি এবং তার জবরদখলের লক্ষ্যটি তারা এখনো উপলব্ধি করেনি। আমরা এ ঘটনার কিছুই বলি না যে, যেহেতু এই আবেদন-পত্রে জার্মানির 'আধা-নিরঙ্কুশ স্বৈরতন্ত্রের' প্রাথমিক উচ্ছেদসাধনকে এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের বিরতি ঘটাবার পূর্বশর্ত হিসাবে দেখানো হয়েছে, সেহেতু তা বস্তুতঃপক্ষে এই 'ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের বিরতিকে' অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখছে এবং 'শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ' চালিয়ে যাবার অবস্থান সমর্থন করার দিকে ঝুঁকছে; কেননা কেউই সঠিকভাবে বলতে পারে না যে, কখন জার্মানির জনগণ 'আধা-নিরঙ্কুশ স্বৈরতন্ত্রকে' উচ্ছেদ করতে সক্ষম হবে, অথবা নিকট ভবিষ্যতে তা করতে তারা আদৌ সক্ষম হবে কিনা।...

তাহলে সমাধানটা কি হবে?

সমাধান হল, অস্থায়ী সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা যাতে সে অবিলম্বে শান্তির জন্য আপোষ-আলোচনা শুরু করবার পক্ষে তার সম্মতি ঘোষণা করে।

শ্রমিক, সৈনিক এবং কৃষকেরা অবশ্যই সভা-শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত করবে এবং দাবি করবে যে, অস্থায়ী সরকার, **জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতিদানের ভিত্তিতে অবিলম্বে শান্তির জন্য আলাপ-আলোচনা শুরু করতে যুধ্যমান শক্তিগুলিকে রাজী করাবার প্রচেষ্টায় সুস্পষ্টভাবে ও প্রকাশ্যে নিশ্চিতরূপে ব্রতী হবে।**

কেবলমাত্র তখনই 'যুদ্ধ নিপাত যাক!' শ্লোগানটির শূন্যগর্ভ ও অর্থহীন শান্তিবাদে রূপান্তরিত হবার আশংকা থাকবে না; কেবলমাত্র তখনই শ্লোগানটি একটি প্রচণ্ড রাজনৈতিক প্রচার-আন্দোলনে বিকশিত হতে সক্ষম হবে—এই আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদীদের মুখোস খুলে দেবে এবং বর্তমান যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনাবৃত করবে।

কেননা পক্ষদের একটি, একটি নির্দিষ্ট ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনা করতে অস্বীকৃত, এমনকি এটা ধরে নিলেও—এমনকি এই অস্বীকৃতি, অর্থাৎ সবলে এলাকা দখল করে নেবার উচ্চাকাঙ্খা বর্জন করার অনিচ্ছা 'ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের' বিরতি ত্বরান্বিত করার উপায় হিসাবে বাস্তবে কার্যকর হবে, কেননা তখন

জাতিসমূহ নিজেরাই যুদ্ধের লুণ্ঠনমূলক চরিত্র এবং সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীসমূহের রক্তরঞ্জিত চেহারা দেখতে পাবে, যাদের লোলুপ স্বার্থে তারা তাদের সন্তানকে বলি দিচ্ছে।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের মুখোস খুলে দেওয়া এবং বর্তমান যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি ব্যাপক জনগণের চোখ খুলে দেওয়া বাস্তবক্ষেত্রে হল যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা এবং বর্তমান যুদ্ধকে অসম্ভব করে তোলা।

প্রাভদা, সংখ্যা ১০
১৬ই মার্চ, ১৯১৭
স্বাক্ষর: কে. স্তালিন

কিছুদিন আগে ইয়েদিনস্তভো গোষ্ঠীর[২] দ্বারা গৃহীত অস্থায়ী সরকার, যুদ্ধ ও ঐক্যের উপর প্রস্তাবগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

এই গোষ্ঠী হল প্লেখানভ-বুরিয়ানভ গোষ্ঠী। একটি 'প্রতিরক্ষা-পন্থী' গোষ্ঠী।

এই গোষ্ঠীর চরিত্র বুঝতে হলে এটা জানাই যথেষ্ট যে এর মত হল:

(১) 'অস্থায়ী সরকারে শ্রমিকশ্রেণীর গণতন্ত্রের **অংশগ্রহণের** দ্বারা অস্থায়ী সরকারের কার্যকলাপের উপর প্রয়োজনীয় গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে';

(২) অন্যান্য যুক্তির মধ্যে একটা যুক্তি হল এই যে, 'অস্ট্রো-জার্মান প্রতিক্রিয়ার ভয়াবহ বিবদ থেকে ইয়োরোপকে মুক্ত করার' জন্য 'শ্রমিকশ্রেণী অবশ্যই যুদ্ধ **চালিয়ে** যাবে'।

সংক্ষেপে, তারা শ্রমিকদের নিকট যা দাবি করছে তা হল: ভদ্রমহোদয়গণ, গুচকভ-মিলিউকভের অস্থায়ী সরকারে আপনাদের প্রতিভূ পাঠান এবং দয়া করে যুদ্ধ চালিয়ে যান—কনস্তান্তিনোপল্ দখল করার জন্য!

এই-ই হল প্লেখানভ-বুরিয়ানভ গোষ্ঠীর শ্লোগান।

এবং, এর পরে, এর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য এই গোষ্ঠীটি রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির নিকট অনুরোধ জানাবার স্পর্ধা রাখে!

ইয়েদিনস্তভোর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ভুলে যাচ্ছে যে, রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি জিমারওয়াল্ড-কিয়েন্থাল প্রস্তাবসমূহ সমর্থন করে; এই প্রস্তাবসমূহে প্রতিরক্ষা-সমর্থন ও বর্তমান সরকারে অংশগ্রহণ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, এমনকি যদিও এই সরকার অস্থায়ী হয় (**বিপ্লবী** অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে এই সরকারের পার্থক্য-উপলব্ধিতে যেন বিভ্রান্তি না হয়!)।

তারা এটা প্রণিধান করতে ব্যর্থ হয় যে, জিমারওয়াল্ড ও কিয়েন্থাল হল গুয়েদে ও সেমব্যাতকে অস্বীকার করা, এবং, বিপরীতভাবে, গুচকভ ও মিলিউকভের সঙ্গে ঐক্য রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির সঙ্গে ঐক্য ব্যাহত করে।…

তারা এই ঘটনা দেখেও দেখেনি যে এর মাঝেই অনেক দিন হয়ে গেছে যখন থেকে লিব্নেখ্ট্ ও সিদেম্যান্ একত্রে এক পার্টিতে থাকেননি, একত্রে থাকতে পারেন না।…

মহাশয়রা, না, আপনাদের ঐক্যের আবেদন আপনারা ভুল ঠিকানায় পাঠিয়েছেন!

কেউ, অবশ্য, মন্ত্রিদপ্তরের জন্য তৎপর হতে পারেন, কেউ যুদ্ধ চালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে মিলিউকভ ও গুচকভের সঙ্গে ঐক্য গড়তে পারেন, ইত্যাদি। এ সমস্ত হল রুচির ব্যাপার। কিন্তু এর সাথে রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির সম্পর্ক কি? এবং এর সাথেই বা ঐক্য সাধন করতে চান কেন?

না, মহাশয়রা, আপনারা আপনাদের পথে চলুন!

প্রাভদা, সংখ্যা ১১

১৭ই মার্চ, ১৯১৭

স্বাক্ষরবিহীন

রুশ-বিপ্লবের জয়লাভের শর্তাবলী

বিপ্লব এগিয়ে চলেছে। এর আরম্ভ হয়েছিল পেত্রোগ্রাদে, এখন তা প্রদেশে প্রদেশে সম্প্রসারিত হচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে রাশিয়ার সীমাহীন সুবিশাল বিস্তৃতিতে। তাছাড়া, কেবল রাষ্ট্রনৈতিক প্রশ্ন থেকে তা এখন অবশ্যম্ভাবিরূপেই সামাজিক প্রশ্নে অতিক্রান্ত হচ্ছে, অতিক্রান্ত হচ্ছে শ্রমিক ও কৃষকদের ভাগ্য উন্নত করার প্রশ্নে; এর ফলে বর্তমান সংকট অধিকতর-ঘনীভূত ও তীক্ষ্ণতর হচ্ছে।

এসব রাশিয়ার সম্পত্তির মালিকদের নির্দিষ্ট মহলগুলিতে উদ্বেগ সৃষ্টি না করে পারে না। জারপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল জমিদারেরা ফণা তুলছে। সাম্রাজ্যবাদী চক্রীদল বিপদ-সংকেত জ্ঞাপনের ঘণ্টা বাজাচ্ছে। প্রতিবিপ্লবের সম্মিলিত সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে অর্থ-জোগানদার বুর্জোয়ারা সেকেলে সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতবর্গের দিকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করছে। আজ তারা এখনো দুর্বল ও শিথিলসংকল্প, কিন্তু আগামীকাল তারা অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী হতে পারে এবং বিপ্লবের বিরুদ্ধে জড়ো হয়ে সক্রিয় হতে পারে। যে-কোন অবস্থাতেই, তারা প্রতিনিয়ত তাদের ক্ষতিকর কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে, জনগণের সমস্ত অংশ থেকে বাহিনী জড়ো করছে, সৈন্যবাহিনীকেও বাদ দিচ্ছে না।…

এই জায়মান প্রতিবিপ্লবকে কিভাবে দমন করা যেতে পারে?

রুশ-বিপ্লবের জয়লাভের জন্য কি কি শর্ত প্রয়োজন?

আমাদের বিপ্লবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই যে, আজ পর্যন্ত এর ঘাঁটি হল পেত্রোগ্রাদ। সংঘর্ষ এবং গুলিগোলাবর্ষণ, ব্যারিকেড ও হতাহতের ঘটনা, লড়াই ও জয়লাভ ঘটেছে প্রধানতঃ পেত্রোগ্রাদে ও তার চারিপাশের অঞ্চলসমূহে (ক্রোনস্তাদ ইত্যাদি)। প্রদেশগুলি জয়লাভের ফলাফলগুলি গ্রহণে ও অস্থায়ী সরকারের প্রতি আস্থা প্রকাশের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছে।

এই ঘটনার প্রতিফলনে দ্বৈত ক্ষমতার উদ্ভব হয়েছে—অস্থায়ী সরকার এবং শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের মধ্যে ক্ষমতার প্রকৃত ভাগাভাগি ঘটেছে, আর এটাই হয়ে পড়েছে প্রতিবিপ্লবের ভাড়াটেদের মধ্যে

এত উদ্বেগের কারণ। একদিকে, শ্রমিক ও সৈন্যদের বৈপ্লবিক সংগ্রামের যন্ত্র —শ্রমিক ও সৈন্যদের প্রতিনিধিগণের পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েত, অন্যদিকে, নরমপন্থী বুর্জোয়ারা, যারা বিপ্লবের 'আতিশয্যে' আতংকিত এবং যারা প্রদেশগুলির নিষ্ক্রিয়তার মাঝে অবলম্বন খুঁজে পেয়েছে তাদের যন্ত্র—অস্থায়ী সরকার— এই-ই হল চিত্র।

এইখানেই নিহিত রয়েছে বিপ্লবের দুর্বলতা, কেননা এরূপ অবস্থাতেই রাজধানী থেকে প্রদেশসমূহের বিচ্ছিন্নতা স্থায়ী হয়, স্থায়ী হয় তাদের মধ্যে সংযোগের অভাব।

কিন্তু বিপ্লব গভীরে যাবার সাথে সাথে প্রদেশগুলিও বিপ্লবপন্থী হয়ে উঠছে। এলাকায় এলাকায় শ্রমিকদের প্রতিনিধিগণের সোভিয়েত গঠিত হচ্ছে। কৃষকেরা আন্দোলনের মধ্যে আকৃষ্ট হচ্ছে এবং তাদের নিজেদের ইউনিয়ন সংগঠিত করছে। সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও গণতান্ত্রিক মনোভাব দানা বাঁধছে এবং সামরিক ইউনিটসমূহে সৈন্যদের ইউনিয়ন সংগঠিত হচ্ছে। প্রদেশগুলির নিষ্ক্রিয়তা অতীতের ঘটনা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

এইভাবে অস্থায়ী সরকারের পায়ের তলার মাটি কাঁপছে।

একই সময়ে, শ্রমিকদের প্রতিনিধিগণের পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েত নতুন পরিস্থিতির সাথে সমান তালে চলতে পারছে না, পিছিয়ে পড়ছে।

যা প্রয়োজন তা হল সমগ্র রাশিয়ার গণতান্ত্রিক শক্তির বৈপ্লবিক সংগ্রামের একটি সারা-রাশিয়া যন্ত্র, রাজধানী ও প্রদেশগুলির গণতান্ত্রিক শক্তিকে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করতে এবং প্রয়োজনীয় মুহূর্তে জনগণের বৈপ্লবিক **সংগ্রামকে** বৈপ্লবিক **ক্ষমতার** একটি যন্ত্রে পরিণত করার পক্ষে যার যথেষ্ট যোগ্যতা থাকবে—এই ক্ষমতা জনগণের সমস্ত প্রাণবন্ত শক্তিকে প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে জড়ো করে সক্রিয় করে তুলবে।

কেবলমাত্র শ্রমিক, সৈনিক এবং কৃষকদের প্রতিনিধিগণের একটি সারা-রাশিয়া সোভিয়েত এরূপ একটি যন্ত্র হতে পারে। রুশ-বিপ্লবের বিজয়লাভের *এইটি হল প্রথম শর্ত।*

তা ছাড়া, জীবনের সবকিছুর মতো, যুদ্ধের খারাপ দিকটার সাথে ভাল দিকও আছে। তা হল এই—কার্যতঃ রাশিয়ার সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসীদের যুদ্ধার্থে প্রস্তুত করে যুদ্ধ সৈন্যবাহিনীকে *একটি জনগণের সৈন্যবাহিনীর* চরিত্র দিয়েছে এবং এর দ্বারা বিদ্রোহী শ্রমিকদের সঙ্গে সৈন্যদের ঐক্যবদ্ধ করার কাজ

সহজতর করেছে। আমাদের দেশে বিপ্লব যে তুলনামূলক সহজসাধ্যতার সঙ্গে ঘটেছে ও বিজয়ী হয়েছে, তার ব্যাখ্যা প্রকৃতপ্রস্তাবে এর মধ্যেই নিহিত।

কিন্তু সৈন্যবাহিনী হল সচল ও বর্তমান, বিশেষ করে যুদ্ধের প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিরন্তর যেতে হয় বলে। সৈন্যবাহিনী স্থায়ীভাবে এক জায়গায় অবস্থান করতে পারে না এবং পারে না বিপ্লবকে প্রতিবিপ্লবের হাত থেকে রক্ষা করতে। সেইহেতু, আর একটি সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন—সশস্ত্র শ্রমিকদের একটি বাহিনী, যারা বৈপ্লবিক আন্দোলনের কেন্দ্রগুলির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে সংযুক্ত, তাদের একটি বাহিনী। এবং যদি এটা সত্য হয় যে, সব সময়ে বিপ্লবের স্বার্থসাধনে প্রস্তুত এমন একটি সশস্ত্র বাহিনী ব্যতিরেকে বিপ্লব জয়লাভ করতে পারে না, তাহলে আমাদের বিপ্লবেরও অবশ্যই নিজস্ব একটি বাহিনী থাকবে—বিপ্লবের লক্ষ্যের সঙ্গে অত্যাবশ্যকরূপে গ্রথিত শ্রমিকদের একটি রক্ষিবাহিনী।

এইভাবে বিপ্লবের জয়লাভের জন্য দ্বিতীয় শর্ত হল শ্রমিকদের অবিলম্বে সশস্ত্র করা—শ্রমিকদের একটি রক্ষীবাহিনী।

বৈপ্লবিক আন্দোলনসমূহের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ—উদাহরণস্বরূপ ফ্রান্সে—ছিল এই সন্দেহাতীত ঘটনা যে, সেসব জায়গায় অস্থায়ী সরকারসমূহ সাধারণতঃ উদ্ভূত হয়েছিল ব্যারিকেড লড়াইয়ের মধ্য থেকে এবং সেহেতু সেগুলি ছিল বিপ্লবী, অথবা যে-কোনভাবেই পরবর্তীকালে তারা যে সংবিধান-পরিষদসমূহ ডেকেছিল তাদের থেকে অধিকতর বিপ্লবী; এই পরিষদগুলির অধিবেশন সাধারণতঃ আহূত হয়েছিল দেশে 'শান্তি স্থাপন করার' পর। এটাই বাস্তবিকপক্ষে ব্যাখ্যা করে কেন সেই সমস্ত সময়ের অধিকতর অভিজ্ঞ বিপ্লবীরা সংবিধান-পরিষদের অধিবেশনে বিলম্ব ঘটিয়ে, এই পরিষদ অধিবেশন আহূত হবার পূর্বেই, বিপ্লবী সরকারের সাহায্যে তাদের কর্মসূচী গ্রহণ করিয়ে নিতে চেষ্টা করতেন। ইতিপূর্বে সম্পাদিত সংস্কারপন্থা নিয়ে সংবিধান-পরিষদের সম্মুখীন হতে হবে, এই ছিল তাঁদের ধারণা।

আমাদের দেশের পরিস্থিতি সেরকম নয়। আমাদের অস্থায়ী সরকার জন্ম নিয়েছে ব্যারিকেড-লড়াইয়ের মধ্য থেকে নয়; ব্যারিকেড-লড়াইয়ের কাছাকাছি অবস্থা থেকে। এর জন্যই তা বিপ্লবী নয়—তাকে এখন অনিচ্ছুকভাবে টেনে-হিঁচড়ে নেওয়া হচ্ছে বিপ্লবের পিছনে পিছনে এবং তা তার পথে চলেছে। এবং, বিপ্লব ক্রমে ক্রমেই বেশি বেশি করে প্রগাঢ় হচ্ছে, সামাজিক

দাবি উপস্থিত করছে—যেমন, আট-ঘণ্টার কাজের দিন, জমি বাজেয়াপ্ত করা —এবং প্রদেশগুলিকে বিপ্লবমুখি করে তুলছে, এই ঘটনা বিচার করে এটা আস্থাসহকারে বলা যেতে পারে যে ভবিষ্যৎ লোকায়ত সংবিধান-পরিষদ ৩রা জুন তারিখের ডুমা কর্তৃক নির্বাচিত বর্তমান অস্থায়ী সরকারের তুলনায় অনেক বেশি গণতান্ত্রিক হবে।

অধিকন্তু, এই আশংকা করতে হবে যে, বিপ্লবের গতিবেগে আতংকিত এবং সাম্রাজ্যবাদী ঝোঁক-প্রণোদিত হলেও অস্থায়ী সরকার কতকগুলি রাজনৈতিক অবস্থায় যে প্রতিবিপ্লব সংগঠিত হচ্ছে তার সপক্ষে 'বৈধ' ঢাল ও আবরণ হিসাবে কাজ করতে পারে।

সেইহেতু সংবিধান-পরিষদ আহ্বান করার ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই দেরি করা চলবে না।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে যত দ্রুত সম্ভব একটি সংবিধান-পরিষদ আহ্বান করা প্রয়োজন, কেননা এটাই হল একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা সমাজের সমস্ত অংশের নিকটেই আইনসংগত কর্তৃত্ব অর্জন করবে, বিপ্লবের কাজ তুঙ্গে ওঠাতে সমর্থ হবে, এবং এর দ্বারা উত্থীয়মান প্রতিবিপ্লবের ডানা কেটে দিতে সক্ষম হবে।

এইরূপে বিপ্লবের জয়লাভের তৃতীয় শর্ত হল একটি সংবিধান-পরিষদের অধিবেশন ত্বরান্বিত করা।

এই সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্য সাধনের উপায়ের একটি সাধারণ শর্ত হল, যত শীঘ্র সম্ভব শান্তির আলাপ-আলোচনা শুরু করানো এবং এই অমানুষিক যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটানো, কেননা এই যুদ্ধ, যা তার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক, অর্থনৈতিক এবং খাদ্যসংকট আনে, তা চালিয়ে যাওয়া হল সেই জলে-ডোবা শৈল-চূড়া, যার উপর আছাড় খেয়ে বিপ্লবের জাহাজ ধ্বংস হতে পারে।

প্রাভদা, সংখ্যা ১২
১৮ই মার্চ, ১৯১৭
স্বাক্ষর: কে. স্তালিন

জাতিগত প্রতিবন্ধসমূহের বিলোপ

যে দুষ্ট ক্ষতসমূহ পুরানো রাশিয়ার লজ্জার কারণ ছিল জাতিগত নিপীড়ন সেগুলির অন্যতম।

ধর্মগত ও জাতিগত নির্যাতন, 'বিদেশী' জাতিসমূহের বলপূর্বক রুশীকরণ, জাতীয়-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির দমনপীড়ন, নাগরিক অধিকারের অস্বীকৃতি চলাফেরার স্বাধীনতার অস্বীকৃতি, এক জাতিসত্তার বিরুদ্ধে আর এক জাতিসত্তাকে উত্তেজিতকরণ, গণ-উৎসাদন ও গণ-হনন—এই সবই হল জাতিগত নিপীড়নের বিভিন্ন রূপ ; এ সবের স্মৃতি লজ্জাবহ।

কীভাবে জাতিগত নিপীড়ন নির্মূল করা যেতে পারে ?

জাতিগত নিপীড়নের সামাজিক ভিত্তি, যে শক্তি একে সঞ্জীবিত করে তা হল সেকেলে ভূম্যধিকারী অভিজাতবর্গ। এবং এরা ক্ষমতা দখলের যত কাছাকাছি আসে, এবং যত দৃঢ়ভাবে তারা ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে, তত কঠোর হয় জাতিগত নিপীড়ন, তত ঘৃণ্য হয় এই নিপীড়নের রূপগুলি।

প্রাচীন রাশিয়ায়, যখন পুরানো সামন্ততান্ত্রিক ভূম্যধিকারী অভিজাতবর্গ ক্ষমতায় আসীন ছিল, জাতিগত নিপীড়ন উঠত তুঙ্গে, গণ-উৎসাদনের (ইহুদীদের) এবং গণ-হত্যাকাণ্ডের (আর্মেনিয়ান-তাতারদের) রূপ বিরল ঘটনা ছিল না।

ইংলণ্ডে ভূম্যধিকারী অভিজাতবর্গ (জমিদারেরা) বুর্জোয়াদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নেয় এবং বহু দিন ধরে তারা পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকায় জাতিগত নিপীড়ন অপেক্ষাকৃত অনুগ্র, অপেক্ষাকৃত কম অমানুষিক—যদি, অবশ্য, আমরা এই সত্য ঘটনা উপেক্ষা করি যে এই যুদ্ধের সময়কালে, যখন ক্ষমতা জমিদারদের হাতে চলে গিয়েছে, তখন জাতিগত নিপীড়ন আরও বেশি তীব্র হয়েছে (আইরিশদের এবং ভারতীয়দের উপর নির্যাতন)।

এবং সুইজারল্যাণ্ড ও উত্তর আমেরিকায়, যেসব স্থানে, জমিদারতন্ত্র কখনো বিদ্যমান থাকেনি এবং বুর্জোয়ারা অবিভক্ত ক্ষমতা ভোগ করে, সেসব স্থানে জাতিসত্তাসমূহ কম-বেশি অবাধে বিকশিত হয় এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে,

সেসব জায়গায় জাতীয় নিপীড়নের কার্যতঃ কোন ভিত্তিভূমি নেই।

একে প্রধানতঃ এই ঘটনার দ্বারা ব্যাখ্যা করতে হবে যে, তাদের প্রকৃত অবস্থানের জন্যই, ভূম্যধিকারী অভিজাতবর্গ জাতীয় স্বাধীনতাসহ সমস্তরকম স্বাধীনতার সর্বাপেক্ষা দৃঢ়পণ অপ্রশম্য শত্রু (তারা তা না হয়ে পারে না!); যে, সাধারণভাবে স্বাধীনতা, বিশেষভাবে জাতীয় স্বাধীনতা, ভূম্যধিকারী অভিজাতবর্গের রাজনৈতিক শাসনের একেবারে ভিত্তিমূলের ক্ষতিসাধন করে (ক্ষতিসাধন না করে পারে না!)।

এইভাবে জাতীয় নিপীড়নের অবসান করা এবং জাতীয় স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজনীয় **প্রকৃত** শর্তসমূহ সৃষ্টি করার উপায় হল, সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত-বর্গকে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে বিতাড়িত করা, তাদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া।

যেহেতু রুশ-বিপ্লব বিজয়লাভ করেছে, সেইহেতু তা, সামন্ততান্ত্রিক ভূমিদাস মালিকদেব ক্ষমতা উচ্ছেদ এবং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে, এরই মধ্যে এইসব প্রকৃত শর্তগুলি সৃষ্টি করেছে।

এখন যা প্রয়োজন তা হল:

(১) নিপীড়ন থেকে মুক্ত জাতিসত্তাসমূহের অধিকারসমূহ যথাযথভাবে নির্ধারণ করা, এবং

(২) আইন প্রণয়নের দ্বারা সেগুলি অনুমোদন করা।

এই ভিত্তিভূমি থেকেই ধর্মগত ও জাতিগত প্রতিবন্ধসমূহের বিলোপ সম্পর্কে অস্থায়ী সরকারের পরোয়ানা জারী করা হয়েছিল।

বিপ্লবের ক্রমবৃদ্ধির কল্যাণে ত্বরান্বিত হয়ে, অস্থায়ী সরকার রাশিয়ার জাতিসমূহকে নিপীড়ন থেকে মুক্ত করার দিকে প্রথম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছিল; এবং সে তা নিয়েছিল।

পরোয়ানার সাধারণ সারাংশ হল, অ-রুশ জাতিসত্তা এবং অর্থডক্স্ চার্চের অনুগামী নয় এমন নাগরিকদের অধিকারসমূহের উপর বিধিনিষেধের বিলোপ-সাধন; এই বিলোপসাধন করা হল নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে: (১) বসবাস, স্থায়ী নিবাস ও চলাফেরা; (২) সম্পত্তির অধিকারসমূহ ইত্যাদি অর্জন; (৩) যে-কোন পেশা, ব্যবসা ইত্যাদিতে প্রবৃত্ত হওয়া; (৪) যৌথ বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সংঘ-সমিতিতে অংশগ্রহণ, (৫) সরকারী চাকরী ইত্যাদিতে কার্যগ্রহণ; (৬) শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তি হওয়া; (৭)

বেসরকারী সমিতিসমূহের বিষয়াদি পরিচালনায়, সমস্ত রকমের বেসরকারী শিক্ষাসংস্থায় শিক্ষাদানে এবং বাণিজ্যিক হিসাব রাখার বিষয়ে রুশভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষা এবং আঞ্চলিক ভাষার বা বাচনের ব্যবহার।

এই হল অস্থায়ী সরকারের পরোয়ানা।

রাশিয়ার জাতিসত্তাসমূহ যারা এ পর্যন্ত সন্দেহ পোষণ করত, তারা এখন অবাধে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারে এবং অনুভব করতে পারে তারা রাশিয়ার নাগরিক।

এসব খুব ভাল কথাই।

কিন্তু এই পরোয়ানা জাতীয় স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার পক্ষে যথেষ্ট এবং এই পরোয়ানায় জাতিগত নিপীড়ন থেকে মুক্তি এর মাঝেই পুরোপুরি সম্পাদিত হয়েছে, একথা বিবেচনা করা ক্ষমার অযোগ্য ভ্রান্তি হবে।

প্রথমতঃ, এই পরোয়ানা ভাষা সম্পর্কে জাতিগত সমতা প্রতিষ্ঠা করে না। পরোয়ানার সর্বশেষ ধারায় **বেসরকারী** বিষয়াদি পরিচালনায় এবং **বেসরকারী** শিক্ষাসংস্থায় শিক্ষাদানে রুশভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষা ব্যবহার করার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেইসব এলাকা যেখানে অ-রুশ নাগরিকেরা ঘন সন্নিবিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ, যাদের ভাষা রুশভাষা নয়, তাদের কি হবে (ট্রান্সককেশিয়া, তুর্কিস্তান, ইউক্রাইন, লিথুয়ানিয়া ইত্যাদি)? কোন সন্দেহ নেই, তাদের পার্লামেণ্ট থাকবে (নিশ্চিতভাবে থাকবে!) এবং সেজন্য 'বিষয়াদি' থাকবে (অবশ্যই 'বেসরকারী' নয়!), থাকবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (শুধুমাত্র 'বেসরকারী' নয়!) 'শিক্ষাদান' ব্যবস্থা—এবং এ সমস্তই, অবশ্য, শুধু রুশভাষায় নয়, স্থানীয় ভাষাতেই থাকবে। এটাই কি অস্থায়ী সরকারের ধারণা যে, রুশভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করা হবে এবং **এই সমস্ত এলাকাকে তাদের স্থানীয় ভাষায়, তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহে, অবশ্যই 'বেসরকারী' নয়, 'বিষয়াদি' পরিচালনা ও 'শিক্ষাদান' করা থেকে বঞ্চিত করা হবে**? আপাতঃদৃষ্টিতে তাই মনে হয়। কিন্তু নির্বোধ লোক ছাড়া কে বিশ্বাস করবে যে এর দ্বারা জাতিসমূহের অধিকারের পরিপূর্ণ সমতা সূচিত হচ্ছে, যার কথা **রেচ**[৩] ও **দাইয়েন**[৪]-এর বুর্জোয়া খোস-খবর রটনাকারীরা সমস্ত বাড়ির ছাদ থেকে, সমস্ত রাস্তার মোড়ে মোড়ে উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করছে? এটা উপলব্ধি করতে কে ব্যর্থ হতে পারে যে এর অর্থ হল জাতিসমূহের মধ্যে অ-সমতাকে আইনসম্মত করা?

তা ছাড়া, যে কেউই সত্যিকারের জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, সে শুধু অযোগ্যতা বিলোপ করার নঞর্থক পন্থার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে না—তাকে প্রতিবন্ধের বিলোপসাধন থেকে এমন সদর্থক কর্মসূচী গ্রহণে নিশ্চিতরূপে অগ্রসর হতে হবে যা জাতীয় নিপীড়ন নির্মূল করা সুনিশ্চিত করবে।

সুতরাং ঘোষণা করতে হবে :

(১) নিজেদের ভাষায় 'কার্যাদি' ও 'শিক্ষা' পরিচালনা করার অধিকার সহ, জীবনযাত্রার একটি নির্দিষ্ট ধরনে একটি নির্দিষ্ট জাতীয় উপাদানে গঠিত অধিবাসী অধ্যুষিত অখণ্ড অর্থনৈতিক ভূখণ্ডের প্রতিনিধিত্বকারী অঞ্চলগুলির জন্য রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার (ফেডারেশন নয়!);

(২) সেই সমস্ত জাতি, যারা, যে-কোন কারণেই হোক, অখণ্ড রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে থাকতে পারে না, তাদের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার।

জাতীয় নিপীড়নের সত্যিকারের বিলোপসাধন এবং জাতিসত্তাগুলিকে পুঁজিবাদের অধীনে সম্ভাব্য সর্বাধিক স্বাধীনতা দেওয়া সুনিশ্চিত করার দিকে এই-ই হল পথ।

প্রাভদা, সংখ্যা ১৭
২৫শে মার্চ, ১৯১৭
স্বাক্ষর : কে. স্তালিন

হয় এটা—নয় ওটা

২৩শে মার্চ বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী মিঃ মিলিউকভ এক সাক্ষাৎকারে বর্তমান যুদ্ধের লক্ষ্যসমূহ সম্পর্কে তাঁর 'কর্মসূচীর' একটি রূপরেখা দেন। আমাদের পাঠকেরা গতকালকার **প্রাভদা**[৫] থেকে জানতে পারবেন যে এই লক্ষ্যগুলি হল সাম্রাজ্যবাদী : কনস্তান্তিনোপ্‌ল্‌ দখল, আর্মেনিয়া দখল, অস্ট্রিয়া এবং তুর্কির বিভাজন, উত্তর পারস্য দখল।

এটা মনে হয় যে, রুশ সৈন্যেরা যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের রক্ত ঢালছে 'পিতৃভূমির প্রতিরক্ষায়' নয়, নয় 'স্বাধীনতার জন্য'—যা দুর্নীতিগ্রস্ত ভাড়াটে বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকা আমাদের নিশ্চিতরূপে বলছে—কিন্তু তারা রক্ত ঝরাচ্ছে জনকয়েক সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থে বিদেশী ভূখণ্ড দখল করার জন্য।

মিঃ মিলিউকভ যা বলেছেন তা, অন্ততঃ, এই।

কার নামে মিঃ মিলিউকভ এত স্পষ্টাস্পষ্টি ও প্রকাশ্যভাবে এসব বলছেন?

অবশ্যই, রাশিয়ার জনগণের নামে নয়। কেননা রাশিয়ার জনগণ—রাশিয়ার শ্রমিক, কৃষক এবং সৈন্যগণ—বিদেশী ভূখণ্ড দখল করার **বিরোধী**, **বিরোধী** তারা জাতিসমূহের উপর অত্যাচার করার। উদাত্ত ভাষায় এর সাক্ষ্য দিচ্ছে রাশিয়ার জনগণের ইচ্ছার মুখপত্র শ্রমিক ও সৈন্যদের প্রতিনিধি-গণের পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের 'আবেদন'।

তাহলে, কাদের মত মিঃ মিলিউকভ ব্যক্ত করছেন?

এটা কি সমগ্রভাবে অস্থায়ী সরকারের মত হতে পারে?

তাহলে গতকালের **ভেচারনেয়ি ভ্রেমিয়া**[৬] এ সম্পর্কে কি বলেছিল তা দেখা যাক :

'২৩শে মার্চ পেত্রোগ্রাদের সংবাদপত্রসমূহে বৈদেশিক মন্ত্রী মিঃ মিলিউকভের যে সাক্ষাৎকারের কথা প্রচারিত হয়েছে, সে সম্পর্কে বিচারমন্ত্রী কেরেনস্কি বিচারমন্ত্রকের প্রেস ইনফর্মেশন ব্যুরোকে একথা বলতে ক্ষমতা দিয়েছেন যে, **বর্তমান যুদ্ধে রাশিয়ার বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষাৎকারে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তা মিলিউকভের ব্যক্তিগত মত, তা অস্থায়ী সরকারের মতামতের প্রতিনিধিত্ব করে না।**'

তাহলে, কেরেনস্কিকে যদি বিশ্বাস করতে হয়, সেক্ষেত্রে যুদ্ধের লক্ষ্যের মৌলিক প্রশ্নে মিঃ মিলিউকভ অস্থায়ী সরকারের মত ব্যক্ত করেন না।

সংক্ষেপে, যখন বৈদেশিক মন্ত্রী মিলিউকভ বিশ্বকে জানালেন যে, বর্তমান যুদ্ধের লক্ষ্য হল অন্যের রাজ্য দখল করা, তখন তিনি শুধু রাশিয়ার জনগণের ইচ্ছার **বিরুদ্ধে** যাননি, তিনি যার সদস্য সেই অস্থায়ী সরকারের **বিরুদ্ধেও** গিয়েছেন।

জারতন্ত্রের দিনগুলিতে মিঃ মিলিউকভ জনগণের নিকট মন্ত্রীদের দায়িত্বের ওকালতি করতেন। 'আমরা তাঁর সাথে এ বিষয়ে একমত যে মন্ত্রীরা জনগণের নিকট দায়ী ও কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকবেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি: মিঃ মিলিউকভ কি এখনো মন্ত্রীদের দায়িত্বের নীতি স্বীকার করেন? এবং তা যদি তিনি করেন, তবে কেন তিনি পদত্যাগ করছেন না?

অথবা সম্ভবতঃ কেরেনস্কির বিবৃতি ছিল না—সঠিক?

হয় এটি—না হয় অন্যটি:

হয় কেরেনস্কির বিবৃতি ছিল অসত্য, সেক্ষেত্রে বিপ্লবী জনগণ অবশ্যই অস্থায়ী সরকারকে নিয়ম শৃংখলার মধ্যে এনে তাকে তাদের ইচ্ছা মেনে নিতে বাধ্য করবে।

না হয় কেরেনস্কি সঠিক বলেছেন, সেক্ষেত্রে মিঃ মিলিউকভের অস্থায়ী সরকারে কোন স্থান নেই—তাঁকে **অবশ্যই** পদত্যাগ করতে হবে।

এদের মাঝামাঝি কোন রাস্তা নেই।

প্রাভদা, সংখ্যা ১৮

২৬শে মার্চ, ১৯১৭

সম্পাদকীয়

৫নং *দেলো নারোদায়*[৭] 'রাশিয়া—বিভিন্ন অঞ্চলের সম্মিলনে গঠিত একটি রাষ্ট্র' শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছে। প্রবন্ধটিতে রাশিয়াকে একটি 'বিভিন্ন অঞ্চলের সম্মিলনে গঠিত একটি রাষ্ট্রে', একটি 'যুক্তরাষ্ট্রে' পরিবর্তিত করার সুপারিশ করা হয়েছে—এ থেকে একটু কম বা একটু বেশি কিছু নয়। কি বলছে শোনা যাক—

'ঘোষণা করা হোক, বিভিন্ন অঞ্চলে (লিটল রাশিয়া, জর্জিয়া, সাইবেরিয়া, তুর্কিস্তান প্রভৃতি) ন্যস্ত সার্বভৌমত্বের লক্ষণগুলি রাশিয়ার যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করছে।...কিন্তু এই যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন অঞ্চলকে অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব মঞ্জুর করুক। এবং আসন্ন সংবিধান-পরিষদ অঞ্চলগুলির সম্মিলনে গঠিত একটি রুশ-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করুক।'

প্রবন্ধটির লেখক (জোস. অকুলিচ) নিম্নোক্ত ধরনে প্রবন্ধটি ব্যাখ্যা করছে :

'একটিমাত্র রুশ-সৈন্যবাহিনী, একটিমাত্র মুদ্রাব্যবস্থা, একটিমাত্র বৈদেশিক নীতি, একটিমাত্র সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হোক। কিন্তু এই একটিমাত্র রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকা স্বাধীনভাবে তাদের নতুন জীবন গড়ে তোলার স্বাধীনতা লাভ করুক। যদি এর আগে ১৭৭৬ সালে একটি সংযুক্তির চুক্তির মাধ্যমে মার্কিনরা...একটি "যুক্তরাষ্ট্র" সৃষ্টি করতে পেরে থাকে, তাহলে ১৯১৭ সালে আমরা বিভিন্ন অঞ্চলের মিলনে একটি সুদৃঢ় রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে পারব না কেন?'

দেলো নারোদা এই কথা বলছে।

স্বীকার করতেই হবে যে, প্রবন্ধটি নানাদিক থেকে আকর্ষণীয় এবং, যে-কোন হিসাবেই, মৌলিক। বলতে গেলে, এর সুরের গাম্ভীর্য, 'ইস্তেহার' ধরনে এর রচনাশৈলী কৌতূহলকরও বটে ('ঘোষণা করা হোক', 'প্রতিষ্ঠিত হোক'!)।

এসব সত্ত্বেও, অবশ্যই এটা বলতে হবে যে, সাধারণভাবে প্রবন্ধটি মানসিক বিভ্রান্তির একটি বৈশিষ্ট্যমূলক নমুনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (সুইজারল্যাণ্ড এবং কানাডারও) শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের অগভীর উপলব্ধি থেকেই মূলতঃ এই মানসিক বিভ্রান্তির উদ্ভব।

এই ইতিহাস আমাদের কি বলে?

১৭৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি ফেডারেশন (যুক্তরাষ্ট্র) ছিল না, ছিল

সেই সময় পর্যন্ত কতকগুলি স্বতন্ত্র উপনিবেশের অথবা রাষ্ট্রের একটি কনফেডারেশন (রাষ্ট্র-সমবায়)। অর্থাৎ ছিল কতকগুলি স্বতন্ত্র উপনিবেশ, কিন্তু পরবর্তীকালে, তাদের শত্রুদের, প্রধানতঃ বাইরের শত্রুদের, বিরুদ্ধে তাদের অভিন্ন স্বার্থ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তারা একটি মৈত্রী (**কনফেডারেশন**) সম্পাদন করল, কিন্তু উপনিবেশগুলি পুরোপুরি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-ইউনিট হিসাবে থেকে গেল। কিন্তু ১৮৬০ সালের দশকে দেশটির রাজনৈতিক জীবনে একটি কঠোর পরিবর্তন ঘটল: উত্তরের রাষ্ট্রগুলি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে একটি দৃঢ়তর ও ঘনিষ্ঠতর রাজনৈতিক সংযোগ দাবি করল; এর বিরোধিতা করল দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি, তারা 'কেন্দ্রিকতা'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করল এবং পুরানো ব্যবস্থার সমর্থনে এগিয়ে এল। আরম্ভ হল 'গৃহযুদ্ধ', যার পরিণতিতে উত্তরের রাষ্ট্রগুলির কর্তৃত্ব জোরদার হল। আমেরিকাতে একটি **ফেডারেশন** (যুক্তরাষ্ট্র) গঠিত হল, অর্থাৎ গঠিত হল সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির মিলনে গঠিত একটি রাষ্ট্র এবং এই সর্বভৌম রাষ্ট্রগুলি ফেডারেল (কেন্দ্রীয়) সরকারের সঙ্গে ক্ষমতা **ভাগাভাগি** করে নিল। কিন্তু এই ব্যবস্থা বেশিদিন টিঁকল না। কনফেডারেশনের মতোই ফেডারেশন একটি ক্রান্তিকালীন ব্যবস্থা হিসাবে প্রমাণিত হল। রাষ্ট্রগুলি ও কেন্দ্রীয় সরকাবের ভিতরে লাগাতাবভাবে সংগ্রাম চলল, দ্বৈত সরকার অসহনীয় হয়ে দাঁড়াল এবং আরও বিবর্তনের গতিপথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফেডারেশন থেকে একটি **ঐকিক** (অখণ্ড) বাষ্ট্রে পরিণত হল; বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির জন্য থাকল সমরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা এবং এই বিধিব্যবস্থায় তাদের অর্পিত হল সীমাবদ্ধ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার (সরকার-সংক্রান্ত নয়, রাজনৈতিক-প্রশাসনিক)। যুক্তরাষ্ট্রে প্রযুক্ত 'ফেডারেশন' নামটি হয়ে দাঁড়াল একটি শূন্যগর্ভ শব্দ, অতীতের একটি স্মৃতিচিহ্ন মাত্র; তারপর থেকে বহুদিন হল এই নামটি বিষয়সমূহের প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে মানানসই হওয়া থেকে বিরত হয়েছে।

সুইজারল্যাণ্ড ও কানাডার কথা প্রবন্ধের রচয়িতা উল্লেখ করেছেন, এই দেশ দুটি সম্পর্কেও অবশ্যই অনুরূপ কথা বলতে হবে। আমরা গোড়ার দিকে সেই একই স্বতন্ত্র রাজ্যসমূহ (ক্যান্টন) দেখতে পাই, আরও শক্তিশালী মিলিত রাষ্ট্রের জন্য একই ধরনের সংগ্রাম দেখতে পাই (সুইজারল্যাণ্ডে সোন্দারবান্দের[৮] বিরুদ্ধে সংগ্রাম, কানাডায় ব্রিটিশ ও ফরাসীর মধ্যে সংগ্রাম এবং পরবর্তীকালে ফেডারেশনের ঐকিক রাষ্ট্রে সেই একই রকমের পরিণত হওয়া দেখতে পাই।

এইসব ঘটনা কি সূচিত করে?

কেবলমাত্র এটাই সূচিত করে, আমেরিকা, কানাডা ও সুইজারল্যাণ্ডে স্বতন্ত্র অঞ্চলগুলি থেকে ফেডারেশনের মধ্য দিয়ে ঐকিক রাষ্ট্র বিকশিত হওয়া, সূচিত করে, বিকাশের ঝোঁক ফেডারেশনের অনুকূলে নয়, ফেডারেশনের বিরুদ্ধে। ফেডারেশন একটি ক্রান্তিকালীন ব্যবস্থা।

এটা আকস্মিক নয়, কেননা পুঁজিবাদের উচ্চতর রূপে অগ্রগতি, অর্থনৈতিক ভূভাগের আনুসঙ্গিক সম্প্রসারণ এবং কেন্দ্রায়িত হওয়ার দিকে তার ঝোঁক নিয়ে, রাষ্ট্রের ফেডারেল রূপ দাবি করে না, দাবি করে ঐকিক রূপ।

আমরা এই ঝোঁক উপেক্ষা করতে পারি না। যদি, অবশ্য, আমরা ইতিহাসের চাকা পেছনে ঘোরাতে না চাই।

কিন্তু এ থেকে বেরিয়ে আসে যে, রাশিয়ায় ফেডারেশনের জন্য প্রচেষ্টা চালানো অবিবেচনাপূর্ণ হবে, জীবনের প্রকৃত বাস্তব ঘটনাসমূহ দ্বারা অন্তর্হিত হওয়াই হবে তার নিয়তি।

দেলো নারোদা ১৭৭৬ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা রাশিয়ায় পুনরাবৃত্তি করবার প্রস্তাব দিচ্ছে। কিন্তু ১৭৭৬ সালের আমেরিকা ও আজকের রাশিয়ার মধ্যে এমনকি কোন দূরবর্তী সাদৃশ্যও আছে কি?

সেই সময় যুক্তরাষ্ট্র ছিল স্বতন্ত্র উপনিবেশসমূহের একটি সমষ্টি, তাদের পরস্পরের মধ্যে সংযোগ ছিল না, অন্ততঃ একটি কনফেডারেশনের রূপে সংযোগসূত্রে আবদ্ধ হতে তাদের ছিল অভিপ্রায়। এবং সেই অভিপ্রায় ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু আজকের দিনের রাশিয়ার পরিস্থিতি কি কোনরূপে তার অনুরূপ? অবশ্যই না! প্রত্যেকের নিকট এটা স্পষ্ট যে, রাশিয়ার অঞ্চলগুলি (সীমান্ত জেলাসমূহ) অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বন্ধনের দ্বারা সেণ্ট্রাল (কেন্দ্রীয়) রাশিয়ার সঙ্গে সংযোগসূত্রে আবদ্ধ, রাশিয়া যত বেশি গণতান্ত্রিক হবে, এই বন্ধনসমূহ তত বেশি জোরদার হবে।

তা ছাড়া, আমেরিকায় একটি কনফেডারেশন বা ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা করতে উপনিবেশগুলি, যাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সংযোগ ছিল না, তাদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজন হয়। এবং তা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্বার্থে। কিন্তু রাশিয়াকে একটি ফেডারেশনে পরিণত করার জন্য অঞ্চলগুলির পরস্পরকে সংযোগকারী আগে থেকেই বিদ্যমান, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বন্ধনসমূহকে

ভাঙবার প্রয়োজন হবে ; তা হবে পুরোদস্তুর বোকামির কাজ এবং প্রতিক্রিয়াশীল।

সর্বশেষে, আমেরিকা (কানাডা ও সুইজারল্যাণ্ডের মতো) ভৌগোলিক সীমারেখার দ্বারা বিভিন্ন রাজ্যে (ক্যাণ্টন) বিভক্ত, জাতিগত সীমারেখার দ্বারা নয়। জাতিগত গঠন নির্বিশেষে, ঔপনিবেশিক সম্প্রদায়সমূহ থেকে রাষ্ট্রগুলি উদ্ভূত হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক ডজন রাষ্ট্র আছে। কিন্তু জাতিগত গোষ্ঠী আছে মাত্র সাত বা আটটি। সুইজারল্যাণ্ডে ২৫টি ক্যাণ্টন (অঞ্চল) আছে, কিন্তু জাতিগত গোষ্ঠী আছে মাত্র তিনটি। রাশিয়ায় সেরকম নয়। রাশিয়ায় যাদের অঞ্চল বলে, যাদের, ধরা যাক, স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের প্রয়োজন (ইউক্রাইন, ট্রান্সককেশিয়া, সাইবেরিয়া, তুর্কিস্তান ইত্যাদি) তারা উরাল অঞ্চল বা ভল্‌গা অঞ্চলের মতো ভৌগোলিক অঞ্চল নয়, তারা রাশিয়ার সুনির্দিষ্ট অংশ, তাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে জীবনযাত্রার একটি সুনির্দিষ্ট ধরন, আছে সুনির্দিষ্ট (অ-রুশ) জাতিগত গঠন সংবলিত একটি জনসংখ্যা। ঠিকঠিক এই কারণেই আমেরিকা অথবা সুইজারল্যাণ্ডে রাষ্ট্রগুলির স্বায়ত্তশাসনের অধিকার (অথবা ফেডারেশন) জাতীয় সমস্যার সমাধান (বস্তুতঃ এটা তার উদ্দেশ্যও নয় !) হওয়া দূরে থাক, এই প্রশ্নটি এমনকি উত্থাপনও করে না। কিন্তু রাশিয়ায়, যথাযথভাবে জাতীয় সমস্যা উত্থাপন করে তা সমাধান করার জন্যই অঞ্চলগুলির স্বায়ত্তশাসনের অধিকার (অথবা ফেডারেশন) প্রস্তাবিত হয়, যেহেতু রাশিয়া অঞ্চলগুলিতে বিভক্ত জাতিগত সীমারেখার দ্বারা।

এটা কি সুস্পষ্ট নয় যে, ১৭৭৬ সালের যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বর্তমানের রাশিয়াকে এক করে দেখা কৃত্রিম ও বোকামিপূর্ণ ?

এটা কি সুস্পষ্ট নয় যে, রাশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রবাদ জাতীয় সমস্যার সমাধান করবে না, এবং করতে পারে না, ইতিহাসের চাকা পেছনে ঘোরাবার অসার কল্পনাপূর্ণ প্রচেষ্টার দ্বারা তা শুধু জাতীয় সমস্যায় তালগোল পাকাবে, তাকে জটিল করে তুলবে ?

না, ১৭৭৬ সালের আমেরিকার অভিজ্ঞতা রাশিয়ায় পুনরাবৃত্তি করার প্রস্তাব কোনক্রমেই কার্যকর হবে না। উত্তরণগত আধা উপায়, ফেডারেশন, গণতন্ত্রের স্বার্থসাধন করে না এবং করতে পারে না।

জাতীয় সমস্যার সমাধান যেমন মৌলিক ও চূড়ান্ত হবে, তেমনি হবে তা কার্যকর, অর্থাৎ :

(১) রাশিয়ার কতকগুলি অঞ্চলে বেসরকারী জাতিসমূহ, যারা অখণ্ড কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করে না বা অবস্থান করবার অভিলাষী নয়, তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকার ;

(২) যে অঞ্চলগুলি নির্দিষ্ট জাতিগত গঠন সংবলিত ও অখণ্ড কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করে, সমরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা সহ একমাত্র অখণ্ড রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে তাদের রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার।

এই পথেই, একমাত্র এই পথেই, রাশিয়ায় অঞ্চলগুলির সমস্যার সমাধান করতে হবে।*

প্রাভদা, সংখ্যা ১৯
২৮শে মার্চ, ১৯১৭
স্বাক্ষর : কে. স্তালিন

*লেখকের মন্তব্য

সে সময়ে আমাদের পার্টিতে রাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় রূপের ধারণা বিরাজ করত, এই প্রবন্ধটিতে সেই ধারণা অনুমোদন করার মনোভাব প্রতিফলিত হচ্ছে। শৌমিয়ানের নিকট লিখিত লেনিনের ১৯১৩ সালের নভেম্বরের পত্রে শাসনতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রবাদ সম্পর্কে আপত্তি সর্বাধিক স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই পত্রে লেনিন লেখেন, 'আমরা অকপটভাবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সমর্থক। আমরা ফেডারেশনের বিরোধী।…আমরা নীতিগতভাবে ফেডারেশনের বিরোধী—এটি অর্থনৈতিক বন্ধন দুর্বল করে এবং যা একটি রাষ্ট্র তার পক্ষে এটি অনুপযোগী। তুমি বিচ্ছিন্ন হতে চাও? ভাল কথা, জাহান্নমে যাও, যদি তুমি অর্থনৈতিক বন্ধন ছিন্ন করা মনস্থ করে থাক, অথবা, বরং, যদি 'সহবাসের' চাপ ও সংঘাত এরূপ হয় যে তারা অর্থনৈতিক বন্ধনকে বিষাক্ত ও ক্রমশঃ ক্ষয় করে। তুমি বিচ্ছিন্ন হতে চাও না? বেশ, কিন্তু তাহলে আমার হয়ে সিদ্ধান্ত নিও না এবং মনে করো না ফেডারেশনে তোমার "অধিকার" আছে' (সপ্তদশ খণ্ড, পৃঃ ৯০ দেখুন)**।

** এখানে এবং অন্যত্র লেনিনের রচনাবলীর উল্লেখ হল রচনাবলীর তৃতীয় সংস্করণ (ইং) সম্বন্ধে উল্লেখ—অনুবাদক।

এটা উল্লেখযোগ্য যে, ১৯১৭ সালে পার্টির এপ্রিল মাসের সম্মেলনে[৯] গৃহীত জাতীয় প্রশ্নের উপর প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিষয় এমনকি উল্লেখও করা হয়নি। প্রস্তাবটিতে জাতিসমূহের বিচ্ছিন্ন হবার অধিকারের কথা বলা হয়েছে, একটি অখণ্ড (ঐকিক) রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে জাতিগত অঞ্চলসমূহের স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের কথা বলা হয়েছে এবং সর্বশেষে বলা হয়েছে, সমস্ত রকমের জাতিগত সুবিধা বা অধিকার নিষিদ্ধ করে একটি মৌল আইন প্রণয়নের কথা, কিন্তু রাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় রূপ মেনে নেবার সপক্ষে একটি শব্দও উচ্চারিত হয়নি।

লেনিনের রচিত **রাষ্ট্র ও বিপ্লব** পুস্তকটিতে (আগস্ট, ১৯১৭) পার্টি, লেনিনের রচনার ভিতর দিয়ে 'একটি কেন্দ্রায়িত সাধারণতন্ত্রের দিকে' উত্তরণ-কালের রূপ হিসাবে ফেডারেশনকে মেনে নেবার সপক্ষে স্বীকৃতির অভিমুখে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়, অবশ্য এই স্বীকৃতি কতকগুলি মোটা রকমের শর্ত-কণ্টকিত ছিল।

লেনিন এই বইতে বলছেন, 'শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রামকশ্রেণীর বিপ্লবের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে অনুশীলন করে মার্কসের মতোই এঙ্গেলস গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে, এক এবং অবিভাজ্য সাধারণতন্ত্রকে উচ্চে তুলে ধরেন। তিনি ফেডারেল (যুক্তরাষ্ট্রীয়) সাধারণতন্ত্রকে হয় একটি ব্যতিক্রম এবং অগ্রগতির পক্ষে কাঁটা হিসাবে, না হয় রাজতন্ত্র থেকে একটি কেন্দ্রায়িত সাধারণতন্ত্রে উত্তরণের একটি রূপ হিসাবে গণ্য করতেন, গণ্য করতেন কতকগুলি বিশেষ অবস্থার অধীনে এক "অগ্রবর্তী পদক্ষেপ" হিসাবে। এবং এইসব বিশেষ অবস্থার অন্যতম হিসাবে, তিনি জাতিগত প্রশ্নের উল্লেখ করেন।...এমনকি ইংলণ্ড সম্পর্কেও, যেখানে ভৌগোলিক অবস্থাসমূহ, একটি সাধারণ ভাষা এবং বহু শতাব্দীর ইতিহাস ইংলণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৃথক পৃথক অংশে জাতিগত প্রশ্ন 'অবসান" করেছে মনে হবে—এমনকি সেই দেশ সম্পর্কেও এঙ্গেলস এই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান ঘটনাকে হিসাবে ধরতেন যে, জাতিগত প্রশ্ন এখনো অতীতের ঘটনা হয়ে যায়নি এবং এর ফলে স্বীকার করতেন যে একটি ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা একটি "অগ্রগামী পদক্ষেপ" হবে। অবশ্য, এখানে বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতও নেই যে এঙ্গেলস ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা পরিত্যাগ করছেন অথবা তিনি পরিত্যাগ করছেন একটি ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রায়িত সাধারণতন্ত্রের জন্য সর্বাধিক দৃঢ়পণ প্রচার ও সংগ্রাম' (২১তম খণ্ড, পৃঃ ৪১৯ দেখুন)।

কেবলমাত্র অক্টোবর বিপ্লবের পরেই পার্টি দৃঢ় ও নির্দিষ্টভাবে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এবং উত্তরণকালে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহের সংবিধানের জন্য একে তার নিজের পরিকল্পনা হিসাবে উপস্থাপিত করে।

১৯১৮ সালের জানুয়ারি মাসে 'মেহনতী ও শোষিত জনগণের জন্য অধিকার ঘোষণায়' এই নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রথম ব্যক্ত হয়; ঘোষণাটি লিখেছিলেন লেনিন এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তা অনুমোদন করেছিল। এই ঘোষণায় বলা হয়: 'স্বাধীন জাতিসমূহের স্বাধীন মিলনের নীতির উপর, সোভিয়েত জাতীয় সাধারণতন্ত্রসমূহের ফেডারেশন হিসাবে রুশ সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত' (২২তম খণ্ড, পৃঃ ১৭৪ দেখুন)।

সরকারীভাবে, পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে (১৯১৯)[10] এই নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি পার্টি কর্তৃক দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হয়। আমরা জানি, এই কংগ্রেসেই রুশ কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী গৃহীত হয়। কর্মসূচীতে বলা হয়েছে: 'পরিপূর্ণ ঐক্যের দিকে উত্তরণকালীন একটি রূপ হিসাবে, পার্টি সোভিয়েত ধাঁচে সংগঠিত রাষ্ট্রগুলির একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্মিলন সুপারিশ করছে' (রুশ কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী দেখুন)।

এইরূপে পার্টি ফেডারেশন অস্বীকার করা থেকে পথ অতিক্রম করে 'বিভিন্ন জাতিসমূহের মেহনতী জনগণের পরিপূর্ণ ঐক্যের দিকে উত্তরণ সময়কালীন রূপ' হিসাবে ফেডারেশন স্বীকার করে নেওয়াতে পৌছাল (কমিণ্টার্ণের দ্বিতীয় কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত 'জাতিগত প্রশ্ন সম্পর্কে প্রবন্ধগুলি'[11] দেখুন)।

ফেডারেল রাষ্ট্রের প্রশ্নে পার্টির মতামতের বিবর্তনের জন্য তিনটি কারণ আরোপ করতে হবে।

প্রথমতঃ, এই ঘটনা যে, অক্টোবর বিপ্লবের সময়কালে রাশিয়ার জাতিসত্তাসমূহের কতকগুলি পরস্পর পরস্পরের নিকট থেকে প্রকৃতপক্ষে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল এবং, সেজন্য, ফেডারেশন এই সমস্ত জাতিসত্তার ব্যাপক মেহনতী জনগণের বিভক্ত অবস্থা থেকে তাদের ঘনিষ্ঠতর ঐক্য ও মিলনের দিকে একটি অগ্রবর্তী পদক্ষেপ প্রকাশ করল।

দ্বিতীয়তঃ, এই ঘটনা যে, সোভিয়েতের বিকাশের গতিপথে ফেডারেশনের যে প্রকৃত রূপগুলি আভাসিত হল, রাশিয়ার জাতিসত্তাসমূহের ব্যাপক মেহনতি জনগণের ঘনিষ্ঠতর অর্থনৈতিক ঐক্যের লক্ষ্যের পক্ষে সেগুলি পূর্বে যতটা প্রতীয়মান হয়ে থাকতে পারে, কোনক্রমেই ততটা বিরোধী প্রমাণিত হল না, এবং এমন কি সেগুলি এই লক্ষ্যের আদৌ বিরোধী হল না, পরবর্তীকালে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তা প্রকট হয়েছিল।

এই ঘটনা যে, যুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়কালে, অথবা অক্টোবর

বিপ্লবের পূর্ববর্তী সময়পর্বে, জাতীয় আন্দোলন অনেক পরিমাণে বেশি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে প্রমাণিত হল এবং জাতিসমূহের মিলনের প্রক্রিয়া পূর্বে যতটা জটিল প্রতীয়মান হয়ে থাকতে পারে, তার তুলনায় অনেক পরিমাণে বেশি জটিল বিষয় বলে প্রমাণিত হল।

ডিসেম্বর, ১৯২৪ — জে. স্তালিন

দুইটি প্রস্তাব

দুইটি প্রস্তাব। একটি হল—শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রতিনিধিবৃন্দের সোভিয়েতের কার্যনির্বাহক কমিটির প্রস্তাব। অন্যটি হল—রুশো-বাল্টিক রেলওয়ে-কার ওয়ার্কস-এর মেশিনশপের শ্রমিকদের (৪০০) প্রস্তাব।

প্রথমটি তথাকথিত 'স্বাধীনতার জন্য ঋণ' সমর্থন করার পক্ষে।

দ্বিতীয়টি তার বিরুদ্ধে।

প্রথমটি বিনা সমালোচনাতেই 'স্বাধীনতার জন্য ঋণ'কে তার আক্ষরিক অর্থে, **স্বাধীনতার সমর্থনে** ঋণ হিসাবে গ্রহণ করছে।

দ্বিতীয়টি 'স্বাধীনতার জন্য ঋণ'কে **স্বাধীনতার বিরুদ্ধে** ঋণ হিসাবে চিত্রিত করে, কেননা 'ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ ক্রমাগত চালিয়ে যাবার লক্ষ্য নিয়ে বাজারে ঋণপত্র ছাড়া হচ্ছে—এটা শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের পক্ষেই সুবিধাজনক।'

প্রথমটি বিক্ষিপ্ত মনের ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের সন্দেহ দ্বারা প্রণোদিত—সৈন্য-বাহিনীকে সরবরাহ করা বিষয়ে কি হবে, এই ঋণকে সমর্থন করতে অস্বীকৃতির দ্বারা সৈন্যবাহিনীকে সরবরাহ করা কি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না?

দ্বিতীয়টির এরূপ কোন সন্দেহ নেই, কারণ এটা একটি সমাধান দেখতে পেয়েছে: এটা স্বীকার করে যে সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করার জন্য অর্থ তহবিলের প্রয়োজন, এবং শ্রমিক ও সৈন্যদের প্রতিনিধিগণের সোভিয়েতকে দেখিয়ে দেয় যে বুর্জোয়াদের পকেট থেকেই এই অর্থ নিতে হবে, তারাই যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল, তারাই যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এবং তারাই এই হত্যাকাণ্ড থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়ে নিচ্ছে।'

প্রথম প্রস্তাবটির রচয়িতাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত, কেননা তারা কি 'তাদের কর্তব্য সম্পাদন করেনি'?

দ্বিতীয় প্রস্তাবটির রচয়িতারা প্রতিবাদ করে, কারণ তাদের বিবেচনায় শ্রমিকশ্রেণীর লক্ষ্য ও আদর্শের প্রতি এই মনোভাবের দ্বারা প্রথমোক্তরা **'আন্তর্জাতিকের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে'**।

এটাই ঠিক স্থানে ঘা মেরেছে!

স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চালিত 'স্বাধীনতার জন্য ঋণের' পক্ষে এবং বিপক্ষে দুটি প্রস্তাব।

শ্রমিকগণ, কারা সঠিক? নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন, কমরেডরা।

প্রাভদা, সংখ্যা ১৯

১১ই এপ্রিল, ১৯১৭

স্বাক্ষর: কে. স্তালিন

কৃষকের হাতে জমি

রায়াজান গুবেনিয়ার কৃষকেরা মন্ত্রী সিঙ্গারিয়ভের নিকট এই মর্মে এক বক্তব্য পাঠিয়েছে যে জমিদারেরা যে জমি চাষাবাদ না করে ফেলে রেখেছে, তারা সেই জমি চাষ করবে, এমনকি যদি জমিদারেরা এতে সম্মতি নাও দেয় তাহলেও। কৃষকেরা ঘোষণা করেছে, জমিদারেরা যদি বপন করা থেকে বিরত থাকে তাহলে সর্বনাশ ঘটবে, পেছনের অধিবাসী ও ফ্রন্টের সৈন্যবাহিনী উভয়ের জন্য রুটি নিশ্চিত করার পক্ষে অকর্ষিত জমি অবিলম্বে চাষ করা হল একমাত্র উপায়।

এর জবাবে মন্ত্রী সিঙ্গারিয়ভ (তাঁর টেলিগ্রাম[১২] দেখুন) জোরালভাবে অননুমোদিত চাষ করা নিষিদ্ধ করেছেন, বলেছেন এটা হবে 'বিনা অধিকারে বলপূর্বক দখল করা' এবং কৃষকদের নির্দেশ দিয়েছেন, তারা সংবিধান-পরিষদের অধিবেশন পর্যন্ত অপেক্ষা করুক, বলেছেন তা সত্যসত্যই সবকিছুর মীমাংসা করবে।

কিন্তু মিঃ সিঙ্গারিয়ভ যার সদস্য সেই অস্থায়ী সরকার সংবিধান-পরিষদের অধিবেশন স্থগিতই রাখছে; তাই যেহেতু এটা অজানা যে কখন এই পরিষদ আহূত হবে, সেজন্য তা থেকে এটাই বেরিয়ে আসে যে, **প্রকৃতপ্রস্তাবে** জমি অকর্ষিত হয়ে পড়ে থাকবে, জমিদাররা জমির **দখলদার** হয়ে থাকবে, কৃষকরা জমি **ছাড়াই** থাকবে এবং রাশিয়ার—তার শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদের পর্যাপ্ত রুটি মিলবে না।

এবং এই সবকিছু করা হচ্ছে, যাতে জমিদারদের অসন্তুষ্ট না করা হয়, যদিও তার জন্য রাশিয়া এমনকি দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ুক না কেন।

মন্ত্রী সিঙ্গারিয়ভ যার সদস্য সেই অস্থায়ী সরকারের জবাব হল এরূপ।

এই জবাব আমাদের বিস্মিত করে না। কারখানার মালিক ও জমিদারদের সরকার কৃষকদের প্রতি অন্যরূপ আচরণ করতে পারে না—যতদিন জমিদারদের সবকিছু ভালই চলছে, ততদিন তারা কৃষকদের সম্পর্কে মনোযোগ দিতে যাবে কেন?

সেজন্য, আমরা কৃষকদের, সারা রাশিয়ার গরিব কৃষকদের আহ্বান করছি,

তারা তাদের ব্যাপার তাদের নিজেদের হাতে নিয়ে তাকে এগিয়ে নিয়ে চলুক।

আমরা তাদের আহ্বান করি, তারা বৈপ্লবিক কৃষক কমিটি সংগঠিত করুক (ভোলস্ত, উইয়েজ্‌দ ইত্যাদি), এই সমস্ত কমিটির মাধ্যমে ভূসম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করুক এবং অনুমতি ছাড়াই সংগঠিত ধরনে জমি চাষ করুক।

সংবিধান-পরিষদের জন্য অপেক্ষা না করে, মন্ত্রিগণের প্রতিক্রিয়াশীল বাধানিষেধ, যা বিপ্লবের উদ্দেশ্য প্রতিহত করে, সেসবের তোয়াক্কা না রেখে, দেরি না করে এটা করতে আমরা তাদের আহ্বান করি।

আমাদের বলা হয় যে, ভূসম্পত্তিগুলি অবিলম্বে দখল করে নিলে বিপ্লব থেকে সমাজের 'প্রগতিশীল স্তর'কে দূরে ঠেলে ফেলে বিপ্লবের ঐক্যে ভাঙন সৃষ্টি হবে।

কিন্তু কারখানার মালিক ও জমিদারদের সঙ্গে কলহবিবাদ না করে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব একথা চিন্তা করা হাস্যকরভাবে সরল হবে।

শ্রমিকরা যখন আট-ঘণ্টা কাজের দিন প্রবর্তন করে, তখন কি তারা কারখানার মালিক ও তাদের সমপর্যায়ের লোকজনদের 'দূরে সরিয়ে' দেয়নি? কে একথা জোর দিয়ে বলতে সাহস করবে যে শ্রমিকদের অবস্থার কঠোরতা উপশম করা এবং কাজের দিনের সময় কমানো থেকে বিপ্লব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে?

কৃষকদের দ্বারা ভূসম্পত্তির অননুমোদিত চাষাবাদ এবং তাদের দখল করে নেওয়া নিঃসন্দেহে জমিদার ও তাদের সমপর্যায়ের লোকজনদের বিপ্লব থেকে 'দূরে সরিয়ে' দেবে। কিন্তু কে একথা জোর দিয়ে বলতে সাহস করবে যে বিপ্লবের চারিপাশে লক্ষ লক্ষ গরিব কৃষকদের জড়ো করে আমরা বিপ্লবের শক্তিসমূহকে দুর্বল করতে থাকব?

যে সমস্ত লোক বিপ্লবের গতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে চায় তাদের সর্বদা অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে:

(১) যে, আমাদের বিপ্লবের প্রধান শক্তি হল শ্রমিক এবং গরিব কৃষকেরা যারা, যুদ্ধের জন্য, এখন সৈন্যের পোশাক ধারণ করেছে;

(২) যে, বিপ্লব যত গভীরে যাবে, যত বিস্তৃততর হবে, তত তথাকথিত 'প্রগতিশীল অংশ', যারা কথায় প্রগতিশীল কিন্তু কাজে প্রতিক্রিয়াশীল, তারা অনিবার্যভাবে বিপ্লব থেকে 'দূরে সরে' যাবে।

অপ্রয়োজনীয় 'অংশসমূহ' থেকে বিপ্লবকে বিমুক্ত করার হিতকর প্রক্রিয়ার বেগ হ্রাস করা প্রতিক্রিয়াশীল কল্পনাবিলাসই হবে।

সংবিধান-পরিষদ যতদিন না আহূত হয় ততদিন অপেক্ষা ও দীর্ঘসূত্রতা করার নীতি, নারদ্নিক, ক্রুদোভিক ও মেনশেভিকদের সুপারিশ-করা বাজেয়াপ্তকরণ 'সাময়িকভাবে' বর্জন করার নীতি, শ্রেণীসমূহের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে চলার নীতি (যাতে কারো অসন্তুষ্টি বিধান না করা হয়!) এবং না এগিয়ে লজ্জাজনকভাবে একই স্থানে দাঁড়িয়ে থাকার নীতি, বিপ্লবী শ্রমিক-শ্রেণীর নীতি নয়।

রুশ-বিপ্লবের বিপ্লবী অগ্রাভিযান এই নীতিকে অনাবশ্যক আসবাবের মতো ঝেঁটিয়ে দূর করবে; এই নীতি শুধুমাত্র বিপ্লবের শত্রুদের পক্ষে উপযুক্ত এবং সুবিধাজনক।

প্রাভদা, সংখ্যা ৩২
১৪ই এপ্রিল, ১৯১৭
সম্পাদকীয়
স্বাক্ষর : কে. স্তালিন

যখন যুধ্যমান দেশগুলির বুর্জোয়া রক্তচোষারা পৃথিবীটাকে ব্যাপক রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ডে ডুবিয়ে দিয়েছিল, তখন থেকে প্রায় তিন বছর কেটে গেছে।

এখন পর্যন্ত প্রায় তিন বছর ধরে সমস্ত দেশের শ্রমিকেরা, যারা গতকালও ছিল সহোদর ভাইয়ের মতো এবং যারা এখন সৈন্যের ইউনিফর্ম পরিহিত, তারা পরস্পরের সামনে দাঁড়িয়েছে শত্রু হিসাবে এবং শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদের উল্লাস জাগিয়ে তারা পরস্পর পরস্পরকে পঙ্গু করছে, হত্যা করছে।

জাতিগুলির মনুষ্যশক্তির ব্যাপক ও নির্বিচার হত্যাকাণ্ড, পাইকারী ধ্বংসলীলা ও অভাব, একদা উন্নতিশীল শহর ও গ্রামগুলির ধ্বংসসাধন, ব্যাপক অনশন এবং বর্বরতার মধ্যে ধীরে ধীরে নেমে যাওয়া, এ সবকিছুই যাতে কয়েকজন মাত্র মুকুট-পরা ও মুকুটহীন দস্যুরা বিদেশী অঞ্চলের উপর লুঠতরাজ চালাতে পারে এবং লক্ষ লক্ষ টাকা অবৈধভাবে লাভ করতে পারে—যুদ্ধের উদ্দেশ্য এই দিকেই চালিত হচ্ছে।

যুদ্ধ-কবলিত হয়ে দুনিয়ার শ্বাসরোধ আরম্ভ হয়েছে।...

ইউরোপের জাতিসমূহ আর বেশিদিন এই অবস্থা সহ্য করতে পারে না, তারা ইতিমধ্যেই যুদ্ধরত বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াচ্ছে।

যে প্রাচীর শ্রমিকদের পরস্পরকে পরস্পরের নিকট থেকে পৃথক করছে, রুশ-বিপ্লবই সর্বপ্রথম সেই প্রাচীরে সবলে ফাটল সৃষ্টি করছে। বিশ্বব্যাপী 'দেশপ্রেমী' উন্মাদনার সময় রাশিয়ার শ্রমিকেরাই সর্বপ্রথম সেই বিস্মৃত শ্লোগানটি ঘোষণা করছে: 'দুনিয়ার শ্রমিক, এক হও!'

রুশ-বিপ্লবের বজ্রনাদের মাঝে পশ্চিমের শ্রমিকরাও তাদের তন্দ্রা থেকে জেগে উঠছে। জার্মানিতে ধর্মঘট এবং বিক্ষোভ-শোভাযাত্রা, অস্ট্রিয়া ও বুলগেরিয়ায় বিক্ষোভ-শোভাযাত্রা, নিরপেক্ষ দেশগুলিতে ধর্মঘট এবং সমাবেশ, ব্রিটেন ও ফ্রান্সে ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ, যুদ্ধফ্রন্টসমূহে ব্যাপক সৌভ্রাত্র্য প্রদর্শন—এগুলি হল যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দানা বাঁধছে তার প্রথম অগ্রদূত।

এবং আজ আমরা যে এই ছুটির দিন, এই মে দিবস উদ্‌যাপন করছি, তা

কি এই চিহ্ন নয় যে রক্তপ্লাবনের মধ্যে জাতিসমূহের ভিতর সৌভ্রাত্র্যের নতুন নতুন বন্ধন গড়ে উঠছে ?

পুঁজিপতি দস্যুদের পায়ের তলার মাটি জ্বলে উঠছে, কারণ আন্তর্জাতিকের রক্ত পতাকা আবার ইউরোপের উপর আন্দোলিত হচ্ছে ।

তাহলে, যেদিন পেত্রোগ্রাদের লক্ষ লক্ষ শ্রমিকেরা দুনিয়ার শ্রমিকদের দিকে সৌভ্রাত্র্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, আজ সেই পয়লা মে একটি নতুন বিপ্লবী আন্তর্জাতিকের জন্মের সাক্ষ্য হোক !

যে রণধ্বনি—'দুনিয়ার শ্রমিক, এক হও !'—পেত্রোগ্রাদের পার্কে পার্কে আজ ধ্বনিত হচ্ছে, তা দুনিয়া জুড়ে প্রতিধ্বনিত হোক এবং সমস্ত দেশের শ্রমিকদের সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করুক !

পুঁজিপতি দস্যুদের মাথার উপর দিয়ে, তাদের লুণ্ঠনজীবী সরকারগুলির মাথার উপর দিয়ে আমরা সমস্ত দেশের শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে হস্ত প্রসারিত করছি এবং আওয়াজ তুলছি :

জয় হোক মে দিবসের !

জয় হোক জাতিসমূহের ভ্রাতৃত্বের !

জয় হোক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের !

প্রাভদা, সংখ্যা ৩৫
১৮ই এপ্রিল (১লা মে), ১৯১৭
স্বাক্ষরবিহীন

অস্থায়ী সরকার

ভ্যাসিয়েলেভস্কি অস্ত্রোভে প্রদত্ত বক্তৃতা

১৮ই এপ্রিল (১লা মে), ১৯১৭

বিপ্লবের গতিপথে দেশে দুইটি সরকারী কর্তৃপক্ষের উদ্ভব হয়েছে: ওরা জুন তারিখের ডুমা কর্তৃক নির্বাচিত অস্থায়ী সরকার, এবং শ্রমিক ও সৈনিকদের দ্বারা নির্বাচিত শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত।

এই দুই কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পর্কে ক্রমবর্ধমানভাবে চিড় ধরছে; তাদের মধ্যে পূর্বেকার সহযোগিতা অবসিত হচ্ছে, এবং এই ঘটনাকে লাঘব করা আমাদের পক্ষে অপরাধের কাজ হবে।

বুর্জোয়ারাই প্রথম দ্বৈত ক্ষমতার প্রশ্ন তোলে; তারাই প্রথম বিকল্পের কথা উত্থাপন করে: হয় অস্থায়ী সরকার, না হয় শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রতিনিধি-গণের সোভিয়েত। প্রশ্নটি সুস্পষ্টভাবে রাখা হয়েছে, এবং একে এড়িয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে অনুপযুক্ত হবে। শ্রমিক ও সৈন্যদের অবশ্যই পরিষ্কারভাবে ও সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে হবে তারা কোন্‌টিকে তাদের সরকার বলে মনে করে—অস্থায়ী সরকার, অথবা শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিগণের সোভিয়েত।

আমাদের বলা হচ্ছে, অস্থায়ী সরকারের উপর অবশ্যই আস্থা রাখতে হবে, আর এই আস্থা হল অপরিহার্য। কিন্তু অত্যাবশ্যক ও মৌলিক প্রশ্নে যে সরকারের নিজেরই জনগণের উপর আস্থা নেই, সে সরকারের উপর কি আস্থা থাকতে পারে? আমরা একটি যুদ্ধের অবস্থার মাঝে আছি। জনগণের অজান্তে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে জার কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিসমূহের ভিত্তিতে এই যুদ্ধ চালানো হচ্ছে এবং এখন জনগণের সম্মতি ছাড়াই অস্থায়ী সরকার দ্বারা সেগুলি পবিত্র করা হয়েছে। জনগণ এই সমস্ত চুক্তির বিষয়বস্তু জানবার হকদার, শ্রমিক ও সৈন্যেরা কিসের জন্য তারা রক্তপাত করছে তা জানবার অধিকারী। চুক্তিগুলির বয়ান প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হোক—শ্রমিক ও সৈন্যদের এই দাবির কি জবাব অস্থায়ী সরকার দিল?

এই সরকার ঘোষণা করল যে চুক্তিগুলি চালু রয়েছে।

এবং এই সরকার চুক্তিগুলির বয়ান জনসমক্ষে প্রকাশ করল না, প্রকাশ করতে চায়ও না!

এটা কি সুস্পষ্ট নয় যে অস্থায়ী সরকার জনগণের নিকট থেকে যুদ্ধের প্রকৃত লক্ষ্যসমূহ গোপন করছে এবং সেগুলি গোপন করে অনমনীয়ভাবে জনগণের উপর আস্থা স্থাপন করতে অস্বীকার করছে? অত্যাবশ্যক ও মৌলিক প্রশ্নে যে অস্থায়ী সরকারের শ্রমিক ও কৃষকদের উপর আস্থা নেই, সেই অস্থায়ী সরকারের উপর তাদেরই বা কি আস্থা থাকতে পারে?

আমাদের বলা হচ্ছে, অস্থায়ী সরকারকে অবশ্যই সমর্থন করতে হবে এবং এই সমর্থন হল অপরিহার্য। কিন্তু নিজেরাই বিচার-বিবেচনা করে দেখুন: বিপ্লবের সময়কালে আমরা কি সেই সরকারকে সমর্থন করতে পারি, যা বিপ্লবের একেবারে আরম্ভ থেকে বিপ্লবকে বাধা দিচ্ছে? এ পর্যন্ত, এমন পরিস্থিতি চলেছে যেখানে বৈপ্লবিক উদ্যোগ এবং গণতান্ত্রিক পন্থাগুলি শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত থেকে, একমাত্র তার থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। অস্থায়ী সরকার তাকে থামিয়ে রেখেছিল, প্রতিরোধ করেছিল এবং কেবলমাত্র পরবর্তী সময়ে সোভিয়েতের সঙ্গে একমত হয়েছিল, এবং তাও অবশ্য আংশিক ও মৌখিকভাবে, অথচ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছিল। এ পর্যন্ত পরিস্থিতি এইভাবেই গড়িয়েছে। কিন্তু বিপ্লব যখন তুঙ্গে, তখন যে সরকার বিপ্লবের পথে বাধা সৃষ্টি করে, বিপ্লবকে পেছনে টেনে রাখে, সেই সরকারকে সমর্থন করা কিভাবে সম্ভব? এটা দাবি করাই কি ভাল হবে না যে দেশকে আরও বেশি গণতান্ত্রিক করার কাজে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতকে ব্যাহত করা অস্থায়ী সরকারের পক্ষে উচিত হবে না?

দেশে প্রতিবিপ্লবের শক্তিগুলি জড়ো ও সক্রিয় হচ্ছে। তারা সৈন্যবাহিনীতে বিক্ষোভ সৃষ্টি করছে, বিক্ষোভ সৃষ্টি করছে কৃষক ও শহরের অল্পবিত্ত লোকজনদের মধ্যে। প্রতিবিপ্লবী বিক্ষোভ সৃষ্টির অগ্রভাগ সর্বপ্রথম এবং প্রধানতঃ শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের বিরুদ্ধে চালিত হচ্ছে। পর্দা হিসাবে তা অস্থায়ী সরকারের নাম ব্যবহার করে। এবং অস্থায়ী সরকার স্পষ্টভাবে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের উপর আক্রমণ দেখেও দেখছে না। তাহলে আমরা কেন অস্থায়ী সরকারকে সমর্থন করব? প্রতিবিপ্লবী বিক্ষোভ সৃষ্টিতে তার নীরব সম্মতির জন্য নিশ্চয়ই নয়?

রাশিয়াতে কৃষক-আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। কৃষকেরা নিজেদের কর্তৃত্বে জমিদারদের অবষিত অবস্থায় পরিত্যক্ত জমি চাষ করতে চাইছে। তা যদি না করা হয়, তাহলে দেশটা দুর্ভিক্ষের অতি সন্নিকট অবস্থায় গিয়ে পড়তে পারে।

কৃষকদের ইচ্ছাপূরণে সোভিয়েতসমূহের সারা-রাশিয়া সম্মেলন[১৩] ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কৃষক-আন্দোলনকে 'সমর্থন' করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু অস্থায়ী সরকার কি করছে? তা কৃষক-আন্দোলনকে 'বিনা অধিকারে জবর-দখল' হিসাবে চরিত্রায়িত করছে, জমি চাষ করতে কৃষকদের নিষেধ করছে এবং 'তদনুযায়ী' তার কমিশারদের নির্দেশ পাঠাচ্ছে (১৭ই এপ্রিলের রেচ দেখুন)। তাহলে কেন আমরা অস্থায়ী সরকারকে সমর্থন করব? কৃষক-সমাজের উপর তার যুদ্ধ ঘোষণার জন্য নিশ্চয়ই নয়?

আমাদের বলা হচ্ছে, অস্থায়ী সরকারের উপর আস্থার অভাব বিপ্লবের ঐক্যের ক্ষতিসাধন করবে, পুঁজিপতি ও জমিদারদের বিপ্লব থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। কে এটা জোর দিয়ে বলতে সাহস করবে যে পুঁজিপতি ও জমিদারেরা সত্যসত্যই ব্যাপক জনগণের বিপ্লবকে সমর্থন করছে বা সমর্থন করতে পারে?

শ্রমিক ও সৈন্যবাহিনীর প্রতিনিধিগণের সোভিয়েত যখন আট-ঘণ্টা কাজের দিন চালু করেছিল, তখন কি তা পুঁজিপতিদের বিরক্তি উৎপাদন করেনি, এবং একই সঙ্গে বৃহৎ সংখ্যায় ব্যাপক শ্রমিকদের বিপ্লবের চারিপাশে জড়ো করেনি? কে এটা জোর দিয়ে বলতে সাহস করবে যে জনকয়েক কারখানার মালিকদের সন্দেহজনক বন্ধুত্ব বিপ্লবের পক্ষে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকদের প্রকৃত বন্ধুত্বের চেয়ে অধিকতর মূল্যবান—যে বন্ধুত্ব রক্তপাতের ভিতর দিয়ে দৃঢ়ীভূত হয়েছে?

অথবা আবার, সোভিয়েতদের সারা-রাশিয়া সম্মেলন যখন কৃষকদের সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন কি তা জমিদারদের মুখ ফিরিয়ে দেয়নি, এবং একই সঙ্গে ব্যাপক কৃষক-জনগণকে বিপ্লবের সঙ্গে সংযুক্ত করেনি? কে এটা জোর দিয়ে বলতে সাহস করবে যে জনকয়েক জমিদারদের সন্দেহজনক বন্ধুত্ব বিপ্লবের পক্ষে অধুনা সৈন্যদের ইউনিফর্ম-পরিহিত লক্ষ লক্ষ গরিব কৃষকদের প্রকৃত বন্ধুত্ব অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান?

বিপ্লব প্রত্যেকের এবং সকলের সন্তুষ্টিবিধান করতে পারে না। এর একটা দিক সব সময়েই ব্যাপক মেহনতী জনগণকে সন্তুষ্ট করে, আর অন্য দিক জনগণের গুপ্ত ও প্রকাশ্য শত্রুদের আঘাত করে।

সেজন্য প্রয়োজন হল বাছাই করে নেওয়া: হয় বিপ্লবের পক্ষে গরিব কৃষক ও শ্রমিকদের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে, না হয় বিপ্লবের বিরুদ্ধে পুঁজিপতি ও জমিদারদের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে।

তাহলে কাকে আমরা সমর্থন করব ?

কাকে আমাদের সরকার হিসাবে গণ্য করব : শ্রমিক ও সৈন্যদের প্রতিনিধিগণের সোভিয়েতকে, না অস্থায়ী সরকারকে ?

স্পষ্টতঃই, শ্রমিক ও সৈনিকেরা কেবলমাত্র শ্রমিক ও সৈন্যদের প্রতিনিধিগণের সোভিয়েতকেই সমর্থন করতে পারে, যাকে তারা নিজেরাই নির্বাচিত করেছে।

সোলদাৎস্কায়া প্রাভদা, সংখ্যা ৬

২৫শে এপ্রিল, ১৯১৭

স্বাক্ষর : কে. স্তালিন

ম্যারিনস্কি প্রাসাদের সম্মেলন

বুর্জোয়া সংবাদপত্রসমূহে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিগণের সোভিয়েতের কার্যনির্বাহক কমিটি ও অস্থায়ী সরকারের মধ্যে সম্মেলনের রিপোর্ট ইতিমধ্যেই বেরিয়েছে। এই রিপোর্ট সাধারণভাবে সঠিকতার নিরিখে বরং অপেক্ষাকৃত কম সঠিক, জায়গায় জায়গায় তা তথ্যসমূহকে বিকৃত করে এবং ভ্রান্তি ঘটায়। প্রকৃত ঘটনাগুলি রূপায়িত করার বুর্জোয়া প্রেসের বৈশিষ্ট্যমূলক যে নিজস্ব ধরন আছে তা থেকে এটা আলাদা। সুতরাং সম্মেলনে যা ঘটেছিল তার প্রকৃত চিত্র অবিকল উপস্থাপিত করা প্রয়োজন।

সম্মেলনটির উদ্দেশ্য ছিল মন্ত্রী মিলিউকভের নোট,[১৪] যা সংঘর্ষকে তীব্রতর করেছে, সেই সম্পর্কে কার্যনির্বাহক কমিটি ও অস্থায়ী সরকারের মধ্যে পারস্পরিক আচরণ পরিষ্কার করে নেওয়া।

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী ল্‌ভভ। তাঁর ভূমিকাস্বরূপ ভাষণের সারমর্ম ছিল নিম্নোক্ত বিষয়গুলি: একেবারে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত অস্থায়ী সরকারের উপর দেশের আস্থা ছিল এবং ঘটনাগুলি ঘটেছে সন্তোষজনকভাবে। কিন্তু এখন এই আস্থা চলে গেছে এবং এমনকি প্রতিরোধও দেখা যাচ্ছে। এটা বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে গত একপক্ষকালে, এই সময়ে কোন কোন সুপরিচিত সমাজতান্ত্রিক মহল অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে সংগঠিত ও ব্যাপক প্রচার আরম্ভ করেছে। এটা চলতে পারে না। শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতকে অবশ্যই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তাঁদের সমর্থন করতে হবে। নচেৎ তাঁরা পদত্যাগ করবেন।

তারপর মন্ত্রীরা (যুদ্ধ, কৃষি, যানবাহন, অর্থ ও বৈদেশিক বিষয়ের) 'রিপোর্ট' করলেন। এই রিপোর্টগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্পষ্টভাষিত ছিল গুচকভ, শিঙ্গারিয়ভ ও মিলিউকভের ভাষণ। অন্যান্য মন্ত্রীদের বক্তৃতা শুধু তাঁদের সিদ্ধান্তসমূহকে পুনরাবৃত্তি করল।

মন্ত্রী গুচকভের বক্তৃতার মোটকথা হল আমাদের বিপ্লবের সাম্রাজ্যবাদী মতের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা, অর্থাৎ, রাশিয়ার বিপ্লবকে 'যুদ্ধে শেষ পর্যায় পর্যন্ত লড়াই করার' উপায় হিসাবে অবশ্যই গণ্য করতে হবে। তিনি এই মর্মে

বললেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, পরাজয়কে এড়াবার জন্য রাশিয়ায় বিপ্লবের প্রয়োজন। আমি চেয়েছিলাম বিপ্লব জয়লাভের একটি নতুন উপাদান সৃষ্টি করুক এবং আশা করেছিলাম, বিপ্লব তা সৃষ্টি করবে। আমাদের লক্ষ্য হল আত্মরক্ষা, কথাটির প্রশস্ত অর্থে—শুধু বর্তমানের জন্য নয়, ভবিষ্যতের জন্যও। কিন্তু গত সপ্তাহগুলিতে কতকগুলি প্রতিকূল ঘটনা ঘটেছে।··· পিতৃভূমি বিপদাপন্ন।'··· প্রধান কারণ হল, কোন কোন সমাজতান্ত্রিক মহল দ্বারা প্রচারিত 'শান্তিবাদী ধারণাসমূহের আকস্মিক প্লাবন'। মন্ত্রী মহাশয় সহজে বোধগম্য হয় এমনভাবে আভাস দিলেন যে, এই প্রচারকার্যকে দমন করতে হবে, শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এ ব্যাপারে কার্যনির্বাহক কমিটির সহায়তা প্রয়োজন।···

মন্ত্রী শিঙ্গারিয়ভ রাশিয়ার খাদ্যসংকটের একটি চিত্র অঙ্কন করলেন। · প্রধান বিষয় হল নোটটি বা বৈদেশিক নীতি নয়, প্রধান বিষয় হল শস্য: যদি শস্য পরিস্থিতির প্রতিবিধান না করা যায়, তাহলে কোন কিছুরই প্রতিবিধান করা যাবে না। খাদ্যসংকটের প্রকোপ বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে বসন্ত-কালের তুষার গলার জন্য রাস্তা নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং অন্যান্য অস্থায়ী কারণগুলি একেবারে ছোটখাট উপাদান নয়। কিন্তু প্রধান কারণ, শিঙ্গারিয়ভের বিবেচনায়, হল এই 'শোচনীয় সত্য ঘটনা' যে, কৃষকেরা 'জমির প্রশ্ন নিজেদের হাতে নিচ্ছে', স্বেচ্ছাকৃতভাবে ভূসম্পত্তিতে চাষাবাদ করছে, জমিদারদের খামার থেকে যুদ্ধবন্দীদের অপসারিত করছে এবং সাধারণভাবে ভূমিসম্বন্ধীয় 'মোহের' প্রশ্রয় দিচ্ছে। এই কৃষক বিক্ষোভ—শিঙ্গারিয়ভের মতে এটি হল ক্ষতিকর বিক্ষোভ—জমি বাজেয়াপ্ত করার অনুকূলে 'লেনিনবাদীদের' প্রচণ্ড আন্দোলন এবং তাদের 'অতিশয় গোঁড়া দলীয় অন্ধতার' দ্বারা 'উদ্দীপিত হচ্ছে'। সেই 'দূষিত আবাস, কৃশেসিনস্কা প্রাসাদ'[১৫] থেকে 'অতীব ক্ষতিকর উত্তেজনা' অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। ··এটি না হয় অন্যটি: হয় বর্তমান অস্থায়ী সরকারের উপর আস্থা—যে অবস্থা ঘটলে ভূমিসম্বন্ধীয় 'মাত্রাতিরিক্ত কাজগুলি' অবশ্যই বন্ধ করতে হবে—না হয় অন্য একটি সরকার।

মিলিউকভ: 'নোটটিতে আমার ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত হয়নি, ব্যক্ত হয়েছে সমগ্র অস্থায়ী সরকারের মতামত। বৈদেশিক নীতির অর্থ এই প্রশ্নটির মধ্যেই নিহিত আছে যে আমাদের মিত্রদের নিকট দেওয়া প্রতিশ্রুতি আমরা পূরণ করতে প্রস্তুত কিনা। আমাদের মিত্রদের নিকট আমাদের

বাধ্যবাধকতা রয়েছে।…সাধারণভাবে, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য আমরা উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত একমাত্র তার দ্বারাই আমরা একটি শক্তি হিসাবে গণ্য হই। আমরা যদি শুধু আমাদের দুর্বল প্রতিপন্ন করি, তাহলে আমাদের প্রতি মনোভাব অধিকতর মন্দ অবস্থায় পরিবর্তিত হবে। · রাজ্যাদি দখল করার দাবি পরিত্যাগ সেজন্য বিপদজনক হবে। · আপনাদের আস্থা পাওয়া আমাদের প্রয়োজন; এই আস্থা আপনারা আমাদের দিন, তাহলে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগ্রত হবে, তখন সম্মিলিত ফ্রণ্টের স্বার্থে আমরা আক্রমণ চালাতে পারব, আমরা তখন জার্মানদের উপর কঠিন চাপ প্রয়োগ করতে পারব এবং ফরাসী ও ব্রিটিশদের নিকট থেকে তাদের অন্যদিকে সরাতে পারব। মিত্রদের নিকট দেওয়া আমাদের প্রতিশ্রুতিগুলিই এটা দাবি করে।' মিলিউকভ উপসংহারে বললেন, 'তাহলে আপনারা দেখছেন, পরিস্থিতি যেরূপ দাঁড়িয়েছে তাতে এবং আমরা আমাদের মিত্রদের আস্থা হারাতে ইচ্ছুক না হওয়ায়, নোটটি যেরূপ হয়েছে তা থেকে অন্যরূপ কিছু হতে পারত না।'

এইভাবে মন্ত্রীদের দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতার সারকথা দাঁড়াল কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে: কঠিন সংকটের মধ্য দিয়ে দেশ চলেছে; এই সংকটের কারণ হল বিপ্লবী বিক্ষোভ; এই সংকট থেকে মুক্তি পাবার পথ হল বিপ্লবকে দমন করা এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া।

এ থেকে বেরিয়ে এল যে দেশকে রক্ষা করতে হলে প্রয়োজন: (১) সৈন্যদের দমন করা (গুচকভ), (২) কৃষকদের দমন করা (শিঙ্গারিয়ভ), (৩) অস্থায়ী সরকারের মুখোস খুলে দিচ্ছে যারা সেই বিপ্লবী শ্রমিকদের দমন করা (সমস্ত মন্ত্রীরাই)। এই দুরূহ কাজে আমাদের সমর্থন করুন, আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চালাতে আমাদের সাহায্য করুন (মিলিউকভ), তাহলে সবকিছুর সমাধান হয়ে যাবে। নচেৎ, আমরা পদত্যাগ করব।

এই-ই বললেন মন্ত্রীরা।

এটা প্রগাঢ়ভাবে লক্ষণীয় যে মন্ত্রীদের এই সেরা-সাম্রাজ্যবাদীসুলভ এবং প্রতিবিপ্লবী বক্তৃতাসমূহ কার্যনির্বাহক কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রতিনিধি, সেরেতেলির নিকট থেকে কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হল না। মন্ত্রীদের স্পষ্টবাদিতায় আতংকিত হয়ে এবং তাঁদের পদত্যাগের সম্ভাব্যতায় বিহ্বল হয়ে সেরেতেলি, তাঁর বক্তৃতায়, তাঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন, একটি অনুমোদন-যোগ্য মর্মে অন্তত: 'দেশের লোকদের অবগতির জন্য', নোটের একটি 'ব্যাখ্যা'[১৬]

প্রচার করে মন্ত্রীরা তখনো সম্ভবপর একটি সুযোগ দান করুন। তিনি বললেন, অস্থায়ী সরকার যদি এরূপ সুযোগ দিতে সম্মত হন—যা, মূলতঃ বলতে গেলে, শুধুমাত্র মৌখিকভাবে দিতে হবে—তাহলে 'গণতন্ত্র অস্থায়ী সরকারকে সর্বাধিক উৎসাহ-উদ্যম নিয়ে সমর্থন করবে'।

অস্থায়ী সরকার এবং কার্যনির্বাহক কমিটির মধ্যেকার বাদ-বিসম্বাদকে লাঘব করে দেখাবার বাসনা, চুক্তি যতদিন রক্ষিত হবে ততদিন সুযোগ-সুবিধা অর্পণে সম্মতি—সেরেতেলির বক্তৃতাসমূহের এই-ই ছিল প্রধান সুর।

কামেনেভের বক্তৃতার মর্ম ছিল সম্পূর্ণরূপে এর বিপরীত। যদি দেশ বিপর্যয়ের মুখে এসে পড়ে থাকে, যদি তা অর্থনৈতিক, খাদ্য এবং অন্যান্য সংকট-জনিত যন্ত্রণায় আর্ত হয়ে থাকে, তাহলে সেসব থেকে মুক্তি পাবার উপায় যুদ্ধ চালিয়ে যাবার পথে নেই—তা কেবল সংকটের প্রকোপ বৃদ্ধি করবে এবং বিপ্লবের ফলসমূহ নাকচ করে দেবে—মুক্তি পাবার উপায় রয়েছে যুদ্ধের দ্রুততম অবসানের মধ্যে। যতদূর মনে হয়, বর্তমান অস্থায়ী সরকার যুদ্ধ শেষ করবার কর্তব্যকাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম নয়, কেননা তার লক্ষ্য হল, 'যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত লড়াই করা'। সুতরাং সমাধান রয়েছে অন্য একটি শ্রেণীর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত করার মধ্যে, যে শ্রেণী সংকটপূর্ণ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার পথে দেশকে পরিচালিত করতে সক্ষম হবে।...

যখন কামেনেভ তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন, তখন, মন্ত্রীদের আসন থেকে চীৎকার উঠল: 'ভাল কথা, তাহলে আপনারা নিজেরাই ক্ষমতা গ্রহণ করুন!'

প্রাভদা, সংখ্যা ৪০
২৫শে এপ্রিল, ১৯১৭
স্বাক্ষর: কে. স্তালিন

রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার (বলশেভিক) পার্টির সপ্তম (এপ্রিল) সম্মেলন

২৪-২৯শে এপ্রিল, ১৯১৭

১। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কমরেড লেনিনের প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা

২৪শে এপ্রিল

কমরেডগণ, বুবনোভ যা প্রস্তাব করেছেন কমরেড লেনিনের প্রস্তাবে তা রয়েছে। কমরেড লেনিন গণ-সংগ্রামকে, বিক্ষোভ প্রদর্শনকে বাতিল করেননি। কিন্তু বর্তমানে বিষয়টি তা নয়। নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে মতানৈক্য রয়েছে। নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে স.ঙ্গ ধরে নিতে হয় নিয়ন্ত্রক ও নিয়ন্ত্রিতের কথা এবং নিয়ন্ত্রক ও নিয়ন্ত্রিতের মধ্যে যে-কোন ধরনের একটা সমঝওতার কথা। আমাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল এবং আমাদের একটা সমঝওতাও ছিল। নিয়ন্ত্রণের ফলাফল কি হয়েছিল? কিছুই না। মিলিউকভের (১৯শে এপ্রিলের) ঘোষণার পরে এর অস্পষ্ট চরিত্রটি বিশেষভাবে সুস্পষ্ট হয়েছে।

গুচকভ বলছেন, 'আমি বিপ্লবকে দেখি আরও ভালভাবে লড়াই করার একটা উপায় হিসাবে: **একটি বৃহৎ জয়ের জন্য একটি ক্ষুদ্র বিপ্লব আমাদের ঘটাতে হবে।'** কিন্তু বর্তমানে সৈন্যবাহিনী শান্তির মনোভাবে আচ্ছন্ন, এবং যুদ্ধ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সরকার আমাদের বলছে, 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার বন্ধ কর, নচেৎ আমরা পদত্যাগ করব।'

কৃষি-সংক্রান্ত বিষয়ে সরকার একইভাবে কৃষকের স্বার্থ পূরণ করতে অর্থাৎ কৃষক কর্তৃক জমিদারের জমি দখলের ব্যবস্থা করতে অক্ষম। আমাদেরকে বলা হচ্ছে, 'কৃষকদের দমন করতে আপনারা আমাদের সাহায্য করুন, নচেৎ আমরা পদত্যাগ করব।'

মিলিউকভ বলছেন, 'একটি যুক্ত মোর্চা বজায় রাখতেই হবে, শত্রুকে আমাদের আক্রমণ করতেই হবে। সৈনিকদের উৎসাহে উদ্দীপিত করুন, নচেৎ আমরা পদত্যাগ করব।'

আর এরপর আমাদের কাছে নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। এটা হাস্যকর! প্রথমদিকে কর্মসূচীর রূপরেখাটি সোভিয়েত প্রণয়ন করেছিল, বর্তমানে অস্থায়ী

সরকার তা প্রণয়ন করছে। সংকটের (মিলিউকভের ঘোষণার) পরের দিন সোভিয়েত ও সরকারের মধ্যে যে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, তা দেখিয়ে দিচ্ছে যে সোভিয়েত অনুসরণ করছে সরকারকে। সরকার আক্রমণ করছে সোভিয়েতকে আর সোভিয়েত পিছু হটছে। এরপর, সোভিয়েত সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে বলাটা একেবারেই বাজে বকা। তাই আমি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বুবনোভের সংশোধনী গ্রহণ না করার প্রস্তাব করছি।

২। জাতিগত প্রশ্ন সম্পর্কে প্রতিবেদন

২৯শে এপ্রিল

জাতিগত প্রশ্নটি একটি বিস্তারিত প্রতিবেদনের বিষয় হওয়া উচিত, কিন্তু যেহেতু সময় সংক্ষিপ্ত, তাই আমি আমার প্রতিবেদনকে অবশ্যই সংক্ষিপ্ত করব।

খসড়া প্রস্তাবটি আলোচনা করার পূর্বে কয়েকটি পূর্ব-সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করে নেওয়া আবশ্যক।

জাতিগত নিপীড়ন ব্যাপারটি কি? জাতিগত নিপীড়ন হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী চক্রগুলি কর্তৃক গৃহীত জনগণকে শোষণ ও লুণ্ঠনের একটি ব্যবস্থা এবং নিপীড়িত জাতিসত্তাসমূহের অধিকারগুলি বলপূর্বক সংকোচনের নানাবিধ ব্যবস্থা। এইগুলি একত্রভাবে যে নীতিকে ব্যক্ত করে তাকেই সাধারণভাবে জাতিগত নিপীড়নের নীতি বলা হয়।

প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, কোন বিশেষ সরকার তার জাতিগত নিপীড়নের নীতি চালানোর জন্য কোন্ কোন্ শ্রেণীর ওপর নির্ভর করে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে প্রথমে অবশ্যই বুঝতে হবে যে বিভিন্ন রাষ্ট্রে জাতিগত নিপীড়নের রূপ বিভিন্ন কেন; কেন এক রাষ্ট্রের থেকে অন্য রাষ্ট্রে জাতিগত নিপীড়ন আরও কঠোর ও স্থূল হয়? উদাহরণস্বরূপ ব্রিটেনে ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীতে জাতিগত নিপীড়ন কখনোই উচ্ছেদ অভিযানের রূপ গ্রহণ করেনি, কিন্তু নিপীড়িত জাতিসত্তাসমূহের জাতিগত অধিকারের ওপর বিধিনিষেধ আরোপের রূপে তা বজায় থেকেছে। অন্যদিকে, রাশিয়ায় তা প্রায়শঃই উচ্ছেদ অভিযান ও নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের রূপ গ্রহণ করেছে। এ ছাড়াও, কতকগুলি রাষ্ট্রে জাতিগত সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধে একেবারেই কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গৃহীত হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সুইজারল্যাণ্ডে কোন জাতিগত নিপীড়ন নেই, সেখানে ফরাসী, ইতালীয় ও জার্মান—এরা সবাই অবাধে বসবাস করে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে জাতিসত্তাসমূহের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে যে পার্থক্য রয়েছে কিভাবে আমাদের তা ব্যাখ্যা করতে হবে ?

তা করতে হবে এই সমস্ত রাষ্ট্রে প্রচলিত গণতন্ত্রের পরিমাণগত তারতম্যের দ্বারা। রাশিয়ায় পুর্বতন বৎসরগুলিতে যখন পুরানো ভূম্যধিকারী অভিজাত-শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করত তখন জাতিগত নিপীড়ন নির্বিচার নরহত্যা ও উচ্ছেদ অভিযানের দানবীয় রূপ গ্রহণ করতে পারত এবং প্রকৃতপক্ষে সেই রূপ গ্রহণ করত। যেখানে কিছু পরিমাণ গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা আছে সেই ব্রিটেনে জাতিগত নিপীড়নের চরিত্র কম বর্বর। সুইজারল্যাণ্ডের সমাজ মোটামুটিভাবে গণতান্ত্রিক এবং সেই দেশে জাতিসমূহের মোটামুটি পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। সংক্ষেপে বলা যায়, যে দেশ যত বেশি গণতান্ত্রিক সে দেশে জাতিগত নিপীড়ন তত কম এবং তার বিপরীতটাও সত্য। আর, যেহেতু গণতন্ত্র বলতে আমরা নির্দিষ্ট শ্রেণীগুলি কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ বুঝি, তাই এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায় যে, পুরানো ভূম্যধিকারী অভিজাতশ্রেণী রাষ্ট্র-ক্ষমতার যত নিকটবর্তী হবে নিপীড়ন তত কঠোরতর হবে এবং তার রূপগুলিও তত দানবীয় হবে ; যেমন হয়েছিল জারের রাশিয়ায়।

অবশ্য জাতিগত নিপীডন কেবলমাত্র ভূম্যধিকারী অভিজাতশ্রেণীই চালায় না। তদুপরি আরও একটি শক্তি আছে—তারা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীসমূহ; এরা উপনিবেশগুলি থেকে আয়ত্ত করা বিভিন্ন জাতিসত্তাকে দাসত্বে আবদ্ধ করার পদ্ধতিগুলি নিজেদের দেশে চালু করে এবং এইভাবে ভূম্যধিকারী অভিজাতশ্রেণীর স্বাভাবিক মিত্রে পরিণত হয়। এদের অনুসরণ করে পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণী, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের একাংশ এবং শ্রমিকদের ওপরতলার একটি অংশ—এরাও লুঠের বখরা পায়। এইভাবে ভূম্যধিকারী ও ধনাধিকারী অভিজাতশ্রেণীর নেতৃত্বে সামাজিক শক্তির একটি পুরো জোট জাতিগত নিপীড়নকে পরিপোষণ করে। একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করবার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ক্ষেত্র পরিষ্কার করা এবং রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে ঐ শক্তিগুলিকে অপসারিত করা। (**প্রস্তাবের বয়ানটি পাঠ করেন।**)

প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, নিপীড়িত জাতিসত্তাগুলির রাজনৈতিক জীবনকে কিভাবে বিন্যস্ত করতে হবে ? এই প্রশ্নের উত্তরে একথা বলতেই হবে যে, যে নিপীড়িত জনগণের দ্বারা রাশিয়ার অংশবিশেষ গঠিত তারা রুশ রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে থাকতে চায়, না, বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গড়তে চায়, তা স্থির করবার

অধিকার তাদের নিজেদেরকে অবশ্যই দিতে হবে। আমরা বর্তমানে ফিনল্যাণ্ডের জনগণ ও অস্থায়ী সরকারের মধ্যে একটি নিশ্চিত বিরোধ দেখতে পাচ্ছি। ফিনল্যাণ্ডের জনগণের প্রতিনিধিরা, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির প্রতিনিধিরা দাবি করছে যে, রাশিয়া কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার আগে তারা যেসব অধিকার ভোগ করত অস্থায়ী সরকারকে তা জনগণের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। অস্থায়ী সরকার তা করতে অস্বীকার করছে, কারণ তারা ফিনল্যাণ্ডের জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করবে না। কাদের পাশে আমাদের দাঁড়াতে হবেই? নিঃসন্দেহে ফিনল্যাণ্ডের জনগণের পাশে, কারণ কোন জাতিকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের চৌহদ্দির মধ্যে জবরদস্তি আটকে রাখাকে স্বীকার করে নেওয়া আমাদের পক্ষে অচিন্তনীয়। আমরা যখন জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে এই নীতিটিকে সামনে তুলে ধরি তখন আমরা জাতিগত নিপীড়ন-বিরোধী সংগ্রামকে আমাদের সাধারণ শত্রু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধের সংগ্রামের স্তরে উন্নীত করি। এটা করতে আমরা যদি ব্যর্থ হই, তবে হয়তো, আমরা নিজেদের সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থানুকূল অবস্থানে নিয়ে দাঁড় করাব। বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিষয় সম্পর্কে ফিনল্যাণ্ডের জনগণের ইচ্ছা ঘোষণার অধিকারকে এবং তাদের সেই ইচ্ছাকে কার্যকর করার অধিকারকে যদি আমরা, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা অস্বীকার করি তবে আমরা নিজেদেরকে জারতন্ত্রের নীতি চালিয়ে যাওয়ার অবস্থানে নিয়ে দাঁড় করাব।

জাতিসত্তাসমূহের অবাধে বিচ্ছিন্ন হওয়ার **অধিকারের** প্রশ্নটিকে, কোনও বিশেষ সময়ে কোনও জাতিসত্তাকে **অনিবার্যভাবে** বিচ্ছিন্ন হতেই হবে কিনা, সেই প্রশ্নের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা চলবে না। সর্বহারার পার্টিকে এই পরের প্রশ্নটার সমাধান করতে হবে একেবারেই পৃথকভাবে, পরিস্থিতি অনুযায়ী, প্রতিটি ক্ষেত্রকে আলাদা-আলাদাভাবে। যখন আমরা নিপীড়িত জাতির বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার, তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণের **অধিকারকে** স্বীকার করি, তখন কিন্তু তার দ্বারা আমরা বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ বিশেষ জাতিসত্তা রুশ রাষ্ট্র থেকে **অবশ্যই** বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে কিনা, সে প্রশ্নের সমাধান করে ফেলি না। একটি জাতির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকারকে আমি স্বীকার করতে পারি, কিন্তু তার দ্বারা এটা বোঝায় না যে, আমি তাকে তা করতে বাধ্য করছি। একটি জাতিসত্তার বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার আছে, কিন্তু পরিস্থিতি অনুযায়ী সে সেই অধিকারকে প্রয়োগ করতে বা প্রয়োগ না-ও করতে

পারে। এইভাবে সর্বহারাশ্রেণীর সর্বহারা বিপ্লবের স্বার্থানুসারে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সপক্ষে বা বিরুদ্ধে আন্দোলন করার স্বাধীনতা আমাদের আছে। অতএব, বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রশ্নটি অবশ্যই নির্ধারিত হবে সমকালীন পরিস্থিতি অনুযায়ী, অন্য-নিরপেক্ষভাবে, প্রতিটি বিশেষ ক্ষেত্রকে ধরে; এবং এই কারণে, বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারের স্বীকৃতির সঙ্গে বিশেষ মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপযোগিতা-অনুপযোগিতাকে গুলিয়ে ফেলা অবশ্যই চলবে না। যেমন, ট্রান্সককেশিয়া ও রাশিয়ার সাধারণ বিকাশ, সর্বহারার সংগ্রামের কিছু কিছু অবস্থা ইত্যাদির কথা মনে রেখে আমি ব্যক্তিগতভাবে ট্রান্সককেশিয়ার বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিরোধিতা করব। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও ট্রান্সককেশিয়ার জনগণ যদি বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবি করে তবে তারা অবশ্যই আমাদের কোন বিরোধিতার সম্মুখীন না হয়ে বিচ্ছিন্ন হবে। (**প্রস্তাবের বয়ান আরও খানিকটা পড়লেন।**)

তা ছাড়াও যে জনসমষ্টি রুশ রাষ্ট্রের মধ্যেই থাকতে চাইবে তাদের ব্যাপারে কি করতে হবে? জনগণের মধ্যে রাশিয়া সম্পর্কে যা কিছু অবিশ্বাস রয়েছে, তা প্রধানতঃ জারতন্ত্রের নীতির দ্বারাই প্রতিপালিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে যেহেতু জারতন্ত্র আর নেই, এবং তার নিপীড়নের নীতিও আর নেই, তাই এই অবিশ্বাস কমে যেতে এবং রাশিয়ার প্রতি আকর্ষণ বাড়তে বাধ্য। আমি বিশ্বাস করি যে জারতন্ত্রের উচ্ছেদের পর বর্তমানে জাতিগুলির দশ ভাগের নয় ভাগ বিচ্ছিন্ন হতে চাইবে না। ট্রান্সককেশিয়া, তুর্কিস্তান, ইউক্রাইনের মতো তাই যেসব অঞ্চল বিচ্ছিন্নতা কামনা করে না এবং যেসব অঞ্চল রীতিনীতি ও ভাষার বৈশিষ্ট্যের দ্বারা পৃথক সেইসব অঞ্চলের জন্য পার্টি আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করছে। অর্থনৈতিক অবস্থা, রীতিনীতি ইত্যাদিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে সেখানকার জনসাধারণ নিজেরাই এইসব স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা নির্ধারণ করবে।

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন থেকে ভিন্নতর আর একটি পরিকল্পনাও আছে, অনেককাল যাবৎ যার সুপারিশ করে আসছে বুন্দ,[১৭] এবং বিশেষ করে স্প্রিংগার ও বওয়ার, যাঁরা সাংস্কৃতিক-জাতিগত স্বায়ত্তশাসন নীতির পক্ষে ওকালতি করে থাকেন। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের পক্ষে সেই পরিকল্পনাটি গ্রহণের অযোগ্য বলে আমি মনে করি। এই পরিকল্পনার নির্গলিতার্থ হচ্ছে এই যে, রাশিয়াকে রূপান্তরিত করতে হবে জাতিবৃন্দের একটি সংঘে আর প্রত্যেকটি জাতিকে রূপান্তরিত করতে হবে ব্যক্তিবৃন্দের এক একটি সংঘে—রাষ্ট্রের কোন্ অংশে

কে বাস করে তাতে কিছু আসে যায় না, সকলকে টেনে আনতে হবে এক একটি সমাজের মধ্যে। অঞ্চল নির্বিশেষে সমস্ত রুশীয়, সমস্ত আর্মেনীয় ইত্যাদিকে পৃথক পৃথক জাতীয় সংঘে সংগঠিত করতে হবে এবং তার পরেই মাত্র তাদের সারা রাশিয়ার জাতিসমূহের সংঘে প্রবেশ করতে হবে। এই পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে অসুবিধাজনক ও অনুপযোগী। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে ধনতন্ত্রের বিকাশ সমগ্র জন-গোষ্ঠীগুলিকে তাদের স্ব স্ব জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং রাশিয়ার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে দিয়ে বিক্ষিপ্ত করে ফেলেছে। অর্থনৈতিক অবস্থার ফলে জাতিগুলির বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে একটা বিশেষ জাতির বিভিন্ন ব্যক্তিকে টেনে নিয়ে এসে একত্র করাটা হবে কৃত্রিমভাবে একটি জাতিকে সংগঠিত করা ও গড়ে তোলার সামিল। আর কৃত্রিমভাবে জনগণকে টেনে এনে জাতিগুলির মধ্যে একত্র করাটা জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার সামিল। বুন্দ কর্তৃক উত্থাপিত ঐ পরিকল্পনাকে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা অনুমোদন করতে পারে না। আমাদের পার্টির ১৯১২ সালের সম্মেলনে সেটিকে বাতিল করা হয়েছিল এবং বুন্দ ছাড়া অন্য কোন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট মহলে তা সাধারণভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। ঐ পরিকল্পনাটি সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসন নামেও পরিচিত, কারণ যে নানাবিধ ও বিচিত্র প্রশ্ন একটি জাতিকে আকৃষ্ট করে ঐ পরিকল্পনা তার মধ্য থেকে সাংস্কৃতিক প্রশ্নাবলীকে বিশেষভাবে পৃথক করে নেবে এবং তাকে জাতি-সংঘগুলির অধিনায়কত্বে স্থাপন করবে। ঐ প্রশ্নগুলিকে বিশেষভাবে পৃথক করার কারণ হল এই ধারণা যে একটি জাতিকে অখণ্ড সমগ্রতায় যা ঐক্যবদ্ধ করে তা হচ্ছে তার সংস্কৃতি। ধরে নেওয়া হয় যে, একটি জাতির মধ্যে একদিকে এমন কতকগুলি স্বার্থ আছে যা জাতিকে বিভক্ত করে দিতে চায়, যেমন—অর্থনৈতিক, আবার অন্যদিকে কতকগুলি স্বার্থ তাকে অখণ্ড সমগ্রতায় আবদ্ধ করতে চায় এবং এই পরবর্তী স্বার্থগুলি হচ্ছে সাংস্কৃতিক স্বার্থ।

সর্বশেষে, জাতিগত সংখ্যালঘুর প্রশ্নটি রয়েছে। তাদের অধিকারগুলি অবশ্যই বিশেষভাবে সংরক্ষিত হওয়া চাই। পার্টি, তাই, শিক্ষা, ধর্ম এবং অন্যান্য বিষয়ে পরিপূর্ণ সমমর্যাদার এবং জাতিগত সংখ্যালঘুর ওপর থেকে সমস্ত বিধিনিষেধ বিলোপের দাবি করে।

৯ নং অনুচ্ছেদ রয়েছে যাতে জাতিসমূহের সমানাধিকার ঘোষিত হয়েছে।

যখন সমগ্র সমাজের পূর্ণ গণতন্ত্রীকরণ ঘটে যাবে তখনই মাত্র এর রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থাগুলি উদ্ভূত হতে পারে।

আমাদের আরও যে প্রশ্নের সমাধান করতে হবে তা হচ্ছে বিভিন্ন জাতির সর্বহারাদের কিভাবে একটি একক সাধারণ পার্টির মধ্যে সংগঠিত করা যায়। একটি পরিকল্পনা হচ্ছে শ্রমিকদের জাতিগত ভিত্তিতে সংগঠিত করা উচিত—যতগুলি জাতি ততগুলি পার্টি। সেই পরিকল্পনা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা প্রত্যাখ্যান করেছে। অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিয়েছে যে, কোন রাষ্ট্রের সর্বহারার জাতিভিত্তিক সংগঠন যা করতে চায়, তা হচ্ছে কেবল শ্রেণী-সংহতির ভাবটির ধ্বংসসাধন। কোন একটি বিশেষ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জাতির সমস্ত সর্বহারাকে একটিমাত্র একক, অবিভাজ্য সর্বহারার যূথে সংগঠিত করতে হবে।

সুতরাং জাতিগত প্রশ্নের ওপরে আমাদের মতামতগুলিকে নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবের আকারে পরিণত করা যায়:

(ক) জাতিসমূহের বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারের স্বীকৃতি;

(খ) একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে থাকছে এমন জাতিগুলির জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন;

(গ) জাতিগত সংখ্যালঘুদের বিকাশের স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করে বিশেষ আইন প্রণয়ন;

(ঘ) কোন রাষ্ট্রের সমস্ত জাতির সর্বহারাদের জন্য একটি একক, অবিভাজ্য সর্বহারা যূথ, একটি একক পার্টি।

৩। জাতিগত প্রশ্নের ওপর আলোচনার উত্তর

২৯শে এপ্রিল

দুটি প্রস্তাবই মোটামুটি একই রকমের। প্যাতাকোভ আমাদের সব সূত্রগুলিই নকল করেছেন; কেবল একটি বাদে, সেটা হচ্ছে—'বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারের স্বীকৃতি'। হয় এটা না হয় ওটা: হয় জাতিসমূহের বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারকে আমাদের অস্বীকার করতে হবে, আর তাহলে তা অবশ্যই স্পষ্ট করে বলতে হবে; না হয় আমরা তাদের এই অধিকার অস্বীকার করব না। বর্তমানে জাতীয় স্বাধীনতালাভের জন্য ফিনল্যাণ্ডে একটা আন্দোলন চলছে এবং অস্থায়ী সরকার তার বিরুদ্ধে লড়াইও চালাচ্ছে।

প্রশ্ন দেখা দিয়েছে—কাদেরকে আমাদের সমর্থন করতে হবে? হয় আমরা অস্থায়ী সরকারের নীতির অর্থাৎ ফিনল্যাণ্ডকে জবরদস্তিমূলক অন্তর্ভুক্ত রাখার এবং তার অধিকারগুলিকে খর্ব করে ন্যূনতমে পরিণত করার সপক্ষে—সেক্ষেত্রে আমরা হব আগ্রাসী, কারণ আমরা অস্থায়ী সরকারকে সমর্থন জোগাচ্ছি; আর তা যদি না হয়, তবে আমরা ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতার সপক্ষে। এদিকে বা ওদিকে যেদিকেই হই না কেন আমাদের তা অবশ্যই সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করতে হবে; অধিকারের একটা বিবৃতি দানের মধ্যেই আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ রাখতে পারি না।

আয়ারল্যাণ্ডে স্বাধীনতার জন্য একটি আন্দোলন হচ্ছে। কমরেডগণ, কার পাশে দাঁড়াব আমরা? হয় আমরা আয়ারল্যাণ্ডের সপক্ষে, না হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সপক্ষে। এবং আমি জিজ্ঞাসা করি: নিপীড়ন প্রতিরোধ করছে যে জনগণ আমরা কি তাদের সপক্ষে, না, যারা তাদের নিপীড়ন করছে সেই শ্রেণীগুলির সপক্ষে? আমরা বলি—যেহেতু সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য হাল ধরেছে তাই তাদের অবশ্যই সমর্থন করতে হবে জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনকে, যে আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়।

হয়, আমরা মনে করি যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রবর্তী বাহিনীর জন্য আমাদের অবশ্যই একটি পশ্চাদ্‌ভূমি সৃষ্টি করতে হবে সেই জনগণের মাধ্যমে যারা নিপীড়নের বিরুদ্ধে জেগে উঠছে—এবং সেক্ষেত্রে আমরা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে একটা সেতু গড়ে তুলব এবং তা হবে বিশ্ব সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য আমাদের সত্যিকারের হাল ধরা; আর আমরা যদি তা না করি তবে সেক্ষেত্রে আমরা নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলব এবং সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত নিপীড়িত জাতিসমূহের প্রতিটি বিপ্লবী আন্দোলনকে কাজে লাগানোর রণকৌশলকে বর্জন করব।

আমাদের অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রতিটি আন্দোলনকে সমর্থন করতে হবে। নইলে ফিনল্যাণ্ডের শ্রমিকরা আমাদের সম্বন্ধে কি বলবে? প্যাতাকোভ ও ঝেরঝিনস্কি আমাদের বলছেন যে, প্রতিটি জাতীয় আন্দোলনই হল একটি প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন। কমরেডগণ,—তা সত্য নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আয়ারল্যাণ্ডবাসীদের আন্দোলন—

যা সাম্রাজ্যবাদীদের উপর আঘাত হানছে—তা কি একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলন নয়? এবং সে আন্দোলনকে সমর্থন না করাই কি আমাদের উচিত?

'এপ্রিল, ১৯১৭তে অনুষ্ঠিত
রু. সো. ডি. লে. (ব) পার্টির
পেত্রোগ্রাদ নগর ও সারা রাশিয়া
সম্মেলনসমূহ' শীর্ষক পুস্তকে প্রথম প্রকাশিত
মস্কো ও লেনিনগ্রাদ, ১৯২৫

বিপ্লব থেকে পিছিয়ে পড়া

বিপ্লব এগিয়ে চলেছে, গভীরতর ও ব্যাপকতর হচ্ছে; এক স্থান থেকে অন্যত্র বিস্তৃত হচ্ছে, এবং দেশের সমগ্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে আমূল পরিবর্তিত করছে।

শিল্পক্ষেত্রে হানা দিয়ে তা উৎপাদনে শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দাবি তুলছে (দনেৎস্ বেসিন)।

কৃষিক্ষেত্রে প্রসারিত হয়ে তা অব্যবহৃত জমিতে যৌথ চাষের এবং কৃষককে কৃষি-যন্ত্রপাতি ও পালিত পশু সরবরাহের প্রেরণা দিচ্ছে (স্লুশেলবার্গ উইয়েজ্দ)।[১৮]

যুদ্ধের দুষ্ট ক্ষতকে এবং যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক বিপর্যয়কে অনাবৃত করে দিয়ে তা বণ্টনের ক্ষেত্রে ফেটে পড়ছে এবং একদিকে শহরগুলিতে খাদ্য সরবরাহের (খাদ্যসংকট) অন্যদিকে গ্রামীণ জেলাগুলিতে শিল্পপণ্য সরবরাহের (পণ্যসংকট) প্রশ্ন তুলে ধরছে।

এইগুলি ও এই ধরনের জরুরী সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য প্রয়োজন বিপ্লবী জনগণের সর্বাধিক উদ্যোগ প্রদর্শন, নতুন জীবন গড়ে তোলার কাজে শ্রমিক ডেপুটিদের সোভিয়েতের সক্রিয় হস্তক্ষেপ, এবং সবশেষে, দেশকে বিপ্লবের প্রশস্ত পথে পরিচালিত করতে সক্ষম যে নতুন শ্রেণী তার হাতে পূর্ণ ক্ষমতা প্রত্যর্পণ।

বিভিন্ন অঞ্চলে বিপ্লবী জনগণ এর মধ্যেই এই পথ গ্রহণ করছে। কোন কোন স্থানে তথাকথিত জনমুক্তি সমিতিগুলিকে অগ্রাহ্য করে বিপ্লবী সংগঠনগুলি ইতোমধ্যেই নিজেদের হাতে ক্ষমতা তুলে নিয়েছে (উরাল, স্লুশেলবার্গ)।

তথাপি যে পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের কার্যকরী সমিতির বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়া উচিত তারা অসহায়ভাবে কালক্ষেপ করে যাচ্ছে, পিছিয়ে পড়ছে, এবং জনগণ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে; এবং পূর্ণ ক্ষমতা হাতে নেওয়ার মৌলিক প্রশ্নের জায়গায় স্থান দিচ্ছে অস্থায়ী সরকারে 'প্রার্থী পদ'-এর অকিঞ্চিৎকর প্রশ্নকে। জনগণ থেকে পিছিয়ে পড়ে কার্যকরী সমিতি বিপ্লব থেকে পিছিয়ে পড়ছে এবং বিপ্লবের অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে।

আমাদের সামনে রয়েছে কার্যকরী সমিতির দুটি দলিল :

'যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রমিক প্রতিনিধিদের জন্য মন্তব্যাবলী'—এই প্রতিনিধিরা সৈনিকদের কাছে উপহার নিয়ে যাচ্ছেন, আর রয়েছে 'যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকদের প্রতি আবেদন'। এগুলি থেকে কি দেখা যাচ্ছে? কেন, কার্যকরী সমিতির সেই একই পশ্চাদ্‌পদতা। কারণ এই দলিলদ্বয়ে আজকের দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলীর সবচেয়ে ন্যক্কারজনক এবং সবচেয়ে বিপ্লব-বিরোধী উত্তর দিয়েছে কার্যকরী সমিতি!

যুদ্ধের প্রশ্ন

কার্যকরী সমিতি যখন আগ্রাসন ও যুদ্ধ ক্ষতিপূরণের ব্যাপার নিয়ে অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করে চলেছে, অস্থায়ী সরকার যখন 'মন্তব্যাবলী' বানিয়ে চলেছে এবং কার্যকরী সমিতি যখন 'বিজয়ীর' বেশের দিকে আত্ম-প্রসাদে তাকিয়ে আছে, আর ইতোমধ্যে দেশজয়ের যুদ্ধ যখন পুরানো দিনের মতোই চলেছে তখন সৈনিকদের প্রকৃত জীবন অর্থাৎ ট্রেঞ্চের জীবন সংগ্রামের এক নতুন হাতিয়ার গড়ে তুলেছে, তা হচ্ছে গণ-সৌভ্রাতৃত্ব। এ ব্যাপারে প্রশ্নের কোন অবকাশ নেই যে—সৌভ্রাতৃত্ব শান্তি-আকাঙ্খার একটি স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি মাত্র। তথাপি যদি একে সচেতনভাবে এবং সংগঠিত আকারে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তবে সৌভ্রাতৃত্ব যুদ্ধমান দেশগুলির ভেতরের পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটানোর জন্য শ্রমিকশ্রেণীর হাতে একটা শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।

আর সৌভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে কার্যকরী সমিতির মনোভাব কি?

শুনুন :

'হে সৈনিক কমরেডরা, সৌভ্রাতৃত্বের দ্বারা আপনারা শান্তিলাভ করতে পারবেন না।... যারা আপনাদের বলছে যে, সৌভ্রাতৃত্ব হচ্ছে শান্তিলাভের উপায় তারা আপনাদের ও রুশীয় স্বাধীনতা ধ্বংসের দিকেই আপনাদের পরিচালিত করছে। তাদের বিশ্বাস করবেন না' ('আবেদন' দেখুন)।

সৌভ্রাতৃত্বের পরিবর্তে কার্যকরী সমিতি সৈনিকদের আহ্বান জানাচ্ছে 'সামরিক পরিস্থিতি যে আক্রমণাত্মক লড়াই দরকার মনে করতে পারে তা বর্জন না করতে' ('আবেদন' দেখুন)। এতে বলা হয়েছে যে 'রাজনৈতিক অর্থে আত্মরক্ষা থেকে রণনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণ, নতুন এলাকা দখল

ইত্যাদি বাদ পড়ে না। আত্মরক্ষার স্বার্থে…আক্রমণ পরিচালনা, নতুন ঘাঁটি দখল একান্ত প্রয়োজন' ('মন্তব্যাবলী' দেখুন)।

সংক্ষেপে বললে দাঁড়ায়—শান্তিলাভ করতে গেলে আক্রমণ শুরু করা এবং শত্রুরাজ্যের 'এলাকা' দখল করা প্রয়োজন।

কার্যকরী সমিতি এইভাবেই যুক্তি বিস্তার করছে।

কিন্তু কার্যকরী সমিতির এইসব সাম্রাজ্যবাদী যুক্তির সঙ্গে সৈন্যাধ্যক্ষ আলেক্সিয়েভের প্রতিবিপ্লবী 'আজকের কর্তব্য নির্দেশিকার' পার্থক্য কোথায়—যা ঘোষণা করেছে যে যুদ্ধক্ষেত্রে সৌভ্রাতৃত্ব হচ্ছে 'দেশদ্রোহিতা' এবং আদেশ দিয়েছে 'শত্রুর বিরুদ্ধে ক্ষমাহীনভাবে লড়তে'?

অথবা আবারও বলা যায়: এইসব যুক্তির সঙ্গে মারিন্স্কি প্রাসাদে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে মিলিউকভের সেই প্রতিবিপ্লবী বক্তৃতার পার্থক্য কোথায় যাতে তিনি যুক্ত 'মোর্চার' স্বার্থে 'আক্রমণাত্মক লড়াই' এবং সৈনিকদের কাছ থেকে শৃংখলা দাবি করেছিলেন?

জমির প্রশ্ন

অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে কৃষকদের যে বিরোধ দেখা দিয়েছে তার কথা সবাই জানেন। জমিদারেরা যে জমি চাষ না করে ফেলে রেখেছে সে জমি কৃষকরা অবিলম্বে চাষ করার দাবি করছে, এই ভেবে যে এই পদক্ষেপই পশ্চাদ্‌-ভূমির জনসাধারণ ও যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকদের জন্য খাদ্য সরবরাহ করার একমাত্র সুনিশ্চিত উপায়। প্রত্যুত্তরে অস্থায়ী সরকার কৃষি-সংক্রান্ত আন্দোলনকে 'বে-আইনী' বলে নিন্দা করে কৃষকদের বিরুদ্ধে কঠোর যুদ্ধ ঘোষণা করেছে; তদুপরি 'জবরদখলকারী' কৃষকদের 'হস্তক্ষেপ' থেকে জমিদারদের স্বার্থরক্ষা করার জন্য অঞ্চলে অঞ্চলে কমিশার পাঠানো হয়েছে। সংবিধান-পরিষদ না বসা পর্যন্ত অস্থায়ী সরকার কৃষকদের জমি দখল থেকে বিরত থাকতে আদেশ দিয়েছে: পরিষদ যেন সত্যসত্যই সবকিছু সমাধান করে দেবে।

কিন্তু এই প্রশ্নে কার্যকরী সমিতির মনোভাবটা কি? কাকে সে সমর্থন করছে—কৃষকদের না অস্থায়ী সরকারকে?

এই শুনুন:

'ভবিষ্যতের সংবিধান-পরিষদ জমিদারীগুলির…বিনা ক্ষতিপূরণে হস্তান্তরের জন্য বিপ্লবী গণতন্ত্র অত্যন্ত জোরের সঙ্গে দাবি করবে। কিন্তু এই মুহূর্তে জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা থেকে

দেশে উদ্ভূত হতে পারে⋯গুরুতর অর্থনৈতিক বিশৃংখলা; ⋯বর্তমানে এই কথা মনে রেখে বিপ্লবী গণতন্ত্র জমি-সংক্রান্ত প্রশ্নের যে-কোন অনমুমোদিত সমাধানের বিরুদ্ধে কৃষকদের সাবধান করে দিচ্ছে; কারণ জমি-সংক্রান্ত বিশৃংখলা থেকে লাভবান হবে কৃষকরা নয়, প্রতিবিপ্লবীরা'; এই পরিপ্রেক্ষিতে সুপারিশ করা হচ্ছে যে 'সংবিধান-পরিষদ সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত জমিদারদের সম্পত্তি যথেচ্ছভাবে দখল করা চলবে না' ('মন্তব্যাবলী' দেখুন)।

কার্যকরী সমিতি যা বললে তা হচ্ছে এই।

স্পষ্টতঃই কার্যকরী সমিতি সমর্থন করছে কৃষকদের নয়, অস্থায়ী সরকারকে।

এটা কি পরিষ্কার নয় যে এই ধরনের একটি অবস্থান গ্রহণ করে কার্যকরী সমিতি সিঙ্গারিয়ভের প্রতিবিপ্লবী—'কৃষকদের দমন কর!' চীৎকারের সমর্থনে ওকালতি করছে?

আর সাধারণভাবে বলতে গেলে বলতে হয়—কবে থেকে কৃষি-সংক্রান্ত আন্দোলন 'কৃষি-সংক্রান্ত বিশৃংখলায়' পরিণত হল; আর কবে থেকে কোনও প্রশ্নের 'অনমুমোদিত সমাধান' অস্বীকার্য হয়ে উঠল? পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েত সহ সমস্ত সোভিয়েত 'অনমুমোদিতভাবে' সৃষ্ট সংগঠন ছাড়া আর কি? কার্যকরী সমিতি কি মনে করে যে অনমুমোদিত সংগঠন ও সিদ্ধান্তের কাল উত্তীর্ণ হয়ে গেছে?

জমিদারী সম্পত্তি অনমুমোদিতভাবে চাষ করার প্রসঙ্গে কার্যকরী সমিতি 'খাদ্যসংকটের' জিগির তুলছে। কিন্তু দেশবাসীর খাদ্যসম্পদ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে 'অনমুমোদিত' শ্লুশেলবার্গ উইয়েজ্দ বিপ্লবী কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন:

'যার সত্যসত্যই বিরাট অভাব রয়েছে, সেই শস্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে গীর্জা, মঠ, প্রাক্তন রাজন্য ও ব্যক্তি মালিকদের চাষ না করা জমি গ্রামবাসীদের চাষ করে ফেলতে হবে।'

এই 'অনমুমোদিত' সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কার্যকরী সমিতির কি আপত্তি থাকতে পারে?

এই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তের স্থলে তারা সিঙ্গারিয়ভের ফরমানগুলি থেকে ধার করা 'জবরদখল', 'কৃষি-সংক্রান্ত বিশৃংখলা', 'অনমুমোদিত সমাধান' ইত্যাদি ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কি দিতে পারে?

এটা কি পরিষ্কার নয় যে প্রদেশগুলির বৈপ্লবিক আন্দোলন থেকে কার্যকরী সমিতি পিছিয়ে পড়েছে এবং পিছিয়ে পড়ার জন্য সে তার সাথে বিরোধে উপনীত হয়েছে?⋯

এইভাবে একটি নতুন চিত্র উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। বিপ্লব ব্যাপকতর ও গভীরতর হচ্ছে, নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রসারিত হচ্ছে, শিল্প, কৃষি ও বণ্টনের ক্ষেত্রে তা হানা দিচ্ছে এবং পূর্ণ ক্ষমতা হাতে তুলে নেবার প্রশ্নটি তুলে ধরছে। প্রদেশ-গুলি এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে। কিন্তু বিপ্লবের প্রথম দিকে যে নেতৃত্ব দিয়েছিল সেই পেত্রোগ্রাদ আজ পিছিয়ে পড়তে শুরু করেছে। আর লোকের ধারণা জন্মাচ্ছে যে পেত্রোগ্রাদ কার্যকরী সমিতি ইতিমধ্যে যে জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে, সেখানেই সে **থেমে** থাকতে চেষ্টা করছে।

কিন্তু বিপ্লবের কালে থেমে থাকা অসম্ভব : তোমাকে চলতেই হবে—হয় সামনের দিকে, নয়, পিছনের দিকে। তাই বিপ্লবের সময়ে যে থেমে থাকতে চেষ্টা করে সে অবশ্যম্ভাবীরূপে পিছিয়ে পড়বেই। আর যে পিছিয়ে পড়ে কোন মার্জনাই সে পায় না : বিপ্লব তাকে ঠেলে দেয় প্রতিবিপ্লবের শিবিরে।

প্রাভদা, সংখ্যা ৪৮
৪ঠা মে, ১৯১৭
স্বাক্ষর : কে. স্তালিন

সম্মেলন থেকে আমরা কি আশা করেছিলাম ?

আমাদের পার্টি হচ্ছে পেত্রোগ্রাদ থেকে ককেশাস, রিগা থেকে সাইবেরিয়া পর্যন্ত রাশিয়ার সমস্ত অংশের সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের একটি সংঘ।

উন্নততর জীবনের জন্য, সমাজতন্ত্রের জন্য ধনিকদের বিরুদ্ধে কারখানা-মালিক ও জমিদারদের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম চালাতে মেহনতী মানুষকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে এই সংঘ গড়ে উঠেছিল।

কিন্তু একমাত্র যদি আমাদের পার্টি ঐক্যবদ্ধ ও সংহত হয়, একমাত্র যদি তা এক মন ও এক ইচ্ছা বিশিষ্ট হয়, একমাত্র যদি সে রাশিয়ার সমস্ত অংশের সর্বত্র একই সাথে আঘাত হানে তবেই এই সংগ্রাম সাফল্যজনকভাবে চালানো যেতে পারে।

কিন্তু পার্টির ঐক্য ও সংহতি কিভাবে লাভ করা যেতে পারে ?

তা লাভ করার একটিমাত্র পথই আছে, আর সে পথ হচ্ছে আমাদের বিপ্লবের মৌলিক সমস্যাগুলি যৌথভাবে আলোচনা করার ও একটি সাধারণ মতামত গড়ে তোলার জন্য সারা রাশিয়ার শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দের একটি স্থানে সমবেত হওয়া এবং তারপর তাদের ঘরে ফিরে যাবার পরে জনগণের মধ্যে যাওয়া এবং এক সাধারণ পথ ধরে এক সাধারণ লক্ষ্যে তাদের পরিচালিত করা।

এইরকম একটি সমাবেশকে বলে সম্মেলন।

এইজন্য আমরা সবাই রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির সারা-রাশিয়া সম্মেলনের দিকে এমন অধীর আগ্রহে তাকিয়ে ছিলাম।

বিপ্লবের আগে আমাদের পার্টি গোপন জীবনযাপন করেছে ; তা ছিল একটি নিষিদ্ধ পার্টি ; তার সদস্যরা গ্রেপ্তার এবং নির্বাসন ও কারাদণ্ডের সম্মুখীন ছিল। সেইজন্য একে এমনভাবে সংগঠিত করতে হয়েছিল যাতে তা গোপন কাজের সঙ্গে সঙ্গতিসাধন করতে পারে ; তা ছিল একটা 'গোপন' পার্টি।

এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে ; বিপ্লব নিয়ে এসেছে স্বাধীনতা, গোপনতা দূর হয়েছে এবং আমাদের পার্টিকে হতে হয়েছে একটা

প্রকাশ্য পার্টি, নতুন কায়দায় তাকে পুনর্গঠিত করতে হয়েছে।

আমরা যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। যুদ্ধ লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ছিনিয়ে নিয়েছে এবং আরও লক্ষ লক্ষ জীবন নেবে। যুদ্ধ লক্ষ লক্ষ পরিবারকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তা আমাদের শহরগুলিকে উপবাসী ও নিঃস্ব পরিণত করেছে। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী থেকে তা গ্রামীণ জেলা-গুলিকে বঞ্চিত করেছে। যুদ্ধ লাভজনক একমাত্র ধনীদের কাছে, যারা সরকারী ঠিকাদারীর দ্বারা নিজেদের পকেট ভরাচ্ছে। যুদ্ধ একমাত্র সেইসব সরকারের কাছে লাভজনক, যারা অন্য দেশের জনগণকে লুণ্ঠন করছে। এইরকম লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ চালানো হচ্ছে। এবং তাই প্রশ্ন উঠেছে: যুদ্ধের ব্যাপারে কি করতে হবে? তা বন্ধ করা, না, চালানো উচিত? আমাদের কি বুকে হেঁটে এই ফাঁসের মধ্যে আরও এগিয়ে চলা উচিত, অথবা চিরকালের জন্য এ ফাঁস ছিঁড়ে ফেলা উচিত?

সম্মেলনকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে।

তাছাড়া রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র ও পশ্চাদ্‌ভূমি দুই-ই অনাহারের সম্মুখীন। কিন্তু অনাহার তিনগুণ প্রচণ্ড হয়ে উঠবে যদি না সমস্ত 'ফাঁকা' জমি অবিলম্বে চাষ করা হয়। তথাপি জমিদারেরা জমি অকর্ষিত রেখে দিচ্ছে; ফসল বোনা বন্ধ রাখছে; আর অস্থায়ী সরকার জমিদারীর দখল নিতে ও সেগুলি চাষ করতে কৃষকদের নিষেধ করছে। যে অস্থায়ী সরকার সমস্ত প্রকারে জমিদারদের রক্ষা করছে সে সরকার সম্বন্ধে কি করতে হবে? খোদ জমিদারদের সম্বন্ধেই বা করণীয় কি? তাদের হাতে কি জমি রাখতে দেওয়া উচিত, না, একে জনগণের সম্পত্তি করে নেওয়া উচিত?

এই সমস্ত প্রশ্নের পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্ট উত্তর দিতে হয়েছে সম্মেলনকে।

কারণ একমাত্র এই সমস্ত উত্তরই পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ ও সংহত করতে পারে।

একমাত্র একটি ঐক্যবদ্ধ পার্টিই জনগণকে জয়ের পথে পরিচালিত করতে পারে।

সম্মেলন কি আমাদের আশাগুলি পূরণ করেছে?

তা কি পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্ট উত্তর দিয়েছে?

সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি যা আমরা আমাদের পত্রিকার ত্রয়োদশ সংখ্যায়

ক্রোড়পত্ররূপে[১৯] প্রকাশ করেছি কমরেডরা তা অধ্যয়ন করুন এবং নিজেরাই তার বিচার করুন।

সোলদাৎস্কায়া প্রাভদা, সংখ্যা ১৬
৬ই মে, ১৯১৭
সম্পাদকীয়
স্বাক্ষর: কে. স্তালিন

পৌর নির্বাচনী প্রচারাভিযান[২১]

জেলা ডুমাগুলির নির্বাচন এগিয়ে আসছে। প্রার্থীতালিকাগুলি গৃহীত ও প্রকাশিত হয়েছে। নির্বাচনী প্রচাবাভিযান পুরোদমে চলছে।

প্রার্থী দাঁড় করানো হচ্ছে বিভিন্নপন্থী সব 'পার্টি'র পক্ষ থেকে : তাদের কোনটি সাচ্চা, কোনটি ভুয়া, কোনটি পুবানো, কোনটি সবে বানানো, কোনটি তাৎপর্যপূর্ণ, কোনটি তাৎপর্যহীন। কনস্টিটিউশনাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির পাশাপাশি রয়েছে একটি সততা, দায়িত্ববোধ এবং সুবিচারের পার্টি, ইয়েদিন-স্তভো গোষ্ঠী ও বুন্দ এর পাশাপাশি রয়েছে 'কনস্টিটিউশনাল ডিমোক্র্যাটদের থেকে সামান্য বাম-ঘেঁষা একটি পার্টি', মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট বিভলিউ-শনারি দেশরক্ষাবাদীদের পাশাপাশি রয়েছে নানা ধরনের 'নির্দল' ও 'দল-উর্ধ্ব' গোষ্ঠীসমূহ। রঙ্-বেরঙের অসংখ্য পতাকার এ এক অবিশ্বাস্য সমাবেশ।

প্রথম নির্বাচনী সভাগুলি ইতোমধ্যেই দেখিয়ে দিয়েছে যে প্রচারাভিযানের কেন্দ্রীয় বিষয় এককভাবে পৌর 'সংস্কার' নয়, তা হচ্ছে দেশের সাধারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি। পৌর 'সংস্কার' হচ্ছে নিছক একটি প্রেক্ষাপট যার পরিপ্রেক্ষিতে মূল রাজনৈতিক কার্যক্রমগুলি উদ্ঘাটিত হচ্ছে।

এটি স্বাভাবিক। আজ যখন যুদ্ধ দেশকে ধ্বংসের কিনারে নিয়ে এসেছে, যখন অধিকাংশ দেশবাসীর স্বার্থ দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক জীবনে বৈপ্লবিক হস্তক্ষেপ দাবি করছে, যখন অস্থায়ী সরকার অচল অবস্থা থেকে দেশের মুক্তির নেতৃত্ব দিতে সুস্পষ্টভাবে অক্ষম তখন পৌরসভা সহ সমস্ত স্থানীয় প্রশ্নকে যুদ্ধ অথবা শান্তি, বিপ্লব অথবা প্রতিবিপ্লবের সাধারণ প্রশ্নের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্রেই একমাত্র বোঝা বা নির্ধারণ করা যেতে পারে। সাধারণ নীতির সঙ্গে এই যোগসূত্র ব্যতীত পৌর নির্বাচনী প্রচারাভিযান টিনের পাতে মোড়া হাতমুখ ধোয়ার পাত্র আর 'ভাল পায়খানা বসানো'র ফাঁকা বকবকানিতে পর্যবসিত হবে (দেশরক্ষাবাদী মেনশেভিকদের কার্যসূচী দেখুন)।

তাই অজস্র পার্টি-পতাকার এই দঙ্গলের মধ্যে প্রচার অভিযান ধারায় দুটি মূল রাজনৈতিক কর্মধারা অনিবার্যভাবে প্রাধান্য বিস্তার করবে : বিপ্লবকে আরও বিকশিত করে তুলবার কর্মধারা এবং প্রতিবিপ্লবের কর্মধারা।

প্রচার অভিযান যত শানিত হবে, পার্টি সমালোচনা যত তীক্ষ্ণ হয়ে উঠবে এই দুটি কর্মধারা ততই আরও সুনির্দিষ্টভাবে বেরিয়ে আসবে; যেখানে আপোষ অসম্ভব সেখানে আপোষ করতে চাইছে যারা সেই মধ্যবর্তী গোষ্ঠীগুলির স্বীয় অবস্থান বজায় রাখা ততই অসম্ভব হয়ে পড়বে; এবং সবার কাছে স্পষ্টতর হয়ে উঠবে যে মেনশেভিক ও নারদ্‌নিক দেশরক্ষাবাদী যারা বিপ্লব ও প্রতি-বিপ্লবের চৌকির মাঝখানে বসে আছে তারা প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবকে ব্যাহত করছে এবং প্রতিবিপ্লবের স্বার্থকে সুগম করছে।

'লোকায়ত স্বাধীনতা'র পার্টি

জারতন্ত্রের উচ্ছেদের পর থেকে দক্ষিণপন্থী দলগুলি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। এর কারণ পুরানো রূপে তাদের অস্তিত্ব এখন আর তাদের পক্ষে লাভজনক হবে না। তাদের দশা এখন কি হয়েছে? তারা তথাকথিত 'লোকায়ত স্বাধীনতা'র পার্টির, অর্থাৎ মিলিউকভ ও তার দলবলের পার্টির চারিপাশে জমায়েত হয়েছে। মিলিউকভের পার্টি হচ্ছে এখন চরমতম দক্ষিণপন্থীদের পার্টি। এটি এমন একটি ঘটনা যা নিয়ে কারো কোন মতবিরোধ নেই। আর সুনির্দিষ্টভাবে এই কারণের জন্য ঐ পার্টি এখন প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলির সমাবেশ কেন্দ্র।

মিলিউকভের পার্টি কৃষকদের দমন করার সপক্ষে, কারণ এরা কৃষি সংক্রান্ত আন্দোলন অবদমিত করার পক্ষপাতী।

মিলিউকভের পার্টি শ্রমিকদের দমন করার সপক্ষে; কারণ এরা শ্রমিকদের 'মাত্রাতিরিক্ত' দাবির বিরুদ্ধে—এরা শ্রমিকদের সমস্ত প্রধান প্রধান দাবিকে 'মাত্রাতিরিক্ত' আখ্যা দেয়।

মিলিউকভের পার্টি সৈনিকদের দমন করার সপক্ষে, কারণ এরা 'লৌহদৃঢ় শৃংখলা' অর্থাৎ সৈনিকদের ওপর অফিসারদের শাসনকর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে।

যে দস্যু-যুদ্ধ দেশকে ভাঙন ও ধ্বংসের মুখে নিয়ে এসেছে মিলিউকভের পার্টি সেই দস্যু-যুদ্ধের সপক্ষে।

মিলিউকভের পার্টি বিপ্লবের বিরুদ্ধে 'কঠোর ব্যবস্থা' গ্রহণের পক্ষে। এরা 'দৃঢ়ভাবে' লোকায়ত স্বাধীনতার বিরুদ্ধে, যদিও এরা নিজেদের 'লোকায়ত স্বাধীনতা'র পার্টি বলে থাকে।

এইরকম একটি পার্টি জনগণের দরিদ্রতর অংশের স্বার্থে শহরের পৌর

ব্যবস্থাবলীর সংস্কার করবে বলে কি কোন আশা করা যায়?

শহরের ভাগ্য কি এদের হাতে ন্যস্ত করা যেতে পারে?

কখনই নয়! কোন অবস্থাতেই নয়!

আমাদের আওয়াজ হচ্ছে: মিলিউকভের পার্টির ওপর কোন আস্থা নয়; 'লোকায়ত স্বাধীনতা'র পার্টিকে একটি ভোটও নয়!

রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার (বলশেভিক) পার্টি

আমাদের পার্টি হচ্ছে কনস্টিটিউশনাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির সম্পূর্ণ বিপরীত একটি পার্টি। ক্যাডেটরা (কনস্টিটিউশনাল ডিমোক্র্যাটরা) হচ্ছে প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া ও জমিদারদের পার্টি। আমাদের পার্টি হচ্ছে শহর ও গ্রামের বিপ্লবী শ্রমিকদের পার্টি। এরা হচ্ছে পারস্পরিক আপোষহীন দুটি পার্টি; একের জয় মানে অপরের পরাজয়। আমাদের দাবিগুলি সুপরিচিত। আমাদের পথ সুস্পষ্ট।

আমরা বর্তমান যুদ্ধের বিরোধী; কারণ এ যুদ্ধ দস্যুতার যুদ্ধ; দেশ জয়ের যুদ্ধ।

আমরা শান্তির—সার্বিক ও গণতান্ত্রিক শান্তির সপক্ষে; কারণ এমন একটি শান্তিই হল অর্থনীতি ও খাদ্য সরবরাহের বিশৃংখলা থেকে দেশের পরিত্রাণ পাওয়ার নিশ্চিততম পথ।

শহরগুলিতে খাদ্যাভাবের অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু খাদ্য নেই; কারণ ফসলের অঞ্চল সংকুচিত হয়ে পড়েছে মজুরের সংখ্যাল্পতার দরুণ যাদের 'জোর করে পাঠানো হয়েছে' যুদ্ধে। খাদ্য যে নেই তার কারণ, সরবরাহ যেটুকু আছে তাও পরিবহণের কোন উপায় নেই; কারণ রেলপথগুলি যুদ্ধের প্রয়োজনে নিয়োজিত। যুদ্ধ বন্ধ কর, খাদ্যও মিলবে।

গ্রামাঞ্চলগুলিতে শিল্পজাত দ্রব্যের অভাবের অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু শিল্পজাত দ্রব্যের অভাবের কারণ হচ্ছে এই যে, এক বিরাট সংখ্যক কলকারখানা যুদ্ধ সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত। যুদ্ধ বন্ধ কর, শিল্পজাত দ্রব্যও মিলবে।

আমরা বর্তমান সরকারের বিরোধী; কারণ এরা আক্রমণের ডাক দিয়ে যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করছে এবং অর্থনৈতিক ভাঙন ও দুর্ভিক্ষকে তীব্রতর করছে।

আমরা বর্তমান সরকারের বিরোধী ; কারণ এঁরা পুঁজিপতিদের মুনাফা সুরক্ষিত করার মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক জীবনে শ্রমিকদের বৈপ্লবিক হস্তক্ষেপকে ব্যাহত করছে।

আমরা বর্তমান সরকারের বিরোধী ; কারণ এরা কৃষক কমিটিগুলি কর্তৃক ভূসম্পত্তি বণ্টনে বাধা দিয়ে জমিদারদের ক্ষমতা থেকে গ্রামীণ জেলাগুলির মুক্তিকে ব্যাহত করছে।

আমরা বর্তমান সরকারের বিরোধী ; কারণ এরা পেত্রোগ্রাদ থেকে বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীদের প্রত্যাহার করা দিয়ে 'কাজ' শুরু করে, এখন বিপ্লবী শ্রমিকদেরও প্রত্যাহার করতে উদ্যত হয়ে (পেত্রোগ্রাদকে ভারমুক্ত করতে !) বিপ্লবকে নির্বীর্য করে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

আমরা বর্তমান সরকারের বিরোধী ; কারণ এরা দেশকে সংকটমুক্তির পথে পরিচালিত করতে সাধারণভাবে অক্ষম।

আমরা সমস্ত ক্ষমতা বিপ্লবী শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদেরকে হস্তান্তরিত করার সপক্ষে।

কেবলমাত্র এরূপ একটি ক্ষমতাই দীর্ঘস্থায়ী দস্যু-যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পারে। কেবলমাত্র এরূপ একটি ক্ষমতাই বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ও দেশকে সমূহ ধ্বংস থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে পুঁজিপতি ও জমিদারদের মুনাফায় হাত দিতে পারে।

সবশেষে, আমরা পুলিশবাহিনীর—জনগণের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত এবং ওপর থেকে নিযুক্ত 'বড় কর্তা'দের অধীনস্থ পুরানো, ঘৃণিত পুলিশবাহিনীর পুনঃ-প্রতিষ্ঠার বিরোধী।

আমরা সর্বজনীন, নির্বাচিত, পুনরপসারণযোগ্য গণবাহিনীর পক্ষে ; কারণ কেবলমাত্র এরূপ বাহিনীই জনগণের স্বার্থের স্তম্ভ হিসাবে কাজ করতে পারে।

এইগুলি হল আমাদের আশু দাবি।

আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে একথা বলি যে, এই দাবিগুলি যদি পূরণ না হয়, এই দাবিগুলি আদায়ের জন্য যদি লড়াই চালানো না হয়, তবে কিছুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ পৌর সংস্কার বা পৌর শাসনের কোনও গণতন্ত্রীকরণ হবে অকল্পনীয়।

যে জনগণের জন্য খাদ্য নিশ্চিত করতে চায়, যে চায় গৃহ-সমস্যার

সমাধান করতে, যে কেবলমাত্র ধনীদের ওপরেই পৌর কর বসাতে চায়, যে এই সংস্কারগুলি কেবল কথায় নয়, কাজে পরিণত দেখতে চায়—তাকে অবশ্যই ভোট দিতে হবে তাদেরকেই যারা দেশ জয়ের যুদ্ধের বিরোধী, যারা ধনিক-জমিদার সরকারের বিরোধী, যারা পুলিশবাহিনীর পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরোধী; ভোট দিতে হবে তাদেরকেই যারা একটি গণতান্ত্রিক শান্তির পক্ষে, খোদ জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে, জনগণের গণবাহিনীর পক্ষে, পৌর বিষয়গুলির প্রকৃত গণতন্ত্রীকরণের পক্ষে।

এইসব শর্ত ছাড়া 'আমূল পৌর সংস্কার' নিতান্তই ফাঁকা বুলি।

দেশরক্ষাবাদী জোট

ক্যাডেট ও আমাদের পার্টির মধ্যবর্তী কতকগুলি গোষ্ঠী রয়েছে, যারা বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের মধ্যে দোদুল্যমান। এরা হচ্ছে ইয়েদিনস্তভো গোষ্ঠী, বুন্দ, মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি দেশরক্ষাবাদীরা, ক্রুদোভিকরা,[২১] লোকায়ত 'সোশ্যালিষ্টরা'[২২], কতকগুলি জেলায় তারা পৃথক-পৃথকভাবে তাদের প্রার্থী দাঁড় করাচ্ছে; কিন্তু বাকি জেলাগুলিতে একটি জোট গঠন করেছে এবং একটি যৌথ প্রার্থীতালিকা পেশ করেছে। কাদের বিরুদ্ধে তারা এই জোট গঠন করেছে? বাহ্যতঃ ক্যাডেটদের বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি তাই?

প্রথম যে জিনিসটা চোখে লাগে তা হচ্ছে এই জোট একবারেই নীতি-বিবর্জিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—কি মিল থাকতে পারে বুর্জোয়া প্রগতিবাদী ক্রুদোভিক গোষ্ঠীর সঙ্গে সেই মেনশেভিক দেশরক্ষাবাদী গোষ্ঠীর যারা নিজেদের 'মার্কসবাদী' ও 'সমাজতন্ত্রবাদী' বলে মনে করে? যে ক্রুদোভিকরা যুদ্ধকে বিজয়ে পরিণত করার জন্য প্রচার করে তারা কবে থেকে যারা নিজেদের 'জিমারওয়াল্ডবাদী' বলে এবং 'যুদ্ধকে বাতিল করে' সেই মেনশেভিক ও বুন্দবাদীদের সংগ্রামী সাথী হল? আর যে প্লেখানভ জারতন্ত্রের যুগেই আন্তর্জাতিকের পতাকা গুটিয়ে ফেলেছিলেন এবং এক শত্রু-পতাকা অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের পীত পতাকার তলে সুনির্দিষ্টভাবে আসন গ্রহণ করেছিলেন, সেই কট্টর জাত্যভিমানী প্লেখানভের ইয়েদিনস্তভো গোষ্ঠীর সঙ্গে ধরা যাক, মেনশেভিক দেশরক্ষাবাদী সম্মেলনের সাম্মানিক সভাপতি 'জিমারওয়াল্ডবাদী' সেরেতেলির কি মিল থাকতে পারে? একি খুব বেশি দিন আগের ব্যাপার,

যখন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জারতন্ত্রী সরকারকে সমর্থনের জন্য 'প্লেখানভ আবেদন জানাচ্ছিলেন, আর তা করার জন্য 'জিমারওয়াল্ডবাদী' সেরেতেলি জাত্যভিমানী প্লেখানভের বিরুদ্ধে 'গর্জে উঠছিলেন'? ইয়েদিনস্তভো গোষ্ঠীর সঙ্গে 'রাবোচাইয়া গ্যাজেতা'র[২৩] লড়াই তুঙ্গে, কিন্তু এই মহারথীরা তার প্রতি অন্ধ থাকার ভান করছেন এবং এরই মধ্যে 'ভাই ভাই' আচরণ করতে শুরু করে দিয়েছেন।…

এটা কি সুস্পষ্ট নয় যে, এইরকম অসমসত্ত্ব উপাদানগুলি একটি ক্ষণস্থায়ী ও নীতিহীন জোটই মাত্র গড়ে তুলতে পারে এবং কোন নীতি নয়, কেবল পরাজয়ের আতংকই তাদের জোট গঠনে প্রবৃত্ত করেছে?

এর পরে যে জিনিসটা চোখে লাগে তা হচ্ছে, জেলাগুলির মধ্যে কাজান ও স্পাস জেলা দুটিতে ('প্রার্থীতালিকা' দেখুন) ইয়েদিনস্তভো গোষ্ঠী, বুন্দ এবং মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি দেশরক্ষাবাদীরা তাদের প্রার্থী দাঁড় করাচ্ছে না; কিন্তু এই জেলা কটিতে এবং কেবলমাত্র এই জেলা-কটিতেই শ্রমিক ও সৈনিকদের ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলি কার্যকরী সমিতির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করাচ্ছে। স্পষ্টতঃই আমাদের জোট-গঠনকারী বীরবৃন্দ নির্বাচনে পরাজয়ের আতংকে জেলা সোভিয়েতগুলির পিছনে গা ঢাকা দেওয়া শ্রেয় মনে করেছেন এবং তাদের মর্যাদাকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে যাঁরা নিজেদের 'দায়িত্ব'বোধের বড়াই করেন, সেই মহামান্য ভদ্রলোকদের চোখের ওপর থেকে ঢাকনা খুলে সামনে আসার সাহস নেই এবং তারা ভীরুতার সঙ্গে 'দায়িত্ব' এড়ানোকে শ্রেয় মনে করেছেন।…

কিন্তু, সর্বোপরি, কোন্ জিনিস এই অসমসত্ত্ব গোষ্ঠীগুলিকে একটা জোটে একত্রিত করেছে?

ঘটনা হচ্ছে এই যে, এঁদের সবাই একইরকম অনিশ্চয়তার সঙ্গে, কিন্তু অধ্যবসায়ের এতটুকু কমতি না করে ক্যাডেটদের পদাংক অনুসরণ করছেন; এবং তাঁরা সবাই সমান জোরের সঙ্গেই আমাদের পার্টিকে ঘৃণা করছেন।

তাঁদের সবাই ক্যাডেটদের মতোই যুদ্ধের সপক্ষে—তা কিন্তু দেশজয়ের উদ্দেশ্যে নয় (দোহাই, ভগবান!); তা…'রাজ্য গ্রাস ও যুদ্ধ-ক্ষতিপূরণ ব্যতিরিক্ত একটা শান্তি'র জন্য। শান্তির জন্যই একটা যুদ্ধ।…

তাঁদের সবাই ক্যাডেটদের মতোই 'লৌহদৃঢ় শৃংখলা'র পক্ষে—তা কিন্তু

সৈনিকদের দমন করার উদ্দেশ্যে নয় (অবশ্যই না!), তা সৈনিকদের নিজেদের ·· স্বার্থেই।

তাঁদের সবাই ক্যাডেটদের মতোই আক্রমণ করার সপক্ষে—তা কিন্তু ব্রিটিশ ও ফরাসী ব্যাঙ্ক মালিকদের স্বার্থে নয় (দোহাই, ভগবান!); তা 'আমাদের নবার্জিত স্বাধীনতার'ই·· স্বার্থে।

তাদের সবাই ক্যাডেটদের মতোই 'শ্রমিক কর্তৃক কারখানা দখলের নৈরাজ্যবাদী ঝোঁকের' বিরুদ্ধে (**রাবোচাইয়া গ্যাজেতা**, ২১শে মে দেখুন)—তা কিন্তু ধনিকদের স্বার্থে নয় (এ চিন্তা নিপাত যাক!), তা ভয় পাইয়ে ধনিকদের বিপ্লব থেকে দূরে সরিয়ে না দেওয়ার জন্যে; অর্থাৎ বিপ্লবেরই··· স্বার্থে।

সাধারণভাবে তাঁরা সবাই বিপ্লবেরই সপক্ষে—তবে যতদূর পর্যন্ত তা পুঁজি-পতি ও জমিদারদের আঘাত না করে, তাদের স্বার্থবিরোধী না হয় ততদূর পর্যন্তই (ততদূর পর্যন্তই!)।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, তাঁরা সবাই ক্যাডেটদের মতো একই বাস্তব পদ-ক্ষেপাবলীর পক্ষে, কেবল কিছু ব্যতিক্রম এবং 'স্বাধীনতা', 'বিপ্লব' ইত্যাদি সম্পর্কে কতকগুলি নীতিবাক্য ছাড়া।

কিন্তু বাক্যবাজী ও নীতিবাক্য যেহেতু কেবল কথা ছাড়া আর কিছু নয়, তাই এটাই দাঁড়ায় যে প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ক্যাডেটদের কর্মধারাই অনুসরণ করে চলেছেন।

স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁদের বাগাড়ম্বর তাঁরা যে মনেপ্রাণে ক্যাডেট—এই সত্যের ওপরে মুখোস মাত্র।

আর সুনির্দিষ্টভাবে এই কারণেই এঁদের জোট প্রতিবিপ্লবী ক্যাডেটদের বিরুদ্ধে আক্রমণমুখিই নয়; আক্রমণমুখি বিপ্লবী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে, আমাদের পার্টি, মেঝ্রায়োন্‌ৎসি[২৪] ও বিপ্লবী মেনশেভিকদের মধ্যকার জোটের বিরুদ্ধে।

এই সবকিছুর পরে এটা কি আশা করা যায় যে এইসব প্রায়-ক্যাডেট ভদ্র-লোকেরা আমাদের ভেঙে পড়া পৌর ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠন করতে সক্ষম হবেন?

জনগণের দরিদ্রতর অংশের ভাগ্য কি করে তাঁদের হাতে ন্যস্ত করা যায় যাঁরা প্রতিমুহূর্তে তাদের স্বার্থকে পদদলিত করেছেন এবং দস্যুতার যুদ্ধকে ও পুঁজিপতি-জমিদারদের সরকারকে সমর্থন করেছেন?

যদি পৌর ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ করতে হয়, যদি দেশবাসীর জন্য খাদ্য ও বাসস্থান নিশ্চিত করতে হয়, যদি গরিবকে পৌর কর থেকে রেহাই দিতে হয় ও করের পুরো ভার ধনীদের ওপরে চাপাতে হয় তবে আপোষরকার নীতি ত্যাগ করতেই হবে এবং পুঁজিপতি ও বাড়ীর মালিকদের মুনাফায় হাত দিতেই হবে।…এটা কি পরিষ্কার নয় যে, যেহেতু দেশরক্ষাবাদী জোটের মধ্যপন্থী ভদ্রলোকেরা বুর্জোয়াশ্রেণীকে চটাতে ভয় পাচ্ছেন তাই তাঁরা উক্ত বিপ্লবী পদক্ষেপগুলি গ্রহণে অক্ষম?…

বর্তমানে পেত্রোগ্রাদ ডুমাতে প্রধানতঃ দেশরক্ষাবাদী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের নিয়ে তথাকথিত সমাজতন্ত্রী পৌরগোষ্ঠী রয়েছে। পৌর ব্যবস্থার উন্নতির জন্য 'আশু ব্যবস্থাবলী' প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এই গোষ্ঠী তাঁদের সভ্যদের ভেতর থেকে একটা 'অর্থ কমিটি' গঠন করেছেন। আর আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? এই 'সংস্কারকরা' এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়েছেন যে পৌর ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণের জন্য প্রয়োজন: (১) 'জলকরের হার **বৃদ্ধি করা**', (২) 'ট্রামের ভাড়া **বৃদ্ধি করা**।' 'সৈনিকদের কাছ থেকে ট্রাম ভাড়া দাবি করার প্রশ্ন সম্পর্কে শ্রমিক ও সৈনিকদের ডেপুটিদের সোভিয়েতের সঙ্গে পরামর্শ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল' (**নোভায়া ঝিজ্‌ন**[২৫], সংখ্যা ২৬ দেখুন)। এটা স্পষ্ট যে কমিটির সদস্যদের পরিকল্পনা ছিল সৈনিকদের কাছে ভাড়া দাবি করার, কিন্তু সৈনিকদের সম্মতি ছাড়া তা করতে তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন।

কমিটির বিশিষ্ট সদস্যরা গরিবের ওপর থেকে কর একেবারে তুলে দেওয়ার পরিবর্তে তা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন, এমনকি সৈনিকদেরও রেহাই দিলেন না!

এই হচ্ছে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিক দেশরক্ষাবাদীদের পৌর কর্মপদ্ধতির দৃষ্টান্ত।

এটা কি সুস্পষ্ট নয় যে আড়ম্বরপূর্ণ বাক্য ও প্রবঞ্চনাপূর্ণ 'পৌর কর্মসূচী' দেশরক্ষাবাদীদের জঘন্য পৌর কর্মপদ্ধতির মুখোসরূপে কাজ করে?

হাঁ, তা-ই ছিল, তা-ই থাকবে।…

'স্বাধীনতা' ও 'বিপ্লব'-এর বাগাড়ম্বর যত নিপুণভাবে তাঁরা নিজেদের মুখোসে ঢাকতে চাইবেন, তত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও নিকরুণভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে।

সুতরাং বর্তমান প্রচার অভিযানের একটি আশু কর্তব্য হচ্ছে দেশরক্ষাবাদী

জোটের সমাজতান্ত্রিক মুখোস টেনে ছিঁড়ে দেওয়া এবং তাঁদের মূলতঃ বুর্জোয়া ক্যাডেট চরিত্রটি প্রকাশ করে দেওয়া।

দেশরক্ষাবাদী জোটকে কোনও সমর্থন নয়! এই জোটের ভদ্রলোকদের ওপর কোন আস্থাও নয়!

শ্রমিকদের অবশ্যই বুঝতে হবে—যারা তাদের সঙ্গে নেই, তারা তাদের বিরুদ্ধে; বুঝতে হবে—দেশরক্ষাবাদী জোট তাদের সঙ্গে নেই, তাই এরা তাদের বিরুদ্ধে।

'নির্দল' গোষ্ঠীসমূহ

যে বুর্জোয়া গোষ্ঠীসমূহ তাদের নিজেদের প্রার্থীতালিকা হাজির করছে তাদের মধ্যে নির্দল গোষ্ঠীসমূহের অবস্থান সবচেয়ে অনির্দিষ্ট। নির্দল গোষ্ঠী রয়েছে বেশ কতকগুলি; প্রকৃতপক্ষে পুরো একটা দঙ্গল—সবশুদ্ধ প্রায় তিরিশটা। আর তার মধ্যে কে না অন্তর্ভুক্ত! 'সংযুক্ত গৃহকমিটিসমূহ' এবং 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের গোষ্ঠী'; 'নির্দল ব্যবসায়ী গোষ্ঠী' এবং 'নির্দল নির্বাচকদের গোষ্ঠী'; 'গৃহ তত্ত্বাবধায়কদের গোষ্ঠী' এবং 'বাসা মালিক সমাজ'; 'দল-ঊর্ধ্ব প্রজাতন্ত্রী গোষ্ঠী' এবং 'নারী সমানাধিকার লীগ'; 'প্রযুক্তিবিদ্ সংঘ গোষ্ঠী' এবং 'ব্যবসায়িক ও শিল্প সংঘ'; 'সততা, দায়িত্ববোধ ও সুবিচার গোষ্ঠী' এবং 'গণতান্ত্রিক গঠনকর্ম গোষ্ঠী'; 'স্বাধীনতা ও শৃংখলা গোষ্ঠী' ইত্যাদি ইত্যাদি।—এই হচ্ছে নির্দল বিভ্রান্তির বহুরূপী চিত্র।

এরা কারা? কোথা থেকে এরা এলো, এবং কোথায় এরা যেতে চায়?

এর সবকটি বুর্জোয়া গোষ্ঠী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলি ব্যবসায়ী শিল্পপতি, বাড়ী-মালিক, 'উদার পেশার' লোক, বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গঠিত।

নীতির ভিত্তিতে এদের কোন কর্মসূচী নেই। নির্বাচকরা কোনদিনই জানবে না এসব গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যটা কী যারা মানুষকে তাদের পক্ষে ভোট দেওয়ানোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।

এদের কোন পৌর কর্মসূচী নেই। নির্বাচকমণ্ডলী কোনদিনই জানতে পারবে না—পৌর ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কি উন্নয়ন এরা দাবি করে এবং সত্যি সত্যি এদের আদৌ ভোট দিতে হবে কেন।

এদের নেই কোন অতীত; কারণ অতীতে এরা ছিল না।

এদের নেই কোন ভবিষ্যৎ ; কারণ গত বছরের বরফের মতো নির্বাচনের পরেই এরা অদৃশ্য হয়ে যাবে।

এরা নির্বাচনের সময়েই মাত্র গজিয়ে ওঠে এবং যতক্ষণ নির্বাচন চলে ততক্ষণের জন্যেই মাত্র এরা বেঁচে থাকে। এদের লক্ষ্য যে-কোন উপায়ে জেলা ডুমায় প্রবেশ করা আর তারপরে যে কি ঘটবে সে ব্যাপারে এদের কোন মাথাব্যথা নেই।

এরা হচ্ছে এমন বুর্জোয়া গোষ্ঠীসমূহ যাদের নেই কোন কর্মসূচী এবং যারা আলোক ও সত্যকে ভয় পায়, এবং যারা তাদের প্রার্থীদের চোরাপথে জেলা ডুমায় চালান করতে চেষ্টা করছে।

এদের লক্ষ্য অন্ধকার ; অন্ধকার এদের পথ।

এইসব গোষ্ঠীর অস্তিত্বের সপক্ষে যুক্তি কি?

অতীতে জারতন্ত্রের আমলে নির্দল গোষ্ঠীগুলির অস্তিত্বের কারণ লোকে বুঝতে পারত। তখন কোন পার্টির বিশেষতঃ বামপন্থী কোন পার্টির অন্তর্ভুক্ত হলে 'আইন'মাফিক নির্দয়ভাবে দণ্ডিত হতে হত, তখন গ্রেপ্তার ও সাজা এড়ানোর জন্য অনেককে নির্দলরূপে আত্মপ্রকাশ করতে হতো, যখন কোন পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত না হওয়াটা জারতন্ত্রী আইনের কাজীদের বিরুদ্ধে বর্মস্বরূপ ছিল। কিন্তু বর্তমানে যখন সর্বাধিক স্বাধীনতা বিরাজ করছে, যখন সমস্ত পার্টি শাস্তি-ভয়শূন্য হয়ে প্রকাশ্যে ও স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারছে, যখন সুনির্দিষ্ট পার্টিগত নীতি এবং রাজনৈতিক পার্টিগুলির মধ্যে প্রকাশ্য সংগ্রাম জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার একটা সর্বগ্রাহ্য বিধান ও শর্ত হয়ে উঠেছে তখন নির্দল গোষ্ঠীগুলির অস্তিত্বের পিছনে আজ কি যুক্তি থাকতে পারে! তারা কিসের ভয়ে ভীত? কাদের কাছ থেকে তাদের আসল মুখটি ঢাকতে চাইছে?

এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে জনগণের ভোটদাতাদের অনেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচীর তাৎপর্য এখনো অনুধাবন করতে পারেনি ; জারতন্ত্র থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত রাজনৈতিক রক্ষণশীলতা ও পশ্চাদ্‌পদতা কোনও কিছু দ্রুত বোঝার পক্ষে তাদের সামনে বাধাস্বরূপ। কিন্তু এটা কি সুস্পষ্ট নয় যে, নির্দলীয় ও কর্মসূচীহীন নির্বাচনী অভিযান তাদের সেই পশ্চাদ্‌পদতা ও রক্ষণশীলতাকেই কেবল চিরস্থায়ী ও ন্যায়সঙ্গত করে তুলতে চাইছে? রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রকাশ্য ও সততাপূর্ণ

সংগ্রাম জনগণকে সচেতন করার ও তাদের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতাকে উদ্বুদ্ধ করাব যে এক অত্যন্ত কার্যকরী উপায় সে কথা অস্বীকার করতে কে সাহসী হবে ?

আমরা আবার জিজ্ঞাসা করছি—এইসব নির্দল গোষ্ঠী কিসেব ভয়ে ভীত ? তারা আলোকে বর্জন কবছে কেন ? যে কোন প্রকাবে তারা কাদের কাছ থেকে লুকোচ্ছে ? প্রকৃত রহস্যটি কি ?

প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই যে, দ্রুত বিকাশমান বিপ্লব এবং সর্বাধিক স্বাধীনতাব সঙ্গে সঙ্গে আজ রাশিয়াতে এমন একটি অবস্থা বিরাজ কবছে যখন জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা প্রতিদিন এমনকি প্রতি ঘণ্টায বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অবস্থায় খোলাখুলি আত্মপ্রকাশ কবাটা বুর্জোয়াশ্রেণীব পক্ষে মাবাত্মক বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। এই অবস্থায় অকপটভাবে একটি বুর্জোয়া কর্মসূচী নিয়ে হাজিব হওয়া মানে জনগণের চোখে বেশ কিছুটা হেয় হওয়া। তাই 'পরিস্থিতিকে ঠেকানোব' একমাত্র উপায় হচ্ছে নির্দলেব মুখোস পবা এবং 'সততা, দায়িত্ববোধ ও সুবিচাব' গোষ্ঠী সদৃশ নিবীহ গোষ্ঠীব ভডং কবা। ঘোলা জলে মাছ ধরার পক্ষে এটাই বিশেষ সুবিধাজনক। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পাবে না যে এই ক্যাডেট সমর্থক ও প্রায় ক্যাডেট বুর্জোযাবা—যাবা চোখের ওপর থেকে ঢাকনা খুলে লড়তে ভয় পায়, তাবা নির্দল প্রার্থীতালিকাব অন্তরালে জেলা ডুমায় ঢুকে পড়তে চেষ্টা করছে। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এদের মধ্যে একটিও সর্বহারা গোষ্ঠী নেই এবং এই নির্দল গোষ্ঠীগুলিব সবকটিই বুর্জোয়াশ্রেণীর লোকদের মধ্য থেকে, এবং কেবলমাত্র তাদেব ভেতর থেকেই সংগৃহীত হয়েছে। যদি এবা বিপ্লবী শক্তিব কাছ থেকে যথাযোগ্য প্রতিরোধের সম্মুখীন না হয় তবে তারা নিঃসন্দেহে বেশ কিছু বিশ্বাসপ্রবণ ও সরলমনা ভোটদাতাকে তাদের জালে টেনে নিতে সক্ষম হবে।

পুরো রহস্যটা হচ্ছে এই।

অতএব, বর্তমান পৌর নির্বাচনে 'নির্দল'-এর বিপদ সর্বাধিক গুরুতর বিপদগুলির অন্যতম।

তাই আমাদের নির্বাচনী প্রচার অভিযানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য-গুলির অন্যতম হচ্ছে, এই ভদ্রলোকদের মুখ থেকে নির্দল মুখোস টেনে ছিঁড়ে দেওয়া ; আসল মুখটা দেখাতে তাদের বাধ্য করা যাতে জনগণ তাদের নির্ভুল-ভাবে মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়।

নির্দল মুখোস নিপাত যাক! একটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রনৈতিক কর্মধারা চাই! এই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্যবাণী।

কমরেডগণ, আগামীকাল ভোটের দিন। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সারিবদ্ধভাবে ভোটকেন্দ্রে চলুন এবং সংহতভাবে বলশেভিক তালিকার পক্ষে ভোট দিন!

রুশ-বিপ্লবের শত্রু ক্যাডেটদের পক্ষে একটি ভোটও নয়!

ক্যাডেটদের সঙ্গে আপোষের ওকালতি করছে যারা, সেই দেশরক্ষাবাদীদের পক্ষে একটি ভোটও নয়!

আপনাদের শত্রুদের ছদ্মবেশী বন্ধু 'নির্দল' প্রার্থীদের একটি ভোটও নয়!

প্রাভদা, সংখ্যা ৬৩, ৬৪ ও ৬৫

২১, ২৪ ও ২৬শে মে, ১৯১৭

স্বাক্ষর: কে. স্তালিন

গতকাল ও আজ
(বিপ্লবের সংকট)

অস্থায়ী সরকার থেকে পদত্যাগের পূর্বে গুচকভ ও মিলিউকভ তিনটি দাবি উপস্থাপিত করেছিলেন : (১) **শৃংখলার** পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, (২) **আক্রমণ** ঘোষণা করা, (৩) বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদীদের **দমন** করা।

সৈন্যবাহিনী ভেঙে ভেঙে পড়ছে, তার মধ্যে এখন আর কোন শৃংখলা নেই; শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করুন, শান্তির প্রচার বন্ধ করুন; নচেৎ আমরা পদত্যাগ করব—মারিন্স্কি প্রাসাদে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে কার্যকরী সমিতির কাছে গুচকভ এই 'বিবৃতি' দিয়েছিলেন (২০শে এপ্রিল)।

আমরা আমাদের মিত্রদের সঙ্গে আবদ্ধ, তারা যুক্ত মোর্চার স্বার্থে আমাদের সাহায্য দাবি করছে; সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ শুরু করার জন্য তলব করা হোক, যুদ্ধ-বিরোধীদের দমন করা হোক, নচেৎ আমরা পদত্যাগ করব—ঐ একই সম্মেলনে মিলিউকভ এই 'বিবৃতি' দিয়েছিলেন।

এসব ঘটেছিল 'ক্ষমতার সংকটের' দিনগুলিতে।

কার্যকরী সমিতির মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা এমন ভান করল যেন তারা নতি স্বীকার করবে না।

এরপর মিলিউকভ তাঁর 'মন্তব্য' ব্যাখ্যা করে একটি দলিল প্রকাশ করলেন; কার্যকরী সমিতির বাগ্মীরা ঘোষণা করলেন যে এটা 'বিপ্লবী গণতন্ত্রের' একটি 'জয়'; আর 'উন্মাদনাও স্তিমিত হয়ে গেল।'

কিন্তু 'জয়টা' কাল্পনিক বলে প্রমাণিত হল। কয়েকদিন পরে একটা নতুন সংকট বিঘোষিত হল, গুচকভ ও মিলিউকভ পদত্যাগে বাধ্য হলেন; কার্যকরী সমিতি ও মন্ত্রীদের মধ্যে অন্তহীন আলোচনা অনুষ্ঠিত হল এবং কার্যকরী সমিতির প্রতিনিধিদের অস্থায়ী সরকারে প্রবেশের মধ্য দিয়ে 'সংকটের সমাধান হল'।

সরল বিশ্বাসী দর্শকরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

অবশেষে গুচকভ ও মিলিউকভ 'পরাস্ত হলেন'! অবশেষে শান্তি—'রাজ্যগ্রাস ও যুদ্ধ-ক্ষতিপূরণ ব্যতিরিক্ত' শান্তি আসবে! ভ্রাতৃঘাতী খুনোখুনী শেষ হতে চলল!

কিন্তু কি ঘটল? তথাকথিত 'গণতন্ত্রের' জয়ের হিসাব-নিকাশ শেষ হয়েছে কি না হয়েছে, পদত্যাগী মন্ত্রীদের ওপর 'অন্ত্যেষ্টিমন্ত্র' উচ্চারিত হয়েছে কি না হয়েছে এমন সময় নতুন মন্ত্রীরা—'সমাজতন্ত্রী' মন্ত্রীরা এমন সুরে কথা বলতে লাগলেন, যা গুচকভ ও মিলিউকভের কাছে শ্রুতিমধুর।

সত্যসত্যই, মৃতরা জীবিতদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে বসেছে!

আপনারা নিজেরাই বিচার করুন।

নূতন যুদ্ধমন্ত্রী নাগরিক কেরেনস্কি কৃষক মহাসম্মেলনে[২৬] প্রদত্ত তাঁর প্রথম বক্তৃতাতে ঘোষণা করেছেন যে তিনি সৈন্যবাহিনীতে 'লৌহদৃঢ় শৃংখলা' পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চান। কি ধরনের শৃংখলা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন তা তাঁর স্বাক্ষরিত 'সৈনিকদের অধিকারের ঘোষণাপত্রে'[২৭] সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে—'যুদ্ধাবস্থায়' 'যে অধঃস্তনরা আদেশ পালন করতে অস্বীকার করবে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগ করবার অধিকার' সৈন্যাধ্যক্ষদের আছে ('ঘোষণাপত্রের' ১ নং ধারা দেখুন)।

গুচকভ যার স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু যাকে কার্যকরী করতে সাহসী হননি, কেরেনস্কি তা স্বাধীনতা, সমানাধিকার এবং সুবিচার সম্পর্কে বড় বড় বাক্যের আবরণে এক খোঁচায় 'কার্যকরী করেছেন'।

কিসের জন্য এর প্রয়োজন, এই শৃংখলার?

এই ব্যাপারে সর্বাগ্রে যে মন্ত্রী আমাদের আলোক দান করলেন তিনি হচ্ছেন মন্ত্রী সেরেতেলি। ডাক বিভাগের কর্মচারীদের তিনি বলেছেন—'যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটানোর চেষ্টা আমরা করছি; কিন্তু তা একটি পৃথক শান্তির দ্বারা নয়, আমাদের মিত্রদের সাথে মিলিতভাবে স্বাধীনতার শত্রুদের বিরুদ্ধে একটা যৌথ বিজয়ের দ্বারা' (**ভেচারনাইয়া বীর্‌ঝোভ্‌কা**[২৮], ৮ই মে দেখুন)।

আমরা যদি 'স্বাধীনতা' শব্দটিকে অগ্রাহ্য করি, যা লাগানো হয়েছে নিছক একটি বিশ্বাসের আবহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, এবং যদি আমরা এই মন্ত্রীসুলভ ধোঁয়াটে বক্তৃতাকে সাদাভাষায় রূপান্তরিত করি, তবে এটা একমাত্র এই একটি জিনিসই বোঝাতে পারে: শান্তির স্বার্থে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে যুক্তভাবে জার্মানিকে আমাদের অবশ্যই চূর্ণবিচূর্ণ করতে হবে; এবং এর থেকে দাঁড়ায় যে এইজন্য আমাদের অবশ্যই আক্রমণোদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

এরই জন্য অর্থাৎ জার্মানির উপর যৌথ বিজয়লাভের উদ্দেশ্যে গঠিত যুক্ত মোর্চার স্বার্থে আক্রমণ প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন 'লৌহদৃঢ় শৃংখলার'।

মিলিউকভ বিশেষ ভীরুতার সঙ্গে, কিন্তু বিশেষ অধ্যবসায়ের সাথে যা চেষ্টা করেছিলেন, মন্ত্রী সেরেতেলি তা-ই তাঁর কর্মসূচী বলে ঘোষণা করলেন।

এ ছিল সংকট 'সমাধানের' পরে পবেব ঘটনা। পরবর্তীকালে 'সমাজতন্ত্রী' মন্ত্রীরা আরও সাহসী এবং আরও স্পষ্টভাষী হয়ে উঠলেন।

১২ই মে তারিখে কেবেনস্কি অফিসার, সৈনিক ও নাবিকদের উদ্দেশ্যে তাঁর 'আজকের কর্তব্য নির্দেশিকা' জারী করেছেন:

'...আপনাদের নেতারা, আপনাদেব সরকাব আপনাদের যেদিকে পরিচালিত কবছেন সেদিকে আপনারা অভিযানে এগিযে যাবেন।...আপনারা অভিযান করবেন...কর্তবোব শৃংখলায় আবদ্ধ হযে। জনগণ এই আশা করে যে, আপনাবা আমাদের দেশ ও পৃথিবীকে পরপীড়ক ও আক্রমণকারীদের হাত থেকে মুক্ত করবেন। এই বীরত্বপূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য আমি আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি' (রেচ, ১৪ই মে দেখুন)।

এটা কি সুস্পষ্ট নয় যে, কেবেনস্কির আদেশ আব জারতন্ত্রী সরকারের সাম্রাজ্যবাদী আদেশগুলির মধ্যে মূলতঃ পার্থক্য খুব সামান্যই? জারতন্ত্রী সরকারের এমনি ধরনের একটা আদেশে বলা হয়েছিল: 'বিজযেব মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি না হওয়া পযন্ত আমরা যুদ্ধ লড়বই, আমাদের দেশ থেকে উদ্ধত শত্রুকে আমরা বিতাড়িত করবই, আমরা পৃথিবীকে জার্মান সামরিকতন্ত্রের জোয়াল থেকে মুক্ত করবই ' ইত্যাদি।

যেহেতু আক্রমণের বুলি আওড়ানো যত সহজ আক্রমণ পরিচালনা করা তত সহজ নয়, এবং উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সপ্তম বাহিনীর রেজিমেণ্টগুলির কয়েকটি (তাদের চারটি) যেমন 'আক্রমণের' আদেশ পালন সম্ভব বলে মনে করেনি, সেহেতু বেরেনস্কি সহ অস্থায়ী সরকার কথা থেকে 'কাজে' চলে গেলেন এবং 'অবাধ্য' রেজিমেণ্টগুলিকে অবিলম্বে ভেঙে দেবার আদেশ দিলেন ও অন্যায়কারীদের 'যাবতীয় সম্পত্তির অধিকার বাজেয়াপ্তকরণ সহ নির্বাসন ও কারাদণ্ডের' হুমকি দিলেন (ভেচারনেয়ি ভ্রেমিয়া, ১লা জুন দেখুন)। এত কিছুও যেহেতু অপর্যাপ্ত বলে প্রমাণিত হল, সুতরাং কেরেনস্কি স্বয়ং আর এক 'আদেশ' ছাড়লেন; এবারে তা সুস্পষ্টভাবে সৌভ্রাতৃত্বের বিরুদ্ধে পরিচালিত; এবং তাতে 'অন্যায়কারীদের' বিরুদ্ধে 'যথাসম্ভব কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করে বিচার ও শাস্তির' অর্থাৎ পুনরায় নির্বাসন ও কারাদণ্ডের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে (নোভায়া ঝিজ্‌ন, ১লা জুন দেখুন)।

সংক্ষিপ্তাকারে বেরেনস্কির 'আদেশগুলির' সারমর্ম হচ্ছে: অবিলম্বে

আক্রমণ কর, যে-কোন প্রকারে আক্রমণ কর, নচেৎ আমরা তোমাদের কারাদণ্ডে পাঠাব অথবা বন্দুকধারী ঘাতক দলের সামনে দাঁড় করাব।

আর এটা করা হল এমন একটি সময়ে যখন ব্রিটিশ ও ফরাসী বুর্জোয়াদের সঙ্গে জার আমলের চুক্তিগুলি বহাল রয়েছে এবং যখন ঐ চুক্তিগুলির ভিত্তিতে 'আমাদের' আবশ্যিকভাবে বাধ্য হতে হচ্ছে মেসোপোটামিয়ায়, গ্রীসে, আলশেস-লোরেনে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের রাজ্যগ্রাসী নীতিকে সমর্থন করতে!

চমৎকার, কিন্তু রাজ্যগ্রাস ও যুদ্ধ-ক্ষতিপূরণ ব্যতিরিক্ত শান্তির ব্যাপারটার কি হল? নতুন অস্থায়ী সরকার শান্তি অর্জন করার জন্য সর্বপ্রকার 'দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যবস্থার' যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার কি হল? 'ক্ষমতার সংকটের' সময় এই যেসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সেগুলির দশা কি হয়েছে?

অহো, আমাদের মন্ত্রীরা শান্তির কথা—রাজ্যগ্রাস ও যুদ্ধ-ক্ষতিপূরণ ব্যতিরিক্ত শান্তির কথা ভুলে যাননি কিন্তু, সেকথা তাঁরা অত্যন্ত অনর্গলভাবে ব—লে—ন, বলেন এবং লেখেন, লেখেন এবং বলেন। এবং কেবল আমাদের মন্ত্রীরাই নন। এই তো সেদিন ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার তাঁদের যুদ্ধ-লক্ষ্য কি তা ঘোষণা করার জন্য অস্থায়ী সরকার কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে ঘোষণা করলেন যে তাঁরাও রাজ্যগ্রাসের বিরোধী, অবশ্য যতদূর পর্যন্ত তা আলশেস-লোরেন, মেসোপোটেমিয়া ইত্যাদি রাজ্যগ্রাসের প্রতিকূলে না যায় ততদূর পর্যন্তই। আর অস্থায়ী সরকার এই ঘোষণার প্রত্যুত্তরে তাদের ৩১শে মে'র মন্তব্যে নিজেদের দিক থেকে বলেছেন যে, 'মিত্রশক্তিগুলির সাধারণ স্বার্থে অবিচলভাবে বিশ্বস্ত থেকে' তাঁরা প্রস্তাব করছেন যে যুদ্ধ-লক্ষ্য সম্পর্কিত চুক্তি সংশোধনের উদ্দেশ্যে অদূর ভবিষ্যতে, 'পরিস্থিতি যখনই সুযোগ দেবে তখনই মিত্রশক্তিগুলির একটা সম্মেলন ডাকতে হবে' (**রাবোচাইয়া গ্যাজেতা**, সংখ্যা ৭২ দেখুন)। যেহেতু এখানে কেউই জানে না কখন 'পরিস্থিতি সুযোগ দেবে' এবং যেহেতু এই তথাকথিত 'অদূর ভবিষ্যৎ' কোনক্রমেই শীঘ্র হাজির হবে না তাই এর থেকে স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়—রাজ্যগ্রাস ব্যতিরিক্ত শান্তির জন্য 'দৃঢ়তাপূর্ণ সংগ্রাম' কার্যতঃ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত থাকছে এবং তা শান্তি সম্পর্কে শূন্যগর্ভ ও প্রবঞ্চনাপূর্ণ বাকচাতুর্যে পর্যবসিত হচ্ছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আক্রমণ একটি মুহূর্তের জন্যেও স্থগিত রাখা যাচ্ছে না, এবং তা চালানোর জন্য কারাদণ্ড ও ঘাতকদলের ভীতি প্রদর্শন পর্যন্ত এবং তৎসহ যাবতীয় 'দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যবস্থা' নেওয়া হচ্ছে।...

সন্দেহের কোন সম্ভাব্য অবকাশই নেই। যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই রয়েছে এবং তাই-ই থাকছে। আক্রমণের বাস্তব প্রস্তুতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রাজ্য-গ্রাস ব্যতিরিক্ত শান্তির কথাবার্তা যুদ্ধের দস্যুতা-চরিত্র ঢাকা দেওয়ার মুখোস মাত্র। অস্থায়ী সরকার সুনিশ্চিতভাবে সক্রিয় সাম্রাজ্যবাদী পথ গ্রহণ করেছে। গতকাল যা অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল, 'সমাজতন্ত্রীদের' অস্থায়ী সরকারে যোগদানের কল্যাণে আজ তা সম্ভব হয়ে উঠেছে। সমাজতন্ত্রী বাগাড়ম্বরের দ্বারা অস্থায়ী সরকারের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রকে মুখোসে আচ্ছাদিত করে তারা বর্ধমান প্রতিবিপ্লবের অবস্থানকে শক্তিশালী ও বিস্তৃততর করছে।

অবস্থা এখন যা দাঁড়িয়েছে তা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা তাদের প্রতিবিপ্লবী উদ্দেশ্যে 'সমাজতন্ত্রী' মন্ত্রীদের সার্থকভাবে ব্যবহার করছে।

সবল 'বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা' বিজয়ী নয়, বিজয়ী— সাম্রাজ্যবাদী খেলার সেই পুরাতন বাহু গুচকভ আর মিলিউকভ।

কিন্তু বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সারিবদ্ধ হওয়া অভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রেও অনিবার্যভাবে এই একই ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসবে, কারণ একটা বিশ্বযুদ্ধের কালে বৈদেশিক নীতিই অন্য সমস্ত নীতির ভিত্তিস্বরূপ, সমগ্র রাষ্ট্রীয় জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ।

আর, প্রকৃতপক্ষে, অস্থায়ী সরকার ক্রমশঃ আরও অধিকতর সুনিশ্চিতভাবে বিপ্লবের বিরুদ্ধে 'দৃঢ়তাপূর্ণ সংগ্রামের' পথ গ্রহণ করছে।

খুব সাম্প্রতিককালেই ক্রোনস্তাদের নাবিকদের বিরুদ্ধে এরা আক্রমণ চালিয়েছে এবং একই সঙ্গে পেত্রোগ্রাদ উইয়েজ্দ এবং পেন্জা ভোরোনেঝ ও অন্যান্য গুবেনিয়ার কৃষকদেরকে গণতন্ত্রের প্রাথমিক নীতিগুলি প্রয়োগ করা থেকে নিরস্ত করেছে।

আর, কয়েকদিন আগে রবার্ট গ্রিমকে[২৯] সত্যসত্যই বিনা বিচারে এবং কেবল একটা পুলিশী আদেশের বলে বহিষ্কার করে, কিন্তু রুশ সাম্রাজ্যবাদীদের মুখে হাসি ফুটিয়ে, স্কোবেলেভ ও তেরেস্তেনি নিজেদের বিখ্যাত করে তুলেছেন (Herostratian অর্থে!)।

কিন্তু অস্থায়ী সরকারের অভ্যন্তরীণ নীতির নূতন কর্মধারা অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট রেখায় প্রতিফলিত করেছেন মন্ত্রী পেরেভারজেভ ('তিনিও' একজন সমাজতন্ত্রী!)। তিনি যা দাবি করেছেন তা হচ্ছে—'রাষ্ট্রের শান্তি ও সুস্থিরতার বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ সম্পর্কে দ্রুত একটি আইন প্রণয়ন'; তার বেশিও কিছু

নয়, কমও কিছু নয়। এই আইনে (১২৯ নং ধারা) 'যে-কোন লোক যদি প্রকাশ্যে বা মুদ্রিত বস্তু, চিঠিপত্র কিংবা নক্সা চিত্রণ বিলি করা বা প্রকাশ্যে প্রদর্শন করার মধ্য দিয়ে (১) কোন মারাত্মক অপরাধ ঘটাতে, (২) জনগণের একাংশের দ্বারা অন্য অংশের ওপর কোন হিংসাত্মক কার্য ঘটাতে, অথবা (৩) আইনসঙ্গত কর্তৃপক্ষের কোনও আইন বা বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত বা আইনসঙ্গত আদেশকে অমান্য করতে বা বাধা দিতে উত্তেজিত করে, তবে সেই অপরাধে অপরাধীকে তিন বছর পর্যন্ত একটি সংশোধন আবাসে আটক থাকতে হবে', আর 'যুদ্ধ চলাকালে…তাকে যে-কোন কালব্যাপী কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে' (**রেচ**, ৬ঠা জুন দেখুন)।

ফৌজদারী আইনের রাজ্যে তথাকথিত 'সমাজতন্ত্রী' এই মন্ত্রীর সৃজনশীল আবেদনের নিদর্শন হচ্ছে এই।

এটা সুস্পষ্ট যে অস্থায়ী সরকার সুনিশ্চিত গতিতে প্রতিবিপ্লবীদের আলিঙ্গনে ঢলে পড়েছে।

এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আরও বোঝা যাচ্ছে যে এই প্রসঙ্গেই প্রতিবিপ্লবের সেই পুরাতন বাঘ মিলিউকভ আরও একটি জয়ের সম্ভাবনায় ইতোমধ্যেই ওষ্ঠ কণ্ডুয়ন শুরু করে দিয়েছেন। তিনি বলছেন, 'অবশেষে দীর্ঘ বিলম্বের পর যদি অস্থায়ী সরকার এটা বুঝে থাকেন যে বোঝানো-সোজানো ছাড়াও তাঁদের হাতে অন্য উপায় আছে, যেসব উপায় তাঁরা ইতোমধ্যেই প্রয়োগ করতে শুরু করেছেন—যদি তাঁরা এই পথ গ্রহণই করে থাকেন তাহলে রুশ-বিপ্লবের বিজয়-অভিযান (হাসবেন না!) সংহত হবে'।…আমাদের অস্থায়ী সরকার কোলিশকোকে গ্রেপ্তার এবং গ্রিমকে বহিষ্কার করেছেন। কিন্তু লেনিন, ট্রটস্কি এবং তাদের সাথীরা এখনো মুক্ত রয়েছে।…আমাদের আকাঙ্খা হচ্ছে কোন এক সময়ে লেনিন এবং তার সাথীদের ঐ একই স্থানে পাঠানো হোক'… (**রেচ**, ৪ঠা জুন দেখুন)।

রুশ বুর্জোয়াশ্রেণীর সেই পুরানো খেঁকশিয়াল শ্রীযুক্ত মিলিউকভের 'আকাঙ্খাগুলি' হচ্ছে এই ধাঁচের।

মিলিউকভের এই এবং আরও এই রকমের 'আকাঙ্খাগুলি' অস্থায়ী সরকার পূরণ করবেন কিনা, তাঁরা এঁদের কণ্ঠস্বর তো সাধারণতঃ বিশেষ মনোযোগ দিয়েই শোনেন, এবং এইসব 'আকাঙ্খা' এখন আদৌ পূর্ণ হওয়া সম্ভব কিনা অদূর ভবিষ্যৎই তা দেখিয়ে দেবে।

কিন্তু একটি জিনিস সকল সন্দেহের উর্ধ্বে, তা হচ্ছে : অস্থায়ী সরকারের অভ্যন্তরীণ নীতি তার সক্রিয় সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রয়োজনের পুরোপুরি বশীভূত হয়ে পড়েছে।

একটিমাত্র সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয়।

আমাদের বিপ্লবের বিকাশ একটা সংকটের কালে প্রবেশ করেছে। বিপ্লবের যে নতুন পর্যায় সজোরে অনুপ্রবেশ করছে অর্থনৈতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে এবং তার আপাদমস্তক আমূল পরিবর্তিত করছে, তা পুরানো ও নতুন জগতের সমস্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলছে। যুদ্ধ ও তার ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ভাঙন শ্রেণী বিরোধকে যতদূর সম্ভব তীব্র করে তুলছে। বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে সমঝওতার নীতি, বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের মধ্যে এপাশ-ওপাশ করে চালার নীতি সুস্পষ্টভাবেই অচল হয়ে যাচ্ছে।

এটা অথবা ওটা :

হয় বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে এগিয়ে চলা এবং মেহনতী মানুষের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের, যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক বিশৃংখলার সমাপ্তি ঘটানোর এবং উৎপাদন ও বণ্টন সুসংগঠিত করার পক্ষে থাকা,

না হয়, বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে পিছু হঠা, আক্রমণ ও যুদ্ধ চালানোর পক্ষে থাকা, অর্থনৈতিক বিশৃংখলা দূর করার জন্য দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যবস্থাবলীর বিরুদ্ধে থাকা, উৎপাদনক্ষেত্রে নৈরাজ্যের পক্ষে এবং স্পষ্টাস্পষ্টি প্রতিবিপ্লবী নীতির পক্ষে থাকা।

অস্থায়ী সরকার সুনিশ্চিতভাবে নির্ভেজাল প্রতিবিপ্লবের পথ গ্রহণ করেছে।

বিপ্লবীদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের শ্রেণীগুলিকে আরও সংহত করে তোলা এবং বিপ্লবকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

সোলদাৎস্কায়া প্রাভদা, সংখ্যা ৪২

১৩ই জুন, ১৯১৭

স্বাক্ষর : কে স্তালিন

বিচ্ছিন্ন বিক্ষোভের বিরুদ্ধে

অস্থায়ী সরকার কয়েকদিন আগে নৈরাজ্যবাদীদের ডারনোভো আবাস থেকে উচ্ছেদের আদেশ জারী করে। মূলতঃ অন্যায় এই আদেশ শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভের ঝড় তোলে। তারা নিঃসন্দেহে মনে করেছিল যে এটা কোন না-কোন সংগঠনের অস্তিত্বের অধিকারের ওপরেই একটি আক্রমণ। আমরা নীতিগতভাবে নৈরাজ্যবাদীদের বিরোধী, কিন্তু শ্রমিকদের যত ক্ষুদ্রই হোক একটি অংশ যেহেতু তাদের সমর্থন করে তাই মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের যেটুকু অস্তিত্বের অধিকার আছে, তাদেরও সে সেটুকু আছে। সে দিক থেকে অস্থায়ী সরকারের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে শ্রমিকরা ঠিকই করেছে, বিশেষতঃ আরও এই কারণে যে নৈরাজ্যবাদীরা ছাড়াও কয়েকটি কারখানা ও ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা এই ভবনটি ব্যবহার করছিল।

আমাদের পাঠকরা জানেন যে শ্রমিকরা তাদের প্রতিবাদের দ্বারা অস্থায়ী সরকারকে নতি স্বীকার করতে এবং ভবনটি তাদের হেফাজতে ছেড়ে দিতে বাধ্য করেছে।

এখন জানা যাচ্ছে যে ডারনোভো আবাসে শ্রমিকদের একটি নতুন বিক্ষোভ 'সংগঠিত' করা হচ্ছে। আমরা জানতে পারলাম যে আজকে একটি বিক্ষোভ সংগঠিত করার জন্য নৈরাজ্যবাদীদের নেতৃত্বে কারখানা কমিটির প্রতিনিধিদের কয়েকটি সভা ঐ ভবনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। **যদি এটা সত্য হয়** তবে আমরা ঘোষণা করছি যে সমস্ত বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত-বিশৃংখল বিক্ষোভের আমরা অত্যন্ত তীব্রভাবে **নিন্দা করি**। যে নৈরাজ্যবাদীদের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন ধ্যানধারণাই নেই তাদের নেতৃত্বে পৃথক পৃথক জেলা বা রেজিমেণ্টের বিক্ষোভকে, জেলা ও রেজিমেণ্টগুলির অধিকাংশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, ট্রেড ইউনিয়ন ব্যুরো ও কারখানা কমিটিসমূহের কেন্দ্রীয় পরিষদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং সর্বোপরি সর্বহারার সমাজতান্ত্রিক দলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংগঠিত এই ধরনের নৈরাজ্যবাদী বিক্ষোভকে আমরা **শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের স্বার্থের পক্ষে সর্বনাশা** বলে মনে করি।

যখন কোন সংগঠনকে তাদের আবাসস্থল থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা হয় তখন নৈরাজ্যবাদী সংগঠন সহ সামগ্রিকভাবে সংগঠনগুলির অস্তিত্বের অধিকারকে রক্ষার জন্য এগিয়ে যাওয়া সঠিক ও প্রয়োজনীয় কাজ। কিন্তু নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে মিশে যাওয়া এবং তাদের সঙ্গে যে বলগাছাড়া বিক্ষোভ পূর্বাহ্নেই ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য তাতে লিপ্ত হওয়া শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকদের পক্ষে অনুচিত ও মারাত্মক অপরাধমূলক কাজ।

এই প্রশ্নটিকে আমাদের কমরেডদের, শ্রমিক ও সৈনিকদের নিশ্চয়ই ভালভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে: তাঁরা নিজেরা কি—সমাজতন্ত্রী না নৈরাজ্যবাদী? আর তাঁরা যদি সমাজতন্ত্রী হন তাহলে তাঁদের নিজেদেরকেই ঠিক করতে হবে—তাঁরা নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে সেইসব বিক্ষোভে চলতে পারেন কিনা যেগুলি সুস্পষ্টভাবে অবিবেচনা প্রসূত এবং আমাদের দলের সিদ্ধান্ত-বিরোধী।

কমরেডগণ, ১০ই জুন বিক্ষোভ-মিছিল করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে আমরা কার্যকরী সমিতি ও সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসকে[30] দিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়ে নিয়েছি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেস ১৮ই জুন একটি সাধারণ বিক্ষোভ-মিছিলের দিন ধার্য করেছে এবং পূর্বাহ্নেই ঘোষণা করে দিয়েছে যে শ্লোগানের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা থাকবে।

তখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে—১৮ই জুনের পেত্রোগ্রাদের বিক্ষোভ মিছিল যাতে আমাদের বিপ্লবী শ্লোগানগুলিই মুখে নিয়ে চলে তা দেখা।

তাই ১৮ই জুনের বিক্ষোভ-মিছিলের প্রস্তুতি আরও উদ্যমের সঙ্গে করার জন্য যে-কোন বিশৃংখল কাজের চেষ্টাকে আমাদের অবশ্যই অঙ্কুরেই রুখে দিতে হবে।

আমাদের আহ্বান—বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত বিক্ষোভের **বিরোধিতা** করুন এবং ১৮ই জুনের সাধারণ বিক্ষোভ-মিছিলকে সমর্থন করুন।

কমরেডগণ, সময় অত্যন্ত মূল্যবান; একটি মুহূর্তও নষ্ট করবেন না! প্রত্যেক জেলা, প্রত্যেক রেজিমেণ্ট ও কোম্পানী বিপ্লবী সর্বহারার শ্লোগানগুলি উৎকীর্ণ করে নিজ নিজ ফেষ্টুনগুলো প্রস্তুত করে নিন। কমরেডগণ, প্রত্যেকে কাজে নেমে পড়ুন, প্রত্যেকে ১৮ই জুনের মিছিলের জন্য প্রস্তুত হোন।

নৈরাজ্যকর বিক্ষোভগুলির বিরোধিতা করুন, সর্বহারার পতাকাতলে সংগঠিত সাধারণ বিক্ষোভকে সমর্থন করুন—এই হচ্ছে আমাদের আহ্বান।

প্রাভদা, সংখ্যা ৮১

১৪ই জুন, ১৯১৭

স্বাক্ষর : কে. স্তালিন

পেত্রোগ্রাদ পৌর নির্বাচনগুলির ফলাফল

পেত্রোগ্রাদের (বাবোটি) জেলা ডুমাসমূহেব নির্বাচনগুলি শেষ হয়েছে। সাধারণ হিসাবপত্রাদি এবং অন্যান্য তথ্যাদি এখনো প্রকাশিত হয়নি, তৎসত্ত্বেও জেলাগুলি থেকে ইতোমধ্যেই প্রাপ্ত তথ্য থেকে আমরা নির্বাচনের গতিধারা ও ফলাফলের একটি সাধাবণ চিত্র গঠন কবতে পারছি।

সর্বমোট দশ লক্ষাধিক ভোটদাতার মধ্যে প্রায় ৮০০,০০০ ভোটদাতা ভোট দিয়েছেন। অর্থাৎ শতকরা ৭০ ভাগ। সুতবাং অনুপস্থিতির সংখ্যা কোনক্রমেই 'অশুভলক্ষণ দ্যোতক' নয়। নেভা ও নার্ভা (শহবতলী)-র মতো জেলাদ্বয়ের অধিকতর সর্বহাবা অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি এখনো পযন্ত শহরের সীমানার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়নি এবং তাবা নির্বাচনী এলাকাব বাইরেই ছিল।

ইউবোপে 'সাধাবণভাবে' যা হয়ে থাকে, তেমন স্থানীয়, পৌর বিষয়-গুলিকে কেন্দ্র করে নয়, এই নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিচালিত হয়েছিল মৌলিক রাজনৈতিক কর্মসূচীকে কেন্দ্র করেই। এবং এটা সম্পূর্ণ অনুধাবনযোগ্য। বর্তমান এই সময়ে যখন অসাধারণ বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক বিশৃংখলার ফলে আবও জটিলতা লাভ কবেছে, যখন শ্রেণী-বিরোধসমূহ যথাসম্ভব নগ্ন হয়ে পড়েছে, তখন এটা একেবারে ভাবাই যায় না যে, নির্বাচনী প্রচাব অভিযান স্থানীয় প্রশ্নগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে, স্থানীয় বিষয়গুলির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ দেশের যে রাজনৈতিক পবিস্থিতি তা সামনে উঠে আসতে বাধ্য।

সেইজন্য ক্যাডেট, বলশেভিক ও দেশরক্ষাবাদী (শেষেবটি নাবদ্নিক, মেনশেভিক ও ইয়েদিনস্তভোব একটি জোট)—এই তিনটি প্রধান বাজনৈতিক কর্মসূচীর অনুসারী তিনটি প্রার্থীতালিকার মধ্যেই প্রধানতঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে। যারা রাজনৈতিক অস্পষ্টতা ও কর্মসূচীশূন্যতা প্রকাশ করেছে সেই নির্দল গোষ্ঠীসমূহ এই রকমের পরিস্থিতিতে কোন গুরুত্বলাভ করতে পারে না, এবং প্রকৃতপক্ষে তারা কোন গুরুত্বই পায়নি।

ভোটদাতারা যে নির্বাচনীয় বিষয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন তা হচ্ছে :

হয়, সর্বহারার সঙ্গে বিচ্ছেদ এবং বিপ্লবের বিরুদ্ধে 'দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যবস্থাবলী' গ্রহণের দিকে পিছু হটা (**ক্যাডেট**);

অথবা, বুর্জোয়াদের সঙ্গে বিচ্ছেদ, প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে দৃঢ়তাপূর্ণ সংগ্রাম এবং বিপ্লবের আরও বিকাশের দিকে এগিয়ে যাওয়া (**বলশেভিক**);

অথবা, বুর্জোয়াদের সঙ্গে আপোষ, বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের মধ্যে এঁকে-বেঁকে চলার নীতি অর্থাৎ এগোনোও নয় পিছোনোও নয় (**দেশরক্ষাবাদী জোট—মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি**)।

নির্বাচকমণ্ডলী তাঁদের নির্বাচন করেছেন। ৮০০,০০০ ভোটের মধ্যে ৪০০,০০০-র বেশি ভোট পড়েছে দেশরক্ষাবাদী জোটের পক্ষে; ক্যাডেটরা লাভ করেছে কিঞ্চিদধিক ১৬০,০০০ ভোট, তারা একটা জেলাতেও গরিষ্ঠতা পায়নি; বলশেভিকরা পেয়েছে ১৬০,০০০-এর বেশি ভোট এবং রাজধানীর সর্বাধিক সর্বহারা অধ্যুষিত জেলা ভাইবোর্গস্কায়া স্তোরোনাতে তারা নিরংকুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করেছে। বাকি ভোটগুলি (**যৎসামান্য**) ভাগ হয়েছে **ত্রিশটি** 'নির্দল', 'দল-উর্ধ্ব' এবং নানা ধরনের অন্যান্য ক্ষণস্থায়ী গোষ্ঠী ও সংগঠনের মধ্যে।

এই হচ্ছে ভোটদাতাদের জবাব।

এর থেকে কি দেখা যাচ্ছে?

প্রথম যে জিনিসটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে—নির্দল গোষ্ঠীগুলির দুর্বলতা ও ক্ষীণতা। সাধারণ রুশ নাগরিকেরা 'প্রকৃতি'গতভাবে নির্দল—এই রূপকথাকে নির্বাচন পুরোপুরিভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। যে জিনিস নির্দল গোষ্ঠীগুলোকে পুষ্ট করেছে সেই রাজনৈতিক পশ্চাদ্‌পদতা সুস্পষ্টভাবে অতীতের গর্ভে চিরবিদায় নিয়েছে। নির্বাচকমণ্ডলীর অধিকাংশ সুনিশ্চিতভাবে **প্রকাশ্য** রাজনৈতিক সংগ্রামের পথকে গ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—ক্যাডেটদের সম্পূর্ণ পরাজয়। ক্যাডেটরা কলা-কৌশলে এটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু স্বীকার তাদের করতেই হবে যে—**স্বাধীন নির্বাচনের** প্রথম প্রকাশ্য লড়াইয়ে **একটিও** জেলা-ডুমা জয় করতে না পেরে তারা সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ হয়ে গেছে। অতি সাম্প্রতিক-কালেও ক্যাডেটরা পেত্রোগ্রাদকে নিজেদের একান্ত-রাজ্য বলে মনে করত। তারা তাদের ইস্তেহারে বারেবারে ঘোষণা করেছে যে পেত্রোগ্রাদের আস্থা একমাত্র লোকায়ত স্বাধীনতার পার্টির ওপরে, এবং তার প্রমাণস্বরূপ তারা

৩রা জুনের আইনে অনুষ্ঠিত রাজ্য-ডুমার নির্বাচনের উল্লেখ করেছে। এখন এটা চূড়ান্তরূপে সুস্পষ্ট হল যে ক্যাডেটরা জার এবং তার নির্বাচনী আইনের অনুকম্পায় পেত্রোগ্রাদে রাজত্ব করত। মঞ্চ থেকে প্রস্থানই পুরানো শাসনের পক্ষে যথেষ্ট হল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্যাডেটদের পায়ের তলা থেকে মাটিও ধ্বসে গেল।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, গণতান্ত্রিক নির্বাচকমণ্ডলীর বৃহদংশ ক্যাডেটদের সমর্থন করেননি।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—আমাদের শক্তিগুলির, আমাদের পার্টির শক্তিগুলির নিশ্চিত বৃদ্ধি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে। পেত্রোগ্রাদে আমাদের পার্টির সদস্য-সংখ্যা ২৩,০০০ থেকে ২৫,০০০, **প্রাভদার** মোট প্রচার-সংখ্যা ৯০,০০০ থেকে ১০০,০০০-র মধ্যে, এর মধ্যে একমাত্র পেত্রোগ্রাদেই ৭০,০০০, তৎসত্ত্বেও নির্বাচনে আমরা ভোট পেয়েছি ১৬০,০০০-এর বেশি, অর্থাৎ আমাদের পেত্রোগ্রাদের পার্টি-সদস্য সংখ্যার সাতগুণ এবং **প্রাভদা** প্রচার-সংখ্যার দ্বিগুণ। আর এটা হয়েছে সাধারণ মানুষকে ভীতসন্ত্রস্ত করাব জন্য বলশেভিকদের বিরুদ্ধে নর্দমাব ছেঁড়া ন্যাকড়া **বীর্‌ঝোভ্‌কা** এবং **বেচোরকা** থেকে শুরু করে মন্ত্রী-চালিত **ভলিয়া নারোদা**[৩১] এবং **রাবোচাইয়া গ্যাজেতা** পযন্ত, প্রকৃতপক্ষে, প্রায় পুরো তথাকথিত সংবাদপত্রকুলের সৃষ্ট শয়তানী সোরগোল সত্ত্বেও। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এমনি পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র সবচেয়ে অনমনীয় বিপ্লবীরা যারা 'বিভীষিকা'তেও আতংকিত হয় না শুধু তাবাই আমাদের পার্টির পক্ষে ভোট দিতে পারে। এদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হচ্ছে বিপ্লবের নেতা সর্বহারাশ্রেণী—যারা ভাইবোর্গ জেলা-ডুমায় আমাদের প্রাধান্যলাভকে সুনিশ্চিত করেছে, আর এব পরেই সর্বহারার সবচেয়ে বিশ্বস্ত মিত্র বিপ্লবী রেজিমেণ্টগুলির স্থান। এটাও লক্ষ্যণীয় যে, স্বাধীন নির্বাচন ভোটকেন্দ্রে জনসংখ্যার সেই নূতন ও ব্যাপক অংশকে আকৃষ্ট করেছে যাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল না। এদের মধ্যে আছেন, প্রথমতঃ, মহিলারা; তারপর লক্ষ লক্ষ নীচুস্তরের কর্মচারী—যাঁরা সরকারী বিভাগগুলি পূর্ণ করে রেখেছেন; এবং তারপর আছেন হস্তশিল্পী, দোকানদার ইত্যাদি নানা ধরনের ক্ষুদ্র জনসমষ্টি। আমরা আশা করিনি এবং আশা করতে পারিও না যে, এই সমস্ত অংশের মানুষ এর মধ্যেই 'পুরানো জগতের' সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে সক্ষম হবেন এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে বিপ্লবী

সর্বহারাশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবেন। তথাপি, সবকিছু সত্ত্বেও, নির্বাচনের বিষয়টি যে কি তা তাঁরাই নির্ধারিত করেছেন। যদি তাঁরা ক্যাডেটদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে থাকেন,—যা তাঁরা করেছেন—সেইটাই এক বিরাট পদক্ষেপ অগ্রগতি।

সংক্ষেপে বলা যায়, নির্বাচকমণ্ডলীর বৃহদংশ **ইতোমধ্যেই** ক্যাডেটদের পরিত্যাগ করেছেন, কিন্তু তাঁরা **এখনো** আমাদের পার্টির দিকে চলে আসেননি —তাঁরা মাঝপথে থেমে গেছেন। অন্যদিকে, সর্বাধিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শক্তি যাঁরা, সেই বিপ্লবী সর্বহারাশ্রেণী এবং বিপ্লবী সৈনিকরা **ইতোমধ্যেই** আমাদের পার্টির চতুষ্পার্শে সমাবিষ্ট হয়েছেন।

নির্বাচকমণ্ডলীর বৃহদংশ থেমে গেছেন মাঝপথে। এবং মাঝপথে থেমে তাঁরা সেখানে এক যোগ্য নেতা—অর্থাৎ মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি জোটকে দেখতে পেয়েছেন। বর্তমান পরিস্থিতিকে অনুধাবন করতে না পেরে এবং সর্বহারাশ্রেণী ও ধনিকশ্রেণীর মাঝখানে ইতঃস্তত করে পেটি-বুর্জোয়া নির্বাচকমণ্ডলী—যারা ক্যাডেটদের ওপরে আগেই বিশ্বাস হারিয়েছে তারা আকৃষ্ট হয়েছে তাদেরই দিকে যারা নিজেরাই একেবারে বিভ্রান্ত এবং বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের মধ্যে অসহায়ভাবে একবার এদিক একবার ওদিক করছে—সেই মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের দিকে। যারা যেমন তারা তেমনের দিকে! এই হচ্ছে দেশরক্ষাবাদী জোটের 'অত্যাশ্চর্য জয়ের' পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা। এবং এটাই হচ্ছে নির্বাচনের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য। কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে বিপ্লবের আরও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জোটের বিচিত্র-বর্ণ বাহিনী অনিবার্যভাবে মিলিয়ে যাবে; এক অংশ পিছিয়ে চলে যাবে ক্যাডেটদের কাছে, এবং অপরাংশ এগিয়ে চলে আসবে আমাদের পার্টির কাছে। কিন্তু ইতোমধ্যে—ইতোমধ্যে জোটের নেতারা তাঁদের 'জয়ের' জন্য উল্লাস করতে পারেন।

আর নির্বাচনের পঞ্চম বা সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য, যা সর্বশেষ হলেও সবচেয়ে ছোট নয়!—তা হচ্ছে যে দেশ শাসনের অধিকারী কে নির্বাচন সেই প্রশ্ন মূর্তরূপে তুলে ধরেছে। নির্বাচন সুনিশ্চিতভাবে দেখিয়ে দিয়েছে যে, ক্যাডেটরা সংখ্যালঘিষ্ঠ, কারণ অনেক কষ্টেসৃষ্টে তারা শতকরা ২০ ভাগ ভোট সংগ্রহ করতে পেরেছে। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট অর্থাৎ শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশি ভোট পড়েছে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী সমাজতন্ত্রীদের অর্থাৎ সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি

ও মেনশেভিক এবং বলশেভিকদের পক্ষে। বলা হয়ে থাকে যে পেত্রোগ্রাদ পৌর নির্বাচন সংবিধান-পরিষদের ভবিষ্যৎ নির্বাচনের প্রাথমিক রূপ। কিন্তু যদি তা সত্য হয়, তবে এটা কি অত্যদ্ভুত নয় যে, যে ক্যাডেটরা দেশের এক ক্ষুদ্র অংশের মাত্র প্রতিনিধিত্ব করে তাদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকতে হবে অস্থায়ী সরকারে? যখন এটা পরিষ্কার যে ক্যাডেটদের উপরে জনসংখ্যার অধিকাংশের কোন আস্থা নেই তখন অস্থায়ী সরকারে তাদের প্রাধান্য কি করে সহ্য করা যেতে পারে? এই অসঙ্গতিই কি অস্থায়ী সরকার সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের কারণ নয়, যা ক্রমশঃ আরও বেশি বেশি করে দেশের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছে?

এটা কি পরিষ্কার নয় যে, এই অসঙ্গতিকে চলতে দেওয়াটা হবে নির্বুদ্ধিতা ও অগণতান্ত্রিক?

রু. সো. ডি. লে. পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির
প্রেস ব্যুরোর বুলেটিন, সংখ্যা ১
১৫ই জুন, ১৯১৭
স্বাক্ষর: কে. স্তালিন

পেত্রোগ্রাদের সমস্ত মেহনতী মানুষ, সমস্ত শ্রমিক এবং সৈনিকদের প্রতি[৩২]

কমরেডগণ,

রাশিয়া এক নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

আজও যুদ্ধ চলেছে এবং অগণিত প্রাণ বলি হচ্ছে। **বজ্জাত বদমায়েশরা, রক্তচোষা ব্যাঙ্ক-মালিকরা** ইচ্ছে করেই এই যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করছে, এই যুদ্ধে ওরা স্ফীতকায় হচ্ছে।

যুদ্ধের ফলে শিল্পক্ষেত্রে বিশৃংখলা ঘটায় কারখানাগুলি বন্ধ হচ্ছে এবং বেকারী সৃষ্টি হচ্ছে। **লক-আউট পুঁজিপতিরা** তাদের অপরিমেয় মুনাফার লালসায় ইচ্ছে করেই এই যুদ্ধকে তীব্রতর করছে।

যুদ্ধের ফলে খাদ্যাভাব আরও বেশি বেশি ভয়াবহ হয়ে উঠছে। জিনিস-পত্রের চড়া দাম শহরাঞ্চলের গরিবদের গলা টিপে মারছে। আর **লুঠেরা মুনাফাবাজরা** খুশী মতো জিনিসপত্রের দর ক্রমাগতই চড়াচ্ছে।

ক্ষুধা এবং ধ্বংসের করাল ছায়া আমাদের সমনে প্রকট হয়ে উঠছে।...

এর ওপর, প্রতিবিপ্লবের ঘন কালো মেঘ জমছে।

৩রা জুনের ডুমা, যে ডুমা জারকে জনগণকে নিপীড়ন করতে সাহায্য করেছিল, এখন ফ্রন্টে অবিলম্বে আক্রমণ জোরদার করার দাবি জানাচ্ছে। কিসের জন্য? যে স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি 'মিত্র' ও রুশীয় ডাকাত-দলকে খুশী করার জন্য সেই স্বাধীনতাকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিতে।

রাজ্য-পরিষদ, যেটা জারকে কতকগুলো জল্লাদ মন্ত্রী যুগিয়েছিল, সেই রাজ্য-পরিষদ সংগোপনে তার বেইমানির রশিতে পাক দিচ্ছে। কিসের জন্য? তাদের 'মিত্র' ও রুশ অত্যাচারীদের খুশী করার জন্য—সুযোগ বুঝে জনগণের গলায় সেই ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দেবার জন্য।

জারতন্ত্রী ডুমা এবং সোভিয়েতের মধ্যে স্থাপিত, এবং তার সদস্য-সংখ্যার মধ্যে দশজন বুর্জোয়া নিয়ে গঠিত, অস্থায়ী সরকার পরিষ্কারভাবে জমিদার এবং পুঁজিপতিদের প্রভাবে চলে যাচ্ছে।

সৈনিকদের অধিকারের গ্যারান্টির পরিবর্তে আমরা পেয়েছি কেরেনস্কির

'ঘোষণাপত্র'—যাতে এই অধিকারগুলি লংঘন করা হয়েছে।

বিপ্লবের দিনগুলিতে সৈনিকরা যে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল তাকে সংহত করার পরিবর্তে, আমরা পেয়েছি নতুন এক 'ফরমান' যাতে সৈনিকদের ইউনিটগুলি ভেঙে দেবার এবং সশ্রম কারাদণ্ডের হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

রুশ নাগরিকদের অর্জিত স্বাধীনতার গ্যারান্টির পরিবর্তে, আমরা দেখছি সৈন্য ব্যারাকগুলিতে রাজনৈতিক গুপ্তচরবৃত্তি, বিনা বিচারে গ্রেপ্তার, -২৯ নং ধারার জন্য নতুন প্রস্তাব যার সঙ্গে—রয়েছে সশ্রম কারাদণ্ডের হুমকি।

জনগণকে সশস্ত্র করাব পরিবর্তে, আমবা শুনতে পাচ্ছি সৈনিক এবং শ্রমিকদেব নিবস্ত্র কবাব হুমকি।

নিপীড়িত জাতিগুলির মুক্তিব পবিবর্তে, আমরা দেখছি ইউক্রাইন এবং ফিনল্যাণ্ডকে খোঁচা দেওয়ার নীতি ও তাদেব স্বাধীনতা দানের প্রশ্নে ভীতি।

প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ সংগ্রামের পরিবর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতিবিপ্লবীদেব নির্লজ্জতাব প্রতি নির্লজ্জ সমর্থন, যাবা খোলাখুলিভাবেই বিপ্লবেব বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হচ্ছে।··

এবং যুদ্ধ আজও চলছে, এবং এটা বন্ধ করাব জন্য কোন সত্যকার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি বা **সব** জাতিগুলির উদ্দেশ্যে কোন ন্যায়সঙ্গত শান্তি প্রস্তাব কবা হয়নি।

অর্থনৈতিক বিপর্যয় ক্রমেই চবমে উঠছে এবং তা মোকাবিলা করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

দুর্ভিক্ষ ক্রমেই নিকটতর হচ্ছে, তাব প্রতিকারের জন্য কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হযনি।

এটা কি আশ্চর্যজনক যে প্রতিবিপ্লবীরা আবও উদ্ধত হয়ে উঠছে এবং সরকারকে শ্রমিক ও কৃষক, সৈনিক এবং নাবিকদের ওপর আরও দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উত্তেজিত করছে?

কমরেডগণ, এ সমস্ত ঘটনা আর নীরবে সহ্য করা যায় না! এসব সত্ত্বেও চুপ করে থাকাটা হবে অপরাধ!

আপনারা স্বাধীন নাগরিক, আপনাদের প্রতিবাদ জানানোর অধিকার আছে এবং সময় পার হয়ে যাবার আগেই আপনাদের সে অধিকার অবশ্যই প্রয়োগ করবেন।

আগামীকাল (১৮ই জুন), শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রকাশের দিনটি—নতুনতর

নিপীড়ন এবং স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিপ্লবী পেত্রোগ্রাদের প্রচণ্ড প্রতিবাদের দিন হয়ে উঠুক!

আগামীকাল স্বাধীনতা এবং সমাজতন্ত্রের শত্রুদের বুকে ত্রাস সৃষ্টি করে বিজয় নিশান উড়ুক!

আপনাদের আহ্বান, বিপ্লবের প্রবক্তাদের আহ্বান সারা বিশ্বে ধ্বনিত হোক, সমস্ত নিপীড়িত এবং দাসত্বশৃংখলে আবদ্ধ মানুষের মধ্যে আনন্দের ঢেউ তুলুক!

ঐ পশ্চিমে, যুধ্যমান দেশগুলিতে, নবজীবনের অরুণোদয় হচ্ছে, মহান শ্রমিক-বিপ্লবের অরুণোদয় হচ্ছে। আগামীকাল পশ্চিমে আপনাদের ভাইরা জানুক যে আপনারা তাঁদের জন্য আপনাদের পতাকায় লিখেছেন—যুদ্ধ নয়, শান্তি; দাসত্ব নয়, মুক্তি!

শ্রমিক এবং সৈনিকরা ভ্রাতার ন্যায় হাতে হাত ধরুন এবং সমাজতন্ত্রের পতাকার নীচে মার্চ করে এগিয়ে চলুন!

কমরেডগণ, সকলেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ুন!

আপনাদের পতাকাকে ঘিরে বৃত্তাকারে সমবেত হোন!

সারিবদ্ধভাবে রাস্তা দিয়ে রাজধানীর দিকে মার্চ করে এগিয়ে চলুন!

শান্ত এবং স্থির প্রত্যয়ে আপনাদের দাবি ঘোষণা করুন:

প্রতিবিপ্লব নিপাত যাক!

জারতন্ত্রী ডুমা নিপাত যাক!

রাজ্য-পরিষদ নিপাত যাক!

দশজন পুঁজিপতি মন্ত্রী নিপাত যাক!

সব ক্ষমতা শ্রমিক, সৈনিক এবং কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের হাতে চাই!

'সৈনিকদের অধিকারের ঘোষণাপত্রটি' সংশোধন কর!

সৈনিক এবং নাবিকদের বিরুদ্ধে 'নির্দেশগুলি' বাতিল কর!

বিপ্লবী শ্রমিকদের নিরস্ত্রীকরণের অপচেষ্টা নিপাত যাক!

গণফৌজ দীর্ঘজীবী হোক!

শিল্পক্ষেত্রে বিশৃংখলা এবং লক-আউট পুঁজিপতিরা নিপাত যাক!

উৎপাদন ও বণ্টনের নিয়ন্ত্রণ ও সংগঠন ব্যবস্থা দীর্ঘজীবী হোক!

কোন আক্রমণাত্মক নীতি নয়!

যুদ্ধ বন্ধের এখন উপযুক্ত সময়! প্রতিনিধিদের সোভিয়েত শান্তির ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব দিন!

উইলহেল্‌মের সঙ্গে পৃথক শান্তিচুক্তি নয়, অথবা ব্রিটিশ এবং ফরাসী পুঁজিপতিদের সঙ্গে গোপন চুক্তিও নয়!

রুটি! শান্তি! স্বাধীনতা!

রু. সো. ডি. লে. পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি

রু সো. ডি লে. পার্টির পেত্রোগ্রাদ কমিটি

রু. সো ডি. লে পার্টিব কেন্দ্রীয় কমিটির সৈনিক সংগঠন

পেত্রোগ্রাদ শহরেব কাবখানা কমিটিগুলিব কেন্দ্রীয় পবিষদ

শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের বলশেভিক গ্রুপ

প্রাভদার সম্পাদকমণ্ডলী

সোলদাৎস্কায়া প্রাভদার সম্পাদকমণ্ডলী

প্রাভদা, সংখ্যা ৮৪

১৭ই জুন, ১৯১৭

বিক্ষোভ মিছিলে

দিনটা উজ্জ্বল, রৌদ্রালোকিত। বিক্ষোভ মিছিলের সারি অন্তহীন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মিছিল। মার্স ময়দানের দিকে চলেছে। পতাকার অন্তহীন অরণ্য। সমস্ত কারখানা এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ। যানবাহন অচল হয়ে পড়েছে। বিক্ষোভকারীরা পতাকা নামিয়ে কবরের পাশ দিয়ে—'তুমি বলি হয়েছ' এর বদলে 'লা মার্শেলেজ' এবং 'আন্তর্জাতিক' গাইতে গাইতে চলেছেন। বজ্র গর্জনে বাতাস থর থর করে কাঁপছে। মুহুর্মুহু ধ্বনি উঠছে: 'দশজন পুঁজিপতি মন্ত্রী নিপাত যাক।' 'শ্রমিক এবং সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই।' এবং চারিদিক থেকে এই রণধ্বনির সমর্থনে শোনা যাচ্ছে সোল্লাস প্রতিধ্বনি।

এই বিক্ষোভ মিছিল দেখে যেটা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে বুর্জোয়া এবং তাদের দোসরদের অনুপস্থিতিটা। শোক মিছিলের দিনটির মতো নয়, যেদিন শ্রমিকরা ব্যবসায়ী আর পেটি বুর্জোয়াদের জনসমুদ্রে হারিয়ে গিয়েছিল, ১৮ই জুনের বিক্ষোভ মিছিল ছিল মূলতঃ সর্বহারাদের বিক্ষোভ-মিছিল, শ্রমিক এবং সৈনিকরাই ছিল যার প্রধান অংশ। বিক্ষোভ-মিছিলের শুরুতে ক্যাডেটরা বয়কট ঘোষণা করেছিল এবং তাদের কেন্দ্রীয় কমিটির মাধ্যমে এতে যোগদান থেকে 'বিরত' থাকার অনুরোধ জানিয়েছিল। এবং বুর্জোয়ারা কেবল প্রকৃতপক্ষে অংশগ্রহণ থেকেই বিরত থাকেনি, তারা আক্ষরিক অর্থে নিজেদের লুকিয়ে রেখেছিল। নেভস্কি প্রস্পেক্ট সাধারণভাবে এত জনাকীর্ণ আর ব্যস্ত থাকে অথচ সেদিন বুর্জোয়াদের দৈনন্দিন আনাগোনা থেকে একেবারেই মুক্ত ছিল।

সংক্ষেপে, এটা ছিল সত্যিই একটা সর্বহারার বিক্ষোভ-মিছিল, ছিল বিপ্লবী শ্রমিকদের বিক্ষোভ-মিছিল—যারা বিপ্লবী সৈনিকদের নেতৃত্ব করছিল।

এটা ছিল যে বুর্জোয়ারা রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়েছিল সেই বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিক এবং সৈনিকদের মোর্চা, মধ্যবিত্তরা থাকল নিরপেক্ষ। এই হল ১৮ই জুনের মার্চের ছবি।

একটা শোভাযাত্রা নয়, একটা বিক্ষোভ-মিছিল

১৮ই জুনের মার্চ নিছক একটা প্যারেড বা শোভাযাত্রা ছিল না, যেমন নিঃসন্দেহে ছিল শোকপ্রকাশের দিনের শোভাযাত্রাটি। এটা হল একটা প্রতিবাদের মিছিল, বিপ্লবের পৌরুষদীপ্ত শক্তিসমূহের মিছিল—যারা শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তনে প্রয়াসী। এটা গভীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে বিক্ষোভকারীরা কেবল তাঁদের নিজেদের দাবিগুলি ঘোষণা করার মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেননি, দাবি জানিয়েছিলেন **ওকোপনায়া প্রাভদার**[৩৩] প্রাক্তন কর্মী কমরেড খাউস্তভ এর* অবিলম্বে মুক্তি চাই। আমরা আমাদের পার্টির সৈনিক সংগঠনের সারা-রুশ সম্মেলনের কথা বলছি, যাঁরা এই বিক্ষোভ-মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন, কার্যকরী কমিটি—ব্যক্তিগতভাবে ছ্খেইদ্‌ঝে-এর কাছে কমরেড খাউস্তভ এর মুক্তির দাবি জানিয়েছিলেন, ছ্খেইদ্‌ঝে 'ঐ দিনই' তাঁর মুক্তির জন্য সকল পন্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন।

শ্লোগানগুলোর গোটা চরিত্র—যাতে অস্থায়ী সরকারের 'নির্দেশের' বিরুদ্ধে, তার সমগ্র নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে—নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে 'শান্তিপূর্ণ মিছিলটি'—যাকে একটা নির্দোষ শোভাযাত্রায় রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্য ছিল—হয়ে উঠল সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য শক্তিশালী বিক্ষোভ মিছিল।

অস্থায়ী সরকারের প্রতি অনাস্থা

একটা বৈশিষ্ট্য যেটা চোখে পড়ল সেটা হল একটি কারখানার শ্রমিক বা একটি সৈনিক দলও এই শ্লোগান দেয়নি: 'অস্থায়ী সরকারে আস্থা আছে!' এমনকি মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা এ আওয়াজ তুলতে **ভুলে গিয়েছিল** (বরং বলা চলে সাহস করেনি!)।

আপনাদের মনোমত সব শ্লোগানই তারা তুলছিল—'কোন দলাদলি নয়!' 'ঐক্যের জন্য!' 'সোভিয়েতকে সমর্থন কর!' 'সর্বজনীন শিক্ষা!' (বিশ্বাস করুন বা নাই করুন)—কিন্তু আসল ব্যাপারটাই ছিল না: অস্থায়ী সরকারের প্রতি **আস্থা** প্রকাশের জন্য আহ্বান। এমনকি 'যতদূর পর্যন্ত '—এই চতুর শর্ত আরোপ করেও নয়। কেবল তিনটি দল আস্থাজ্ঞাপক শ্লোগান দেওয়ার

* পতাকাধারী সৈনিক ও সোশ্যাল ডিমোক্রাটিক বলশেভিক, সোশ্যাল ডিমোক্রাটিক মেনশেভিক কর্মীর সমনামা, চতুর্থ ডুমার প্রাক্তন সদস্য।

উদ্যোগ নিয়েছিল কিন্তু এমনকি তাদেরও সেই অনুতাপ করতে হয়। এবং ছিল একদল কশাক, বুন্দ গোষ্ঠী এবং প্লেখানভের ইয়েদিনস্তভো গোষ্ঠী। মার্স ময়দানে শ্রমিকরা ব্যঙ্গ করে এদের 'পবিত্র ত্রিমূর্তি' বলে ডেকেছিল। তাদের মধ্যে দু'দলকে (বুন্দ এবং ইয়েদিনস্তভো গোষ্ঠী) শ্রমিক এবং সৈনিকরা 'তারা নিপাত যাক!' এই চীৎকারের মধ্যে তাদের পতাকা গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য করেছিল। যে কশাকরা পতাকা গুটিয়ে নিতে অস্বীকার করেছিল তাদের পতাকাগুলি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হল। মার্স ময়দানের প্রবেশমুখে কোন এক অজ্ঞাতনামা 'আস্থাজ্ঞাপক' পতাকা 'বাতাসে' বিস্তৃত ছিল, একদল শ্রমিক এবং সৈনিক সেটা ছিঁড়ে ফেলে দিল। জনতার সমর্থনসূচক চীৎকারের মধ্যে: 'অস্থায়ী সরকারের ওপর আস্থা **শূন্যে ঝুলছে**'।

সংক্ষেপে, অস্থায়ী সরকারের প্রতি বিক্ষোভকারীদের ব্যাপকতম অংশের কোন আস্থা ছিল না, ছিল 'স্রোতের বিপক্ষে' যাওয়ার প্রশ্নে মেনশেভিক এবং সোশ্যাল রিভলিউশনারিদের কাপুরুষোচিত দ্বিধার সুস্পষ্ট প্রকাশ। এই ছিল বিক্ষোভ-মিছিলের সাধারণ মেজাজ।

আপোষ-মীমাংসা নীতির দেউলিয়া রূপ

শ্লোগানগুলির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল: 'সব ক্ষমতা সোভিয়েতের হাতে চাই!' 'দশজন পুঁজিপতি মন্ত্রী নিপাত যাক!' 'উইলহেল্‌মের সঙ্গে আলাদা কোন শান্তিচুক্তি নয় বা ব্রিটিশ এবং ফরাসী পুঁজিপতিদের সঙ্গে কোন গোপন চুক্তি নয়' 'উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ ও সংগঠন ব্যবস্থা দীর্ঘজীবী হোক!' 'ডুমা ও রাজ্য-পরিষদ নিপাত যাক!' 'সৈনিকদের বিরুদ্ধে সব আদেশ বাতিল কর!' 'শান্তির ন্যায়সঙ্গত শর্তাবলী ঘোষণা কর!' ইত্যাদি। বিক্ষোভ-কারীদের ব্যাপকতম অংশ আমাদের পার্টির প্রতি তাদের সংহতি জ্ঞাপন করেছে। এমনকি ভোলহাইনিয়া এবং কেক্‌শল্‌ম্‌-এর মতো বাহিনীও 'সব ক্ষমতা শ্রমিক এবং সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েতের হাতে দাও' এই শ্লোগান নিয়ে মিছিলে পথ হেঁটেছে। কার্যকরী সমিতির অধিকাংশ সদস্যরা, যাঁদের কেবল সৈনিক সাধারণের সঙ্গেই নয়, বাহিনীর কমিটিগুলির সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল তাঁরাও এই অপ্রত্যাশিত চমকে আন্তরিকভাবেই বিস্মিত হয়েছিলেন।

সংক্ষেপে, বিক্ষোভকারীদের ব্যাপকতম অংশ (যার মোট সংখ্যা ৪০০,০০০

থেকে ৫০০,০০০) বুর্জোয়াদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসা নীতির প্রতি সম্পূর্ণ অনাস্থা প্রকাশ করেছিল। বিক্ষোভ-মিছিলটি আমাদের পার্টিব বিপ্লবী শ্লোগান নিয়ে এগিয়েছিল।

বলশেভিক 'ষড়যন্ত্র' সম্পর্কে বটীন কান্নস ফেঁসে গেছে, এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যে পার্টি রাজধানীর শ্রমিক ও সৈনিকদের ব্যাপকতম অংশের আস্থা ভোগ করে তাদের কোন 'ষড়যন্ত্রের' প্রয়োজন নেই। কেবল অপ্রকৃতিস্থ বা রাজনীতি-অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই পারে 'সর্বোচ্চ নীতি-নিয়ন্তাদেব' কাছে বলশেভিক 'ষড়যন্ত্র' সম্পর্কে তাদের 'ধারণা' প্রকাশ করতে।

প্রাভদা, সংখ্যা ৮৬
২০শে জুন, ১৯১৭
স্বাক্ষর : কে. স্তালিন

জোট বাঁধো

৩রা এবং ৪ঠা জুলাইয়ের ঘটনাবলী ছিল দেশে সাধারণ সংকটের ফলশ্রুতি। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ এবং সর্বব্যাপী শক্তিক্ষয়, পণ্যদ্রব্যের অকল্পনীয় চড়া দাম এবং অপুষ্টি, বর্ধমান প্রতিবিপ্লব এবং অর্থনৈতিক বিশৃংখলা, সীমান্তে সৈন্যদল ভেঙে দেওয়া এবং ভূমি সমস্যা সমাধানে বিলম্ব ঘটানো, দেশে সাধারণভাবে সংযোগহীন অবস্থার অস্তিত্ব এবং দেশকে সংকট হতে উদ্ধারে অস্থায়ী সরকারের অক্ষমতা—এসব ঘটনাবলীই ৩রা এবং ৪ঠা জুলাই জনগণকে পথে নামিয়েছিল।

এই আন্দোলনকে—এই বা ঐ পার্টির গোপন প্রবোচনাব ফল বলে দোষা-রোপেব চেষ্টাটা হল এ ব্যাপারে গোয়েন্দা পুলিসের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা। ওরা সবসময়েই গণ আন্দোলনকে 'গুণ্ডার সর্দার' ও 'পেশাদাব দেশদ্রোহীদের' উস্কানীমূলক কাজ বলে দোষাবোপ করতে চায়।

বলশেভিকরা বা অন্য কোন পার্টি ৩বা জুলাই-এর বিক্ষোভ-মিছিলের ডাক দেয়নি। আরও বড় কথা হল যে, এমনকি ৩রা জুলাই পর্যন্ত পেত্রোগ্রাদের সবচেয়ে প্রভাবশালী পার্টি—বলশেভিক পার্টি সৈনিক এবং শ্রমিকদের বিরত থাকতে আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও যখন আন্দোলন ফেটে পড়ল আমাদের পার্টি, এ ব্যাপারে হাত-পা ঝেড়ে বসে থাকার অধিকার তার নেই এটা ভেবে, এই আন্দোলনকে শান্তিপূর্ণ এবং সংগঠিত রূপ দানের জন্য যতটুকু সম্ভব সবকিছুই করেছিল।

কিন্তু প্রতিবিপ্লবীরা ঝিমুচ্ছিল না। তারা উস্কানীমূলক গুলিচালনা সংগঠিত কবল, তাবা বিক্ষোভ-মিছিলেব দিনটি রক্ত দিয়ে কলংকিত করল এবং সীমান্তে কিছু কিছু সৈন্যদলের ওপব ভরসা করে বিপ্লবের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাল। প্রতিবিপ্লবের মূলশক্তি ক্যাডেট পার্টি, যেন তারা এসব ব্যাপার আগেই বুঝতে পেরে, মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে হাত-পা ঝাড়া হয়ে বসে রইল। এবং মেনশেভিক আর সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনা-রিদের কার্যকরী সমিতি, নড়ে যাওয়া ভিত্তের ওপর দাঁড়িয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে সোভিয়েতগুলির হাতে সব ক্ষমতা হস্তান্তরের সমর্থনে সোভিয়েতগুলির

বিরুদ্ধে বিদ্রোহসূচক বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দিয়েছিল এবং তারা বিপ্লবী পেত্রোগ্রাদের বিরুদ্ধে—সীমান্ত থেকে সেনাবাহিনীর যেসব পশ্চাৎপদ মানুষগুলোকে ফেরৎ আনা হয়েছিল তাদের উত্তেজিত করল। উপদলীয় অন্ধ গোঁড়ামির জন্যে—বিপ্লবী শ্রমিক ও সৈনিকদের ওপর আঘাত হানাটা যে বিপ্লবের সমস্ত ফ্রন্টকেই দুর্বল করা এবং প্রতিবিপ্লবীদের আশা জাগিয়ে তোলার সামিল সেটা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল।

ফল হল—প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে সামরিক স্বৈরতন্ত্রীদের দাঙ্গা।

প্রাভদা এবং **সোলদাৎস্কায়া প্রাভদা**[৩৪] অফিস ভেঙে দেওয়া, ত্রুদের ছাপাখানা[৩৫] তছনছ এবং আমাদের জেলা সংগঠনের অফিস ভাঙা, হত্যা এবং আক্রমণ চালানো, বিনাবিচারে আটক এবং বে-আইনীভাবে' নিপীড়ন চালানো, ঘৃণ্য গোয়েন্দা পুলিস দ্বারা আমাদের পার্টি নেতাদের বিরুদ্ধে জঘন্য কুৎসা রটানো, এবং দুর্নীতিপরায়ণ সংবাদপত্রগুলির ডাকাত সাংবাদিকদের গালাগালি, বিপ্লবী শ্রমিকদের নিরস্ত্র করা, সৈন্যদল ভেঙে দেওয়া, মৃত্যুদণ্ড পুনরায় চালু করা—এই হল সামরিক একনায়কত্বের 'কাজ'।

এবং এ সবকিছুরই অজুহাত হল—নিখিল রুশিয়া কাযকরী কমিটির সমর্থনে কেরেনস্কি-সেরেতেলি 'মন্ত্রিসভা'র 'আদেশ অনুসারে' 'বিপ্লবকে রক্ষা করা হচ্ছে'। এবং শাসক সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিক পার্টিগুলি সামরিক একনায়কদের ভয়ে পালিয়ে, বিপ্লবের শত্রুদের কাছে চপলভাবে সর্বহারার পার্টির নেতাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। এরা বিশৃংখলা সৃষ্টি এবং দাঙ্গায় নীরব সমর্থন জানাল, 'বে-আইনী' নিপীড়ন বন্ধের জন্য কোন পন্থা নিল না।

এখন আমরা পেত্রোগ্রাদের বিপ্লবী শ্রমিক এবং সৈনিকদের বিরুদ্ধে অস্থায়ী সরকার এবং প্রতিবিপ্লবের সামরিক প্রধান ক্যাডেট পার্টির মধ্যে কাযকরী সমিতির প্রকাশ্য সমর্থন নিয়েই একটা গোপন চুক্তি আছে লক্ষ্য করছি।

এবং শাসক পার্টিগুলি যতই মাথা নীচু করছে প্রতিবিপ্লবীরা ততই বেয়াড়া হয়ে উঠছে। বলশেভিকদের আক্রমণ করা থেকে শুরু করে তারা এখন সোভিয়েত পার্টিগুলি এবং সোভিয়েতগুলির ওপরই আক্রমণ চালাচ্ছে। তারা স্তোরোনা এবং পেত্রোগ্রাদস্কা ওখতায় মেনশেভিক জেলা সংগঠন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। তারা নেভস্কায়া জাস্তাভাতে ধাতুশিল্প শ্রমিকদের ইউনিয়নের শাখা তছনছ করেছে। তারা পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের সভার ওপর

আক্রমণ চালিয়েছে এবং তার সদস্যদের গ্রেপ্তার করেছে (ডেপুটি শাখারভ)। তারা নেভ্স্কি প্রস্পেক্ট প্রকল্পে কার্যকরী সমিতির সদস্যদের চলাফেরা লক্ষ্য রাখার জন্য বিশেষভাবে দল তৈরী করেছে। তাবা অবশ্যই কার্যকরী কমিটি ভেঙে দেবার কথা বলছে, এছাড়া অস্থায়ী সরকার এবং কার্যকরী কমিটির কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে 'চক্রান্ত' তো করছেই।

প্রতিবিপ্লবীরা প্রতি মুহূর্তে আরও বেশি বেহায়া এবং প্ররোচনাদায়ক হয়ে উঠছে। কিন্তু অস্থায়ী সরকার বিপ্লবী শ্রমিক এবং সৈনিকদের 'বিপ্লবকে রক্ষার' নামে নিরস্ত্র করে চলেছে।...

এ সবকিছুই, দেশের ক্রমবর্ধমান সংকট, দুর্ভিক্ষ এবং বিশৃংখলা, যুদ্ধ ও তার অপ্রত্যাশিত ফলাফলের সঙ্গে জড়িয়ে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করছে এবং একাধিক নতুন রাজনৈতিক সংকট অবশ্যম্ভাবী করে তুলছে।

এখন কর্তব্য হল আগামী লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হওয়া এবং সংগঠিত ও যোগ্য পন্থায় তার মোকাবিলা করা।

অতঃপর:

প্রথম নির্দেশ হল: প্রতিবিপ্লবীদের দ্বারা নিজেদের প্ররোচিত হতে দেবেন না. আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং সংযমের দ্বারা নিজেকে সুসজ্জিত করুন; আগামী লড়াইয়ের জন্য শক্তি সংহত করুন; কোন হঠকারী কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দেবেন না।

দ্বিতীয় নির্দেশ হল: আমাদের পার্টির চারিপাশে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সমবেত হোন; আমাদের অগণিত শত্রুর আঘাতের মুখে আপনার সাধারণ কর্মীদের সারিবদ্ধ করুন, পতাকা উর্ধ্বে তুলে রাখুন; দুর্বলকে উৎসাহিত করুন, পথভ্রষ্টকে ঐক্যবদ্ধ করুন এবং যারা সুপ্তিমগ্ন তাদের জাগিয়ে তুলুন।

প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে কোন সমঝওতা নয়!

'সমাজবাদী' জেলরক্ষকদের সঙ্গে কোন ঐক্য নয়!

প্রতিবিপ্লবী এবং তাদের রক্ষাকর্তাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের মোর্চা—এই হল আমাদের রণধ্বনি।

প্রলেতারস্কোয়ি দেলো
(ক্রোন্স্তাদ্), সংখ্যা ২, ১৫ই, জুলাই ১৯১৭
স্বাক্ষর: কে. স্তালিন
রু. সো. ডি. লে. পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য

আর. এস. ডি. এল. পি. (বলশেভিক)-র পেত্রোগ্রাদ সংগঠনের জরুরী সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণসমূহ

১৬-২০শে জুলাই, ১৯১৭ ৩৬

১। জুলাই-এর ঘটনাবলী সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট

১৬ই জুলাই

কমরেডগণ,

আমাদের পার্টি, বিশেষ করে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে যে, তারা ৩রা এবং ৪ঠা জুলাই-এর বিক্ষোভ-মিছিল সক্রিয়ভাবে উৎসাহিত এবং সংগঠিত করেছিল যার উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতিকে ক্ষমতা হাতে নিতে বাধ্য করা, এবং যদি তারা ঐ কাজ করতে অস্বীকার করে তাহলে আমরা নিজেরাই যাতে ক্ষমতা দখল করি।

আমি প্রথমেই অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করছি। ৩রা জুলাই মেশিনগান রেজিমেণ্টের দু'জন প্রতিনিধি বলশেভিক সম্মেলনে হঠাৎ ঢুকে পড়ে এবং ঘোষণা করে যে, ১ নং মেশিনগান রেজিমেণ্ট বেরিয়ে এসেছে। আপনারা স্মরণ করতে পারেন আমরা প্রতিনিধিদের বলেছিলাম—পার্টি-সদস্য তাঁদের পার্টি-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যেতে পারেন না এবং রেজিমেণ্টের প্রতিনিধিরা এ কথার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, বলেছিলেন—তাঁদের রেজিমেণ্টের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে যাওয়ার চেয়ে বরং তাঁরা তাঁদের পার্টি-সদস্যপদ ত্যাগ করবেন।

আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অভিমত ছিল—বর্তমান অবস্থায় পেত্রোগ্রাদের সৈনিক এবং শ্রমিকদের বিক্ষোভ-মিছিল নির্বুদ্ধিতা হবে। এটা নির্বুদ্ধিতা হবে, কেন্দ্রীয় কমিটির এ বিবেচনা করার কারণ ছিল যে, সরকারের উদ্যোগে সীমান্তে যে আক্রমণাত্মক অভিযান চালানো হয়েছিল সেটা ছিল নিছক জুয়া, যেহেতু সৈনিকরা কোন্ উদ্দেশ্যসাধনে তাদের লড়াইতে পাঠানো হচ্ছিল তা জানত না, তাই তারা যুদ্ধে নামবে না,

এবং যদি আমরা পেত্রোগ্রাদে বিক্ষোভ-মিছিল করতাম, বিপ্লবের শত্রুরা সীমান্তে আক্রমণাত্মক অভিযানে ব্যর্থতার জন্য আমাদের ওপর দোষ চাপাত। আমরা চেয়েছিলাম যারা এই জুয়াখেলার জন্য সত্যিকারের দায়ী আক্রমণাত্মক অভিযানের চরম ব্যর্থতার দায় তাদের ঘাড়ে চাপুক।

কিন্তু বিক্ষোভ-মিছিল আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। মেসিনগানাররা কারখানায় কারখানায় তাদের প্রতিনিধিদের পাঠিয়ে দিয়েছিল। ছ'টার মধ্যেই—এক বিরাট সংখ্যক শ্রমিক এবং সৈনিক পথে বেরিয়ে এসেছে, এ ঘটনার মুখোমুখি হলাম। প্রায় পাঁচটা নাগাদ, সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির সভায় আমি সম্মেলন এবং আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির নামে সরকারীভাবে ঘোষণা করেছিলাম—আমরা বিক্ষোভ-মিছিল না করার সিদ্ধান্ত করেছি। এর পরও আমাদের ওপর ঐ বিক্ষোভ-মিছিল সংগঠিত করেছি বলে দোষ চাপানোটা হবে নির্জলা মিথ্যা যেটা নির্লজ্জ বেহায়াদেরই একমাত্র শোভা পায়।

বিক্ষোভ-মিছিল তখন শুরু হয়ে গিয়েছে। পার্টির কি এ ব্যাপারে হাত ধুয়ে সরে দাঁড়ানোর কোন অধিকার ছিল? এমনকি আরও গুরুতর জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পেয়েও, এ ব্যাপারে হাত ধুয়ে ফেলার কোন অধিকার আমাদের ছিল না—সর্বহারার পার্টি হিসাবে আমরা বিক্ষোভ-মিছিলে হস্তক্ষেপ করতে, মিছিলকে এক শান্তিপূর্ণ সংগঠিত রূপদান করতে বাধ্য হয়েছিলাম যদিও সেই সঙ্গে অস্ত্রশক্তির জোরে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্য আমাদের ছিল না।

আমাদের শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ইতিহাসে এই রকমের আর একটি ঘটনার কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিই। ১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারি গ্যাপন যখন জারের কাছে জনগণের মিছিল নিয়ে গিয়েছিল, আমাদের পার্টি জনগণের সঙ্গে মিছিলে পা মেলাতে অস্বীকার করেনি। যদিও পার্টি জানত জনতাকে শয়তান কোথায় নিয়ে চলেছে একমাত্র সে-ই জানে। এই ক্ষেত্রে যখন আন্দোলন—গ্যাপনের নয় আমাদের-শ্লোগান নিয়ে এগুচ্ছে তখন এই আন্দোলন থেকে আমাদের দূরে সরে থাকার অধিকার আরও কম ছিল। আমরা আন্দোলনকে সম্ভাব্য জটিলতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এক নিয়ামকের ভূমিকায়, সংযম রক্ষাকারী পার্টি হিসাবে, হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে তাদের নেতৃত্বের দাবি জানায়, কিন্তু তাদের দেখে শ্রমিক-আন্দোলন পরিচালনায় সক্ষম বলে মনে হয় না। বলশেভিকদের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির কর্তব্য উপলব্ধিতে তাদের চরম ব্যর্থতাই প্রমাণ করেছে। শ্রমিকদের এই সর্বশেষ কার্যক্রম নিয়ে তারা এমনভাবে কথা বলছে যেটা শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এমন লোকেরাই বলে।

ঐদিন রাত্রে, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, পেত্রোগ্রাদ কমিটি এবং সেনাবাহিনীর সংগঠন—শ্রমিক এবং সৈনিকদের এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত করে। মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা—আমাদের ৪০০,০০০-রও বেশি শ্রমিক ও সৈন্যবাহিনীর লোকেরা সমর্থন জানাচ্ছে বুঝতে পেরে এবং তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে বুঝতে পেরে ঘোষণা করল যে, সৈনিক এবং শ্রমিকদের এই বিক্ষোভ-মিছিল হবে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-মিছিল। আমি জোরের সঙ্গে বলছি, ৪ঠা জুলাইয়ের বিকেলে যখন বলশেভিকদের বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসহন্তারক বলে ঘোষণা করা হল, তখন প্রকৃতপক্ষে মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরাই বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, যুক্ত বিপ্লবী ফ্রন্ট ভেঙেছিল, প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় পৌঁছেছিল। বলশেভিকদের ওপর আঘাত হানতে গিয়ে তারা বিপ্লবকেই আঘাত করেছিল।

৫ই জুলাই মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা মার্শাল ল' জারী করল, প্রধান সেনা দপ্তর খাড়া করল এবং সবকিছু সামরিক চক্রের হাতে তুলে দিল। আমরা, যারা সোভিয়েতের হাতে সব ক্ষমতা অর্পণের জন্য লড়াই করছিলাম, আমাদের সোভিয়েতের সশস্ত্র প্রতিপক্ষের অবস্থানে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হল। এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হল যাতে বলশেভিক বাহিনী নিজেদের সোভিয়েত বাহিনীর সম্মুখীন হয়। এই পরিস্থিতিতে আমাদের পক্ষে যুদ্ধে নামা পাগলামির সামিল হতো। আমরা সোভিয়েতের নেতৃবৃন্দকে বললাম: *ক্যাডেটরা পদত্যাগ করেছে, শ্রমিকদের সঙ্গে জোট বাঁধ, সরকারই সোভিয়েতের কাছে দায়ী হোক।* কিন্তু তারা এক বিশ্বাসঘাতী পদক্ষেপ গ্রহণ করল, তারা আমাদের বিরুদ্ধে কশাক, সামরিক ক্যাডেট, হামলাবাজ এবং সীমান্ত প্রত্যাগত কয়েক রেজিমেণ্ট সৈন্য লেলিয়ে দিল। বলশেভিকরা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে—এই অভিযোগ তুলে তাদের প্রতারিত করল। বলা

বাহুল্য এই পরিস্থিতিতে আমরা যুদ্ধ মেনে নিতে পারলাম না যেটা মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। আমরা পিছু হটার সিদ্ধান্ত নিলাম।

৫ই জুলাই, সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কাযকরী কমিটির প্রতিনিধি লিবারের সঙ্গে আলোচনা হল। লিবার শর্ত আরোপ করল আমাদের অর্থাৎ বলশেভিকদের ক্‌শেসিনস্কা প্রাসাদের সামনে থেকে সাঁজোয়া গাড়ি প্রত্যাহার করতে হবে, পিটার এবং পল দুর্গ নাবিকদের পরিত্যাগ করে ক্রোন্‌স্তাদ্‌-এ ফিরে যেতে হবে। আমরা রাজী হলাম এই শর্তে যে সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কাযকরী কমিটি সম্ভাব্য হামলার হাত থেকে আমাদের পার্টি সংগঠনগুলি রক্ষা করবে। কেন্দ্রীয় কাযকরী কমিটির নামে লিবার আমাদের এই আশ্বাস দিল যে, আমাদের শর্ত রক্ষা করা হবে এবং ক্‌শেসিনস্কা প্রাসাদটি যতদিন না আমরা একটা স্থায়ী আশ্রয় পাই ততদিন আমাদের দখলে থাকবে। আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলাম। সাঁজোয়া গাড়িগুলি প্রত্যাহৃত হল এবং ক্রোনস্তাদ এর নাবিকরা ফিরে যেতে রাজী হল, কিন্তু তাদের অস্ত্রসস্ত্র নিজেদের হেফাজতে রেখে। যাই হোক, সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কাযকরী কমিটি তাদের প্রতিশ্রুতির একটিও রক্ষা করল না। ৬ই জুলাই, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সামরিক প্রতিনিধি কুজ্‌মিন টেলিফোনে দাবি জানাল পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে ক্‌শেসিনস্কা প্রাসাদ এবং পিটার ও পল দুর্গ ছেড়ে চলে যেতে হবে, নাহলে তাদের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনী পাঠানো হবে বলে হুমকি দিল। আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি রক্তপাত এড়ানোর সাধ্যমত যা কিছু সম্ভব তা করার সিদ্ধান্ত নিল। আমাকে পিটার ও পল দুর্গে প্রতিনিধি করে পাঠানো হল। সেখানে ঘাঁটি করে থাকা নাবিকদের, তারা যেন যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয় এই কথাটা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম, কারণ পরিস্থিতির এমন পরিবর্তন ঘটেছিল যে সোভিয়েতগুলির সঙ্গে আমাদের মুখোমুখি হতে হতো। সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির প্রতিনিধির পদাধিকার বলে মেনশেভিক নেতা বোগদানভকে নিয়ে কুজ্‌মিনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। কুজ্‌মিনের যুদ্ধ শুরু করার মতো সব কিছু তৈরী ছিল— গোলন্দাজ, অশ্বারোহী এবং পদাতিক বাহিনী। আমরা তাকে অস্ত্রবল প্রয়োগ না করার জন্য যুক্তি দেখালাম। কুজ্‌মিন বিরক্ত হল কারণ 'অসামরিক লোকজন প্রতিমুহূর্তে হস্তক্ষেপ করে বাধা সৃষ্টি করছে', সে সোভিয়েতগুলির

কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির দাবি অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে চলতে স্বীকৃত হল। নাবিক, সৈন্য এবং শ্রমিকদের 'শিক্ষা' দেওয়ার জন্য সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি সামরিক কর্তারা রক্তপাত ঘটাতে চেয়েছিল এটা আমার কাছে পরিষ্কার। আমরা তাদের জঘন্য পরিকল্পনা কার্যকর করার পথে বাধা দিয়েছিলাম।

ইতোমধ্যে প্রতিবিপ্লবীরা আক্রমণ শুরু করেছিল: **প্রাভদার** অফিস সমূহ এবং ত্রুদ ছাপাখানা তছনছ করল, আমাদের কমরেডদের খুন-জখম শুরু করল, আমাদের সংবাদপত্র বন্ধ করল ইত্যাদি ঘটনা ঘটল। প্রতি-বিপ্লবীদের নেতৃত্বে আছে ক্যাডেট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, তাদের পেছনে আছে সৈনাধ্যক্ষ এবং কম্যাণ্ডিং অফিসাররা, এরা হল বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি, এরা চায় যুদ্ধ চালিয়ে যেতে কারণ যুদ্ধে তাদের পেট মোটা হচ্ছে।

প্রতিবিপ্লবীরা দিনের পর দিন আরও শক্তভাবে গেড়ে বসেছিল। সোভিয়েত গুলির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে ব্যাখ্যার জন্য প্রতিবারই অনুরোধ জানিয়ে আমাদের এ প্রত্যয় হল—অত্যাচার বন্ধ করতে তারা অক্ষম, ক্ষমতা কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির হাতে নেই, ক্ষমতা ক্যাডেট সামরিক চক্রের হাতে। তারাই প্রতিবিপ্লবীদের পথ দেখাচ্ছে।

নাইনপিনের মতো মন্ত্রীদের পতন ঘটছে। মস্কোতে বিশেষ সম্মেলন[৩৩] করে সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির পরিবর্তন করার চেষ্টা হচ্ছে। সেখানে বুর্জোয়াদের শত শত কট্টর প্রতিনিধির মধ্যে ২৮০ জন সোভিয়েত-গুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি সদস্য দুধে পড়া মাছির মতো ডুবে যাবে।

বলশেভিকবাদের ভয়ে আতংকিত হয়ে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি প্রতি-বিপ্লবীদের সঙ্গে নির্লজ্জ মোচা তৈরী করছে, তাদের দাবির কাছে নতি স্বীকার করছে—যেমন বলশেভিকদের ধরিয়ে দেওয়া, বাল্টিকের প্রতিনিধিদের[৩৮] গ্রেপ্তার করা এবং বিপ্লবী শ্রমিক এবং সেনাদলকে নিরস্ত্র করা। অতি সহজ-ভাবে এই সবকিছুরই ব্যবস্থা করা হচ্ছে: প্ররোচকদের গুলি ছোঁড়ার সুযোগ নিয়ে আত্মরক্ষাবাদী চক্র শ্রমিকদের নিরস্ত্র করার অজুহাত খাড়া করে এবং তারপর তাদের নিরস্ত্র করে। সেস্ত্রোরেৎস্ক শ্রমিদের[৩৯] ক্ষেত্রে এ ঘটনা ঘটল, ওরা কিন্তু বিক্ষোভ-মিছিলে যোগ দেয়নি।

প্রতিটি প্রতিবিপ্লবের প্রথম লক্ষণ হল বিপ্লবী শ্রমিক এবং সৈন্যদলকে নিরস্ত্র করা। এখানে সেরেতেলি ও সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির অন্যান্য 'সমাজবাদী মন্ত্রী'দের দ্বারা এই ঘৃণ্য প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপ সাধিত

হল। সমস্ত বিপদ এখানেই। 'বিপ্লবের ত্রাণকর্তা সরকার' বিপ্লবকে গলা টিপে মেরে তাকে 'সংহত' করছে।

আমাদের কর্তব্য হল আমাদের শক্তিগুলির সমাবেশ ঘটানো, যেসব সংগঠন আছে সেগুলি জোরদার করা এবং জনগণকে হঠকারী কার্যক্রম থেকে বিরত করা। এখন আমাদের লড়াইয়ে প্ররোচিত করাটা প্রতিবিপ্লবীদের পক্ষে সুবিধাজনক ; কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই প্ররোচনার ফাঁদে পা দেব না, আমরা অবশ্যই চরম বিপ্লবী সংযম দেখাব। এটাই হল আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিব কৌশলগত সাধাবণ লাইন।

আমাদেব নেতাবা জার্মান সোনাব মদত পাচ্ছেন এ ধবনের জঘন্য কুৎসা সম্পর্কে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিব বক্তব্য হল, সকল বুর্জোয়া রাষ্ট্রেই সর্বহারাব বিপ্লবী নেতাদেব বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়েছে—জার্মানিতে লিবনেখ্‌তেব বিরুদ্ধে, রাশিয়ায় লেনিনের বিরুদ্ধে। রুশ বুর্জোয়ারাও যে 'অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের' বিরুদ্ধে পরীক্ষিত এই পন্থা গ্রহণ করবে এতে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি বিস্মিত নয়। শ্রমিকবা অবশ্যই খোলাখুলি ঘোষণা করবে যে তাবা তাদেব নে..দেব নিন্দাব ঊর্ধ্বে মনে করে, তাবা দৃঢভাবে তাদের নেতাদের সঙ্গে আছে এবং তারা তাদের শুভাশুভেব অংশীদার বলেই মনে করে। শ্রমিকবা নিজেরাই—আমাদের নেতাদের বিরুদ্ধে জঘন্য কুৎসার প্রতিবাদ জানাতে পেত্রোগ্রাদ কমিটির কাছে প্রস্তাবেব খসড়ার জন্য আবেদন জানিয়েছে। পেত্রোগ্রাদ কমিটি এ ধরনের প্রস্তাবের খসড়া রচনা করেছে, শ্রমিকদের স্বাক্ষরে সেগুলি ভর্তি করা হবে।

আমাদের প্রতিপক্ষ, মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট বিভলিউশনারিরা ভুলে গেছে যে, ঘটনা ব্যক্তিরা ঘটায় না, বিপ্লবের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলি ঘটনার সৃষ্টি করে এবং এইভাবে তাবা গোয়েন্দা পুলিশের ভূমিকা পালন করছে।

আপনারা জানেন ৬ই জুলাই থেকে **প্রাভদার** প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং ত্রুদ ছাপাখানায় তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। গোয়েন্দা বিভাগ বলছে—যখন তদন্ত শেষ হবে খুব সম্ভব এটা খোলা হবে। তারা যখন নিষ্ক্রিয়-ভাবে বসে থাকবে তখন **প্রাভদার** অফিসকর্মী এবং ছাপাখানার কম্পোজি-টারদের আমাদের প্রায় ৬০,০০০ রুবল দিতে হবে।

জুলাইয়ের ঘটনার পর, এবং তারপর থেকে যা ঘটছে তারপর আমরা মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সমাজবাদী বলে গণ্য করতে

পারি না। এখন শ্রমিকরা ওদের সমাজবাদী-জেলার বলে ডাকছে।

এই সমাজবাদী-জেলারদের সঙ্গে এ ঘটনার পরও ঐক্যের কথা বলাটা হবে অপরাধ। আমরা অবশ্যই ভিন্ন আওয়াজ তুলব: তাদের বামপন্থী অংশের সঙ্গে ঐক্য গড়, আন্তর্জাতিকতাবাদীদের সঙ্গে ঐক্য গড়ে তোল যারা এখনো ন্যূনতম বিপ্লবী সততা বজায় রেখেছে, এবং যারা প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রস্তুত।

এই হল পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির লাইন।

২। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট

১৬ই জুলাই

কমরেডগণ,

বর্তমান পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ক্ষমতার সংকট। এই প্রশ্নের চারিপাশে অন্যান্য ছোটখাট প্রশ্নগুলি দানা বেঁধেছে। ক্ষমতার সংকটের কারণ সরকারের নড়বড়ে অবস্থা: সময় এসেছে যখন তার আদেশ নির্দেশগুলি হয় বিদ্রূপের না হয় উদাসীনতার সঙ্গে গৃহীত হচ্ছে। কেউ নির্দেশগুলি পালন করতে চাইছে না। সরকারের প্রতি অবিশ্বাস জনতার মর্মমূলে প্রবেশ করছে। সরকার টলমল করছে। এটাই রয়েছে ক্ষমতার সংকটের মূলে।

এই নিয়ে তৃতীয় দফা ক্ষমতার সংকট আমরা প্রত্যক্ষ করছি। প্রথমটা ছিল জার সরকারের সংকট, যে সরকার এখন শেষ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় সংকট হল প্রথম অস্থায়ী সরকারের সংকট—যার পরিণতি ঘটল মিলিউকভ এবং গুচকভের পদত্যাগের মধ্যে। তৃতীয় সংকট হল কোয়ালিশন সরকারের সংকট, যখন সরকারের অস্থায়িত্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাল। সমাজবাদী মন্ত্রীরা কেরেনস্কির হাতে তাঁদের মন্ত্রীপদ সমর্পণ করছেন এবং বুর্জোয়ারা তার প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ করছে। একটা মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল, পরদিনই সেটা ততোধিক অস্থায়ী বলে প্রমাণিত হল।

মার্কসবাদী হিসাবে আমরা ক্ষমতার সংকটকে নিছক আনুষ্ঠানিক দিক থেকে বিচার-বিবেচনা করি না, আমরা অবশ্যই এটাকে প্রাথমিকভাবে শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি। ক্ষমতার সংকট হল শ্রেণীগুলির মধ্যে ক্ষমতার জন্য খোলাখুলি তীব্র লড়াই। প্রথম সংকটের ফলশ্রুতি হল এই যে, বুর্জোয়াদের হাতে জমিদারদের ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হল, যেটা সোভিয়েতগুলি সমর্থন

জানিয়েছিল, যে সোভিয়েতগুলি পেটি-বুর্জোয়া এবং সর্বহারার স্বার্থের 'প্রতিনিধিত্ব' করছিল। দ্বিতীয় সংকটের ফলশ্রুতি হল—বৃহৎ বুর্জোয়া এবং পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্যে কোয়ালিশন সরকারের আকারে একটি চুক্তি। যেমন প্রথম সংকটের সময়, তেমনি দ্বিতীয় সংকটের সময় সরকার শ্রমিকদের বিপ্লবী বিক্ষোভ-মিছিলের ওপর আঘাত হেনেছিল (২৭শে ফেব্রুয়ারি এবং ২০-২১শে এপ্রিল)। দ্বিতীয় সংকটের সমাধান হয় সোভিয়েতগুলির 'পক্ষে', সোভিয়েতগুলি থেকে 'সমাজবাদী'দের' বুর্জোয়া মন্ত্রিসভায় প্রবেশের মধ্যে দিয়ে। তৃতীয় সংকটের সময় শ্রমিক এবং সেনাদল খোলাখুলি আহ্বান জানাচ্ছে শ্রমজীবী জনগণ—পেটি-বুর্জোয়া এবং প্রলেতারীয় গণতান্ত্রিক শক্তি—ক্ষমতা দখল করে নিক এবং সরকার থেকে পুঁজিবাদীদের বাদ দিক।

তৃতীয় সংকটের কারণ কি?

সব 'দোষ' এখন বলশেভিকদের ওপর চাপানো হচ্ছে। এরা এবং ৪ঠা জুলাইয়ের বিক্ষোভ-মিছিলকে একটা তথাকথিত কারণ হিসাবে দেখানো হল যা সংকটকে তীব্রতর করেছিল। বহুকাল আগে কার্ল মার্কস বলেছিলেন বিপ্লবের প্রতিটি অগ্রগামী পদক্ষেপ প্রত্যুত্তরে প্রতিবিপ্লবের পশ্চাদগামী পদক্ষেপ ডেকে আনে। এরা এবং ৪ঠা জুলাই-এর বিক্ষোভ-মিছিলকে একটি বিপ্লবী পদক্ষেপ রূপে বিবেচনা করে বলশেভিকরা সোশ্যালিষ্ট দলদ্রোহীদের দেওয়া অগ্রগামী আন্দোলনের পুরোধা হওয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করে। কিন্তু এই ক্ষমতার সংকট শ্রমিকদের পক্ষে মীমাংসা হয়নি। এর জন্য কাকে দোষ দেওয়া যায়? যদি মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা শ্রমিক ও বলশেভিকদের সমর্থন জানাত তবে প্রতিবিপ্লবীরা পরাজিত হতো। পরন্তু তারা বলশেভিকদের বিরুদ্ধাচরণ শুরু করল, বিপ্লবের যুক্তফ্রন্টকে তারা ভেঙে চুরমার করল, ফলে সংকট যে পরিস্থিতির মধ্যে এগোচ্ছে সেটা কেবল বলশেভিকদের ক্ষেত্রেই প্রতিকূল নয়, মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের ক্ষেত্রেও প্রতিকূল।

ওটাই হল সংকট তীব্রতর হওয়ার প্রথম কারণ।

দ্বিতীয় কারণ ছিল সরকার থেকে ক্যাডেটদের পদত্যাগ। ক্যাডেটরা বুঝতে পেরেছিল অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে, অর্থনৈতিক সংকট ছড়িয়ে পড়ছে, টাকার দাম পড়ে যাচ্ছে, সুতরাং তারা সরে পড়ার সিদ্ধান্ত করল। তাদের এই ভিন্ন পথে চলাটা হল কোনোভালোভের বয়কটের অনুসৃতি।

ক্যাডেটরাই হল প্রথম যারা তার অস্থায়িত্ব বুঝতে পেরে সরকার থেকে সরে পড়ল।

তৃতীয় কারণ—যেটা ক্ষমতার সংকটকে উদ্‌ঘাটিত এবং তীব্রতর করেছিল সেটা হল সীমান্তে আমাদের সৈন্যদের পরাজয়। যুদ্ধ হল এখন মৌলিক প্রশ্ন যার মধ্যে দেশের অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক সকল বিষয়গুলি কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এই মৌলিক প্রশ্নে সরকাব ব্যর্থ হয়েছে। প্রথম থেকেই এটা পরিষ্কার ছিল যে সীমান্তে আক্রমণ চালানোটা জুয়াখেলা হবে। গুজব রটেছে যে, আমাদের শত সহস্র মানুষকে বন্দী করা হয়েছে এবং সৈন্যরা বিশৃংখল অবস্থায় পালাচ্ছে। সীমান্তে 'বিশৃংখলার' জন্য একমাত্র বলশেভিকদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের ওপর দোষ চাপানোর অর্থ বলশেভিকদের প্রস্তাবটা বাড়িয়ে দেখানো। কোন একটিমাত্র পার্টি এত গুরুত্ব পেতে পারে না। কিভাবে আমাদের পার্টি, যার সদস্যসংখ্যা প্রায় ২০০,০০০, সেনাবাহিনীকে 'হতমনোবল' করতে পারল যখন সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কাযকরী কমিটি যারা ২০,০০০,০০০ নাগরিকের প্রতিনিধিত্ব করে তাবা সেনাবাহিনীর ওপব তাদের প্রভাব বজায় রাখতে পারল না—এব একটা ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আসল ঘটনা হল সৈন্যরা আর যুদ্ধ করতে চায় না কারণ তারা কিসেব জন্য যুদ্ধ করছে জানে না, তারা শ্রান্ত, তারা ভূমি বণ্টনের প্রশ্ন ইত্যাদি নিয়ে উৎকণ্ঠিত। এই পরিস্থিতিতে সৈন্যদের কোন অভিযানে পরিচালনা করতে পারার আশা করাটা অলৌকিক কিছু ঘটার জন্য আশা করার সামিল। সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি সৈন্যদের মধ্যে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক বিক্ষোভ চালানোর মতো অবস্থায় ছিল এবং তারা তাই করেছিল; তৎসত্ত্বেও, যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশাল স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ সাফল্যলাভ করেছিল। দোষারোপ আমাদের ওপব করা চলে না; 'দোষ' চাপাতে হলে চাপাতে হবে বিপ্লবের ওপব, যেহেতু বিপ্লবই প্রতিটি নাগরিকদের অধিকার দিয়েছিল এই প্রশ্নের উত্তর চাইবার: কিসের জন্য এই যুদ্ধ করা হচ্ছে?

সুতরাং, তিনটি কারণে ক্ষমতার সংকট দেখা দিয়েছিল:

(১) সরকারের ওপর শ্রমিক এবং সেনাবাহিনীর অসন্তোষ, যে সরকারের নীতি তারা অতি দক্ষিণপন্থী বলেই বিবেচনা করেছিল;

(২) সরকারের ওপর বুর্জোয়াদের অসন্তোষ, যে সরকারের নীতি তারা

অতি বামপন্থীরূপে বিবেচনা করেছিল, এবং

(৩) যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয়।

এইগুলোই হল ওপরকার শক্তিসমূহ যা ক্ষমতার সংকট সৃষ্টি করেছিল।

কিন্তু সবকিছুর গোড়ায় ছিল অভ্যন্তরীণ শক্তি যা সংকট সৃষ্টি করেছিল—যথা যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত দেশব্যাপী অর্থনৈতিক বিশৃংখলা। একমাত্র এই সূত্র থেকেই তিনটি কারণের সৃষ্টি হয়েছিল যেটা কোয়ালিশন সরকারের কর্তৃত্বের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল।

যদি এই সংকট শ্রেণীগুলির মধ্যে ক্ষমতার জন্যে যুদ্ধ হয় তাহলে আমরা মার্কসবাদী হিসাবে নিশ্চয়ই প্রশ্ন করব: কোন শ্রেণী এখন ক্ষমতায় উত্থিত হচ্ছে? ঘটনাবলী দেখাচ্ছে—শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতায় উত্থিত হচ্ছে। স্পষ্টতঃই, বুর্জোয়াশ্রেণী বিনা যুদ্ধে তাকে ক্ষমতা লাভ করতে দেবে না। পেটি বুর্জোয়ারা, যারা রাশিয়ার জনসংখ্যার বেশির ভাগ অংশ, দোলাচল চিত্ত, এই আমাদের সঙ্গে, এই ক্যাডেটদের সঙ্গে ঐক্য গড়ছে, এইভাবে তারা পাল্লা হেলিয়ে দিচ্ছে। এই হল সংকটের শ্রেণীগত মর্মবস্তু যেটা আমরা প্রত্যক্ষ করছি।

এই সংকটে কারা বিজয়ী এবং কারা বিজিত? স্পষ্টতঃই এ ক্ষেত্রে ক্ষমতার অধিকারী হল বুর্জোয়ারা, ক্যাডেটরা যাদের প্রতিনিধিত্ব করছে। একটা সময়ে, যখন ক্যাডেটরা সরকার থেকে পদত্যাগ করল, ক্ষমতা সোভিয়েত-গুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির হাতে ছিল, কিন্তু তারা ক্ষমতা সমর্পণ করে সরকারের সদস্যদের কাছে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য অনুরোধ জানাল। এখন কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি সরকারের লেজুড় মাত্র, মন্ত্রিসভায় মন্ত্রীদের রদবদল চলেছে, একমাত্র কেরেনস্কি টিঁকে আছে। মন্ত্রীদের এবং কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি উভয়কেই অপর কারো নির্দেশ মেনে চলতে হবে। স্পষ্টতঃই সেই অপর কেউ হল সংগঠিত বুর্জোয়ারা এবং প্রাথমিকভাবে ক্যাডেটরা। তারা তাদের শর্ত আরোপ করছে, তারা পার্টি প্রতিনিধিদের নয়, 'যোগ্য ব্যক্তিদের' নিয়ে গঠিত একটি সরকার চাইছে, দাবি জানাচ্ছে চেরনভের কৃষি কর্মসূচীর প্রত্যাহার, ৮ই জুলাইয়ের সরকারী ঘোষণার[৪০] সংশোধন এবং ক্ষমতার সকল যন্ত্র থেকে বলশেভিকদের উৎখাত। কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি বুর্জোয়াদের কাছে নতি স্বীকার করছে এবং তাদের শর্ত মেনে চলার সম্মতি জানাচ্ছে।

কি করে এটা ঘটতে পারল—যে বুর্জোয়ারা গতকালও পশ্চাদপসরণ করছিল আজ তারা সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিকে নির্দেশ

পাঠাচ্ছে ? এটার ব্যাখ্যা হল যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয়ের পর সরকার বিদেশী ব্যাঙ্ক-মালিকদের কাছে তার সব সুনাম খুইয়েছে। অত্যন্ত গুরুতর অনুধাবনের যোগ্য প্রমাণ আছে যা নির্দেশ করছে যে এক্ষেত্রে রাষ্ট্রদূত বুখানন এবং ব্যাঙ্কারদের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। যতক্ষণ সরকার তার 'সমাজবাদী' ঝোঁক পরিত্যাগ না করছে ততক্ষণ তারা তাকে ঋণ দিতে অস্বীকার করছে।

ঐ হল প্রথম কারণ।

দ্বিতীয় কারণ হল বুর্জোয়াদের ফ্রন্ট বিপ্লবী ফ্রন্ট অপেক্ষা সুসংগঠিত। যখন মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা বুর্জোয়াদের সঙ্গে ঐক্য গড়ল এবং বলশেভিকদের ওপর আঘাত হানতে শুরু করল—প্রতিবিপ্লবীরা বুঝল যুক্ত বিপ্লবী ফ্রন্ট ভেঙে গেল। ক্যাডেট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে সংগঠিত সামরিক এবং সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক জোটগুলি, প্রতিবিপ্লবীরা প্রতিরক্ষাপন্থীদের কাছে কতকগুলি দাবি উত্থাপন করল। মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট বিভলিউশনারিরা, তাদের ক্ষমতার ভয়ে কম্পমান হয়ে, প্রতিবিপ্লবীদের এই দাবিগুলি পূরণে তৎপর হল।

এই পটভূমিতে প্রতিবিপ্লবীদের বিজয়লাভ সংগঠিত হল।

এ মুহূর্তে এটা স্পষ্ট—প্রতিবিপ্লবীরা বলশেভিকদের হারিয়ে দিয়েছে কারণ বলশেভিকরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট বিভলিউশনারি তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও সুস্পষ্ট যে আমাদেরও অনুকূল মুহূর্ত আসবে যখন আমরা বুর্জোয়াদের সঙ্গে চূড়ান্ত লড়াই চালাতে পারব।

প্রতিবিপ্লবীদের দুটি কেন্দ্র আছে। একটা হল বুর্জোয়াদের সংগঠিত পার্টি-ক্যাডেটরা—যাদের প্রতিরক্ষাপন্থী সোভিয়েতগুলি আড়াল করে রেখেছে। এর কার্যকরী সংগঠন হল সেনাবাহিনীর লোকেরা যাদের নেতৃত্বে রয়েছে সুপরিচিত জেনারেলরা; এদের হাতেই কেন্দ্রীভূত রয়েছে সৈন্যবাহিনী পরিচালনার সব ক্ষমতা। দ্বিতীয় কেন্দ্র হল সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিচক্র, যার সঙ্গে ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের যোগাযোগ রয়েছে; এদেরই হাতে কেন্দ্রীভূত রয়েছে ঋণদানের সব ক্ষমতা। এ জন্যেই আন্তঃসংসদীয় কমিশনের সদস্য ইয়েফ্রেমভ, যিনি এই ঋণ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন তাকে নিতান্ত অকারণে সরকারে নেওয়া হয়নি।

এসব ঘটনাবলীই বিপ্লবের ওপর প্রতিবিপ্লবের জয়ের কারণ।

এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কী? যতক্ষণ যুদ্ধ চলছে,—এবং যুদ্ধ চলবে; যতক্ষণ

শিল্পে বিশৃংখলা কাটিয়ে না ওঠা যাচ্ছে—এবং এটা কাটিয়ে ওঠা যাবে না, কারণ সৈন্য এবং শ্রমিকদের বিরুদ্ধে দমনপীড়ন চালিয়ে এটা কাটিয়ে ওঠা যায় না, এবং শাসকগোষ্ঠী কোন বীরোচিত পন্থা গ্রহণ করতে পারে না; যতক্ষণ পর্যন্ত কৃষকরা জমি না পাচ্ছে—এবং তারা জমি পাবে না, কারণ চেরনভ তাঁর মধ্যপন্থী কর্মসূচী সত্ত্বেও সরকারে অবাঞ্ছিত সদস্য হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন—যতক্ষণ এ সবকিছু চলবে, সংকট হবে অবশ্যম্ভাবী, জনগণ বারবার পথে বেরিয়ে আসবে এবং সেখানে দৃঢ়পণ সংগ্রাম চলবে।

বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশের যুগ শেষ হয়ে এসেছে। নতুন যুগ শুরু হয়েছে—তীব্র বিরোধ, সংঘর্ষ-সংঘাতের যুগ। বিশৃংখলাপূর্ণ সময় আসছে, সংকটের পর সংকট দেখা দেবে। শ্রমিক এবং সৈনিকরা চুপ করে বসে থাকবে না। **ওকোপনায়া প্রাভদা** বন্ধের বিরুদ্ধে বিশটি রেজিমেণ্ট প্রতিবাদ জানিয়েছে। নতুন মন্ত্রীদের সরকারে ঢোকানো সত্ত্বেও সংকটের সমাধান হয়নি। শ্রমিকশ্রেণী শক্তিহীন হয়ে পড়েনি। শ্রমিকশ্রেণী যে বিচক্ষণতার প্রমাণ দিয়েছে তা শত্রুরা ভাবতেও পারেনি। যখন তারা বুঝতে পারল সোভিয়েতগুলি তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তখন তারা ৪ঠা এবং ৫ই জুলাই যুদ্ধ করতে অস্বীকার করল। এবং কৃষি-বিপ্লব ঠিক এই মুহূর্তে কেবল গতিবেগ লাভ করছে।

আমরা নিশ্চয়ই আসন্ন সংগ্রাম উপযুক্ত এবং সংগঠিতভাবে মোকাবিলা করব।

আমাদের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত:

(১) শ্রমিক, সৈনিক এবং কৃষককে সংযম, সহিষ্ণুতা এবং সংগঠনশীলতা প্রদর্শনের জন্য উৎসাহিত করা;

(২) আমাদের সংগঠনগুলিকে পুনরায় সজীব, শক্তিশালী এবং প্রসারিত করা;

(৩) কোন আইনগত সুযোগের অবহেলা না করা, কারণ কোন প্রতি-বিপ্লব সত্যসত্যই আত্মগোপনতার পথে আমাদের ঠেলে দিতে পারে না।

লাগামহীন, ভয়াবহ দমনপীড়নের যুগ শেষ হয়েছে; শুরু হয়েছে 'আইনগত' পন্থায় পীড়ন করার যুগ, এবং আইন আমাদের যতটুকু সুযোগ দেবে প্রত্যেকটি সুযোগের আমরা সদ্ব্যবহার করব।

বলশেভিকরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে কারণ সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী

কমিটির অধিকাংশ প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে মোচা গড়ে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেছে—সোভিয়েতগুলি এবং তাদের অধিকাংশ সদস্য মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি হওয়া উচিত। কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভায় মার্তভ গোৎস্ এবং দানের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করেছিল যে ব্ল্যাক হাণ্ড্রেড এবং ক্যাডেটদের সভায় ইতোমধ্যে যে সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়েছে সেই সিদ্ধান্তগুলি তারা সঙ্গে নিয়ে এসেছে। বলশেভিকদের উপর নির্যাতনের ঘটনা দেখিয়ে দিল তারা মিত্রহীন। আমাদের নেতৃবর্গের গ্রেপ্তারের সংবাদ এবং আমাদের পত্র পত্রিকাগুলি বন্ধের সংবাদ মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের দ্বারা প্রচণ্ডভাবে অভিনন্দিত হল। ঐ ঘটনার পর মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সঙ্গে ঐক্যের কথা বলার অর্থ প্রতিবিপ্লবীদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

আমি একথা বলছি কারণ কারখানাগুলিতে, এখানে সেখানে মেনশেভিক সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সঙ্গে বলশেভিকদের মোচা গড়ার প্রয়াস চলছে। ওটা হল বিপ্লব-বিরোধিতার একটা প্রচ্ছন্ন রূপ, কারণ প্রতিরক্ষাপন্থীদের সঙ্গে জোট বাঁধাটা বিপ্লবের সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রস্তুত (সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের মধ্যে কামকোভাইত্‌রা[৪১] এবং মেনশেভিকদের মধ্যে মার্তোভাইত্‌রা) এবং এদের সঙ্গে বিপ্লবী যুক্তফ্রণ্ট গঠনে আমরা প্রস্তুত।

৩। লিখিত প্রশ্নের উত্তর

১৬ই জুলাই

(১) **মাসলোভস্কি:** ভবিষ্যৎ বিরোধের ঘটনায় এবং সম্ভাব্য সশস্ত্র কার্যক্রমে আমাদের পার্টি কতদূর সহায়তা করবে এবং সশস্ত্র প্রতিবাদ জ্ঞাপনে অগ্রসর হবে?

স্তালিন: এটা ধরে নিতে হবে যে সশস্ত্র কার্যক্রম ঘটবে এবং আমরা অবশ্যই সবরকম আকস্মিক ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকব। ভবিষ্যতে সংঘাত হবে আরও তীব্র এবং পার্টি তার থেকে দূরে থাকতে পারে না। লিথুয়ানিয়া জেলার পক্ষ থেকে সালুন, আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ না করার জন্য পার্টিকে তীব্র ভর্ৎসনা করছিল। কিন্তু ঘটনা তা ছিল না কারণ প্রকৃতপক্ষে পার্টি শান্তিপূর্ণ পথে

আন্দোলন পরিচালনার জন্য নেমেছিল। ক্ষমতা গ্রহণের চেষ্টা না করার জন্য আমরা হয়তো ভৎর্সিত হতে পারি। ৩রা এবং ৪ঠা জুলাই আমরা ক্ষমতা হাতে নিতে পারতাম, সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতিকে আমাদের এই ক্ষমতাগ্রহণ অনুমোদনে বাধ্য করতে পারতাম। কিন্তু প্রশ্ন হল, ক্ষমতা কি আমরা রাখতে পারতাম? রণাঙ্গনের সৈনিকেরা, প্রদেশগুলি এবং বেশ কয়েকটি স্থানীয় সোভিয়েত আমাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াত। যে ক্ষমতা প্রদেশগুলির হাতে ন্যস্ত নয় তা ভিত্তিহীন প্রমাণিত হতে পারে। এই অবস্থায় ক্ষমতা হাতে নিলে আমরা আমাদের অমর্যাদা করতাম।

(২) **আইভানভ:** 'সোভিয়েতগুলির হাতে ক্ষমতা দাও।' এই শ্লোগান সম্পর্কে আমাদের মনোভাব কি? 'সর্বহারার একনায়কত্ব' এই আহ্বান জানানোর কি এটা সময় নয়?

স্তালিন: ক্ষমতার সংকটের সমাধান হওয়ার অর্থ হল যে, কোন একটি শ্রেণী ক্ষমতাসীন হয়েছে—এক্ষেত্রে বুর্জোয়ারা। তাহলে 'সোভিয়েতগুলির হাতে সব ক্ষমতা দাও!' আমরা এই পুরানো শ্লোগান কি অনুসরণ করে চলতে পারি? অবশ্যই না। সোভিয়েতগুলির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়াদের সঙ্গে নীরবে হাত মিলিয়ে কাজ করা, যার অর্থ শত্রুকে সাহায্য করা। আমরা বিজয়ী হলে একমাত্র গ্রামীণ জনগণের দরিদ্র অংশের দ্বারা সমর্থিত শ্রমিকশ্রেণীর হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারি। আমরা অবশ্যই অন্য ধরনের—শ্রমিক এবং কৃষক ডেপুটিদের সোভিয়েতের জন্য আরও সুবিধাজনক সংগঠনের জন্য ওকালতী করব। আগের মতোই ক্ষমতার ধরন থেকে যাবে কিন্তু আমরা শ্লোগানের শ্রেণী-চরিত্র পরিবর্তন করছি এবং আমরা শ্রেণী-সংগ্রামের ভাষায় বলি: সব ক্ষমতা শ্রমিক এবং গরিব কৃষকদের হাতে দাও যারা একটি বৈপ্লবিক নীতি গ্রহণ করবে।

(৩) **অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি:** যদি শ্রমিক এবং সৈন্যদের ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি একথা ঘোষণা করতে চায় যে সংখ্যালঘিষ্ঠরা অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে নতি স্বীকার করবে, আমাদের তাহলে কি করা উচিত? তাহলে কি আমরা সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি থেকে পদত্যাগ করব বা করব না?

স্তালিন: এই প্রসঙ্গে ইতোমধ্যেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বলশেভিক গ্রুপ একটি সভা করে, তাতে এই প্রশ্নের উত্তর রচিত হয় এইভাবে যে—সোভিয়েতগুলির কার্যকরী কমিটির সদস্য হিসাবে আমরা অবশ্যই কেন্দ্রীয়

কার্যকরী কমিটির সব সিদ্ধান্ত মেনে চলব এবং এর বিরোধিতা থেকে বিরত থাকব, কিন্তু পার্টি-সদস্য হিসাবে আমরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারি; কারণ কোন সন্দেহ নেই যে সোভিয়েতগুলির অস্তিত্ব পার্টির স্বাধীন অস্তিত্বকে নাকচ করে না। আগামীকাল কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভায় আমাদের জবাব জানিয়ে দেওয়া হবে।

৪। আলোচনার উত্তরে

১৬ই জুলাই

কমরেডগণ,

বলশেভিকদের সম্পর্কে সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্ত বিষয়ে আমাদের মনোভাব কি এ মর্মে একটি প্রস্তাব রচনার জন্য একটি কমিশন নির্বাচিত হল, যার আমি সদস্য ছিলাম। এরা একটা প্রস্তাব রচনা করল যাতে লেখা আছে: সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য হিসাবে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত মানছি, কিন্তু বলশেভিক পার্টির সদস্য হিসাবে আমরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারি এমনকি সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্তগুলির বিরোধিতা করতেও।

প্রোখোরভ জানেন সর্বহারার একনায়কত্বের অর্থ আমাদের পার্টির একনায়কত্ব। কিন্তু আমরা শ্রেণীর একনায়কত্বের কথা বলি যা কৃষকের গরিব অংশকে নেতৃত্ব দেয়।

কোন কোন বক্তৃতায় সঠিকতার অভাব: প্রতিক্রিয়া অথবা প্রতিবিপ্লব কোন্‌টার আমরা মুখোমুখি হয়েছি? বিপ্লবের সময় প্রতিক্রিয়া বলে কোন বস্তু থাকে না। যখন একটি শ্রেণী অপরকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতা লাভ করে, এটা প্রতিক্রিয়া নয়—বিপ্লব বা প্রতিবিপ্লব।

চতুর্থ কারণ প্রসঙ্গে যে কারণটি ক্ষমতার সংকটের জন্য দায়ী, যার কথা খারিটোনভ বলেন, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক কারণ, কেবল যুদ্ধ এবং যুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক নীতির প্রশ্ন আমাদের ক্ষমতার সংকটকে প্রভাবিত করেছে। আমার রিপোর্টে আমি যুদ্ধটাকে অন্যতম কারণ হিসাবে দেখিয়ে তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছি।

পেটি-বুর্জোয়ারা আর একটা অখণ্ড সত্তা নয়; এটা দ্রুত ভাঙনের ধারার মধ্য দিয়ে চলেছে (পেত্রোগ্রাদ গ্যারিসনের কৃষক ডেপুটিদের সোভিয়েত, যেটা

কৃষকদের কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্তের বিপরীতমুখি চলেছে)। গ্রামীণ জেলাগুলিতে সংগ্রাম চলেছে, এবং বর্তমান কৃষক ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলির পাশাপাশি নতুনভাবে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে আরও গজিয়ে উঠছে। কৃষকের দরিদ্র অংশের সমর্থনে এখন যে সোভিয়েতগুলি আত্মপ্রকাশ করছে আমরা সেগুলিকে গণ্য করছি। একমাত্র তারাই, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থিতির কারণে, আমাদের সঙ্গে চলতে পারে। কৃষকের ঐ অংশ—যারা অ্যাভক্সেনতিয়েভ-এর মতো কৃষক কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটিতে জনগণকে সর্বহারা রক্তের জন্য এত লোলুপ করে তুলছে—তারা আমাদের অনুসরণ করবে না এবং আমাদের দিকেও ঝুঁকবে না। আমি দেখলাম—যখন সেরেতেলি কমরেড লেনিনকে গ্রেপ্তার করার আদেশ ঘোষণা করল তখন এসব ব্যক্তিরা কিভাবে হাততালি দিয়ে তাকে সমর্থন জানাল।

যেসব কমরেড বলেন সর্বহারার একনায়কত্ব অসম্ভব কারণ সর্বহারারা মোট জনসংখ্যার লঘিষ্ঠ অংশ, তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের শক্তি যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করছেন। এমনকি সোভিয়েতগুলিও কেবল ২০,০০০,০০০ লোকের যা তারা সংগঠিত করেছে তার প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু তাদের সংগঠনের জন্য ধন্যবাদ, কারণ সমগ্র জনগণই তাদের অনুগামী। সমগ্র জনগণ—যারা অর্থনৈতিক বিশৃংখলার শেকল ছিঁড়তে পারবে সেই সংগঠিত শক্তিকে অনুসরণ করবে।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে কমরেড ভোলোদারস্কির ব্যাখ্যার সঙ্গে আমার ব্যাখ্যার তফাৎ আছে, কিন্তু তাঁর অভিমত কি এটা নির্ণয় করা কঠিন।

কোন কোন কমরেড প্রশ্ন করেছেন আমরা আমাদের শ্লোগান পরিবর্তন করতে পারি কিনা। সোভিয়েতের হাতে সব ক্ষমতা দাও—আমাদের এই শ্লোগান বিপ্লব বিকাশের শান্তিপূর্ণ যুগে গৃহীত হয়েছিল; সেই যুগ এখন অতিক্রান্ত। আমাদের অবশ্যই ভুললে চলবে না যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের অন্যতম শর্ত হল অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রতিবিপ্লবের ওপর জয়লাভ করা। যখন আমরা সোভিয়েতগুলি সম্পর্কে শ্লোগান তুলি তখন সত্যসত্যই সোভিয়েতগুলির হাতে ক্ষমতা ছিল। সোভিয়েতগুলির ওপর চাপ সৃষ্টি করে আমরা সরকারে পরিবর্তন ঘটাতে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারতাম। এখন ক্ষমতা অস্থায়ী সরকারের হাতে। আমরা আর সোভিয়েতগুলির ওপর চাপ সৃষ্টি করে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে শান্তিপূর্ণ পথে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি ধর্তব্যের

মধ্যে গণ্য করতে পারি না। মার্কসবাদী হিসাবে আমরা বলতে পারি: ব্যাপারটা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত নয়, ববং ঐ প্রতিষ্ঠান কোন্ শ্রেণীর নীতি অনুসরণ করছে সেই নীতির ব্যাপার। প্রশ্নাতীতভাবে, আমবা যে সোভিয়েত-গুলিতে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে সেই সোভিয়েতগুলিব পক্ষে। এবং আমরা ঐ ধরনের সোভিযেত গড়ে তোলায প্রয়াসী হব। কিন্তু আমবা সেই সোভিয়েতগুলির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তব কবতে পাবি না যাবা প্রতি-বিপ্লবীদের সঙ্গে মোর্চায যুক্ত হয়েছে।

যা কিছু আমি বলেছি সেটা নিম্নোক্তভাবে সংক্ষেপ করা যায়: আন্দোলনেব বিকাশেব শান্তিপূর্ণ পন্থাব কাল শেষ হয়েছে, কারণ আন্দোলন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রাস্তায় প্রবেশ করেছে। কৃষকদের সবচেয়ে গরিব অংশ ছাড়া, পেটি-বুর্জোয়ারা এখন প্রতিবিপ্লবীদের সমর্থন জানাচ্ছে। সুতরাং, বর্তমান স্তরে 'সব ক্ষমতা সোভিয়েতগুলিব হাতে দাও!' এই শ্লোগান অচল হয়ে গেছে।

১৯২৩ সালে প্রথম প্রকাশিত,
'ক্রাস্নায়া লেতোপিস' নামক সাময়িকপত্রেব ৭ম সংখ্যায়

কি ঘটেছে ?

তারিখ ছিল ৩রা এবং ৪ঠা জুলাই। শ্রমিক এবং সেনাবাহিনীর লোকেরা একসঙ্গে শোভাযাত্রা করে পেত্রোগ্রাদের রাস্তার ওপর দিয়ে মার্চ করে যাচ্ছিল, দাবি জানাচ্ছিল : 'সব ক্ষমতা শ্রমিক এবং সৈনিকদের ডেপুটিদের সোভিয়েত-গুলির হাতে দাও !'

শ্রমিক এবং সৈনিকরা কি চাইছিল, কী তারা লাভ করতে চাইছিল ?

সোভিয়েতগুলির উচ্ছেদ ?

অবশ্যই, নয় !

শ্রমিক এবং সৈন্যবাহিনীর লোকেরা যেটা চাইছিল সেটা হল সোভিয়েত-গুলির উচিত তাদের নিজেদের হাতেই সব ক্ষমতা নেওয়া এবং শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক এবং নাবিকদের দুরবস্থা লাঘব করা।

তারা চেয়েছিল সোভিয়েতগুলিকে শক্তিশালী করতে, দুর্বল বা ধ্বংস করতে নয়।

তারা চেয়েছিল সোভিয়েতগুলি ক্ষমতা লাভ করুক, জমিদারদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করুক এবং অবিলম্বে ও এই মুহূর্তে কৃষকদের হাতে সে জমি প্রত্যর্পণ করুক।

তারা চেয়েছিল সোভিয়েতগুলি ক্ষমতা লাভ করুক, পুঁজিবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করুক, শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি ঘটাক এবং মিল ও কারখানায় শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করুক।

তারা চেয়েছিল সোভিয়েতগুলি শান্তির ন্যায়সঙ্গত শর্তাবলী ঘোষণা করুক এবং এই ভয়াবহ যুদ্ধ যা দীর্ঘকাল ধরে লক্ষ লক্ষ তরুণ জীবন বিনাশ করছে, তার অবসান ঘটাক।

এটাই সৈনিক এবং শ্রমিকরা চেয়েছিল।

কিন্তু কার্যকরী কমিটির নেতাদের, মেনশেভিক এবং সোশ্যাল রিভলিউ-শনারিদের বিপ্লবের পথ অনুসরণের কোন ইচ্ছা ছিল না।

বিপ্লবী কৃষকদের সঙ্গে ঐক্য গড়ার চেয়ে তারা জমিদারদের সঙ্গে চুক্তি করাই বেশি পছন্দ করল।

বিপ্লবী শ্রমিবদেব সঙ্গে ঐক্য গডার চেয়ে তারা পুঁজিপতিদের সঙ্গে চুক্তি করাই বেশি পছন্দ করল।

বিপ্লবী শ্রমিক এবং নাবিকদের সঙ্গে ঐক্য গড়ার চেয়ে তারা সামরিক বাহিনীর ক্যাডেট এবং কশাকদের সঙ্গে ঐক্য গডাটাই বেশি পছন্দ করল।

তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে বলশেভিক শ্রমিক এবং সৈনিকদের বিপ্লবের শত্রু বলে ঘোষণা করল এবং প্রতিবিপ্লবীদের ইচ্ছার অনুসরণে তাদের দিকে অস্ত্র ঘুরিয়ে দিল।

নির্বোধ অন্ধ! তারা দেখল না যে বলশেভিকদের ওপর গুলি চালানোর অর্থ বিপ্লবকে হত্যা কবা এবং প্রতিবিপ্লবেব জয়েব পথ প্রশস্ত করা।

এ কারণেই প্রতিবিপ্লবীরা, যাবা তখনো পর্যন্ত লুকিযে ছিল, আস্তে আস্তে প্রকাশ্যে বেরিয়ে এল।

সেই সন্ধিক্ষণে ফ্রন্টে যে ভাঙন শুরু হযেছিল, এবং যা প্রতিরক্ষাবাদীদেব নীতিব চরম বিপযয়কে ফুটিযে তুলেছিল, সেই ভাঙন প্রতিবিপ্লবীদের আশাকে আরও জাগিয়ে তুলল।

এবং প্রতিবিপ্লবীরা মেনশেভিক এবং সোশ্যাল বিভলিউশনারিদেব 'ভুলের' সুযোগ নিতে ব্যর্থ হয়নি।

তাদেব সন্ত্রস্ত কবে, ফাঁদে ফেলে এবং পোষ মানিয়ে ও নিজেদের পক্ষে জয় করে প্রতিবিপ্লবী চক্রের পাণ্ডারা, মিলিউকভ গোষ্ঠী, বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রচার-অভিযান শুরু করল। সংবাদপত্রগুলি ধ্বংস এবং বন্ধ করে দেওয়া, শ্রমিক ও সৈনিকদেব নিবস্ত্র কবা, গ্রেপ্তার এবং উৎপীডন, মিথ্যাচাব এবং কুৎসা প্রচাব, দুর্নীতিপরায়ণ পুলিশ গোয়েন্দাদের দ্বাবা আমাদের পার্টি নেতাদেব নামে ঘৃণ্য, অবর্ণনীয কলংক রটনা—এগুলোই হল আপোষনীতির ফলশ্রুতি।

অবস্থাটা এমন এক পযাযে পৌছেছে যে ক্যাডেটরা নির্লজ্জ হয়ে উঠেছে, তাবা সোভিয়েতগুলিব উদ্দেশ্যে চবমপত্র দিচ্ছে, হুমকি, সন্ত্রাস, নিন্দা, এবং কুৎসা ছডাচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে আতংকিত মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট বিভলিউশনাবিরা ক্যাডেটদের আঘাতে একটার পর একটা অবস্থান সমর্পণ করছে, সাহসী মন্ত্রীরা নাইনপিনের মতো লুটিয়ে পড়ছে আর মিলিউকভের অনুচবদের পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছে·· বিপ্লবের 'উদ্ধারসাধনের' স্বার্থে।

প্রতিবিপ্লবীরা যে বিজয়-সাফল্যে উল্লসিত হয়ে উঠেছে এরপর কি এতে অবাক হবার কিছু আছে?

এই হল বর্তমান পরিস্থিতি।

কিন্তু এটা দীর্ঘকাল টিঁকতে পারে না।

প্রতিবিপ্লবীদের বিজয় হল জমিদারদের জয়। কিন্তু কৃষকরা আর এক মুহূর্তও জমি ছাড়া বাঁচতে পারে না। অতএব জমিদারদের বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী।

প্রতিবিপ্লবীদের বিজয় হল পুঁজিপতিদের জয়। কিন্তু শ্রমিকরা তাদের ভাগ্যের মৌলিক পরিবর্তন ছাড়া সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। অতএব পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী।

প্রতিবিপ্লবীদের বিজয়ী হওয়ার অর্থ যুদ্ধ অব্যাহত থাকা। কিন্তু যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলতে পারে না, কারণ যুদ্ধের বোঝায় সারা দেশের শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা।

অতএব প্রতিবিপ্লবীদের বিজয় অনিশ্চিত এবং ক্ষণস্থায়ী।

ভবিষ্যৎ নতুন বিপ্লবের পক্ষে।

কেবল জনগণের পূর্ণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা কৃষককে জমি দিতে পারে, দেশের অর্থনৈতিক জীবনে সুস্থিতি আনতে পারে, শান্তি সুনিশ্চিত করতে পারে—যেটা ইউরোপের ক্লিষ্ট, শ্রান্ত জনগণের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

রাবোচি ই সোল্‌দাৎ, সংখ্যা ১

২৩শে জুলাই, ১৯১৭

স্বাক্ষরবিহীন

প্রতিবিপ্লবের জয়লাভ[9]

প্রতিবিপ্লব সংগঠিত হয়েছে। এটা সকল দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, আক্রমণ চালাচ্ছে। এর নেতা, ক্যাডেট গোষ্ঠী, যারা গতকালও সরকারকে বয়কট করছিল আজ তারা দেশে প্রভুত্ব করার জন্য সরকারে ফিরে আসতে প্রস্তুত।

'শাসক' পার্টিগুলি, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিকরা ও তাদের 'বিপ্লবের উদ্ধারসাধনের' সরকার চরম ছত্রভঙ্গ অবস্থায় পিছু হটছে। কেবল আদেশ দান ছাড়া তারা যে-কোন সুবিধা দিতে প্রস্তুত; সব কিছুতেই রাজী—কেবল আজ্ঞা পেলেই হয়।

বলশেভিক এবং তাদের অনুগামীদেব সমর্পণ করতে?

'নিশ্চয়ই, ক্যাডেট মহাশয়গণ, আপনারা বলশেভিকদের নিতে পারেন

বাল্টিকের প্রতিনিধি এবং ক্রোনস্তাদ্ বলশেভিবদের সমর্পণ করতে?

'আপনাদের সেবায় হাজির "গোয়েন্দা দপ্তরের" মহাশয়রা, আপনারা প্রতিনিধিদের নিতে পারেন।'

বলশেভিবদের সংবাদপত্র, শ্রমিক ও সৈনিকদের সংবাদপত্র, যেগুলি ক্যাডেটদের মনোমত নয়, সেগুলি দমন করতে?

'আপনাদের তুষ্ট করতে পেরে বাধিত ক্যাডেট মহাশয়গণ, আমরা ওদের দমন করব।'

বিপ্লবকে নিরস্ত্র করা—শ্রমিক এবং সৈনিকদের নিরস্ত্র করা?

'অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে, জমিদার ও পুঁজিপতি মহাশয়গণ। আমরা কেবল পেত্রোগ্রাদের শ্রমিকদের নিরস্ত্র করব না, সেস্ত্রোরেৎস্ক-এর শ্রমিকদেরও করব, যদিও ওরা এবং ৪ঠা জুলাইয়ের ঘটনায় তাদের কোন ভূমিকা ছিল না।'

সভা-সমাবেশ এবং বাক্-স্বাধীনতা, ব্যক্তি এবং স্থায়ী অধিবাসীদের স্বাধীনতা বা পবিত্রতা খর্ব করা, এবং সেন্সার ব্যবস্থা ও গোপন পুলিশী সংগঠন চালু করা?

'ব্ল্যাক মহাশয়গণ, তা করা হবে। সবকিছুই অবশ্য করা হবে।'

যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড পুনঃপ্রবর্তন?

'আনন্দের সঙ্গে, তুষ্টিহীন মহাশয়গণ।'···

সোভিয়েতের ঘোষিত নীতির সমর্থনকারী ফিনিশ ডায়েট ভেঙে দেব?

'এখনই, জমিদার এবং পুঁজিপতি মহাশয়গণ।'

সরকারের কর্মসূচী পরিবর্তন করা?

'সাগ্রহে ক্যাডেট মহাশয়গণ।'

মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা সুবিধা দেওয়ার পথে আরও অগ্রসর হতে প্রস্তুত, যতক্ষণ না তারা ক্যাডেটদের সঙ্গে শর্তে আসতে পারে, সেটা যে-কোন ধরনের শর্ত হোক না কেন।...

কিন্তু প্রতিবিপ্লবীরা উত্তরোত্তর নির্লজ্জ হয়ে উঠছে এবং আরও ত্যাগ স্বীকার দাবি করছে, অস্থায়ী সরকার এবং কার্যকরী সমিতিকে আত্মবিসর্জনের চরম কলংকজনক পথে টেনে নিয়ে চলেছে। ক্যাডেটদের ইচ্ছামতো ইতোমধ্যেই অবলুপ্ত রাষ্ট্রীয় ডুমা এবং সম্পত্তির অধিকারী শ্রেণীগুলির অন্যান্য প্রতিনিধিদের নিয়ে 'বিশেষ সভা' ডাকার প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে যাতে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি এই চক্রের কাছে অতি নগণ্য সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়। মন্ত্রীরা তাঁদের বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন এবং কেরেনস্কির পায়ে তাঁদের মন্ত্রীত্বের পদগুলি স্তূপীকৃত করছেন। ক্যাডেটদের হুকুমে মন্ত্রিসভার একটি তালিকা তৈরী হচ্ছে।

রক্তের মূল্যে যে স্বাধীনতা কেনা হয়েছিল জারতন্ত্রী ডুমা এবং বিশ্বাসঘাতক ক্যাডেটদের সহায়তায় তার শ্বাসরোধ করা হচ্ছে—এইরকম লজ্জাজনক অবস্থার অতল গহ্বরে আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রনায়করা ঠেলে দিচ্ছেন।...

কিন্তু যুদ্ধ চলেছে, যুদ্ধক্ষেত্রে বিপর্যয়ের পর বিপর্যয় ঘটছে। এবং তারা ভাবছে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড ফের চালু করে তারা তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে। নির্বোধ অন্ধ! তারা বোঝে না—আক্রমণাত্মক অভিযান কেবল তখনই জনগণের সমর্থন লাভ করে যখন যুদ্ধের উদ্দেশ্য সৈন্যরা পরিষ্কার বুঝতে পারে এবং গ্রহণ করে, যখন সেনাবাহিনী জানে তারা তাদের একান্ত আপন স্বার্থেই রক্ত ঝরাচ্ছে। তারা এটা বোঝে না যে গণতান্ত্রিক রাশিয়ায় যেখানে সৈনিকরা সভা-সমাবেশ করার অধিকারী সেখানে এই উপলব্ধি ছাড়া ব্যাপক আক্রমণাত্মক অভিযান একটা অকল্পনীয় ব্যাপার।

এবং অর্থনৈতিক বিশৃংখলা আরও গভীর হয়ে উঠছে; দুর্ভিক্ষ, বেকারী সর্বব্যাপক ধ্বংসের আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। তারা ভাবে—বিপ্লবের বিরুদ্ধে পুলিশী দমনপীড়নের পন্থা পুনঃপ্রবর্তন করলেই তারা অর্থনৈতিক সংকটের

অবসান ঘটাতে পারবে। এটাই হল প্রতিবিপ্লবীদের ইচ্ছা। নির্বোধ অন্ধের দল! তারা উপলব্ধি করতে পারছে না যে, বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী পন্থা যতক্ষণ না নেওয়া হচ্ছে দেশকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না।

শ্রমিকদের শিকারের মতো খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে, গণসংগঠনগুলি ভেঙে তছনছ করা হচ্ছে, কৃষকদের প্রতারিত করা হচ্ছে, সৈনিক এবং নাবিকদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, সর্বহারার পার্টির নেতাদের নামে কুৎসা রটনা করা ও অপবাদ দেওয়া হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবিপ্লবীরা দুর্বিনীত হয়ে উঠছে; তারা উল্লাসে ফেটে পড়ছে, মিথ্যা অপবাদ রটাচ্ছে—এবং এ সবকিছুই হচ্ছে বিপ্লবকে 'রক্ষার' নামাবলী পরে। এই হল সেই অবস্থা যার মুখে মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা আমাদের এনে দাঁড় করিয়েছে।

এতদ্সত্ত্বেও, কিছু লোক আছে (**নোভায়া ঝিজ্ন** দেখুন) যারা এ সবকিছুর পরেও প্রস্তাব করছে যে, এই গোষ্ঠীর সঙ্গে আমরা ঐক্য গড়ি যারা বিপ্লবকে 'রক্ষার' নামে গলা টিপে মারছে।

তারা আমাদের কি ভাবে?

না, ভদ্রমহোদয়গণ, যারা বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে আমরা সে সমস্ত লোকের সঙ্গে একসাথে চলতে পারি না।

শ্রমিকরা কখনোই ভুলবে না যে, জুলাই-এর দিনগুলির কঠোর সংগ্রামের সময় যখন ক্ষিপ্ত প্রতিবিপ্লবীরা বিপ্লবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল, তখন বলশেভিকরাই ছিল একমাত্র পার্টি যারা শ্রমিকশ্রেণীকে পরিত্যাগ করে পালায়নি।

শ্রমিকরা কখনোই ভুলবে না যে, সেই কঠিন মুহূর্তে 'শাসক' পার্টিগুলি, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিকরা এক শিবিরে তাদের সঙ্গেই ছিল যারা শ্রমিক, সৈনিক এবং নাবিকদের নিরস্ত্র করছিল এবং পিষে মারছিল।

এ সবকিছুই শ্রমিকরা স্মরণে রাখবে এবং তারা এর থেকে সঠিক সিদ্ধান্তই টানবে।

রাবোচি ই সোল্দাৎ, সংখ্যা ১
২৩শে জুলাই, ১৯১৭
স্বাক্ষর: কে. স্তালিন

স্পষ্টতঃই মন্ত্রীত্বের রদবদল এখনো শেষ হয়নি। ক্যাডেটরা এবং কেরেনস্কি এখনো দরকষাকষি করছে। একটার একটা 'জোট' তৈরী হচ্ছে।

ক্যাডেটরা, অবশ্য, সরকারে ঢুকবে কারণ তাদের নির্দেশেই কাজ হচ্ছে। চেরনভও থাকতে পারে। সেরেতেলি, স্পষ্টতঃই, আর 'কাম্য নয়': সেরেতেলির 'প্রয়োজন হয়েছিল' শ্রমিকদের নিরস্ত্র করার জন্য। এখন শ্রমিকরা নিরস্ত্র, তার আর প্রয়োজন নেই। 'মুর তার কর্তব্য পালন করেছে, এখন সে যেতে পারে।'[৪৩] তার স্থান নেবে অ্যাভক্সেনতিয়েভ।

নিশ্চয়ই এটা ব্যক্তির প্রশ্ন নয়। চেরনভ, সেরেতেলি বা ঐ জাতের যে-কেউ হোক—তাতে পার্থক্য কি ঘটবে? সকলেই জানে যে, এই প্রচ্ছন্ন জিমারওয়াল্ডবাদীরা হেণ্ডারসন এবং টমাসদের[৪৪] মতো ভালভাবেই সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ সেবা করেছে।

কিন্তু, আমি আবার বলছি, এটা ব্যক্তির প্রশ্ন নয়।

বিষয়টা হল—এই টালমাটালের মধ্যে, এই মন্ত্রীদপ্তর পাওয়ার জন্য ছোটাছুটি ইত্যাদি, যার সবকিছুর মূলে রয়েছে ক্ষমতালাভের জন্য লড়াই, এই অবস্থার মধ্যে ক্যাডেটদের নীতি—যেটা দেশের ক্ষেত্রে প্রতিবিপ্লবের নীতি, পররাষ্ট্রের ক্ষেত্রে 'শেষ অবধি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার' নীতি, এগুলিই প্রাধান্য পেয়েছে।

প্রশ্নটা ছিল:

হয়, যুদ্ধ চালানো—যার ফল হবে ব্রিটিশ এবং আমেরিকান অর্থের বাজারের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা, ক্যাডেটদের শাসন এবং বিপ্লবের গতিরোধ করা, কারণ ক্যাডেটরা বা মিত্রপক্ষীয় পুঁজি কেউই রুশ-বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারে না।

অথবা, বিপ্লবী শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর, মিত্রপক্ষীয় পুঁজি যা রাশিয়াকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে সেই অর্থনৈতিক দাসত্বের শৃংখল মোচন করা, শান্তির শর্তাবলী ঘোষণা করা এবং জমিদার-পুঁজিপতিদের মুনাফাকে কাজে লাগিয়ে বিধ্বস্ত জাতীয় অর্থনীতির পুনর্বাসন।

তৃতীয় কোন পন্থা ছিল না, মেনশেভিক এবং সোশ্যালিস্ট রিভলিউশনারিরা —যারা তৃতীয় পন্থা খুঁজছিল তারা অধঃপাতে যেতে বাধ্য।

এ ব্যাপারে ক্যাডেটরা প্রমাণ করেছে যে তাদের দৃষ্টি অপেক্ষাকৃতভাবে পরিষ্কার।

রেচ লিখছে, 'সরকার অবশ্যই জিমারওয়াল্ডবাদী এবং "ইউটোপিয়ান" সোশ্যালিস্টদের সর্বনাশা ঝোঁকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।'

অন্য কথায় বলতে গেলে, দ্বিধাহীনভাবে যুদ্ধ, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালানো।

নেক্রাসভ সম্মেলনে বললেন—'অবশ্যই একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত থাকা দরকার, হয় তোমরা নিজের হাতে ক্ষমতা নাও (তিনি সোভিয়েতের উদ্দেশে বলছিলেন), অথবা অন্যদের ক্ষমতা হাতে নিতে দাও।'

ভিন্নভাবে বলতে গেলে, হয় বিপ্লব নয়তো প্রতিবিপ্লব।

মেনশেভিক এবং সোশ্যালিস্ট বিভলিউশনারিরা বিপ্লবের পথ ত্যাগ করেছিল, এ কারণে তারা অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রতিবিপ্লবী ক্যাডেটদের প্রভাবে পড়তে বাধ্য।

কারণ ক্যাডেটদের পাওয়ার অর্থ সুনিশ্চিত দেশীয় ঋণ লাভ।

ক্যাডেটদের সঙ্গে থাকার অর্থ মিত্রশক্তির পুঁজির সঙ্গে বন্ধুত্ব, সুনিশ্চিত বৈদেশিক ঋণ লাভ।

এবং দেশের ভিতরে ও বিশেষ করে যুদ্ধক্ষেত্রে বিশৃংখলার পরিপ্রেক্ষিতে, অর্থ একান্তভাবে প্রয়োজন। ··

সেটাই হল সমস্ত 'সংকটের' সারমর্ম।

এবং সেটাই হল ক্যাডেটদের বিজয়লাভের সমগ্র তাৎপর্য।

এই বিজয়ই দীর্ঘকালের জন্য যথেষ্ট কিনা তা অদূর ভবিষ্যতে দেখা যাবে।

রাবোচি ই সোল্‌দাৎ, সংখ্যা ২
২৪শে জুলাই, ১৯১৭
সম্পাদকীয়

পেত্রোগ্রাদের সকল শ্রমজীবী, সকল শ্রমিক এবং সৈনিকদের উদ্দেশ্যে[45]

কমরেডগণ,

রাশিয়ার পক্ষে দিনগুলি এখন ভয়াবহ।

তিন বছর ধরে যুদ্ধ অগণিত মানুষের প্রাণ হরণ করেছে এবং দেশটাকে দেউলে অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে।

পরিবহণ ব্যবস্থা বানচাল হওয়ার এবং খাদ্য সরবরাহে বিশৃংখলা দেখা দেওয়ার ফলে সামগ্রিক অনাহারের বিপদ সৃষ্টি হয়েছে।

শিল্প ব্যবস্থায় বিশৃংখলা এবং কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তিমূল নাড়িয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু যুদ্ধ চলছে তো চলছেই, সাধারণ সংকট তীব্রতর করছে এবং দেশকে চরম সর্বনাশের পথে নিয়ে চলেছে।

অস্থায়ী সরকার, যার উদ্দেশ্য ছিল দেশকে 'রক্ষা' করা, তার কর্তব্য পালনে যে অক্ষম এটা প্রমাণ করেছে। অধিকন্তু, এ সরকার রণাঙ্গনে আক্রমণাত্মক অভিযান চালিয়ে এবং তার মধ্য দিয়ে যে যুদ্ধ দেশে সাধারণ সংকট তীব্রতর হওয়ার প্রধান কারণ সেই যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করে অবস্থাকে আরও খারাপ করে তুলেছে।

ফল হল—সরকারে সম্পূর্ণ অস্থির অবস্থা, সংকট এবং কর্তৃত্ব ভেঙে পড়ার অবস্থা, যার সম্পর্কে সকলেই চেঁচাচ্ছে কিন্তু এগুলো দূর করার জন্য সত্যকার কোন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না।

সরকার থেকে ক্যাডেটদের পদত্যাগ হল কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার অস্তিত্বের চরম কৃত্রিমতা এবং অবাস্তবতার আরও একটি প্রমাণ।

এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমাদের সেনাবাহিনীর তাদের বহু পরিচিত অভিযানের পর পশ্চাদপসরণ দেখিয়ে দিয়েছে আক্রমণাত্মক অভিযানের নীতি কতখানি মারাত্মক ছিল, যার ফলে সংকটের তীব্রতা চরম পর্যায়ে উঠেছে, সরকারের সম্মানের ভিত্তিতে আঘাত করেছে এবং 'দেশী' ও 'সহযোগী' বুর্জোয়াদের কাছ থেকে ঋণ লাভ থেকে সরকারকে বঞ্চিত করছে।

পরিস্থিতি জটিল ছিল।

বিপ্লবের 'ত্রাণকর্তাদের সামনে দুটি পথ খোলা ছিল।

হয় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া এবং আরেকটি 'আক্রমণাত্মক অভিযান' শুরু করা যার অর্থ হল প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াদের হাতে অবশ্যম্ভাবীরূপে ক্ষমতার হস্তান্তর যাতে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের সাহায্যে অর্থ পাওয়া যেতে পারত—কারণ এছাড়া বুর্জোয়ারা সরকারে যোগদান করত না, অভ্যন্তরীণ ঋণ সংগ্রহ করা যেত না এবং ব্রিটেন ও আমেরিকা ঋণ দিতে অস্বীকার করত—এই পরিস্থিতিতে দেশকে 'রক্ষা' করার তাৎপর্য হল রুশ এবং 'মিত্রপক্ষীয়' সাম্রাজ্য-বাদী হাঙরদের স্বার্থে শ্রমিক-কৃষকের পকেট কেটে যুদ্ধের খরচ যোগানো।

অথবা বিপ্লব এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কৃষকদের হাতে জমি ফিরিয়ে দিতে, শিল্পে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও পুঁজিপতি এবং জমিদাররা যে মুনাফা লুটেছিল তাকে কাজে লাগিয়ে বিধ্বস্ত জাতীয় অর্থনীতি পুনরুজ্জীবনের স্বার্থে শ্রমিক এবং গরিব কৃষকদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা, শান্তির জন্য গণতান্ত্রিক শর্তাবলী ঘোষণা করা এবং যুদ্ধ বন্ধ করা দরকার।

প্রথম পদক্ষেপের তাৎপর্য হল—শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির উপর বিত্তবান শ্রেণীগুলির ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে তোলা এবং রাশিয়াকে ব্রিটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের উপনিবেশে পরিণত করা।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ ইউরোপে শ্রমিক বিপ্লবের যুগের সূচনা করবে, যে আর্থিক দায়ের জালে রাশিয়া জড়িয়েছে সে শৃংখল ছিন্ন করবে, বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থার যেটা ভিত্তি তাকে নাড়িয়ে দেবে এবং রাশিয়ার সত্যিকারের মুক্তির পথ প্রশস্ত করবে।

৩রা এবং ৪ঠা জুলাইয়ের বিক্ষোভ-মিছিল ছিল সোশ্যালিষ্ট পার্টিগুলির কাছে শ্রমিক ও সৈনিকদের দ্বিতীয় পন্থাটি গ্রহণের জন্য আহ্বান; এটা বিপ্লবকে আরও বিকশিত করার পন্থা।

ওটাই ছিল তার রাজনৈতিক মর্মবস্তু এবং সেখানেই নিহিত ছিল তার মহান ঐতিহাসিক তাৎপর্য।

কিন্তু অস্থায়ী সরকার, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিক মন্ত্রীত্ব-কামী দলগুলি যারা শ্রমিক এবং কৃষকদের বিপ্লবী কার্যক্রম থেকে নয়, বুর্জোয়া ক্যাডেটদের সঙ্গে সমঝওতা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শক্তি সঞ্চয় করেছিল তারা প্রথম পন্থাটিই পছন্দ করেছিল; এ পন্থা হল প্রতিবিপ্লবীদের পথের সঙ্গে সামঞ্জস্যসাধন।

বিক্ষোভ-মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া বা ক্ষমতা হাতে নিয়ে তাদের সহযোগিতায় 'দেশীয়' এবং 'সহযোগী' সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের প্রকৃত মুক্তির জন্য সংগ্রাম করার পরিবর্তে তারা প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াদের সঙ্গে ঐক্য গড়ল ; বিক্ষোভে অংশ-গ্রহণকারী মানুষ, শ্রমিক এবং সৈনিকদের ওপর সামরিক ক্যাডেট ও কশাকদের লেলিয়ে দিয়ে তাদের দিকে অস্ত্র ঘুরিয়ে ধরল।

এর ফলে তারা বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং প্রতিবিপ্লবের পথ উন্মুক্ত করে দিল।

এবং পাতাল থেকে উঠে এল পঙ্ক ও কর্দম এবং যা কিছু মহৎ ও মহিমময় তাকে ডুবিয়ে দিল।

পুলিসের তল্লাশি এবং হামলা, গ্রেপ্তার ও নিপীড়ন, অত্যাচার ও হত্যা, সংবাদপত্র এবং গণসংগঠনগুলি জোর করে বন্ধ করে দেওয়া, শ্রমিকদের নিরস্ত্র করা এবং সৈন্যদল ভেঙে দেওয়া, ফিনিশ সংসদ বাতিল, স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ এবং মৃত্যুদণ্ড পুনঃপ্রবর্তন, হামলাবাজ গুণ্ডা এবং গোয়েন্দাদের ইচ্ছেমতো যা খুশী করার ঢালাও স্বাধীনতা দেওয়া, মিথ্যাচার এবং জঘন্য কুৎসা এবং এ সবকিছুই সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিকদের গৌন সম্মতিতে করে যাওয়া—এগুলিই হল প্রতিবিপ্লবীদের প্রথম পদক্ষেপ।

মিত্রপক্ষীয় এবং রুশ সাম্রাজ্যবাদী, ক্যাডেট পার্টি, উর্ধ্বতন সামরিক অফিসার, সামরিক ক্যাডেটরা, কশাক ও গোয়েন্দাবাহিনীর লোকজনেরা—এরাই হল প্রতিবিপ্লবের শক্তি।

এই গোষ্ঠীগুলির হুকুমে অস্থায়ী সরকারের সদস্যের তালিকা স্থির হয়, এবং মন্ত্রীরা পুতুলের মতো হাজির হয় আর অদৃশ্য হয়।

এই গোষ্ঠীগুলির নির্দেশেই বলশেভিক এবং চেরনভের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করা হল, সেনাবাহিনী এবং নাবিকরা অবাঞ্ছিত বলে ছাঁটাই হল, সৈনিকদের গুলি করে মারা হল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদল ভেঙে দেওয়া হল, অস্থায়ী সরকারকে কেরেনস্কির ক্রীড়নকে এবং সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিকে এই খেলনার একটি সামান্য অঙ্গতে পরিণত করা হল, 'বিপ্লবী গণতন্ত্র' নির্লজ্জের মতো তার অধিকার এবং কর্তব্যগুলি বর্জন করল, এবং জারের ডুমার যে অধিকার অতি সম্প্রতি বিলোপ করা হয়েছিল, তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হল।

অবস্থা এতদূর গড়িয়েছে যে 'উইন্টার প্যালেসে' (২১শে জুলাই) অনুষ্ঠিত 'ঐতিহাসিক সম্মেলনে'[৪৬] বিপ্লবকে সংযত করার জন্য একটি দ্ব্যর্থহীন চুক্তি (ষড়যন্ত্র!) সম্পাদিত হল এবং বলশেভিকরা এই চুক্তি ফাঁস করে দেবে এই ভয়ে তাদের সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হল না।

এবং পরিকল্পিত 'মস্কো সম্মেলন' এখনো হতে বাকী আছে, যে সম্মেলনে রক্তমূল্যে অর্জিত স্বাধীনতা সম্পূর্ণ গলা টিপে মারার উদ্দেশ্য তাদের আছে।…

আর এ সবকিছুই হল মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সহযোগিতায়, যারা কাপুরুষের মতো একটার পর একটা অবস্থান সমর্পণ করছিল, বিনীতভাবে নিজেদের ও তাদের সংগঠনগুলিকে সংশোধন করছিল, এবং অপরাধীর মতো বিপ্লবে অর্জিত সুফলগুলি পদদলিত করছিল।…

এই ঐতিহাসিক দিনগুলিতে গণতন্ত্রের 'প্রতিনিধিরা' এখনকার মতো আগে কখনো এমন হীন ভূমিকা পালন করেনি!

আগে কখনো তারা এমন গভীর কলংকে নিমজ্জিত হয়নি!

অতঃপর, প্রতিবিপ্লবীরা যে বেহায়া হয়ে উঠেছে এবং যা কিছু সম্মানার্হ এবং বিপ্লবী তাতে কলংকলেপন করছে এতে আশ্চর্য হবার কি আছে?

অতঃপর দুর্নীতিবাজ ভাড়াটে এবং কাপুরুষ কুৎসা রটনাকারীরা আমাদের পার্টি-নেতাদের বিরুদ্ধে খোলাখুলি 'বিশ্বাসঘাতকতার' 'অভিযোগ' করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে, বুর্জোয়া সংবাদপত্রের দস্যু লেখকরা ঔদ্ধত্য সহকারে এই 'অভিযোগ' ছাপিয়েছে, তথাকথিত অভিযোগকারী কর্তৃপক্ষ বেহায়ার মতো 'লেনিন মামলার' তথাকথিত প্রমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করেছে এতে আশ্চর্য হবার কি আছে?

এই গোষ্ঠী স্পষ্টতঃই আমাদের সাধারণ কর্মীদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে চায়, আমাদের মধ্যে সন্দেহ এবং ঘৃণার বীজ বপন করতে চায়, আমাদের নেতাদের সম্পর্কে অবিশ্বাস সৃষ্টি করতে চায়।

হতভাগ্য জীবেরা! তারা জানে না আমাদের নেতারা আজকে শ্রমিকশ্রেণীর কাছে যতখানি আপন এবং প্রিয় হয়ে উঠেছেন আগে কখনো তা ছিল না, আর জঘন্য বুর্জোয়ারা উদ্ধত হয়ে উঠেছে, তারা তাঁদের নামে কলংকলেপন করছে!

দুর্নীতিবাজ ভাড়াটের দল! তাদের মনে এ সন্দেহও আসছে না যে বুর্জোয়াদের ভাড়াটে দালালদের নোংরা কুৎসা যত অশ্লীল হয়ে উঠবে, নেতাদের জন্য শ্রমিকদের ভালবাসা ততই গভীর হবে, তাঁদের প্রতি বিশ্বাস আরও দৃঢ় হবে; কারণ তারা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জানে যে, যখন শত্রু

সর্বহারার নেতাদের উদ্দেশে গালাগালি করছে, এটা সুনিশ্চিত লক্ষণ যে নেতারা সততার সঙ্গে সর্বহারার স্বার্থ রক্ষা করছেন।

নির্লজ্জ, অসৎ কুৎসা রটনাকারী আলেক্সিনস্কি এবং বার্ৎসেভ, পেরেভারজেভ এবং ডোব্রোনরাভব মহোদয়রা—আমাদের উপহার গ্রহণ করুন! পেত্রোগ্রাদের ৩২,০০০ শ্রমিক যারা আমাদের নির্বাচিত করেছে তাদের পক্ষ থেকে আমরা এই উপহার আপনাকে দিচ্ছি। গ্রহণ করুন, আর আপনাদের মরণকাল পর্যন্ত ধারণ করুন। এটাই আপনাদের প্রাপ্য।

এবং আপনারা, পুঁজিপতি এবং জমিদাররা, ব্যাঙ্ক-মালিক এবং মুনাফাখোর, পাদ্রী এবং গোয়েন্দা মহোদয়গণ—যারা সকলে জনগণের জন্য শেকল তৈরী করছেন—আপনারা বিজয় উৎসবটা বড় আগে করছেন। আপনারা যদি ভেবে থাকেন মহান রাশিয়ার বিপ্লবকে কবর দেবার সময় এসেছে, আপনারা আপনাদের হিসাবে ভুল করেছেন।

কবর খননকারী মহোদয়গণ, বিপ্লব বেঁচে আছে এবং এর শক্তির পরিচয় আবার পাওয়া যাবে।

যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক বিশৃংখলা এখনো চলছে এবং যে ক্ষত তারা সৃষ্টি করছে বর্বর দমনপীড়ন চালিয়ে সে ক্ষত সারানো যাবে না।

বিপ্লবের অন্তর্নিহিত শক্তি আজও জীবিত এবং দেশকে বিপ্লবের পথে নিয়ে যেতে তারা নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

কৃষকরা এখনো জমি পায়নি। তারা লড়াই করবে, কারণ জমি ছাড়া তারা বাঁচতে পারে না।

শ্রমিকরা এখনো মিল এবং কারখানাগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জন করেনি। তারা এর জন্য সংগ্রাম করবে, কারণ শিল্পক্ষেত্রে বিশৃংখলা তাদের কর্মচ্যুত হওয়ার বিপদ সৃষ্টি করছে।

সৈনিক এবং নাবিকদের পুরানো নিয়ম-শৃংখলার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। তারা স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করবে, কারণ তারা এ অধিকার অর্জন করেছে।

না, প্রতিবিপ্লবী মহাশয়রা, বিপ্লব মরেনি, কেবল অপেক্ষায় রয়েছে, নতুন অনুগামী সংগ্রহ করে তারপর দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে।

'আমরা বেঁচে আছি! আমাদের গাঢ় লাল রক্ত অব্যবহৃত শক্তির আগুনে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে!

এবং ওদিকে, পশ্চিমে, ব্রিটেন এবং জার্মানিতে, ফ্রান্স এবং অস্ট্রিয়ায়—ইতোমধ্যেই কি শ্রমিক-বিপ্লবের পতাকা উড়ছে না, শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলি গঠিত হচ্ছে না ?

এখনো লড়াই হবে !

এখনো বিজয় অর্জিত হবে !

যেটা প্রয়োজন তা হচ্ছে আগামী লড়াইয়ের জন্য উপযুক্ত এবং সংগঠিত-ভাবে তৈরী হওয়া।

শ্রমিকগণ, আপনাদের সামনে রুশ-বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণের সম্মানীয় দায়িত্ব এসে পড়েছে। জনগণকে আপনাদের পাশে সমাবেশ করুন এবং আমাদের পার্টির পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করুন। স্মরণ করুন—জুলাইয়ের সেই কঠিন দিনগুলিতে যখন জনগণের শত্রুরা বিপ্লবের ওপর আঘাত হানছিল, বলশেভিকরাই একমাত্র পার্টি যারা শ্রমিকশ্রেণী অধ্যুষিত জেলাগুলি ছেড়ে পালায়নি। স্মরণ করুন সেই কঠিন দিনগুলিতে যারা শ্রমিকদের দমন এবং নিরস্ত্র করেছিল মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা তাদের সঙ্গে এক শিবিরে ছিল।

কমরেডগণ ! আমাদের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হোন !

কৃষকগণ, আপনাদের নেতারা আপনাদের আশা পূরণ করেনি। তারা প্রতিবিপ্লবীদের পথ অনুসরণ করেছে এবং আপনারা ভূমিহীন অবস্থাতেই রয়েছেন; যতদিন প্রতিবিপ্লবীরা প্রভুত্ব করবে ততদিন আপনারা ভূসম্পত্তি পাবেন না। আপনাদের সত্যকার মিত্র হল শ্রমিকরা। কেবল তাদের সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ হয়েই আপনারা জমি এবং স্বাধীনতা লাভ করবেন। সুতরাং, শ্রমিকদের পাশে সমবেত হোন !

সৈনিকগণ, সৈন্য এবং জনগণের মৈত্রীতেই বিপ্লবের শক্তি নিহিত রয়েছে। মন্ত্রী আসে মন্ত্রী যায় কিন্তু জনগণ অমর। তাহলে সর্বদা জনগণের সঙ্গে থাকুন এবং তাদের মধ্যে থেকে লড়াই করুন !

প্রতিবিপ্লব নিপাত যাক !

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক !

সমাজবাদ এবং জনগণের মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক !

রাবোচি ই সোল্‌দাৎ, সংখ্যা ২
২৪শে জুলাই, ১৯১৭

রু. সো. ডি. লে. পার্টির (বলশেভিক)
পেত্রোগ্রাদ শহর সম্মেলন

দুটি সম্মেলন[47]

দুটি সম্মেলন। শহরের সম্মেলন এবং পেত্রোগ্রাদ সম্মেলন—দুটোই।

একটি মেনশেভিকদের সম্মেলন। অন্যটি বলশেভিকদের সম্মেলন।

প্রথমটি মোট ৮,০০০ শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব করছে।

দ্বিতীয়টি প্রতিনিধিত্ব করছে ৩২,০০০ শ্রমিকের।

প্রথমটির চিত্র হল হট্টগোল এবং ভাঙন, কারণ এটা দুটো ভাগ হয়ে যাবার মুখেই রয়েছে।

দ্বিতীয়টির চিত্র হল একতা এবং সংহতির চিত্র।

প্রথমটি ক্যাডেট বুর্জোয়াদের সঙ্গে সমঝওতার মধ্যে তার শক্তি অর্জন করেছে। এবং ঠিক এ কারণেই এটা দুভাগ হয়েছে, কারণ মেনশেভিকদের মধ্যে এখনো সং লোক আছে যারা বুর্জোয়াদের পথ অনুসরণ করতে চায় না।

অপরপক্ষে দ্বিতীয়টি, বুর্জোয়াদের সঙ্গে রফা করে তার শক্তি অর্জন করেনি, পরন্তু পুঁজিপতি এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে শক্তি অর্জন করেছে।

প্রথমটির বিশ্বাস—বলশেভিকবাদের উৎখাতে এবং বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যেই 'দেশের মুক্তি' নিহিত রয়েছে।

দ্বিতীয়টির বিশ্বাস হল—প্রতিবিপ্লবী এবং তাদের 'সমাজবাদী' লেজুড়দের ঝেঁটিয়ে দূর করার মধ্যেই দেশের মুক্তি নিহিত রয়েছে।

ওরা বলে—বলশেভিকবাদ মৃত এবং কবরস্থ।

কিন্তু আমাদের মাননীয় কবর খননকারীরা আমাদের কবর দেওয়ার জন্য অসঙ্গত তৎপরতা দেখাচ্ছে। আমরা এখানো জীবিত, আমাদের আওয়াজে কেঁপে ওঠার, পালানোর বহু সুযোগ এখনো বুর্জোয়ারা পাবে।

একদিকে ৩২,০০০ ঐক্যবদ্ধ বলশেভিক বিপ্লবের সপক্ষে দাঁড়াচ্ছেন; অপরপক্ষে, ৮,০০০ বিশৃংখল মেনশেভিক যাদের মধ্যে অধিকাংশ বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তারা রয়েছে। কমরেড শ্রমিকগণ, বেছে নিন!

রাবোচি ই সোল্‌দাৎ, সংখ্যা ২
২৪শে জুলাই, ১৯১৭
স্বাক্ষরবিহীন

নতুন সরকার

মন্ত্রীত্বে রদবদল শেষ। নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। ক্যাডেটরা, ক্যাডেটদের সমর্থক, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি, মেনশেভিক—এদের নিয়েই গঠিত।

ক্যাডেট পার্টি সন্তুষ্ট। তাদের প্রধান দাবিগুলি গৃহীত হয়েছে। তারা নতুন সরকারের কার্যকলাপের ভিত্তি হিসাবে ভূমিকা পালন করবে।

ক্যাডেটরা চেয়েছিল সোভিয়েতগুলির কাঁধে চেপেই সরকার শক্তিশালী হোক এবং তারা সোভিয়েতগুলি থেকে স্বতন্ত্র, স্বাধীন থাকবে। সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিকদের মতো 'কু-পরিচালক' দ্বারা পরিচালিত সোভিয়েতগুলি এতে রাজী হয়েছে, অতঃপর তারা নিজেদের মৃত্যুপরোয়ানায় স্বাক্ষর করেছে।

ক্যাডেটরা যা চেয়েছিল পেয়েছে : অস্থায়ী সরকারই এখন সর্বময় কর্তা।

ক্যাডেটরা চেয়েছিল 'সেনাবাহিনীর মনোবলের পুনরুজ্জীবন' অর্থাৎ, সেনাবাহিনীতে 'লৌহকঠিন শৃংখলা' এবং কেবল তাদের ঠিক ওপরতলার কম্যাণ্ডারদের কাছে আনুগত্য, যারা, তাদের ক্ষেত্রে একমাত্র সরকারের কাছেই অনুগত হবে। সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিকদের দ্বারা পরিচালিত সোভিয়েতগুলি এতেও সম্মত হয়েছে, এইভাবে তারা নিজেদের নিরস্ত্র করেছে।

ক্যাডেটরা যা চেয়েছিল তারা তা পেয়েছে : সেনাবাহিনী রাখার অধিকার থেকে বঞ্চিত সোভিয়েতগুলি, আর সেনাবাহিনী কেবলমাত্র ক্যাডেটদের সমর্থক লোকজন নিয়ে গঠিত সরকারের কাছেই অনুগত।

ক্যাডেটরা মিত্রশক্তিগুলির সঙ্গে নিঃশর্ত ঐক্য দাবি করেছিল। সোভিয়েত-গুলি তাদের 'আন্তর্জাতিক' ঘোষণাগুলির কথা ভুলে দেশের প্রতিরক্ষার স্বার্থে এই পন্থাটি 'দৃঢ়ভাবে স্বীকার করে নিয়েছে' এবং তথাকথিত ৮ই জুলাইয়ের কর্মসূচী একটা ঠিকানাহীন উড়োচিঠিতে পরিণত হয়েছে।

ক্যাডেটরা যা চেয়েছিল পেয়েছে : 'ক্ষমাহীন' যুদ্ধ, 'শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ'।

ক্যাডেটদের মুখেই শুনুন :

'ক্যাডেটদের দাবি নিঃসন্দেহে সমগ্র সরকারের কার্যকলাপের ভিত্তি হিসাবে গৃহীত

হয়েছে।…ঠিক এই কারণে, তার প্রধান দাবিগুলি গৃহীত হবার পর, ক্যাডেট পার্টি—বিশেষ করে পার্টি মতবিরোধের জন্য বিবাদকে দীর্ঘায়িত করা অবিবেচনার কাজ বলে মনে করেছিল।' কারণ ক্যাডেটরা জানে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে 'সংখ্যাত ৮ই জুলাইয়ের কর্মসূচীর গণতান্ত্রিক উপাদানগুলির জন্য অতি সংক্ষিপ্ত সময় বা সুযোগ থাকবে' (রেচ দেখুন)।

এতেই যথেষ্ট পরিষ্কার।

একটা সময় ছিল যখন সোভিয়েতগুলি একটি নতুন জীবন গড়ে তুলছিল, বিপ্লবী সংস্কারসাধন করছিল এবং অস্থায়ী সরকারকে ডিক্রি এবং অনুশাসনের দ্বারা এই পরিবর্তনগুলি স্বীকার করে নিতে বাধ্য করছিল।

সেটা হয়েছিল মার্চ এবং এপ্রিল মাসে।

সে সময় অস্থায়ী সরকার সোভিয়েতগুলির নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল এবং সোভিয়েতের বিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণে তার অবিপ্লবী পতাকা ধার দিয়েছিল।

এখন একটা সময় এসেছে যখন অস্থায়ী সরকার পিছন ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছে, প্রতিবিপ্লবী 'সংস্কার' ব্যবস্থাগুলি প্রবর্তন করছে এবং সোভিয়েতগুলি তাদের জোলো প্রস্তাব গ্রহণ করে নীরবে এই ব্যবস্থাগুলির প্রতি সমর্থন জানাতে 'বাধ্য' হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি, সমস্ত সোভিয়েতগুলির প্রতিনিধিরা, এখন অস্থায়ী সরকারের নেতৃত্ব অনুসরণ করে চলেছে; এবং তাদের বিপ্লবী বুকনির মুখোস দিয়ে অস্থায়ী সরকারের প্রতিবিপ্লবী চেহারাকে আড়াল করছে।

স্পষ্টতঃই ভূমিকার পরিবর্তন ঘটেছে, এবং সেটা সোভিয়েতগুলির পক্ষে নয়।

হ্যাঁ, ক্যাডেটদের 'সন্তুষ্ট' হবার যুক্তি আছে।

সেটা দীর্ঘদিনের জন্য কিনা নিকট ভবিষ্যৎ দেখিয়ে দেবে।

রাবোচি ই সোল্দাৎ, সংখ্যা ৩
২৮শে জুলাই, ১৯১৭
সম্পাদকীয়

সংবিধান-পরিষদের নির্বাচন[৪৮]

সংবিধান-পরিষদের জন্য নির্বাচনী প্রচার-অভিযান শুরু হয়েছে। পার্টিগুলি ইতোমধ্যেই তাদের শক্তি সমাবেশ করছে। ক্যাডেটদের সম্ভাব্য প্রার্থীরা ইতোমধ্যেই দেশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের নির্বাচনে জয়লাভের সম্ভাবনা বাজিয়ে দেখছে। সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা এই নির্বাচন 'সংগঠিত' করার জন্য পেত্রোগ্রাদের প্রাদেশিক কৃষক প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহ্বান করেছে। নারদ্‌নিকদের অন্য একটি গ্রুপ এই উদ্দেশ্যে মস্কোতে নিখিল রুশ কৃষক ইউনিয়ন[৪৯]-এর কংগ্রেস আহ্বান করছে। একই সঙ্গে গ্রামদেশে নির্বাচনী অভিযান সার্থকভাবে পরিচালনা হচ্ছে কিনা তাই দেখাশুনার অন্যতম উদ্দেশ্য নিয়ে পার্টি-নিরপেক্ষ 'কৃষক ডেপুটিদের গ্যারিসন সোভিয়েতগুলি' স্বতঃস্ফূর্তভাবে গজিয়ে উঠছে। এই উদ্দেশ্যে ঐ একই গ্রামাঞ্চল থেকে আগত শ্রমিকরা অগণিত সমিতি গঠন করছে এবং গ্রামগুলিতে লোকজন এবং প্রচার-পত্র পাঠাচ্ছে। পরিশেষে কারখানাগুলি আলাদা-আলাদাভাবে গ্রামাঞ্চলে নির্বাচনী প্রচার-অভিযান চালানোর জন্য বিশেষ প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে। অগণিত ব্যক্তিগত 'প্রতিনিধিরা' ছাড়াও সৈনিক এবং নাবিকদের পাঠানো হচ্ছে যারা দেশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং কৃষকদের কাছে 'শহর থেকে খবর' সংগ্রহ করে আনছে।

স্পষ্টতঃই, জনগণের ব্যাপকতম অংশ এই মুহূর্তের তাৎপর্য এবং সংবিধান-পরিষদের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে। প্রত্যেকেই অনুভব করছে গ্রামের জেলাগুলি, যেগুলি, জনগণের অধিকাংশের প্রতিনিধিত্ব করে, তারাই চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করবে এবং সেখানেই সকল সম্ভাব্য শক্তি নিয়োজিত করতে হবে। এ সবকিছুর সঙ্গে—যারা গ্রামাঞ্চলে আমাদের প্রধান সমর্থক, সেই খেতমজুর-দের ছত্রভঙ্গ এবং অসংগঠিত অবস্থা, এই ঘটনা যুক্ত হয়ে গ্রামাঞ্চলে আমাদের কাজ চালানো আরও দুরূহ করে তুলছে। শহুরে শ্রমিক, যারা শহরের অধি-বাসীদের মধ্যে সবচেয়ে সংগঠিত অংশ তাদের তুলনায় গ্রামাঞ্চলের মজুররা আরও বেশি অসংগঠিত। কৃষক ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলি মূলতঃ কৃষকদের মধ্যবিত্ত এবং স্বচ্ছল অংশকে সংগঠিত করে, স্বভাবতঃই তারা 'উদারপন্থী

জমিদার এবং পুঁজিপতিদের সঙ্গে' সমঝওতায় আগ্রহী। তারাই আবার গ্রামাঞ্চলের সর্বহারা এবং আধাসর্বহারা অংশকেও নেতৃত্ব দেয় এবং সমঝওতা-কারী ক্রদোভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টিগুলির প্রভাবে তাদের নিয়ে আসে। কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদের ও গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী-সংগ্রামের অপর্যাপ্ত বিকাশ এবং এ ধরনের সমঝওতাবাদী নীতির অনুকুল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

আমাদের পার্টির আশু কর্তব্য হল কৃষকদের দরিদ্রতর অংশকে ক্রদোভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের প্রভাবমুক্ত করা এবং শহুরে শ্রমিকদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্কে ঐক্যবদ্ধ করা।

ঘটনার গতি নিজেই এদিকে এগুচ্ছে, প্রতি পদে সমঝওতাবাদী নীতির ব্যর্থতা উদ্ঘাটিত করছে। আমাদের পার্টি-কর্মীদের দায়িত্ব সংবিধান-পরিষদের নির্বাচনে এই নীতির প্রচণ্ড ক্ষতিকারক দিকটি উদ্ঘাটিত করার জন্য চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত গিয়ে হস্তক্ষেপ করা এবং এইভাবে কৃষক সমাজের দরিদ্রতর অংশকে শহরের সর্বহারা শ্রমিকের চারিপাশে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করা।

এই উদ্দেশ্যে আশু প্রয়োজন গ্রামীণ এলাকাগুলিতে আমাদের পার্টির ছোট ছোট সংগঠন তৈরী করা এবং তাদের শহরের পার্টি-কমিটিগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত করা। আমাদেরকে গরিব কৃষক নরনারীকে নিয়ে প্রত্যেক গ্রামীণ জেলা, প্রত্যেক জেলা, প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকায় পার্টি গ্রুপ তৈরী করতে হবে। এই গ্রুপগুলিকে আমাদের শিল্প কেন্দ্রগুলির সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক পার্টি-কমিটির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এই কমিটিগুলির দায়িত্ব হবে গ্রুপগুলিকে প্রয়োজনীয় নির্বাচনী মালমসলা, সাহিত্য এবং কর্মী যোগানো।

কেবল এই পথেই এবং ধারাবাহিক প্রচার চালানোর মধ্য দিয়েই শহর এবং গ্রামাঞ্চলের সর্বহারাশ্রেণীর মধ্যে সত্যকার ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

পুঁজিপতি এবং জমিদারদের সঙ্গে আমরা চুক্তি করার বিরোধী, কারণ আমরা জানি এ ধরনের চুক্তির ফলে শ্রমিক-কৃষকদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হতে বাধ্য।

কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সাধারণভাবে আমরা সব চুক্তিরই বিরোধী।

আমরা সম্পত্তিহীন কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত নয় এমন কৃষকদের গ্রুপের সঙ্গে চুক্তি করার পক্ষে; বাঁচার তাগিদ এদের পুঁজিপতি এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের পথে ঠেলে দিচ্ছে।

আমরা কোন রাজনৈতিক পক্ষভুক্ত নয় এমন সৈনিক এবং নাবিকদের

সংগঠনের সঙ্গে চুক্তি করতে রাজী আছি ; এবা ধনিকদের ওপর নয়, গরিবদের ওপর, বুর্জোয়াদের সরকারের ওপর নয় কিন্তু জনগণের ওপর এবং সর্বোপরি শ্রমিকশ্রেণীর ওপর গভীরভাবে আস্থাশীল। যেহেতু তারা আমাদের পার্টির সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায় না বা পারে না সেহেতু এ ধরনের গ্রুপ বা সংগঠনগুলিকে তাড়িয়ে দেওয়া অবিবেচনাপ্রসূত এবং ক্ষতিকর হবে।

এই কারণে গ্রামাঞ্চলে আমাদের পার্টির নির্বাচনী প্রচার-অভিযানের অবশ্য লক্ষ্য হবে ওই ধরনের গ্রুপ এবং সংগঠনের সঙ্গে পরস্পরের বোধগম্য একটি সাধারণ ভাষা খুঁজে বার করা, একটি সাধারণ বিপ্লবী মঞ্চ গড়ে তোলা, সকল নির্বাচনী ক্ষেত্রগুলিতে তাদের সঙ্গে মিলিতভাবে যুক্ত প্রার্থীতালিকা রচনা করা —যাতে 'অধ্যাপক' এবং 'পণ্ডিতব্যক্তিরা' তালিকাভুক্ত হবে না, তালিকাভুক্ত হবে কৃষক, সৈনিক এবং নাবিকরা যারা জনগণের দাবিগুলি দৃঢ়ভাবে সমর্থনের জন্য প্রস্তুত।

কেবল এ পথেই আমাদের বিপ্লবের নেতা সর্বহারার পাশে গ্রামীণ শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপক অংশকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হবে।

কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত নয় এমন গ্রুপের জন্য দীর্ঘ সময় নিয়ে খোঁজাখুঁজির প্রয়োজন নেই কারণ সর্বত্রই প্রতিনিয়ত তারা গজিয়ে উঠছে। তারা প্রতিনিয়তই জন্ম নেবে অস্থায়ী সরকারের প্রতি ক্রমবর্ধমান অবিশ্বাসের জন্য, যে অস্থায়ী সরকার কৃষকদের সমিতিগুলিকে জমিদারদের জমি বিলি-বণ্টনে বাধা দিচ্ছে। তারা সৃষ্টি হচ্ছে এবং সৃষ্টি হতে থাকবে কারণ কৃষক ডেপুটিদের নিখিল রুশ কার্যকরী সমিতির—যে সমিতি অস্থায়ী সরকারের পদাংক অনুসরণ করে চলেছে তার নীতি সম্পর্কে অসন্তোষের ফলে। এর উদাহরণ হল—সম্প্রতি গঠিত 'পেত্রোগ্রাদের কৃষক ডেপুটিদের সোভিয়েত'।[৫০] এতে আছে নগরীর গোটা সৈন্যদলের লোকজন, এবং গড়ে ওঠার মুহূর্ত থেকেই অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে ও কৃষক ডেপুটিদের নিখিল রুশ কার্যকরী সমিতির সঙ্গে এর বিরোধ সৃষ্টি হয়।

নিম্নলিখিত আদর্শ কর্মসূচীই এ ধরনের কৃষক এবং সৈনিকদের দল-নিরপেক্ষ সংগঠনের চুক্তির ভিত্তিভূমি হিসাবে কাজ করতে পারে :

১। আমরা জমিদার এবং পুঁজিপতি ও তাদের 'জন-স্বাধীনতার পার্টি'র বিরোধী, কারণ তারা, একমাত্র তারাই রুশ জনগণের প্রধান শত্রু। ধনী এবং তাদের সরকারের প্রতি কোন আস্থা, কোন সমর্থন নয়!

২। আমরা আমাদের আস্থা এবং সমর্থন শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি ন্যস্ত করছি, যারা হল সমাজতন্ত্রের একনিষ্ঠ প্রবক্তা; আমরা জমিদার এবং পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে কৃষক, সৈনিক এবং নাবিকদের মধ্যে মৈত্রী এবং চুক্তির সপক্ষে।

৩। আমরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে, কারণ এ যুদ্ধ পররাজ্য গ্রাসের জন্য যুদ্ধ। শান্তির পক্ষে যে-কোন কথাবার্তা শূন্যগর্ভ বাগাড়ম্বর হয়ে থাকবে যতক্ষণ ব্রিটিশ এবং ফরাসী পুঁজিপতিদের সঙ্গে জারের গোপন চুক্তির ভিত্তিতে যুদ্ধ চলতে থাকবে।

৪। আমরা সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের দৃঢ়পণ সংগ্রামের দ্বারা দ্রুততম পথে যুদ্ধ অবসানের পক্ষে।

৫। আমরা শিল্পে নৈরাজ্য সৃষ্টির বিরুদ্ধে, যেটা পুঁজিপতিরা বাড়িয়ে তুলছে। আমরা শিল্পে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণের সপক্ষে; আমরা শ্রমিকদের নিজস্ব হস্তক্ষেপে গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে শিল্প সংগঠিত হওয়ার এবং শ্রমিকদের দ্বারা স্বীকৃত একটি সরকারের সপক্ষে।

৬। আমরা শহর ও গ্রামের মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্য সুসংগঠিতভাবে বিনিময় ব্যবস্থার পক্ষে, যাতে শহরে যথেষ্ট পরিমাণ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ হতে পারে এবং গ্রাম্য জেলাগুলি চিনি, প্যারাফিন, জুতো, সুতীবস্ত্র, ধাতুনির্মিত দ্রব্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের যোগান পেতে পারে।

৭। আমরা রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের ভরণপোষণে প্রদত্ত সম্পত্তি, রাষ্ট্রের অধীন, রাজা, জমিদার, মঠ এবং গির্জার মালিকানাধীন সমস্ত জমি বিনা ক্ষতিপূরণে সমগ্র জনগণের হাতে সমর্পণের পক্ষে।

৮। আমরা জমিদারদের মালিকানাধীন সকল পতিত চাষযোগ্য জমি ও গোচারণভূমি—গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত কৃষক-কমিটির হাতে **এই মুহূর্তে** তুলে দেওয়ার পক্ষে।

৯। আমরা চাষের কাজের জন্য যে সকল অব্যবহৃত প্রাণী এবং সাজ-সরঞ্জাম জমিদারদের দখলে রয়েছে বা গুদামে রয়েছে সেগুলি কৃষিকার্য, ফসল কাটা, ফসল তোলা ইত্যাদি কাজে ব্যবহারের জন্য **অবিলম্বে** কৃষক-কমিটির হাতে অর্পণ করার পক্ষে।

১০। আমরা সকল অক্ষম সৈনিক, সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকদের বিধবা এবং অনাথ সন্তানরা যাতে মানুষের উপযুক্ত ভদ্র জীবনযাপন করতে পারে তার জন্য যথেষ্ট ভাতা দেওয়া যায় তার সপক্ষে।

১১। আমরা স্থায়ী সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র ও পুলিস বাহিনী ছাড়া জনগণের সাধারণতন্ত্র গড়ে তোলার সপক্ষে।

১২। স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর পরিবর্তে আমাদের দাবি হল—নির্বাচিত কম্যাণ্ডারসহ জাতীয় রক্ষীবাহিনী।

১৩। নিরঙ্কুশ আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বের পরিবর্তে আমাদের দাবি হল—সরকারী চাকুরিয়ারা নির্বাচিত হবেন এবং তাঁদের প্রত্যাহার করার অধিকার ভোটদাতাদের থাকবে।

১৪। পুলিশ যারা জনগণের ওপর খবরদারী করছে তাদের পরিবর্তে আমাদের দাবি হল—নির্বাচনের সাহায্যে গঠিত একটি আধা সামরিক বাহিনী যাদের প্রত্যাহার করার অধিকার নির্বাচকমণ্ডলীর থাকবে।

১৫। আমরা সৈনিক এবং নাবিকদের বিরুদ্ধে জারী করা 'আদেশ' বাতিলের সপক্ষে।

১৬। আমরা সৈন্যদল ভেঙে দেওয়া এবং সৈনিকদের পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার বিরুদ্ধে।

১৭। আমরা শ্রমিক এবং সৈনিকদের সংবাদপত্র দমনের বিরুদ্ধে, স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ, সমাবেশের অধিকার—সেটা দেশের অভ্যন্তরে বা রণাঙ্গনে যেখানেই হোক সে অধিকার খর্ব করার আমরা বিরুদ্ধে, বিনা বিচারে গ্রেপ্তারের আমরা বিরোধী, আমরা শ্রমিকদের নিরস্ত্রীকরণের বিরোধী।

১৮। আমরা মৃত্যুদণ্ড পুনঃপ্রবর্তনের বিরোধী।

১৯। আমরা রাশিয়ার সকল জাতিকে স্বাধীনভাবে তাদের নিজেদের জীবন আপন ইচ্ছানুসারে গড়ে তোলার অধিকার দানের এবং তাদের মধ্যে কেউই নিষ্পেষিত হবে না এইরকম ব্যবস্থার পক্ষে।

২০। পরিশেষে, আমরা সকল ক্ষমতা শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী সোভিয়েতগুলির হাতে অর্পণ করার পক্ষে, কারণ একমাত্র এই ধরনের ক্ষমতাই যুদ্ধ, অর্থনৈতিক বিশৃংখলা, জীবনধারণের জন্য উচ্চহারে ব্যয় বৃদ্ধি, পুঁজিপতি ও জমিদাররা যারা জনসাধারণের অভাবের সুযোগে নিজেরা স্ফীতকলেবর হয়—দেশকে যে পথে ঠেলে নিয়ে গেছে সেই অন্ধ গলি থেকে উদ্ধার করতে পারে।

এগুলোই হল সাধারণভাবে এই কর্মসূচী যা আমাদের পার্টি সংগঠন এবং পার্টি-নিরপেক্ষ কৃষক ও সৈনিকদের বিপ্লবী গ্রুপগুলির মধ্যে চুক্তির ভিত্তি হিসাবে কাজ করতে পারে।

কমরেডগণ, নির্বাচন এগিয়ে আসছে। দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই হস্তক্ষেপ করুন, নির্বাচনী প্রচার-অভিযান সংগঠিত করুন।

শ্রমজীবী নারী-পুরুষ, সৈনিক এবং নাবিকদের নিয়ে সচল প্রচারকদের গ্রুপগুলি সংগঠিত করুন, কর্মসূচী নিয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষণের ব্যবস্থা করুন।

এই গ্রুপগুলির হাতে যথেষ্ট পরিমাণ প্রচার-পুস্তিকা দিন এবং রাশিয়ার সর্বত্র পাঠান।

তাদের বক্তব্য সংবিধান-পরিষদের আসন্ন নির্বাচনে গ্রামাঞ্চলকে জাগিয়ে তুলুক।

গ্রামীণ জেলা এবং জেলা পার্টি গ্রুপ সংগঠিত করুন ও তাদের চারিপাশে গরিব কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করুন।

গ্রামীণ জেলা, জেলা এবং প্রদেশগুলিতে বিপ্লবী পার্টি সংযোগ এবং সংবিধান পরিষদের প্রার্থী নির্বাচনের জন্য সম্মেলন সংগঠিত করুন।

সংবিধান-পরিষদের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু সংবিধান পরিষদের বাইরে যে জনগণ তাঁদের গুরুত্ব অপরিমেয়। শক্তির উৎস সংবিধান-পরিষদ হবে না, পরন্তু শ্রমিক-কৃষক যারা তাদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নতুন বিপ্লবী বিধানের সৃষ্টি করছে তারাই সংবিধান পরিষদকে এগিয়ে যেতে বাধ্য করবে।

জেনে রাখুন বিপ্লবী জনগণ যত বেশি সংগঠিত হবে, সংবিধান-পরিষদ ততই মনোযোগ সহকারে তাদের বক্তব্য শুনবে এবং রুশ-বিপ্লবের ভবিষ্যৎ ততই সুনিশ্চিত হবে।

অতঃপর, নির্বাচনে প্রধান কর্তব্য হল আমাদের পার্টির চারিধারে কৃষক-সাধারণের ব্যাপক অংশকে ঐক্যবদ্ধ করা।

কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ুন, কমরেডগণ!

রাবোচি ই সোল্দাৎ, সংখ্যা ৪

২৭শে জুলাই, ১৯১৭

স্বাক্ষর: কে. স্তালিন

রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার (বলশেভিক) পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেসে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী

২৬শে জুলাই-৩রা আগস্ট, ১৯১৭[৫১]

১। কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট

২৭শে জুলাই

কমরেডগণ,

কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টে বিগত আড়াই মাস অর্থাৎ মে, জুন ও জুলাই মাসের প্রথমার্ধের কাযকলাপ বিবৃত হয়েছে।

মে মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যাবলী তিনটি ধারায় পরিচালিত হয়েছিল।

প্রথম, কমিটি শ্রমিক এবং সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলির নতুন নির্বাচনের জন্য আহ্বান জানায়। কেন্দ্রীয় কমিটি এই ঘটনাকে ভিত্তি করেই অগ্রসর হয়েছিল যে, আমাদের বিপ্লব শান্তিপূর্ণ পথেই অগ্রসর হচ্ছে, শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলির গঠন এবং অতঃপর সরকার, এদের পরিবর্তন সোভিয়েতগুলির নতুন নির্বাচনের মাধ্যমেই পাবা যায়। আমাদের বিরোধীপক্ষ আমরা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছি বলে অভিযোগ করেছিল। এটা মিথ্যা অপবাদ। আমাদের ও ধরনের কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা বলেছিলাম, সোভিয়েতগুলিতে নতুন নির্বাচন করে তাদের কার্যকলাপের চরিত্র পাল্টানোর এবং তাকে জনগণের ব্যাপক অংশের মনোমত করার সুযোগ আমাদের ছিল। আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট ছিল যে, সোভিয়েতগুলিতে শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের এক ভোটের সংখ্যাধিক্য সরকারকে ভিন্ন পথ গ্রহণে বাধ্য করার জন্য যথেষ্ট। নতুন নির্বাচন তাই মে মাসে আমাদের কাজকর্মের মূল সুর ছিল। শেষে আমরা সোভিয়েতগুলির শ্রমিকদের গ্রুপে অর্ধেকের মতো আসন এবং সৈনিকদের গ্রুপে সিকি ভাগের মতো আসনে জয়লাভ করি।

দ্বিতীয়, যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আন্দোলন। আমরা ফ্রিডরিশ অ্যাড্‌লারের[৫২] ওপর মৃত্যুদণ্ডাদেশের ঘটনাটি যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং মৃত্যুদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি প্রতিবাদ সভা সংগঠিত করার জন্য ব্যবহার করি। সৈনিকরা এই প্রচার-অভিযানটি ভালভাবেই গ্রহণ করেছিল।

কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকলাপের তৃতীয় ধারাটি হল মে মাসে পৌরসভার নির্বাচন। পেত্রোগ্রাদ কমিটির সঙ্গে যুক্তভাবে কেন্দ্রীয় কমিটি—ক্যাডেট, প্রতিবিপ্লবের প্রধান শক্তি, এবং মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট রিভলিউশনারি যারা ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ক্যাডেটদের অনুসরণ করছিল এই উভয় শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সমস্ত প্রয়াস নিয়োগ করেছিল। আমরা পেত্রোগ্রাদে যে ৮০০,০০০ ভোট পড়েছিল তার মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ লাভ করেছিলাম। ভাইবোর্গ জেলা ডুমাটি আমরা সম্পূর্ণ দখল করেছিলাম। আমাদের সৈনিক এবং নাবিক কমরেডরা পার্টির জন্য অতুলনীয় কাজ করেছেন।

অতঃপর মে মাসের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল: (১) পৌরসভার নির্বাচন; (২) যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আন্দোলন; এবং (৩) শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলিতে নির্বাচন।

জুন। যুদ্ধক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রস্তুতির গুজব সৈনিকদের বিচলিত করে তুলেছিল। সৈনিকদের অধিকারগুলি বাতিল করে ধারাবাহিক-ভাবে নির্দেশ জারী হল। এ সবকিছু জনগণকে বিদ্যুৎচকিত করে তুলল। পেত্রোগ্রাদ থেকে প্রত্যেকটি গুজব দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছিল, শ্রমিক—বিশেষ করে সৈনিকদের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করছিল। আক্রমণাত্মক অভিযানের গুজব; সৈনিকদের অধিকার সম্পর্কে কেরেনস্কির ঘোষণা এবং নির্দেশ; পেত্রোগ্রাদ থেকে কর্তৃপক্ষের ভাষায় 'অপ্রয়োজনীয়' ব্যক্তিদের অপসারণ—যদিও এটা স্পষ্ট যে তারা যা চেয়েছিল তা হল পেত্রোগ্রাদকে বিপ্লবীদের হাত থেকে মুক্ত করতে; অর্থনৈতিক বিশৃংখলা যা প্রতিদিন আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিল—এ সবকিছুই শ্রমিক এবং সৈনিকদের বিচলিত করে তুলছিল। কারখানাগুলিতে সভা সংগঠিত হচ্ছিল এবং বিক্ষোভ-মিছিল সংগঠিত করার জন্য সৈন্যদল ও কারখানাগুলির পক্ষ থেকে ক্রমাগত আমাদের কাছে তাগিদ আসছিল। ৫ই জুন বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা হল। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটি সাময়িকভাবে বিক্ষোভ-মিছিল না করার সিদ্ধান্ত করে ৭ই জুন জেলা, কারখানা, মিল এবং সেনাবাহিনীগুলির প্রতিনিধিদের সভা ডাকার এবং সেখানে বিক্ষোভ-মিছিলের প্রশ্নটি স্থির করার সিদ্ধান্ত করে। এই সভা ডাকা হয়েছিল এবং প্রায় ২০০ জনের মতো সভায় যোগদান করেছিল। এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে সৈনিকরা বিশেষভাবে বিচলিত হয়েছিল। বিপুল সংখ্যা-ধিক্য ভোটে বিক্ষোভ-মিছিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। সোভিয়েতগুলির কংগ্রেস,

যেটা সম্প্রতি শুরু হয়েছিল, যদি বিক্ষোভ-মিছিলের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তবে কি করা হবে এ প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। এক বিপুল সংখ্যক কমরেড যাঁরা আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মত ছিল—বিক্ষোভ-মিছিল অনুষ্ঠিত হলে কোন কিছুই তাকে রোধ করতে পারবে না। এরপর কেন্দ্রীয় কমিটি একটি শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ-মিছিল সংগঠিত করার জন্য নিজেই দায়িত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত করে। সৈনিকরা জানতে চেয়েছিল তারা সশস্ত্র হয়ে আসতে পারবে কিনা, কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটি অস্ত্র বহনের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যাই হোক, সৈনিকরা নিরস্ত্র হয়ে আসাটা অসম্ভব বলে জানাল, কারণ বুর্জোয়াদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্রই হল একমাত্র কার্যকর গ্যারান্টি এবং তারা কেবল আত্মরক্ষার জন্যই অস্ত্র আনবে বলে জানাল।

৯ই জুন কেন্দ্রীয় কমিটি, পেত্রোগ্রাদ কমিটি এবং সৈনিকদের সংগঠন যুক্ত সভা করল। কেন্দ্রীয় কমিটি নিম্নোক্ত বিষয়টি উত্থাপন করে: সোভিয়েতগুলির কংগ্রেস এবং সকল 'সোশ্যালিস্ট' পার্টিগুলি আমাদের বিক্ষোভ-মিছিল অনুষ্ঠানের বিপক্ষে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সেটা বাতিল করা কি বিজ্ঞোচিত হবে না? সকলেই নঞর্থক উত্তর দিল।

সে দিনই মধ্যরাত্রে সোভিয়েতগুলির কংগ্রেস এক ইস্তেহার জারী করে তাতে আমাদের বিরুদ্ধে তার কর্তৃত্বের সব দায় চাপাল। ১০ই জুন কেন্দ্রীয় কমিটি বিক্ষোভ মিছিল না করার সিদ্ধান্ত নিল এবং ১৮ই জুন পর্যন্ত স্থগিত করল এই দেখে যে সোভিয়েতগুলির কংগ্রেস ঐ দিনই বিক্ষোভ-মিছিলের ডাক দিচ্ছে, তাতে জনগণ তাদের মত প্রকাশ করতে পারবে। শ্রমিক এবং সৈনিকরা চাপা অসন্তোষ নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাল, কিন্তু সে সিদ্ধান্ত তারা মানল। এটা এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনা, কমরেডগণ, যে ১০ই জুন সকালে যখন সোভিয়েতগুলির কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন নেতা কারখানাগুলির সভায় 'বিক্ষোভ মিছিল সংগঠনের প্রয়াসকে বরবাদ' করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছিলেন তখন শ্রমিকদের বিপুল সংখ্যাধিক্য অংশ কেবল আমাদের পার্টির বক্তাদের কথাই শুনতে রাজী ছিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটি শ্রমিক এবং সৈনিকদের শান্ত করতে সফল হয়েছিলেন। এটা হল আমাদের উচ্চ পর্যায়ের সংগঠনের ইঙ্গিতবহ।

যখন ১৮ই জুনের বিক্ষোভ-মিছিলের প্রস্তুতি চলছিল সোভিয়েতগুলির কংগ্রেস ঘোষণা করে যে, শ্লোগান দেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হবে। এটা

স্পষ্ট হল যে, কংগ্রেস আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিল। আমরা এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম, এবং আসন্ন বিক্ষোভ-মিছিলের জন্য শক্তির সমাবেশ ঘটাতে শুরু করলাম।

কমরেডরা জানেন ১৮ই জুনের বিক্ষোভ-মিছিল কিভাবে অনুষ্ঠিত হল। এমনকি বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলিও বলল—বিক্ষোভ-মিছিলে অংশগ্রহণকারী বিপুল সংখ্যাধিক্য অংশ বলশেভিকদের শ্লোগান দিয়েই মিছিলে গেছে। প্রধান শ্লোগান ছিল 'সোভিয়েতগুলির হাতেই সব ক্ষমতা দাও!' ৪০০,০০০-এর চেয়ে কম নয় মানুষ মিছিলে সামিল হয়েছিল। কেবল তিনটি ছোট দল—বুন্দ, কশাক এবং প্লেখানভপন্থীরা—'অস্থায়ী সরকারে আস্থা স্থাপন কর!' শ্লোগান দেবার ঝুঁকি নিয়েছিল, এবং তাদেরও অনুতাপ করতে হয়েছিল কারণ তারা তাদের পতাকা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল। সোভিয়েতগুলির কংগ্রেস সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করল আমাদের পার্টির শক্তি এবং প্রভাব কত বিপুল ছিল। ১৮ই জুনের বিক্ষোভ-মিছিল যেটা ২১শে এপ্রিলেব চেয়েও বেশি জমকালো হয়েছিল তার প্রভাব পড়তে বাধ্য—সাধারণভাবে এই বিশ্বাস প্রবল ছিল। এবং নিশ্চয়ই এর প্রভাব পড়া উচিত। **রেচ** দৃঢ়ভাবে মন্তব্য করল—খুব সম্ভব সরকারে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হবে, কারণ সোভিয়েতগুলির নীতি জনগণ সমর্থন করেনি। কিন্তু ঠিক সেদিনই আমাদের সেনাবাহিনী রণাঙ্গনে আক্রমণ শুরু করল; এবং যেদিন আমাদের সৈন্যরা রণাঙ্গনে আক্রমণ—সার্থক আক্রমণ—শুরু করল ঠিক সেই দিন 'ব্ল্যাক'রা এর সম্মানে নেভ্স্কি প্রস্পেক্টে একটি মিছিল শুরু করল। এই ঘটনা বলশেভিকরা বিক্ষোভ-মিছিলে যে নৈতিক বিজয় অর্জন করেছিল তাকে মুছে দিল। এ ঘটনা **রেচ** এবং শাসকদলের সরকারী মুখপাত্র সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকরা উভয়েই যে বাস্তব ফললাভের সম্ভাবনার কথা বলেছিল তাকেও মুছে দিল।

অস্থায়ী সরকার ক্ষমতায় আসীন রইল। সফল আক্রমণ, অস্থায়ী সরকারের আংশিক সাফল্য এবং পেত্রোগ্রাদ থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের একাধিক পরিকল্পনা সৈনিকদের প্রভাবিত করেছিল। এই ঘটনাবলী তাদের মনে দৃঢ়-বিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল যে, নিষ্ক্রিয় সাম্রাজ্যবাদ সক্রিয় সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হচ্ছে। তারা বুঝেছিল নতুন আত্মত্যাগের অধ্যায় শুরু হল।

যুদ্ধরত সৈন্যরা তাদের নিজস্ব পন্থায় সক্রিয় সাম্রাজ্যবাদের নীতিতে সাড়া

দিল। বিপরীত নির্দেশ সত্ত্বেও গোটা রেজিমেণ্টের পর রেজিমেণ্ট আক্রমণ চালাবে কি চালাবে না এ প্রশ্নে ভোট নিতে শুরু করল। রাশিয়ায় যে নতুন অবস্থা বর্তমান ছিল, এবং যুদ্ধের লক্ষ্য কি এটা পরিষ্কার বোঝানো হয়নি, এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক কর্তারা এটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলেন যে, জনগণকে অন্ধভাবে আক্রমণাত্মক অভিযানে নিক্ষেপ করা অসম্ভব। আমরা যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম তাই ঘটল: অভিযানের ব্যর্থতা ছিল অবধারিত।

জুন মাসের শেষ দিকে এবং জুলাই মাসের প্রথমভাগে আক্রমণাত্মক নীতিরই প্রাধান্য ছিল। গুজব ছড়িয়ে পড়ছিল যে, মৃত্যুদণ্ড পুনর্বহাল হয়েছে, একটার পর একটা গোটা রেজিমেণ্ট ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, রণাঙ্গনে সৈনিকদের ওপর দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে। রণাঙ্গন থেকে প্রতিনিধিরা রিপোর্ট নিয়ে এলেন—তাঁদের নিজ ইউনিটের সৈনিকদের গ্রেপ্তার এবং মারধর করা হচ্ছে। গ্রেনেডবাহিনী এবং মেশিনগানবাহিনীর সৈনিকদের কাছ থেকেও অনুরূপ খবর আসছিল। এসব খবরই শ্রমিক এবং পেত্রোগ্রাদের সেনাবাহিনীর লোকদের আরেকটি বিক্ষোভ-মিছিল অনুষ্ঠানের পটভূমি রচনা করেছিল।

আমি এবার ৩রা থেকে ৫ই জুলাইয়ের ঘটনাবলীর কথায় আসছি। এর শুরু হল ৩রা জুলাই, বিকেল তিনটেয়, পেত্রোগ্রাদ কমিটির বাড়ীতে।

৩রা জুলাই, বেলা ৩টা। আমাদের পার্টির পেত্রোগ্রাদ নগরী শাখার সম্মেলন চলছে। সবচেয়ে নিরীহ বিষয়—পৌরসভার নির্বাচন নিয়ে আলোচনা চলছিল। প্রতিরক্ষী সেনাবাহিনীর একটি রেজিমেণ্টের দু'জন প্রতিনিধি হাজির হলেন। তাঁরা একটি জরুরী বিষয় উত্থাপন করলেন। তাঁদের বাহিনী 'আজকে সন্ধ্যেবেলাতেই বিক্ষোভ জানানোর সিদ্ধান্ত করেছিলেন', কারণ তাঁরা 'যখন রণাঙ্গনে একটার পর একটা সেনাবাহিনী ভেঙে দেওয়া হচ্ছে তখন চুপ করে বসে থাকাটা সহ্য করতে পারছিলেন না', এবং তাঁরা 'ইতোমধ্যেই কারখানা এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে তাঁদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন' ও তাঁদের বিক্ষোভ-মিছিলে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এর উত্তরে, কমরেড ভোলোদারস্কি, সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে বলতে উঠে বললেন, 'পার্টি ইতোমধ্যেই বিক্ষোভ-মিছিল না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এবং সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত পার্টি-সদস্যদের পার্টি-সিদ্ধান্ত অমান্য করার সাহস দেখানো উচিত নয়।'

বেলা ৮টা। পেত্রোগ্রাদ কমিটি, সৈনিকদের সংগঠন এবং কেন্দ্রীয় কমিটি প্রভৃতি আলোচনার পর বিক্ষোভ-মিছিল না করার সিদ্ধান্ত নিল। সম্মেলন প্রস্তাবটি অনুমোদন করল, সম্মেলনের প্রতিনিধিরা বিক্ষোভ-মিছিল থেকে কমরেডদের বিরত রাখার জন্য কারখানা এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়লেন।

বেলা ৫টা। তৌরিদা প্রাসাদে সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ব্যুরোর একটি সভা। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে কমরেড স্তালিন কেন্দ্রীয় কাযকরী কমিটির ব্যুরোর সামনে ইতোমধ্যেই কী ঘটেছে সে সম্পর্কে একটি বিবৃতি দিলেন এবং রিপোর্ট করলেন যে, বিক্ষোভ-মিছিলের বিরুদ্ধে বলশেভিকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সন্ধ্যে ৭টা। পেত্রোগ্রাদ কমিটির সদর দপ্তরের সামনে। কয়েকটি সৈন্যদল 'সোভিয়েতগুলির হাতে সব ক্ষমতা চাই!' ব্যানারে এই শ্লোগান লিখে শোভাযাত্রা করল। তারা পেত্রোগ্রাদ কমিটির বাড়ীর সামনে এসে থামল, আমাদের সংগঠনের সদস্যদের 'কিছু বলার জন্যে' অনুরোধ জানাল। দু'জন বলশেভিক বক্তা, লাশেভিচ এবং কুরাইয়েভ বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বিক্ষোভ-মিছিল না করার আবেদন জানালেন। তাঁরা 'বসে পড়ুন, নেমে আসুন!' এই চীৎকারে সম্বর্ধিত হলেন। তখন আমাদের সংগঠনের সদস্যরা প্রস্তাব করলেন যে, সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সামনে তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত করার জন্য সৈনিকরা একটি প্রতিনিধি দল নির্বাচন করুন ও তারপর তাঁরা সেনাবাহিনীতে ফিরে যান। প্রচণ্ড উল্লাসে এই প্রস্তাব অভিনন্দিত হল। ব্যাণ্ডে মার্শেলেজ বাজাতে লাগল।... ইতোমধ্যেই পেত্রোগ্রাদের সর্বত্র খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, ক্যাডেটরা সরকার থেকে পদত্যাগ করেছে, শ্রমিকরা অধৈর্য হয়ে উঠল। সৈনিকদের অনুসরণ করে সারি সারি শ্রমিকরা হাজির হল। তাদেরও সৈনিকদের মতোই শ্লোগান ছিল। সৈনিক এবং শ্রমিকরা তৌরিদা প্রাসাদের দিকে চলে গেল।

রাত ৯টা। পেত্রোগ্রাদ কমিটির সদর দপ্তর। কারখানার একের পর এক প্রতিনিধিরা উপস্থিত হল। তারা সকলেই আমাদের পার্টি সংগঠনগুলিকে বিক্ষোভ-মিছিলে যোগ দিতে ও মিছিল পরিচালনা করতে অনুরোধ জানাল। অন্যথায় 'রক্তের বন্যা বয়ে যাবে'। কয়েকজন প্রস্তাব করল যে, সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে মিছিলকারীদের ইচ্ছা জানানোর জন্যে মিল ও

কারখানাগুলি থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হোক ও প্রতিনিধিদের কাছ থেকে রিপোর্ট শোনার পর জনতা শান্তিপূর্ণভাবে ফিরে যাক।

রাত ১০টা। তৌরিদা প্রাসাদে পেত্রোগ্রাদের শ্রমিক এবং সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েতের শ্রমিক বিভাগের সভা হচ্ছে। বিক্ষোভ-মিছিল ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে—শ্রমিকদের এই রিপোর্টের ভিত্তিতে অধিকাংশ সদস্য কোন বাড়াবাড়ি রকমের ঘটনা এড়াতে এবং মিছিলটির শান্তিপূর্ণ এবং সংগঠিত আকার দানের জন্য বিক্ষোভ-মিছিলে যোগদানের সিদ্ধান্ত করলেন। সংখ্যালঘু অংশ এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হল না, তারা সভা ত্যাগ করল। সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সদ্য গৃহীত সিদ্ধান্তটি কার্যকর করার জন্য একটি ব্যুরো নির্বাচন করলেন।

রাত ১১টা। আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পেত্রোগ্রাদ কমিটি তাদের সভার স্থান তৌরিদা প্রাসাদে স্থানান্তরিত করল; সারা সন্ধ্যে জুড়ে মিছিলকারীরা এ প্রাসাদের দিকেই যাচ্ছিল। জেলাগুলি থেকে আন্দোলনকারীরা এবং কারখানার প্রতিনিধিরা এলেন। আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধিরা, পেত্রোগ্রাদ কমিটি, সৈনিকদের সংগঠন, মেঝ্রায়োন্নি কমিটি এবং পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের শ্রমিক বিভাগের ব্যুরো একটি সভা করলেন। জেলাগুলির রিপোর্টই এটা পরিষ্কার করে দিল:

(১) যে, পরের দিন শ্রমিক এবং সৈনিকদের বিক্ষোভ-মিছিল অনুষ্ঠান থেকে নিবৃত্ত করা যাবে না,

(২) যে, মিছিলকারীরা প্ররোচনামূলক গুলিবর্ষণ, যেটা নেভ্স্কি প্রস্পেক্ট থেকে হতে পারে এমন ঘটনার বিরুদ্ধে উপযুক্ত গ্যারাণ্টি হিসাবে, শুধু মাত্র আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে যাবেন: 'সশস্ত্র মানুষের ওপর গুলি চালানোটা অত সোজা নয়।'

সভা সিদ্ধান্ত করল যে, যে মুহূর্তে বিপ্লবী শ্রমিক এবং সৈনিক সাধারণ 'সোভিয়েতগুলির হাতে সব ক্ষমতা চাই!' এই আওয়াজ তুলে বিক্ষোভ-মিছিল করছে তখন হাত মুছে আন্দোলন থেকে দূরে থাকার কোন অধিকার সর্বহারার পার্টির নেই; পার্টি জনগণকে ভাগ্যের খামখেয়ালীপনার ওপর ছেড়ে দিতে পারে না; স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে একটি সচেতন এবং সংগঠিত রূপ দিতে পার্টিকে অবশ্যই জনগণের সঙ্গে থাকতে হবে। সভা শ্রমিক এবং সৈনিকদের সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত করল যে, তারা সেনাবাহিনী এবং

কারখানাগুলি থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদের মাধ্যমে সোভিয়েতগুলির কার্যকরী কমিটির কাছে তাদের ইচ্ছা ঘোষণা করুক। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'শান্তিপূর্ণ এবং সংগঠিত বিক্ষোভ-মিছিলের' আবেদন রচিত হল।[৫৩]

মধ্যরাত্রি। ৩০,০০০-এর বেশি পুটিলভ কারখানার শ্রমিক 'সোভিয়েত-গুলির হাতে সব ক্ষমতা চাই!' ব্যানারে এই আওয়াজ তুলে তৌরিদা প্রাসাদে উপস্থিত হল। প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হলেন। প্রতিনিধিরা কার্যকরী সমিতির কাছে পুটিলভ শ্রমিকদের দাবি পেশ করলেন। তৌরিদা প্রাসাদের সামনে হাজির সৈনিক এবং শ্রমিকরা ফিরে যেতে শুরু করল।

৪ঠা জুলাই। দিনের বেলা। শ্রমিক এবং সৈনিকদের মিছিল, পতাকা কাঁধে বলশেভিক শ্লোগান দিয়ে তৌরিদা প্রাসাদ অভিমুখে চলেছে। মিছিলের শেষভাগে আছে ক্রোন্‌স্তাদ্ থেকে আগত হাজার হাজার নাবিক। বুর্জোয়া সংবাদপত্রের (**বীর্‌ঝোভ্‌কা**) মতে মিছিলে অংশগ্রহণকারী মানুষের সংখ্যা ৪০০,০০০-এর কম নয়। পথগুলিতে উল্লাসের দৃশ্য। জনগণের বন্ধুত্বপূর্ণ উল্লাসধ্বনি মিছিলের মানুষকে অভিনন্দিত করছে। বিকেল বেলা নানা বাড়াবাড়ির ঘটনা শুরু হল। বুর্জোয়া জেলার বদমায়েস লোকেরা প্ররোচনামূলক গুলি ছুঁড়ে শ্রমিকদের বিক্ষোভ-মিছিলের ওপর একটা কালো ছায়া ফেলল। এমনকি **বীর্‌ঝেভিয়ে ভেদোমস্তি** গুলি ছোঁড়াটা যে মিছিলের যারা বিরোধী তারা শুরু করেছিল এটা অস্বীকার করতে সাহস পায়নি। কাগজটি লিখছে (৪ঠা জুলাই, সান্ধ্য সংখ্যা) 'ঠিক দুপুর দুটোর সময় সাদোভাইয়া এবং নেভ্‌স্কি প্রস্পেক্‌টের কোণ থেকে যখন সশস্ত্র বিক্ষোভ-মিছিলকারীরা সারিবদ্ধভাবে চলে যাচ্ছিল এবং এক বিরাট সংখ্যক দর্শক শান্তভাবে দেখছিল, সাদোভাইয়ার দক্ষিণ দিক থেকে এক কর্ণবিদারী আওয়াজ শোনা গেল এবং আর তারপরই মুহুর্মুহু গুলিবর্ষণ শুরু হল।'

স্পষ্টতঃই বিক্ষোভ-মিছিলে সামিল মানুষরা গুলি চালাতে শুরু করেনি; 'অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি'রা মিছিলকারীদের ওপর গুলি চালাতে শুরু করে, মিছিলকারীরা নয়।

শহরের বুর্জোয়া অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে বহু জায়গায় একই সঙ্গে গুলি চলল। প্ররোচনাকারীরা ঝিমুচ্ছিল না। যাই হোক, মিছিলকারীরা আত্ম-রক্ষার জন্য যতটা প্রয়োজন তার অতিরিক্ত কিছু করেনি। ষড়যন্ত্র বা অভ্যুত্থানের আদৌ কোন চিহ্ন ছিল না। একটা সরকারী বা বেসরকারী বাড়ী দখল হয়নি।

এমনকি সে ধরনের কিছু করার প্রয়াসও ছিল না, যদিও তাদের নিয়ন্ত্রণে প্রচণ্ড সশস্ত্র শক্তি থাকা সত্ত্বেও মিছিলকারীরা কেবল একটি বাড়ীই নয় অতি সহজে গোটা শহর দখল করে নিতে পারত।...

রাত ৮টা। তৌরিদা প্রাসাদে কেন্দ্রীয় কমিটি, মেঝ্‌রায়োন্নি কমিটি এবং আমাদের পার্টির অন্যান্য সংগঠনগুলির সভায় সিদ্ধান্ত হল যে, এখন যখন বিপ্লবী শ্রমিক এবং সৈনিকরা তাদের মনোভাব প্রকাশ করেছে, অতএব এই কর্মসূচী বন্ধ হওয়া উচিত। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে একটি আবেদনপত্র রচিত হল: 'বিক্ষোভ-মিছিল অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে।...আমাদের নীতিমন্ত্র হল: দৃঢ়তা, সংযম এবং স্থৈর্য' (**লিস্তক প্রাভদিতে**[৫৪] আবেদনপত্রটি দেখুন)। আবেদন-পত্রটা **প্রাভদায়** পাঠানো হয়েছিল কিন্তু ৫ই জুলাই প্রকাশিত হতে পারেনি কারণ ৪ঠা জুলাই রাতে সামরিক ক্যাডেট আর গোয়েন্দাদের হাতে **প্রাভদা** অফিসটি বিধ্বস্ত হয়েছিল।

রাত ১০টা থেকে ১১টা। তৌরিদা প্রাসাদে সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি সরকারের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছে। ক্যাডেটদের পদত্যাগের পর মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের অবস্থা অতি জটিল হয়ে উঠেছে: তাদের 'প্রয়োজন' বুর্জোয়াদের সঙ্গে একটি মোর্চা, কিন্তু মোর্চা গঠন অসম্ভব কারণ বুর্জোয়ারা তাদের সঙ্গে কোন শর্তে আসতে চায় না। ক্যাডেটদের সঙ্গে মোর্চা গঠন আর বাস্তবভাবে সম্ভব নয়। অতঃপর সোভিয়েত-গুলির স্বহস্তে ক্ষমতাগ্রহণের প্রশ্নটি অত্যন্ত জোরালোভাবে উঠেছে।

গুজব হল, আমাদের সীমান্ত জার্মানরা অতিক্রম করেছে। সত্য, এই গুজবগুলি এখনো অসমর্থিত কিন্তু তারা অস্থিরতার সৃষ্টি করছে।

গুজব রটছে, পরদিন সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হবে যাতে কমরেড লেনিনের বিরুদ্ধে জঘন্য এক কুৎসা থাকবে।

সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি তৌরিদা প্রাসাদ রক্ষার জন্য সৈন্যদের উদ্দেশ্যে (ভোলহিনিয়া বাহিনী সৈনিকদের) আহ্বান জানাল। কার আক্রমণ থেকে? মনে হচ্ছে বলশেভিকদের, তারা নাকি কার্যকরী কমিটিকে 'গ্রেপ্তার' এবং 'ক্ষমতা দখলের' জন্য প্রাসাদে আসবে। বলশেভিকদের সম্পর্কে এই অপবাদই রটানো হচ্ছিল যারা কিনা সোভিয়েতগুলিকে শক্তিশালী এবং তাদের হাতে দেশের সব ক্ষমতা হস্তান্তরিত করার জন্যে আবেদন জানাচ্ছিল!...

রাত ২টা থেকে ৩টা। সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ক্ষমতা গ্রহণ করল না। তারা 'সমাজতন্ত্রী' মন্ত্রীদের নতুন সরকার গঠনের এবং তাতে অন্তত: কয়েকজন বুর্জোয়াকে গ্রহণের নির্দেশ দিল। মন্ত্রীদের হাতে 'নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের' জরুরী ক্ষমতা দেওয়া হল। ব্যাপারটি পরিষ্কার : বুর্জোয়াদের সঙ্গে দৃঢ়হস্তে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রয়োজনীয়তার মুখোমুখি হয়ে—যেটা করতে তারা বিশেষভাবে ভয় পায়, কারণ তারা এতাবৎ বুর্জোয়াদের সঙ্গে এভাবে না হয় ওভাবে একটা 'জোট' তৈরী করে শক্তি সঞ্চয় করেছে—কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি বলশেভিক এবং শ্রমিকদের সঙ্গে দৃঢ়হস্তে সম্পর্ক ছিন্ন করার আহ্বানে সাড়া দিল, বুর্জোয়াদের সঙ্গে মেলার এবং বিপ্লবী শ্রমিক ও সৈনিকদের বিরুদ্ধে তাদের অস্ত্রের মুখ ঘুরিয়ে ধরার জন্য। এইভাবে বিপ্লবের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার শুরু হল। মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা প্রতি-বিপ্লবীদের উল্লাসের মাঝে বিপ্লবের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে শুরু করল।...

৫ই জুলাই। সংবাদপত্রগুলি (**ঝিভয়ি স্লোভো**[৫৫]) কমরেড লেনিনের বিরুদ্ধে জঘন্য কুৎসা করে বিবৃতি প্রকাশ করল। **প্রাভদা** প্রকাশিত হল না কারণ ৪ঠা জুলাই রাত্রে তার অফিস তছনছ করা হয়েছিল। 'সমাজতন্ত্রী' মন্ত্রীদের, যারা ক্যাডেটদের সঙ্গে জোট বাঁধতে চাইছে তাদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা, যারা ক্ষমতা গ্রহণ করতে চাইছিল না তারা এখন বলশেভিকদের ধ্বংস করার (স্বল্পকালের জন্য) ক্ষমতা হাতে নিল।...যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাগত সৈনিকরা রাস্তায় হাজির হল। সামরিক ক্যাডেটদের গুণ্ডার দল এবং প্রতিবিপ্লবীরা ধ্বংস, তল্লাসী, গুণ্ডামি করে বেড়াতে লাগল। আলেক্সিনস্কি, প্যানক্রাতভ এবং পেরেভারজেভ বলশেভিক এবং লেনিনকে ধরার জন্যে যে ডাইনী-শিকারের আওয়াজ তুলেছিল প্রতিবিপ্লবীরা তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছে। প্রতি ঘণ্টায় প্রতিবিপ্লব গতিবেগ লাভ করছে। একনায়কত্বের মূল কেন্দ্র হল সামরিকবাহিনীর উচ্চপদের লোকেরা। গোয়েন্দা, সামরিক ক্যাডেটরা এবং কশাকরা উন্মত্ত হয়ে উঠল। গ্রেপ্তার, নির্যাতন চলল। বলশেভিক শ্রমিক ও সৈনিকদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত-গুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি খোলাখুলি আক্রমণ চালানো প্রতিবিপ্লবী শক্তির উৎস-মুখ খুলে দিল। ..

আলেক্সিনস্কি কোম্পানীর এই কুৎসার জবাবে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি 'কুৎসা রটনাকারীদের বিচার করুন!'[৫৬] শিরোনামে একটি লিফলেট

প্রকাশ করল। কেন্দ্রীয় কমিটির ধর্মঘট এবং বিক্ষোভ-মিছিল প্রত্যাহারের জন্য আবেদন (যেটা প্রাভদায় প্রকাশিত হতে পারেনি অফিসটা ভেঙে তছনছ হয়ে যাওয়ার দরুণ) আলাদাভাবে লিফলেট হিসাবে প্রকাশিত হয়। অন্য 'সমাজতন্ত্রী' দলগুলির পক্ষ থেকে কোন আবেদন না থাকাটা বিস্ময়কর ব্যাপার। বলশেভিকরা একাকী। তাদের বিরুদ্ধে নীরবে জোটবদ্ধ হল দক্ষিণের লোক-জনদের সঙ্গে—সুভোরিন এবং মিলিউকভ থেকে দান এবং চেরনভ পর্যন্ত।

৬ই জুলাই। সেতুগুলিকে তুলে নেওয়া হয়েছে। অশান্তি-নিবারক মাজুরেঙ্কো এবং তার নানা ধরনের লোক নিয়ে তৈরী বাহিনী তাদের হামলা-বাজি চালাচ্ছে। পথে সেনাবাহিনীর লোকেরা যারা অবাধ্য তাদের দমন করছে। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা অবরোধের অবস্থা। 'সন্দেহজনক'দের গ্রেপ্তার করা হল এবং সামরিক বাহিনীর সদর দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হল। শ্রমিক, নাবিক এবং সৈনিকদের নিরস্ত্র করা হচ্ছে। পেত্রোগ্রাদকে সামরিক কর্তৃত্বাধীনে রাখা হয়েছে। যদিও 'ক্ষমতাসীন শক্তিগুলি' তখন তথাকথিত 'যুদ্ধ' বাধানোর জন্য উস্কানী দিতে চাইছিল, শ্রমিক এবং সৈনিকরা এই প্ররোচনায় পা দেয় না ও তারা 'যুদ্ধে নাম স্বীকার' করেনি। পিটার ও পল দুর্গ নিরস্ত্রকারীদের জন্য তার দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। পেত্রোগ্রাদ কমিটির বাড়ীটি নানা ধরনের লোকজনের দ্বারা যুক্ত বাহিনী দখল করল। তল্লাশি চালানো হল এবং শ্রমিক অধ্যুষিত জেলাগুলির অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হল। সেরেতেলির শ্রমিক এবং সৈনিকদের নিরস্ত্র করার পরিকল্পনা—যেটা সে প্রথম ১১ই জুন ভয়ে ভয়ে তৈরী করেছিল সেটা এখন সক্রিয়ভাবে কাজে লাগানো হল। 'নিরস্ত্রীকরণ দপ্তরের মন্ত্রী'—শ্রমিকরা ঘৃণাভরে তাকে এই বলে সম্বোধন করে।...

ত্রুদ ছাপাখানাটি তছনছ করা হয়েছে। **লিস্তক প্রাভদি** প্রকাশিত হয়েছে। ভয়নভ নামে একজন শ্রমিক যখন **লিস্তক** বিলি করছিলেন তখন নিহত হন।... বুর্জোয়া সংবাদপত্র তাদের সবটুকু লজ্জা, সংযম ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে; কমরেড লেনিনের বিরুদ্ধে সেই জঘন্য কুৎসাটি সংবাদপত্র সত্য ঘটনা বলে প্রকাশ করেছে, তারা এখন বিপ্লবের বিরুদ্ধে আক্রমণটা কেবল বলশেভিকদের ওপরই সীমাবদ্ধ রাখছে না, সোভিয়েতগুলি, মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের ওপরও প্রসারিত করছে।

এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বলশেভিকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে

গিয়ে মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা নিজেদের সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বিপ্লবের প্রতি এবং প্রতি-বিপ্লবের শক্তিকে বল্গাহীন করে লেলিয়ে দিয়েছে। প্রতিবিপ্লবী একনায়কতন্ত্রী-দের দেশের অভ্যন্তরে এবং রণাঙ্গনে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রচার পূর্ণোদ্যমে চলেছে। ক্যাডেট এবং বুর্জোয়াদের মিত্রপক্ষীয় সংবাদপত্র, যারা গতকালও বিপ্লবী রাশিয়া সম্পর্কে ছিদ্রান্বেষণ করছিল, হঠাৎ তারা আত্মতৃপ্তি বোধ করছে —এই ঘটনা থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে শান্তি স্থাপনের 'কাজ' রুশ এবং মিত্রগোষ্ঠীর ধনীদের সহযোগেই শুরু হয়েছিল।

২। আলোচনার জবাবে

২৭শে জুলাই

কমরেডগণ,

আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে কেউই আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক লাইনের সমালোচনা করেননি বা শ্লোগানগুলিতে আপত্তি করেননি। কেন্দ্রীয় কমিটি তিনটি প্রধান শ্লোগান দিয়েছিল: সোভিয়েতগুলির হাতে সব ক্ষমতা চাই, উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ এবং জমিদারীগুলি বাজেয়াপ্ত করা হোক। এই শ্লোগানগুলি শ্রমিক-সাধারণ ও সৈন্যদের সহানুভূতি লাভ করেছিল। এই শ্লোগানগুলি সঠিক ছিল বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে লড়াই চালিয়ে আমরা জনগণের সমর্থন বজায় রেখেছি। আমি এটাকে কেন্দ্রীয় কমিটির সপক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে মনে করি। যদি অতি কঠিন মুহূর্তে তারা সঠিক শ্লোগান দিয়ে থাকে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছে কেন্দ্রীয় কমিটি মূলতঃ সঠিক আছে।

সমালোচনা মুখ্য নয় গৌণ বিষয়ের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে। সমালোচনার সারমর্ম হচ্ছে এই দাবি যে, কেন্দ্রীয় কমিটি প্রদেশগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেনি এবং তার কার্যকলাপ মূলতঃ পেত্রোগ্রাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রদেশগুলি থেকে বিচ্ছিন্নতার অভিযোগ ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু সমস্ত প্রদেশগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন নিতান্তই অসম্ভব। কেন্দ্রীয় কমিটি কার্যতঃ পেত্রোগ্রাদ কমিটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল—এ অভিযোগ কিয়ৎ পরিমাণে সত্য। এটা হল ঘটনা। কিন্তু এখানে, পেত্রোগ্রাদে, রাশিয়ার নীতি উদ্ভাবিত হচ্ছে। এখানেই বিপ্লবের চালিকাশক্তিগুলি বর্তমান। পেত্রোগ্রাদে যে ঘটনা ঘটে

প্রদেশগুলিতে তার প্রতিক্রিয়া ঘটে। সবকিছুর শেষে তার কারণ হল যে, এখানেই যে অস্থায়ী সরকারের হাতে সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত তার আসন, আবার যে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি যেটা হল গোটা সংগঠিত বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তির একমাত্র কণ্ঠস্বর তারও আসন। অপরপক্ষে, ঘটনা দ্রুত ঘটে চলেছে, খোলাখুলি লড়াই চলছে এবং বর্তমান সরকার যে কোনদিন উবে যেতে পারে না এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। এই অবস্থায়, আমাদের প্রদেশগুলির বন্ধুরা যতক্ষণ কিছু না বলবেন ততক্ষণ চুপ করে থাকাটা ছিল অচিন্তনীয়। আমরা জানি যে, কেন্দ্রীয় কমিটি বিপ্লব-সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি প্রদেশগুলির মতামতের জন্য অপেক্ষা না করেই স্থির করেছে। সমস্ত সরকারী প্রশাসনযন্ত্র তাদের হাতে। এবং আমরা কি পেয়েছি? কেন্দ্রীয় কমিটির সংগঠন এবং যেটা, স্বীকার করতে হবে, একটা দুর্বল সংগঠন। অতএব, কেন্দ্রীয় কমিটি প্রদেশগুলির সঙ্গে প্রথম আলোচনা না করে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না দাবি করার অর্থ হল—কেন্দ্রীয় কমিটির ঘটনার আগে না চলে পেছনে চলা উচিত। কিন্তু তাহলে এটা কেন্দ্রীয় কমিটি থাকবে না। যে পদ্ধতি আমরা অনুসরণ করেছিলাম সে পদ্ধতি অনুসরণ করেই কেবল কেন্দ্রীয় কমিটি পরিস্থিতির সম্যক মোকাবিলা করতে পারত।

বিশেষ কতকগুলি প্রশ্নে সমালোচনা ধ্বনিত হয়েছে। কোন কোন কমরেড জুলাই ৩ থেকে ৫-এর অভ্যুত্থানের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করেন। হাঁ, কমরেডগণ ব্যর্থতা ছিল; তবে সেটা অভ্যুত্থান ছিল না, ছিল একটি বিক্ষোভ-মিছিল। ব্যর্থতার কারণ মেনশেভিক সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের মতো পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আচরণের ফলে বিপ্লবের ফ্রন্টে ভাঙন; এরা বিপ্লবের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল।

কমরেড বেজ্‌রাবটনি[৫৭] বলেছিলেন, ৩রা থেকে ৫ই জুলাইয়ের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে কেন্দ্রীয় কমিটি পেত্রোগ্রাদ এবং প্রদেশগুলিকে ইস্তেহারের বন্যায় ভরিয়ে দেয়নি। কিন্তু আমাদের ছাপাখানা তছনছ করে দেওয়া হয়েছিল, এবং অন্য ছাপাখানায় কোন কিছু ছেপে বার করাটা বাস্তবে অসম্ভব ছিল, কারণ এটা তাদের একইভাবে ধ্বংস হওয়ার বিপদের মুখে ফেলে দিত।

যাই হোক, এখানে ঘটনা ততটা প্রতিকূল ছিল না: যদি আমরা কোন কোন জেলায় গ্রেপ্তার হয়েছি, অন্য জেলায় আমাদের স্বাগত জানিয়েছে এবং অসাধারণ উৎসাহের সঙ্গে অভিনন্দিত হয়েছি। এবং এখনো, পেত্রোগ্রাদের

শ্রমিকদের মনোভাব চমৎকার, এবং বলশেভিকদের সম্মান প্রভূত।

আমি কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই।

প্রথমতঃ, আমাদের নেতাদের বিরুদ্ধে কুৎসার কিভাবে আমরা জবাব দেব? সাম্প্রতিক ঘটনার ফলে জনগণের সামনে সমস্ত বিষয়টি ব্যাখ্যা করে একটি ইস্তেহার রচনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, এজন্য একটি কমিশন নির্বাচন করা উচিত। এবং আমি প্রস্তাব করছি এই কমিশন, যদি আপনারা নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেন, জার্মান, ব্রিটেন, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশের বিপ্লবী শ্রমিক এবং সৈনিকদের জন্যও একটি ইস্তেহার রচনা করবে, যাতে ৩রা থেকে ৫ই জুলাইয়ের ঘটনাবলী তাঁরা তুলে ধরবেন এবং কুৎসা রটনাকারীদের চিহ্নিত করবেন। আমরা হলাম সর্বহারার সবচেয়ে অগ্রগামী অংশ, বিপ্লব সংঘটানোর জন্য আমরাই দায়ী এবং আমরা ঘটনাবলী সম্পর্কে অবশ্যই সমগ্র সত্যটি তুলে ধরব এবং জঘন্য কুৎসা রটনাকারীদের মুখোস খুলে দেব।

দ্বিতীয়তঃ, লেনিন এবং জিনোভিয়েভের 'বিচার'-এর জন্য হাজির হতে প্রত্যাখ্যান করার ঘটনাটি। এই মুহূর্তে কে ক্ষমতার অধিকারী সেটা এখনো অস্বচ্ছ। যদি তাঁরা হাজির হন তবে বর্বর সন্ত্রাসের শিকার হবেন না এমন কোন গ্যারান্টি নেই। যদি আদালত গণতান্ত্রিক পন্থায় চলত এবং যদি হামলাবাজি হবে না এমন গ্যারান্টি পাওয়া যেত তাহলে ব্যাপারটা অন্যরকম হতো। কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিতে আমাদের প্রশ্নের জবাবে বলা হল, 'কি ঘটতে পারে আমরা বলতে পারি না।' ফলতঃ, যতক্ষণ পরিস্থিতি অস্বচ্ছ থাকবে, যতক্ষণ সরকারী ক্ষমতা এবং সত্যকার ক্ষমতার মধ্যে নীরব লড়াই চলবে, ততক্ষণ 'বিচারের' জন্য আমাদের কমরেডদের হাজির হওয়া অর্থহীন। অপর-পক্ষে, যদি, ক্ষমতায় এমন ব্যক্তিরা আসেন যাঁরা আমাদের কমরেডদের ওপর হামলাবাজীর বিরুদ্ধে গ্যারান্টি দিতে পারেন, তবে তাঁরা হাজির হবেন।

৩। রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট

৩০শে জুলাই

কমরেডগণ,

রাশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনার অর্থ হল একটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের বিপ্লবের বিকাশ, তার জয়-পরাজয় সম্পর্কে আলোচনা করা।

এমনকি ফেব্রুয়ারী মাসে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, আমাদের বিপ্লবের শক্তি হল সর্বহারা এবং কৃষকরা—যুদ্ধ যাদের সৈনিকে পরিণত করেছে।

ঘটনাচক্রে, জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে—এই শক্তিগুলির সঙ্গে একই শিবিরে ছিল, এবং যেন তাদের সঙ্গে মৈত্রীতে আবদ্ধ—উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা এবং বুর্জোয়াদের মিত্রশক্তির বৈদেশিক পুঁজির শক্তিগুলি।

সর্বহারারা ছিল এবং আছে জারতন্ত্রের ক্ষমাহীন শত্রু হিসাবে।

কৃষকরা সর্বহারার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এই বুঝে যে জারতন্ত্রের উচ্ছেদ না হলে তারা জমি পাবে না, তাই তারা সর্বহারার অনুগামী হয়েছিল।

উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের জারতন্ত্রের প্রতি মোহভঙ্গ ঘটেছিল এবং তারা এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, কারণ জারতন্ত্র তাদের জন্য শুধুমাত্র নতুন বাজার দখল করতেই ব্যর্থ হয়নি, এমনকি পুরানো বাজার বজায় রাখতেও ব্যর্থ হয়েছিল, জার্মানির হাতে পনেরটি গুবেনিয়া সমর্পণ করেছিল।

মিত্রশক্তিব পুঁজি—দ্বিতীয় নিকোলাসের বন্ধু ও শুভাকাঙ্খী জারতন্ত্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে 'বাধ্য' হল, কারণ তারা যে 'যুক্তফ্রন্ট' চেয়েছিল জারতন্ত্র সেটা নিশ্চিত করতে তো ব্যর্থ হলই, অধিকন্তু জার্মানিব সঙ্গে দরকষাকষি করে স্পষ্টাস্পষ্টি একটি আলাদা শান্তিচুক্তি করতে প্রস্তুত হচ্ছিল।

অতঃপর জাবতন্ত্র সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল।

এটা সত্যিই জারতন্ত্র যে এত 'নীরবে, লোকচক্ষুর অন্তবালে শেষ হয়ে গেল' এই 'বিস্ময়কর' ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করে।

কিন্তু যে লক্ষ্য নিয়ে এই শক্তিগুলি অগ্রসব হয়েছিল তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

লিবারেল বুর্জোয়া এবং ব্রিটিশ ও ফরাসী পুঁজিপতিরা চেয়েছিল—নতুন তুর্কীদের অনুরূপ একটা ক্ষুদ্র বিপ্লব রাশিয়ায় ঘটুক যাতে জনগণের আবেগ তীব্র হয়ে ওঠে এবং বৃহৎ যুদ্ধের প্রয়োজনে একে ব্যবহার করা যায়, সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিপতি এবং জমিদারদের ক্ষমতার মূলও অনড় থাকে।

বৃহৎ যুদ্ধের প্রযোজনে একটা ক্ষুদ্র বিপ্লব!

অন্যদিকে, শ্রমিক-কৃষকবা চেয়েছিল পুরানো সমাজ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ধ্বংস-সাধন যাকে আমরা বলছি একটি মহান বিপ্লব যাতে করে জমিদারদের উৎখাত করা যায় এবং সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের হটিয়ে দিতে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটানো যায় এবং শান্তি সুনিশ্চিত করা যায়।

একটি মহান বিপ্লব এবং শান্তি!

এটাই ছিল আমাদের বিপ্লবের বিকাশের অন্তর্নিহিত মৌলিক দ্বন্দ্ব এবং প্রত্যেকটি 'ক্ষমতার সংকটের' কারণ।

২০শে এবং ২১শে এপ্রিলের 'সংকট' ছিল এই দ্বন্দ্বের প্রথম প্রকাশ্য বহিঃপ্রকাশ। যদি এই ধারাবাহিক 'সংকটের' মধ্যে এতাবৎ সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের প্রতিবারই সাফল্যলাভ ঘটে থাকে তবে এর কৃতিত্ব কেবল ক্যাডেট পার্টির নেতৃত্বে প্রতিবিপ্লবী ফ্রন্টের উচ্চপর্যায়ের সংগঠনের ওপর আরোপ করলেই হবে না, পরন্তু সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিকদের মতো সমঝওতাবাদী দলগুলির ওপর প্রাথমিকভাবে দিতে হবে—এরাই সাম্রাজ্যবাদের সপক্ষে দোদুল্যমানতা প্রকাশ করেছে, এদের এখনো ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে অনুগামী রয়েছে, এরা প্রত্যেক সময় বিপ্লবের ফ্রন্ট ভেঙেছে, বুর্জোয়াদের শিবিরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে এবং এইভাবে প্রতিবিপ্লবের ফ্রন্টকে সুবিধা দিয়েছে।

এই-ই ঘটেছিল এপ্রিল মাসে।

এই-ই ঘটেছিল জুলাই মাসে।

মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের সঙ্গে কোয়ালিশন গড়ে তোলার 'নীতিটি' বাস্তবে অতি ক্ষতিকর একটি অস্ত্র বলে প্রমাণিত হয়েছে, যার সাহায্যে পুঁজিপতি এবং জমিদারদের পার্টি, ক্যাডেটরা বলশেভিকদের বিচ্ছিন্ন করছে, এবং ধাপে ধাপে এই একই মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সাহায্যে তার অবস্থানকে সুসংহত করেছে।...

মার্চ, এপ্রিল এবং মে মাসে রণাঙ্গনে যে ঢিলেঢালা ভাব এসেছিল বিপ্লবকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার সুযোগ নেওয়া হয়েছিল। দেশে সাধারণ বিশৃংখলায় উদ্দীপিত হয়ে এবং স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ যেটা অন্য কোনও যুধ্যমান দেশ ভোগ করে না তাতে উৎসাহিত হয়ে বিপ্লব গভীর থেকে গভীরতর স্তরে প্রবেশ করে এবং সামাজিক দাবিগুলি উপস্থাপিত করতে শুরু করে। বিপ্লব অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হয়, শিল্পে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ, জমির জাতীয়করণ এবং গরিব কৃষকদের খামারের যন্ত্রপাতি সরবরাহ, গ্রাম ও শহরের মধ্যে উপযুক্ত পণ্যবিনিময় সাধনের জন্য সংগঠন, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ এবং, পরিশেষে সর্বহারা এবং গরিব কৃষকসম্প্রদায়ের হাতে সব ক্ষমতার দাবি উপস্থাপিত হয়। বিপ্লব পরিষ্কারভাবে সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের স্বার্থেই এসেছিল।

কিছু কমরেড বলেন, যেহেতু, আমাদের দেশে পুঁজিবাদ অতি দুর্বলভাবে বিকশিত হয়েছে, সেহেতু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রশ্নটি উত্থাপন করা আকাশ-কুসুম কল্পনা হবে। যদি যুদ্ধ না বাধত, অর্থ নৈতিক বিশৃংখলা না ঘটত, যদি জাতীয় অর্থ নীতির পুঁজিবাদী সংগঠনের ভিত্তি কেঁপে না উঠত তবে তাঁদের কথাই ঠিক হতো। অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের প্রশ্নটি সব দেশেই যুদ্ধের সময়ে একটি আবশ্যিক বিষয় হয়ে উঠছে। প্রশ্নটি জার্মানিতে নিছক প্রয়োজনের তাগিদে উঠেছে, যেখানে জনগণের সক্রিয় এবং প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছাড়াই এটার মীমাংসা হচ্ছে। এখানে রাশিয়ায় ঘটনাটি স্বতন্ত্র। এখানে বিশৃংখলা এক ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে। অন্যদিকে, যুদ্ধের সময়ে আমাদের দেশে যেমন স্বাধীনতা আছে এমনটি অন্য কোথাও নেই। তারপর আমাদের অবশ্যই শ্রমিকদের উঁচু পর্যায়ের সংগঠনের কথা মনে রাখতে হবে ; উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে পেত্রোগ্রাদের শতকরা ৬৬ ভাগ ধাতু শ্রমিকরা সংগঠিত। পরিশেষে, অন্য কোন দেশের সর্বহারাদের শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলির মতো ব্যাপক সংগঠন নেই, ছিলও না। সর্বাধিক স্বাধীনতা ভোগ করে এবং সংগঠন হাতে নিয়ে শ্রমিকরা স্বভাবতঃই, রাজনৈতিক আত্মহত্যা ব্যতিরেকে, সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের সপক্ষে দেশের অর্থ নৈতিক জীবনে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকতে পারে না। যতক্ষণ ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন 'শুরু' না হচ্ছে ততক্ষণ রাশিয়ার 'অপেক্ষা' করা উচিত—এ দাবি জানানোটা হবে একটা নিছক পণ্ডিতিপনা। যে দেশের বেশি সুযোগ সেই দেশই 'শুরু' করে।..

যেহেতু বিপ্লব এতদূর অগ্রসর হয়েছিল, প্রতিবিপ্লবীদের সতর্কতা অবশ্যম্ভাবীভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল ; প্রতিবিপ্লবকে অবশ্যম্ভাবীভাবে উৎসাহিত করেছিল। এটাই ছিল প্রতিবিপ্লব সংগঠিত হওয়ার প্রথম কারণ।

দ্বিতীয় কারণ ছিল সীমান্তে আক্রমণাত্মক অভিযানের নীতির দ্বারা দুঃসাহসিক জুয়ার সূত্রপাত এবং ফ্রন্টে ধারাবাহিক ভাঙন, যার ফলে অস্থায়ী সরকার সকল সম্মান হারিয়েছিল এবং প্রতিবিপ্লবীদের আশায় উদ্দীপিত করেছিল এবং তারা সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করেছিল। গুজব—আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে পরিকল্পিত প্ররোচনার যুগ শুরু হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্র প্রত্যাগত প্রতিনিধিদের অভিমত হল, আক্রমণাত্মক অভিযান এবং পশ্চাদপসরণ দুই-ই—এক কথায়, সীমান্তে যা কিছু ঘটেছে—বিপ্লবকে দুর্নামগ্রস্ত

এবং সোভিয়েতগুলিকে উৎখাতের জন্য পরিকল্পিত হয়েছিল। আমি জানিনা এসব গুজব সত্য কি মিথ্যা, কিন্তু এটা লক্ষণীয় যে, ২রা জুলাই ক্যাডেটরা সরকার থেকে পদত্যাগ করে, ৩রা জুলাই ঘটনা ঘটতে শুরু করে, এবং ৪ঠা জুলাই ফ্রণ্টে ভাঙনের সংবাদ আসে। অদ্ভুত কাকতালীয়! এটা বলতে পারা যাবে না ক্যাডেটরা ইউক্রাইন সম্পর্কে সিদ্ধান্তের জন্য পদত্যাগ করেছে, কারণ ইউক্রাইন সম্পর্কে সিদ্ধান্তের প্রশ্নে ক্যাডেটরা কোন আপত্তি তোলেনি। আরেকটি ঘটনা প্ররোচনাদানের যুগ যে শুরু হয়েছে তার ইঙ্গিত করছে—আমি ইউক্রাইনে গোলাগুলি চালিয়ে শান্তি ভঙ্গের কথা বলছি।[৫৮] এইসব ঘটনাবলীর আলোকে এটা কমরেডদের কাছে পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, প্রতিবিপ্লবীদের চক্রান্তের মধ্যে ফ্রণ্টে ভাঙন ধরানোটাও একটা অঙ্গ ছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল পেটি-বুর্জোয়া ব্যাপক জনসাধারণের চোখে বিপ্লবের কল্প-রূপটিকে হেয় প্রতিপন্ন করা।

তৃতীয় একটি কারণ আছে যেটা রাশিয়ায় প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলিকে জোরদার হতে সাহায্য করেছে—সেটা হল মিত্রশক্তির পুঁজি। যদি, যখন তারা দেখল জারতন্ত্র আলাদা শান্তির জন্য কাজ করছে, মিত্রশক্তির পুঁজি নিকোলাস সরকারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারল, 'যুক্ত' ফ্রণ্টকে রক্ষায় অক্ষম প্রমাণিত হলে তাহলে এমন কোন শক্তি নেই যেটা বর্তমান সরকারের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন করাটা আটকাতে পারে। মিলিউকভ একটি সভায় বলেছিলেন—আন্তর্জাতিক বাজারে রাশিয়াকে মূল্য দেওয়া হত এই জন্য যে রাশিয়া শ্রমশক্তি সরবরাহকারী এবং তার জন্য অর্থ গ্রহণ করে। তিনি আরও বলেছিলেন যে, যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, নয়া সরকারী কর্তৃপক্ষ, যেটা অস্থায়ী সরকারের রূপ নিয়েছে, জার্মানির ওপর আক্রমণ চালাবার জন্য যুক্ত-ফ্রণ্টকে সে সমর্থন জানাতে অপারগ, তাহলে এ সরকারকে অর্থ সাহায্য অর্থহীন। এবং অর্থবল ছাড়া, ঋণ ছাড়া, সে সরকারের পতন অনিবার্য ছিল। কেন ক্যাডেটরা সংকটের সময় একটা বৃহৎ শক্তি হয়ে উঠেছিল, সেই সঙ্গে কেরেনস্কি এবং সকল মন্ত্রীই ক্যাডেটদের হাতে নিছক পুতুল হয়ে উঠেছিল, ওটাই ছিল তার গূঢ় কারণ। ক্যাডেটদের শক্তির মূলে ছিল—তারা মিত্রশক্তির পুঁজির সমর্থন লাভ করেছিল।

রাশিয়া দুটি পথের সম্মুখীন হয়েছিল:

হয় যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সকল অর্থনৈতিক

সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে, বিপ্লবের অগ্রগতি ঘটানো হবে, বুর্জোয়া জগতের ভিত্তিমূল কাঁপিয়ে তোলা হবে এবং এক শ্রমিক-বিপ্লবের যুগ শুরু হবে ;

অথবা অন্য পন্থা, যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া, সীমান্তে আক্রমণাত্মক অভিযান চালানো, মিত্রশক্তির পুঁজি এবং ক্যাডেটদের প্রত্যেকটি নির্দেশ মেনে চলা—এবং তারপর মিত্রশক্তির পুঁজির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা (তৌরিদা প্রাসাদে সুনির্দিষ্ট খবর ছিল যে আমেরিকা ৮,০০০ মিলিয়ন রুবল অর্থনীতির 'পুনর্বাসনের' জন্য দেবে) এবং প্রতিবিপ্লবের বিজয়।

তৃতীয় কোন পন্থা ছিল না।

৩রা এবং ৪ঠা জুলাইয়ের বিক্ষোভ-মিছিল ছিল একটি সশস্ত্র বিদ্রোহ—মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট, রিভলিউশনারিদের এটা প্রমাণের চেষ্টা হল নিতান্তই আজগুবী। ৩রা জুলাই আমরা প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে যুক্ত বিপ্লবী ফ্রন্টের প্রস্তাব দিই। আমাদের শ্লোগান ছিল 'সোভিয়েতগুলির হাতে সব ক্ষমতা চাই!' এবং এ জন্য একটি যুক্ত বিপ্লবী ফ্রন্ট চাই। কিন্তু মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা বুর্জোয়াদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে ভয় পেল, তারা আমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং এইভাবে প্রতিবিপ্লবী-দের ইচ্ছা অনুযায়ী তারা বিপ্লবী ফ্রন্ট ভাঙল। প্রতিবিপ্লবের সাফল্যের জন্য কারা দায়ী যদি নাম করতে হয়, তারা হল মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে, রাশিয়া হল পেটি-বুর্জোয়াদের দেশ এবং সে আজও মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের অনুসরণ করছে, যারা ক্যাডেটদের সঙ্গে সমঝওতা করছে। এবং যতক্ষণ জনগণ বুর্জোয়া-দের সঙ্গে শ্রেণী-সহযোগিতার নীতি সম্পর্কে মোহমুক্ত না হচ্ছেন বিপ্লব থেমে থেমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলবে।

যে ছবি এখন আমরা পেলাম সেটা হল সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া এবং প্রতি-বিপ্লবী সেনানায়কদের একনায়কত্ব। সরকার এই একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে লোক-দেখানো লড়াই চালানোর সঙ্গে সঙ্গে কার্যতঃ তার ইচ্ছা পালন করে চলেছে এবং জনগণের রোষবহ্নি থেকে বাঁচানোর জন্য কেবল একটি বর্মের কাজ করছে। লোকচক্ষে হয়ে এবং দুর্বল হয়ে যাওয়া সোভিয়েতগুলির অনুসৃত সীমাহীন সুবিধা দানের নীতি কেবল এই চিত্রের পরিপূরক, এবং যদিও সোভিয়েতগুলি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে না কারণ একটি 'অবশ্য প্রয়োজনীয়' ও 'অতি সুবিধাজনক' আড়াল হিসাবে তাদের 'আবশ্যক'।

অতএব পরিস্থিতি মূলগতভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

আমাদের কৌশলও অবশ্যই অনুরূপভাবে পরিবর্তিত হবে।

আগে আমরা সোভিয়েতের হাতে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলেছিলাম এবং আমরা ধারণা করেছিলাম সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির পক্ষে ক্ষমতা গ্রহণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে এটাই যথেষ্ট হবে ও বুর্জোয়ারা শান্তিপূর্ণভাবে পথ থেকে সরে দাঁড়াবে। এবং, প্রকৃতপক্ষে, মার্চ, এপ্রিল এবং মে মাসে সোভিয়েতের প্রতিটি সিদ্ধান্ত আইন হিসাবে পরিগণিত হচ্ছিল কারণ সব সময়েই বলের দ্বারা তাকে প্রয়োগ করা যেত। সোভিয়েতগুলির নিরস্ত্রীকরণ ও তাদের (কার্যতঃ) নিছক 'ট্রেড ইউনিয়ন' সংগঠনের স্তরে নেমে যাওয়ার পর পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে। এখন সোভিয়েতগুলির সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করা হয়। এখন ক্ষমতা হাতে নিতে হলে, প্রথমেই প্রয়োজন বর্তমান একনায়কতন্ত্রকে উৎখাত করা।

সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের একনায়কতন্ত্র উৎখাত কর—এটাই অবশ্য আমাদের পার্টির আশু শ্লোগান হওয়া উচিত।

বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ যুগ শেষ হয়েছে। সংঘর্ষ এবং বিস্ফোরণের যুগ শুরু হয়েছে।

বর্তমান একনায়কতন্ত্র উৎখাত করার শ্লোগানটি বাস্তবায়িত হতে পারে কেবল যদি দেশব্যাপী নতুন শক্তিশালী রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ঘটে। এ ধরনের অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী; দেশের পরিস্থিতির সমগ্র বিকাশের গতিপ্রকৃতি এটাই নির্দেশ করছে যে, বিপ্লবের মৌলিক প্রশ্নগুলির একটিরও সমাধান হয়নি, যেমন ভূমির প্রশ্ন, শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ, শান্তি এবং সরকারী ক্ষমতার প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়েছে।

বিপ্লবের একটি প্রশ্নেরও সমাধান না করে দমনপীড়নের পথ পরিস্থিতিকে কেবল জটিল করছে।

নতুন সংগ্রামের মূল শক্তি হবে শহরের সর্বহারা এবং কৃষক সমাজের দরিদ্রতর অংশ। বিজয়ের সময় যদি আসে তারাই ক্ষমতা গ্রহণ করবে।

এ মুহূর্তের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল—প্রতিবিপ্লবী পন্থাগুলি 'সমাজতন্ত্রী'দের মারফৎ কার্যকর করা হচ্ছে। এটার একমাত্র কারণ তারা এমন এক আবরণ সৃষ্টি করেছে যার আড়ালে প্রতিবিপ্লব আরও দু-একমাস ধরে চলতে পারে। কিন্তু যেহেতু বিপ্লবের শক্তিগুলি বিকশিত হচ্ছে, বিস্ফোরণ ঘটতে বাধ্য,

এবং একটা মুহূর্ত আসবে যখন শ্রমিকরা কৃষক সমাজের দরিদ্রতর অংশকে জাগিয়ে তুলবে ও শ্রমিকদের চারিপাশে তাদের ঐক্যবদ্ধ করবে, শ্রমিক-বিপ্লবকে উন্নত করবে এবং ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগের সূচনা করবে।

৪। রাজনৈতিক পরিস্থিতির রিপোর্ট সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে

৩১শে জুলাই

প্রথম প্রশ্ন : 'শ্রমিক ডেপুটিদের সোভিয়েতেব পরিবর্তে বক্তা কী ধরনের জঙ্গী সংগঠনের কথা প্রস্তাব করছেন ?' আমার উত্তর হল, প্রশ্নটি সঠিকভাবে রাখা হয়নি। আমি শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন হিসাবে সোভিয়েতের বিরোধিতা কবিনি। শ্লোগানটি বিপ্লবী সংস্থার সংগঠনের চরিত্র দিয়ে নির্ধারিত হয় না, হয় তার মর্মবস্তু দিয়ে, তার রক্তমাংস দিয়ে। যদি ক্যাডেটরা সোভিয়েতগুলিতে ঢুকত আমরা কখনোই তাদের হাতে ক্ষমতা অর্পণের শ্লোগান তুলতাম না।

এখন আমরা সর্বহারা এবং গরিব কৃষকের হাতে ক্ষমতা অর্পণের দাবি জানাচ্ছি। অতএব, এটা আনুষ্ঠানিক প্রশ্ন নয়, শ্রেণীর প্রশ্ন—যার হাতে ক্ষমতা অর্পিত হবে, এটা হল সোভিয়েতগুলির কিভাবে গঠন হবে তার প্রশ্ন।

সোভিয়েতগুলি হল শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে অতি উপযুক্ত সংগঠন, কিন্তু সোভিয়েতগুলি বিপ্লবী সংগঠনের প্রশ্নে একমাত্র রূপ নয়। এটা বিশুদ্ধ রুশ দেশীয় রূপ। বিদেশে, আমরা দেখেছি এই ভূমিকা মহান ফরাসী বিপ্লবের সময় পৌরসভাগুলি এবং প্যারি কমিউনের সময় জাতীয় প্রতিরক্ষাবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটি পালন করেছে। এবং এমনকি এখানে রাশিয়াতেও বিপ্লবী কমিটি গড়ার পরিকল্পনাটিও আলোচিত হয়। সম্ভবতঃ শ্রমিকদের বাহিনীটিই ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের সবচেয়ে উপযুক্ত রূপ হবে।

কিন্তু এটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে যে সংগঠনের রূপটাই চূড়ান্ত নির্ধারক নয়।

যেটা সত্যিই চূড়ান্ত নির্ধারক সেটা হল শ্রমিকশ্রেণী একনায়কত্ব গ্রহণের জন্য যথেষ্ট প্রাজ্ঞ হয়েছে কিনা, অন্য সবকিছুই আপনা-আপনি আসবে, আসবে বিপ্লবের সৃষ্টিশীল কাজকর্ম থেকে।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে—বর্তমান সোভিয়েত সম্পর্কে আমাদের

মনোভাব বাস্তবতঃ কী?—উত্তরটা অতি পরিষ্কার। যদি উত্থাপিত প্রশ্নটি হয় সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির হাতে সকল ক্ষমতা অর্পণ, তবে শ্লোগানটি বাতিলের যোগ্য। এবং ওটাই হল একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। সোভিয়েতগুলির উচ্ছেদের ধারণা একটা আবিষ্কার। এখানে কেউই একথা বলেনি। ঘটনা হল আমরা 'সোভিয়েতের হাতে সব ক্ষমতা চাই!' এই শ্লোগানটি প্রত্যাহার করার যে প্রস্তাব করছি, তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, 'সোভিয়েতগুলি নিপাত যাক!' এবং যদিও আমরা এই শ্লোগান প্রত্যাহার করছি, আমরা এমনকি সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি থেকে পদত্যাগ করছি না যদিও তারা সম্প্রতি কুৎসিৎ ভূমিকা পালন করছে।

স্থানীয় সোভিয়েতগুলির এখন কিছু ভূমিকা পালন করতে হবে কারণ অস্থায়ী সরকারের আক্রমণের বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের রক্ষা করতে হবে এবং এই লড়াইয়ে আমরা তাদের সমর্থন করব।

এবং সুতরাং, আমি আবার বলি, সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর কর —এই দাবি প্রত্যাহারের অর্থ এই নয় যে 'সোভিয়েতগুলি ধ্বংস হোক!' 'যে সোভিয়েতগুলিতে আমরা সংখ্যাধিক তার সম্পর্কে আমাদের মনোভাব' —সর্বাপেক্ষা গভীর সহানুভূতির মনোভাব। তারা বেঁচে থাক, এবং তাদের শ্রীবৃদ্ধি হোক। কিন্তু শক্তি আর সোভিয়েতগুলির হাতে নেই। আগে, অস্থায়ী সরকার ডিক্রি জারী করত এবং সোভিয়েতগুলির কার্যকরী কমিটি পাণ্টা ডিক্রি জারী করত এবং কেবল শেষোক্ত ডিক্রিগুলি আইনের শক্তি অর্জন করল। ১ নম্বর আদেশের[৫৯] ব্যাপারটি স্মরণ করুন। এখন অবশ্য অস্থায়ী সরকার কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিকে অগ্রাহ্য করছে। ৩রা থেকে ৫ই জুলাইয়ের ঘটনাবলীর তদন্ত কমিশনে সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি যোগদান করবে এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি বাতিল করেনি; কেরেনস্কির আদেশবলে তাকে কার্যকর করা হয়নি। এখন প্রশ্নটা সোভিয়েতে সংখ্যাধিক্য অর্জন নয়—আলাদা করে দেখলে যার অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে—কিন্তু প্রশ্নটা হল প্রতিবিপ্লবী একনায়কত্বকে উৎখাত করা।

চতুর্থ প্রশ্ন—যাতে 'গরিব কৃষকের' ধারণা সম্পর্কে আরও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার এবং সংগঠনের প্রকৃতি সম্পর্কে একটা নির্দেশের কথা জিজ্ঞেস করা হয়েছে—এ সম্পর্কে আমার উত্তর হল 'গরিব কৃষক' এ নামটা নতুন কিছু নয়। এই শব্দটি কমরেড লেনিন ১৯০৫ সালে মার্কসবাদী সাহিত্যে প্রথম চালু করেন এবং তখন

থেকেই প্রাভদার প্রায় প্রত্যেক সংখ্যায় এটা ব্যবহৃত হয়েছে এবং এপ্রিল সম্মেলনের প্রস্তাবেও স্থান পেয়েছে।

কৃষক সমাজের দরিদ্রতর অংশটি হল তারা যাদের সঙ্গে কৃষক সমাজের উঁচুতলার অংশের বিবাদ রয়েছে। কৃষক ডেপুটিদের সোভিয়েত যেটা ৮০ মিলিয়ন কৃষকের (মহিলাদের নিয়ে) 'প্রতিনিধিত্ব' করে বলে কথিত, সেটা আসলে কৃষক সমাজের উঁচুতলার অংশের সংগঠন। কৃষক সমাজের নীচুতলার অংশ সোভিয়েতের নীতির বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রাম করছেন। যেখানে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টির প্রধান, চেরনভ, এবং সেই সঙ্গে অ্যাভক্সেনতিয়েভ এবং অন্যান্যরা কৃষকদের উদ্দেশে এই মুহূর্তে জমি দখল না করে সংবিধান-পরিষদে এই প্রশ্নের সাধারণভাবে মীমাংসার জন্য অপেক্ষা করতে আহ্বান জানাচ্ছেন তখন কৃষকরা জমি দখল করে তাতে লাঙ্গল চালিয়ে, খামারের যন্ত্রপাতি দখল ইত্যাদি করে তার জবাব দিচ্ছে। পেনজা, ভোরোনেঝ, ভাইটেবস্ক কাজান এবং অন্যান্য আরও কিছু গুবের্নিয়া থেকে এই মর্মে আমরা সংবাদ পেয়েছি। কেবলমাত্র এই ঘটনাই সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করছে যে, গ্রামীণ মানুষ উঁচু এবং নীচু অংশে বিভক্ত, কৃষক সমাজ আর আজ অখণ্ড সমগ্রতা নিয়ে টিঁকে নেই। সমাজের এই উঁচু অংশটি প্রধানতঃ সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের অনুগামী। নীচু স্তরের অংশটি জমি ছাড়া বাঁচতে পারে না, আর এরাই অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে। এরা হচ্ছে সেই কৃষক যাদের সামান্য জমি রয়েছে, একটা ঘোড়া আছে অথবা একটাও ঘোড়া নেই, ইত্যাদি। তাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এমন অংশ যাদের প্রকৃতপক্ষে কোন জমি নেই, আধা সর্বহারারা।

বিপ্লবের যুগে কৃষক সমাজের এই অংশের সঙ্গে কোন রফার চেষ্টা না করাটা হবে অবিজ্ঞোচিত। যাই হোক, কৃষক সমাজের খেতমজুর অংশটির স্বতন্ত্রভাবে সংগঠিত হওয়া উচিত এবং সর্বহারার পাশে সমবেত হওয়া উচিত।

এই অংশের সংগঠনের প্রকৃতি কী হবে এটা আগের থেকে বলা খুবই মুশকিল। বর্তমানে কৃষক সমাজের নীচের অংশটি হয় অননুমোদিত সোভিয়েত গড়ে তুলছে, নয়তো বর্তমান সোভিয়েতগুলি দখলের চেষ্টা করছে। এইভাবে, প্রায় ছ'সপ্তাহ আগে পেত্রোগ্রাদে গরিব কৃষকদের একটি সোভিয়েত গড়ে ওঠে (আশিটি সামরিক ইউনিটের প্রতিনিধি এবং কারখানার প্রতিনিধিদের নিয়ে তৈরী), যারা কৃষক ডেপুটিদের সোভিয়েতের নীতির বিরুদ্ধে ঘোরতর লড়াই চালাচ্ছে।

সাধারণভাবে, সোভিয়েতগুলি হল জনগণের সংগঠনের সবচেয়ে উপযুক্ত আকার। কিন্তু আমাদের পক্ষে **প্রতিষ্ঠানের** কথা বলা উচিত নয়, আমাদের উচিত তার **শ্রেণীগত মর্মবস্তুটির** দিকটি নির্দেশ করা ; আমাদের উচিত **আধেয়** এবং **আধার** বা বাহ্যিক আবরণের পার্থক্যটি যাতে জনগণ বুঝতে পারে তার চেষ্টা করা।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, সংগঠনের রূপ মূল প্রশ্ন নয়। যদি বিপ্লব অগ্রসর হয়, তাব সাংগঠনিক রূপও প্রয়োজনমতো সৃষ্টি হবে। আমরা অবশ্যই চাইব না এই রূপের প্রশ্নটি : **কোন্ শ্রেণীর** হাতে ক্ষমতা অবশ্যই যাচ্ছে ?—এই মূল প্রশ্নটিকে আড়াল করুক।

এখন থেকে আত্মরক্ষাবাদীদের সঙ্গে জোট বাঁধার চিন্তা অভাবনীয় : আত্মরক্ষাবাদী দলগুলি বুর্জোয়াদের সঙ্গে তাদের নিজেদের ভাগ্য জড়িয়ে ফেলেছে, এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি থেকে শুরু করে বলশেভিক পর্যন্ত জোট সম্প্রসারিত করার ধারণাটি ব্যর্থ হয়ে গেছে। এখন প্রশ্ন হল সোভিয়েতের উচ্চপদাসীন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো, কৃষকদের গরিব অংশটির সঙ্গে মৈত্রীর ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো এবং প্রতিবিপ্লবকে ঝেঁটিয়ে দূর করা।

৫। আলোচনার জবাবে

৩১শে জুলাই

কমরেডগণ, প্রথমেই আমি তথ্যের কিছু সংশোধন করব।

কমরেড ইয়ারোস্লাভস্কি রুশ সর্বহারারা যে অতি সুসংগঠিত আমার এই দৃঢ় অভিমতে আপত্তি করেছেন এবং অস্ট্রীয় সর্বহারাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন। কিন্তু কমরেডগণ, আমি 'লাল' বিপ্লবী সংগঠন সম্পর্কে বলছিলাম ; অন্য কোন দেশে সর্বহারারা রুশ সর্বহারাদের মতো এমনভাবে এই পরিমাণে সংগঠিত হয়নি।

অ্যাঙ্গারস্কি যখন বলেন, আমি সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার ধারণার প্রবক্তা তখন তিনি ভুল করেন। কিন্তু আমরা এটা নজর না করে পারি না যে, ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে, কেবল কৃষকসমাজ ও সর্বহারারা নয়, রুশ বুর্জোয়া ও বিদেশী পুঁজিপতিরাও জারতন্ত্রের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। এটা একটা বাস্তব সত্য। এবং মার্কসবাদীরা যদি এই ঘটনাবলীর মুখোমুখি হতে

অস্বীকার করেন তবে খুব খারাপ হবে। কিন্তু পরে প্রথম দুটি শক্তি বিপ্লবকে আরও বিকশিত করার পথ নিয়েছিল এবং অন্য দুটি পক্ষ প্রতিবিপ্লবের পথ ধরেছিল।

আমি এখন বিষয়টির সারমর্ম সম্পর্কে আলোচনা করব। বুখারিন এটা সুতীক্ষ্ণভাবে উপস্থাপিত করেছেন কিন্তু তিনিও তাঁর যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছেন। বুখারিন জোর দিয়ে বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা মুঝিকদের সঙ্গে জোট তৈরী করেছে। কিন্তু কোন্ মুঝিকদের সঙ্গে? আমরা জানি বিভিন্ন ধরনের মুঝিক আছে। জোট গড়ে উঠেছে দক্ষিণপন্থী মুঝিকদের সঙ্গে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে আছে নীচুস্তরের বামপন্থী মুঝিকরা যারা কৃষকসমাজের গরিব অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। এখন এদের সঙ্গে কখনোই জোট গঠন করা যেতে পারত না। এরা বৃহৎ বুর্জোয়াদের সঙ্গে জোট গঠন করেনি, তারা একে অনুসরণ করেছে কারণ তারা রাজনৈতিকভাবে অপরিণত, তারা নিছক প্রতারিত হচ্ছে, নাকে দড়ি দিয়ে তাদের ঘোরানো হচ্ছে।

এই জোট কার বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে ?

বুখারিন বলেননি। এটা হল রুশ এবং মিত্রশক্তির পুঁজিপতিদের জোট, সামরিক অফিসার ও কৃষক সমাজের উঁচুতলার অংশের জোট, চেরনভ জাতীয় সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা এর প্রতিনিধিত্ব করে। এই জোট গঠন করা হয়েছে গরিব কৃষক এবং শ্রমিকদের বিরুদ্ধে।

বুখারিন কী সম্ভাবনা হাজির করেছেন? তাঁর বিশ্লেষণ মূলগতভাবে ভুল। তাঁর মতে, প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা কৃষক-বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। কিন্তু এটা একসঙ্গে মিলে যেতে বাধ্য, শ্রমিক-বিপ্লবের সঙ্গে একত্রে সংঘটিত হতে বাধ্য। এটা হতে পারে না যে শ্রমিকশ্রেণী যারা বিপ্লবের অগ্রদূত, তারা একই সঙ্গে তাদের নিজেদের দাবির জন্য লড়াই করবে না। সে কারণে আমি মনে করি বুখারিনের পরিকল্পনাটি সুচিন্তিত নয়।

বুখারিনের মতে দ্বিতীয় পর্যায়ে পশ্চিম ইউরোপের সমর্থন লাভ করে কৃষকদের ছাড়াই সর্বহারার বিপ্লব হবে, কৃষকরা জমি পাবে এবং সন্তুষ্ট থাকবে। কিন্তু এই বিপ্লব কার বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে? বুখারিনের ভোঁতা ভুরপুনে তৈরী পরিকল্পনায় এই প্রশ্নের কোন জবাব পাওয়া যায় না। ঘটনার বিশ্লেষণের অন্য কোন দৃষ্টিভঙ্গি প্রস্তাবিত হয়নি।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে। এখন আর দ্বৈত ক্ষমতা সম্পর্কে কোন কথা উঠছে না। আগে সোভিয়েতগুলি আসল শক্তির প্রতিনিধিত্ব করত; এখন এগুলি নিছকই জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার সংগঠন, এদের কোন ক্ষমতা নেই। ঠিক এ কারণেই তাদের হাতে 'শুধুমাত্র' ক্ষমতা হস্তান্তরিত করাটা অসম্ভব। কমরেড লেনিন, তাঁর প্রচারপত্রে[৬০], আরও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এবং সুনিশ্চিতভাবে বলেছেন যে, কোন দ্বৈত ক্ষমতা নেই, কারণ সমস্ত ক্ষমতা পুঁজিপতিদের হাতে চলে গেছে এবং এখন 'সকল ক্ষমতা সোভিয়েতের হাতে চাই!' এই শ্লোগান দেওয়াটা নেহাতই পাগলামি হবে।

যেখানে আগে সোভিয়েতগুলির কার্যকরী কমিটির অনুমোদন ছাড়া কোন আইনের বৈধতা ছিল না, এখন দ্বৈত ক্ষমতার কোন কথাই ওঠে না। সব সোভিয়েতগুলি দখল করুন এবং তৎসত্ত্বেও আপনি কোন ক্ষমতা লাভ করবেন না!

আমরা জেলা ডুমার নির্বাচনের সময় ক্যাডেটদের ব্যঙ্গ করেছি কারণ তারা অতি ক্ষুদ্র নগণ্য একটি গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব করছিল যারা মাত্র শতকরা ২০ ভাগ ভোট পেয়েছিল। এখন তারা আমাদের ব্যঙ্গ করছে। কেন? কারণ সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কাযকরী কমিটির মৌন সম্মতিতে বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে।

কমরেডরা কিভাবে সরকারী ক্ষমতা সংগঠিত করা যায় এ প্রশ্নটি মীমাংসার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত ক্ষমতা আপনাদের হাতে নেই!

এখন প্রধান কাজ হল বর্তমান শাসনক্ষমতা **উৎখাতের** প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রচার করা। আমরা এর জন্য এখনো সম্যকভাবে প্রস্তুত নই। কিন্তু আমরা অবশ্যই প্রস্তুত হব।

শ্রমিক, কৃষক এবং সৈনিকদের এ কথা অবশ্যই উপলব্ধি করাতে হবে যে যতক্ষণ বর্তমান শাসনক্ষমতার উৎখাত না হচ্ছে তারা স্বাধীনতা বা জমি কোনটাই লাভ করবে না!

এবং সুতরাং, কিভাবে সরকারী ক্ষমতা সংগঠিত করা যাবে এটা প্রশ্ন নয়, তাকে উৎখাত করাটাই একমাত্র প্রশ্ন। একবার আমরা ক্ষমতা দখল করতে পারলে কিভাবে তাকে সংগঠিত করতে হয় জানতে পারব।

এখন, অ্যাঙ্গারস্কি এবং নোগিনের রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের বিষয়ে আপত্তি সম্পর্কে দু-একটা কথা বলব। ইতোমধ্যেই এপ্রিল সম্মেলনে

আমরা বলেছিলাম যে, সমাজতন্ত্রের পথে পদক্ষেপ শুরু করার জন্য সুযোগ এসেছিল। (**এপ্রিল সম্মেলনে 'বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে' প্রস্তাবটির শেষটুকু পড়েন।**)

'রাশিয়ার সর্বহারারা ইউরোপের সবচেয়ে পশ্চাদপদ একটি দেশে, গরিব কৃষক-সাধারণের মধ্যে কার্যকলাপ চালাচ্ছেন—তাই আশু সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন প্রবর্তন করার লক্ষ্য নিজেদের সম্মুখে রাখতে পারেন না। কিন্তু এটা একটা বিরাট ভুল হবে এবং বাস্তবক্ষেত্রে এমনকি বুর্জোয়াদের কাছে আত্মসমর্পণ হবে, যদি এর থেকে এই সিদ্ধান্ত টানি যে শ্রমিকশ্রেণী অবশ্যই বুর্জোয়াদের সমর্থন জানাবে অথবা আমরা অবশ্যই আমাদের কাজকর্ম পেটি-বুর্জোয়াদের কাছে গ্রহণযোগ্য সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ করব অথবা আমরা অবশ্যই জনগণের কাছে সমাজতন্ত্রের পথে ধারাবাহিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার গুরুত্ব যেগুলি গ্রহণ করার সময় কার্যতঃ এখন পরিপক্ব হয়েছে সেটা ব্যাখ্যা করার সময় সর্বহারার নেতৃত্বের ভূমিকাটি বাতিল করে দেব।'

কমরেডরা তিন মাস পেছিয়ে পড়েছেন। এবং ঐ তিন মাসে কী ঘটেছে? পেটি-বুর্জোয়ারা নানা দলে ভাগ হয়ে গেছে, নীচুতলার অংশ ওপরতলার অংশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করছে, সর্বহারারা সংগঠিত হচ্ছে, অর্থনৈতিক বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ছে, যার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ চালু হওয়াটা আরও বেশি জরুরী হয়ে পড়ছে (যথা পেত্রোগ্রাদ, দনেৎস ইত্যাদি অঞ্চলে)। এ সবকিছুই যে থিসিসগুলি ইতোমধ্যেই এপ্রিলে গৃহীত হয়েছে তার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করছে। কিন্তু কমরেডরা আমাদের পেছু টানতে চান।

সোভিয়েতগুলি সম্পর্কে। ঘটনা হল, আমরা সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা দান সম্পর্কে পুরানো শ্লোগানটি প্রত্যাহার করছি তার অর্থ এই নয় যে আমরা সোভিয়েতের বিরোধিতা করছি। অন্যপক্ষে, আমরা সোভিয়েতের মধ্যে কাজ করতে পারি এবং অবশ্যই করব, এমনকি সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিতে যেটা প্রতিবিপ্লবীদের ছদ্মবেশস্বরূপ তাতেও। সোভিয়েতগুলি, এটা সত্য, এখন কেবল জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার সংগঠন মাত্র, কিন্তু আমরা সর্বদাই জনগণের সঙ্গে আছি এবং যতক্ষণ তাড়িয়ে না দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ আমরা সোভিয়েত পরিত্যাগ করছি না। যদিও কোন ক্ষমতা নেই তবুও কি আমরা কারখানা-কমিটিগুলি বা পৌরসভাগুলিতে থাকব না? কিন্তু আমরা সোভিয়েতের মধ্যে থাকার সঙ্গে সঙ্গে মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউ-শনারিদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে থাকব।

এখন যখন প্রতিবিপ্লব বুর্জোয়া এবং মিত্রশক্তির পুঁজির সঙ্গে তার

যোগসাজসটি খোলাখুলি দেখিয়ে দিয়েছে তখন যে-কোন কালের থেকে এটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আমাদের বিপ্লবী সংগ্রামে আমরা তিনটি বিষয়ের ওপর ভরসা রাখব: রুশ সর্বহারা, আমাদের কৃষকসমাজ এবং আন্তর্জাতিক সর্বহারাশ্রেণী—কারণ আমাদের বিপ্লবের ভবিষ্যৎ পশ্চিম ইউরোপীয় আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত।

৬। 'রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে' প্রস্তাবের ৯নং ধারা প্রসঙ্গে প্রিয়োব্রাঝেন্স্কির জবাবে

৩রা আগস্ট

স্তালিন প্রস্তাবের ৯নং ধারাটি পড়ছেন:

৯। 'এই বিপ্লবী শ্রেণীগুলির কর্তব্য হবে তখন নিজেদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণের জন্য সর্বতোভাবে প্রয়াস চালানো এবং উন্নত দেশগুলির বিপ্লবী সর্বহারাশ্রেণীর সহযোগিতায় রাষ্ট্রক্ষমতাকে শান্তির পথে পরিচালিত করা এবং সমাজের সমাজতান্ত্রিক গঠনকর্মের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।'

প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি: প্রস্তাবের শেষ দিককার সূত্র সম্পর্কে আমি ভিন্নতর প্রস্তাব রাখছি: ইহাকে শান্তির পথে পরিচালিত করা এবং যদি পশ্চিম জগতে সর্বহারার বিপ্লব ঘটে, সমাজতন্ত্রের দিকে পরিচালিত করা।' যদি কমিশন প্রস্তাবিত এই সূত্র আমরা গ্রহণ করি তাহলে এটা বুখারিনের প্রস্তাবের বিরোধী হবে, যে প্রস্তাব ইতোমধ্যেই আমরা গ্রহণ করেছি।

স্তালিন: এই ধরনের সংশোধনীর আমি বিরোধী। রাশিয়াই হবে একমাত্র দেশ যে সমাজতন্ত্রের পথ রচনা করবে—এ সম্ভাবনাটি বাদ দেওয়া হয়নি। যুদ্ধের সময় রাশিয়া যে রকমের স্বাধীনতা ভোগ করছে সে রকমের স্বাধীনতা এতাবৎ কোন দেশ ভোগ করেনি অথবা রাশিয়ার মতো উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ চালু করার চেষ্টা করেনি। আরও যেটা বলার বিষয় সেটা হল আমাদের বিপ্লবের ভিত্তি পশ্চিম ইউরোপ থেকে বিস্তৃত যেখানে সর্বহারারা একা বুর্জোয়াদের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি কৃষকের গরিব অংশটি সমর্থন জানিয়েছে। পরিশেষে, জার্মানিতে রাষ্ট্রযন্ত্র আমাদের বুর্জোয়াদের ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রের তুলনায় তুলনাহীনভাবে দক্ষ। আমাদের বুর্জোয়ারা ইউরোপীয় পুঁজির অধীন। ইউরোপ আমাদের পথ দেখাতে পারে—এই সেকেলে ধারনা অবশ্যই

আমরা বর্জন করব। মতান্ধতাদুষ্ট মার্কসবাদ যেমন আছে, তেমনি সৃষ্টিশীল মার্কসবাদও আছে। আমি শেষোক্তটির পক্ষে।

সভাপতি ঃ আমি প্রিয়োব্রাঝেনস্কির সংশোধনীটি ভোটে দিচ্ছি। বাতিল।*

রু. সো. ডি. লে (ব) পার্টির
ষষ্ঠ কংগ্রেসের সভার বিবরণীতে প্রথম
প্রকাশিত, কমিউনিস্ট পাবলিশিং হাউস, ১৯১৯

---

* যেহেতু **রু. সো ডি লে (ব) পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেসের সভার কার্য-বিবরণী** সংক্ষিপ্ত ছিল এবং স্পষ্টতঃই যথেষ্ট ছিল না, অধিকন্তু যেটা কংগ্রেসের দু বছর বাদে প্রকাশিত হয়েছিল, সম্পাদকমণ্ডলী তখন স্তালিনের ষষ্ঠ কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য জুলাই ও আগস্টে **রাবোচি ই সোল্দাৎ**-এর ৭ নং ও ১৪ নং এবং **প্রলেতারির** ৩ নং-এ ছাপা ভাষণগুলির সরকারী রেকর্ড মিলিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন।

পুঁজিপতিরা কি চায়?

এই সেদিন মস্কোয় ব্যবসায়ী এবং উৎপাদনকারীদের দ্বিতীয় সারা-রুশ কংগ্রেস উদ্বোধন হল। জাতীয়তাবাদীদের নেতা লক্ষপতি রায়াবুশিন্স্কির কর্মসূচীমূলক একটি ভাষণ দিয়ে এর সূচনা হল।

রায়াবুশিন্স্কি কী বলেছিলেন?

পুঁজিপতিদের কর্মসূচী কী?

শ্রমিকদের তা জানা দরকার—বিশেষতঃ এখন যখন পুঁজিপতিরা সরকার নিয়ন্ত্রণ করছে এবং তাদেরকে 'পরুষ শক্তি' বলে বিবেচনা করে। মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা তাদের সঙ্গে নাগরীপনা করে চলেছে।

যেহেতু পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের অবিচল শত্রু, সেহেতু আমাদের শত্রুদের পরাস্ত করতে হলে আমাদের নিশ্চয়ই প্রথমে জানতে হবে তারা কারা।

তাহলে পুঁজিপতিরা কী চায়?

কে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করছে?

পুঁজিপতিরা ফাঁকা বচনবাগীশ নয়। তারা কাজের লোক। তারা জানে যে, বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্লবের মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে ক্ষমতার প্রশ্ন। সুতরাং এটা আশ্চর্যের নয় যে, রায়াবুশিন্স্কি তাঁর ভাষণ শুরু করেছিলেন এই মৌলিক প্রশ্ন দিয়ে।

তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের অস্থায়ী সরকার, যা কেবল এক আপাতক্ষমতার প্রতীক, বহিরাগতদের চাপের অধীন ছিল। প্রকৃতপক্ষে একদল সবজান্তা রাজনীতিক নিজেদের ক্ষমতায় আসীন করেছিলেন। মেকি সোভিয়েত নেতারা জনগণকে ধ্বংসের দিকে তাঁদের নিয়ে যাচ্ছিল এবং সমগ্র রুশ সাম্রাজ্য এসে দাঁড়িয়েছিল এক অতল গহ্বরের মুখে' (রেচ)।

'প্রকৃতপক্ষে একদল সবজান্তা রাজনীতিকরা যে নিজেদের ক্ষমতায় আসীন করেছিল' তা অবশ্য সত্য। কিন্তু এও কম সত্য নয় যে এই 'সবজান্তাদের' অনুসন্ধান করতে হবে 'সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের' মধ্যে নয়, বরং রায়াবুশিন্স্কিদেরই মধ্যে, রায়াবুশিন্স্কির সেই বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা ২রা জুলাই অস্থায়ী সরকার থেকে পদত্যাগ করেছিলেন, মন্ত্রীত্বের দপ্তর নিয়ে সপ্তাহকয়েক ধরে দরদস্তুর করেছিলেন, সরকারকে ক্রেডিট থেকে বঞ্চিত করার ভয় দেখিয়ে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি

ও মেনশেভিক নির্বোধদের প্রতারণা করেছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত নিজেদের অভীষ্ট লাভ করেছিলেন ও নিজেদের তালে তাদের নাচতে বাধ্য করেছিলেন।

কেননা, এই 'সবজান্তা' ব্যক্তিরাই সরকারের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিল গ্রেপ্তার এবং আক্রমণের, গুলিবর্ষণ এবং মৃত্যুদণ্ডের—'সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ' নন।

এই 'সবজান্তা' ব্যক্তিরাই সরকারের উপর 'চাপ সৃষ্টি করছে' এবং জনগণের রোষ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য তাকে বর্মাবরণ হিসাবে রূপান্তরিত করছে। ক্ষমতাহীন 'সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ' নন, বরং এই 'সবজান্তা'রাই রাশিয়ায় 'প্রকৃতপক্ষে নিজেদের ক্ষমতায় আসীন করেছে।'

কিন্তু সেটি, অবশ্য, বিচার্য বিষয় নয়। বিচার্য বিষয় হচ্ছে এই—যে সোভিয়েতগুলির সামনে পুঁজিপতিরা এমনকি গতকালও অবনমিত ছিল সেগুলি আজ পরাজিত; কিন্তু পরাজয় সত্ত্বেও তারা আংশিক ক্ষমতা বশে রাখতে পেরেছে আর অন্যদিকে পুঁজিপতিরা নিজেদের ক্ষমতা আরও নিরাপদভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সেগুলিকে এই অবশিষ্ট ক্ষমতাটুকু থেকেও বঞ্চিত করতে চাইছে।

মিঃ রায়াবুশিন্স্কির মনে সবার আগে এইটাই রয়েছে।

আপনারা কি জানতে চান পুঁজিপতিরা কী চায়?

পুঁজিপতিদের হাতে সকল ক্ষমতা—এটাই তারা চায়।

কে রাশিয়ায় সর্বনাশ ডেকে আনছে?

রায়াবুশিন্স্কি কেবল বর্তমান সম্পর্কে বলেননি। তিনি 'পূর্ববর্তী মাসগুলির দিকে ফিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার' প্রতি বিরূপ নন। এবং তিনি কী দেখছেন? 'পরিস্থিতির সার সংক্ষেপ করে' তিনি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আবিষ্কার করছেন যে, 'আমরা এক ধরনের অচলাবস্থায় পৌঁছেছি যা থেকে আমরা নিজেদের ছাড়িয়ে আনতে পারছি না।...খাদ্যসমস্যা হয়ে পড়েছে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাতীত, রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিষয়সমূহ সামগ্রিকভাবে বিপর্যস্ত, ইত্যাদি।'

এবং এর জন্য যারা দায়ী, দেখা যাচ্ছে, তারা হচ্ছে সোভিয়েতগুলির এইসব 'কমরেডরাই', এইসব 'অপব্যয়ীরা' যাদের উচিত 'অভিভাবকত্বের অধীনে রাখা'।

'যতদিন জনগণ তাদের ভিতরের স্বরূপ দেখতে পাচ্ছেন না ততদিন রুশ দেশ তাদের বন্ধুত্বের

আলিঙ্গনে গোঙাতে থাকবে, এবং যখন তাঁরা ওদের স্বরূপ দেখতে পাবেন তখন বলবেন : 'তোমরা জনগণের প্রতারক।'"

রাশিয়া যে এক অচলাবস্থায় পৌঁছেছে, গভীর সংকটময় এক পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে, বিপর্যয়ের মুখে এসে পড়েছে, তা অবশ্য সত্য।

কিন্তু এটা কি অদ্ভুত নয় :

(১) যে, যুদ্ধের আগে যেখানে রাশিয়ায় খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত ছিল এবং প্রতি বছর আমরা ৪০০-৫০০ মিলিয়ন পুড শস্য রপ্তানি করেছি, সেখানে এখন যুদ্ধ চলাকালীন খাদ্যশস্যের ঘাটতি পড়েছে এবং আমরা অনশন করতে বাধ্য হচ্ছি ?

(২) যে, যুদ্ধের আগে যেখানে রাশিয়ার জাতীয় ঋণ ৯,০০০ মিলিয়ন রুবল পরিমাণ ছিল, এবং তার উপর সুদ দিতে বার্ষিক মাত্র ৪০০ মিলিয়ন রুবল প্রয়োজন হতো, সেখানে যুদ্ধের তিন বছরে জাতীয় ঋণ ৬০,০০০ মিলিয়ন রুবল-এ উঠেছে, যার কেবল সুদ দিতে বার্ষিক ৩,০০০ মিলিয়ন রুবল প্রয়োজন ?

এটা কি পরিষ্কার নয় যে যুদ্ধের জন্য, এবং কেবল যুদ্ধের জন্যই, রাশিয়া এক অচলাবস্থায় এসে পৌঁছেছে ?

কিন্তু কে রাশিয়াকে যুদ্ধে ঠেলে দিয়েছে এবং কে তাকে যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে চালিত করছে যদি তাঁরা এই একই রায়াবুশিন্স্কি এবং কনোভালভ, মিলিউকভ এবং ভিনেভাররা না হন ?

রাশিয়ায় 'অপব্যয়ীরা' প্রচুর সংখ্যায় রয়েছে, এবং তারাই তার বিপর্যয় নিয়ে আসছে—সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু তাদের খুঁজতে হবে 'কমরেডদের' মধ্যে নয়, বরং রায়াবুশিন্স্কি আর কনোভালভদের মধ্যে, পুঁজিপতি আর ব্যাঙ্ক মালিকদের মধ্যে, যারা লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করছে যুদ্ধের ঠিকাদারী এবং সরকারী ঋণের মাধ্যমে।

এবং যখন কোন দিন রুশ জনগণ এদের স্বরূপ বুঝবেন, সেদিন তাঁরা এদের কাজ সংক্ষেপ করে দেবেন—সে সম্পর্কে তারা নিশ্চিত থাকতে পারে।

কিন্তু এটা, অবশ্য, আলোচ্য বিষয় নয়। আলোচ্য বিষয় হচ্ছে যে, পুঁজিপতিরা তাদের পক্ষে লাভজনক এই 'যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাবার' জন্য লালায়িত, কিন্তু তার ফলাফলের দায়িত্ব নিতে ভীত, এবং সেইজন্য তারা চেষ্টা করছে 'কমরেডদের' উপর দোষারোপ করতে, যাতে আরও সহজে যুদ্ধের হট্টগোলের মধ্যে বিপ্লবকে ডুবিয়ে দিতে পারা যায়।

মিঃ রায়াবুশিন্স্কির ভাষণ তাই ইঙ্গিত করেছে।

আপনারা কি জানতে চান পুঁজিপতিরা কী চায়?

যুদ্ধ—বিপ্লবের উপর সম্পূর্ণ বিজয়লাভ পর্যন্ত যুদ্ধ—সেইটাই তারা চায়।

কে রাশিয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে?

রায়াবুশিন্স্কি রাশিয়ার সংকটাপন্ন অবস্থা বর্ণনা করার পর 'সেই পরিস্থিতি থেকে অব্যাহতির পথ' প্রস্তাব করেন। এবং শুনুন তাঁর প্রস্তাবিত 'অব্যাহতির পথ':

'সরকার জনগণকে দেয়নি খাদ্য বা কয়লা বা কাপড় চোপড়।· হয়তো এই পরিস্থিতি থেকে অব্যাহতির পথ খুঁজতে আমাদের প্রয়োজন হবে দুর্ভিক্ষের শীর্ণ হাত, জনগণের নিঃস্বকরণ যা জনগণের অলীক বন্ধুদের—গণতান্ত্রিক সোভিয়েতসমূহ এবং কমিটিগুলির গলা চেপে ধরবে।'

আপনারা শুনছেন কি? 'আমাদের **প্রয়োজন হবে** দুর্ভিক্ষের শীর্ণ হাত, জনগণের নিঃস্বকরণ।'···

রায়াবুশিন্স্কিরা, দেখা যাচ্ছে, 'গণতান্ত্রিক সোভিয়েতসমূহ এবং কমিটিগুলির' 'গলা চেপে ধরার' জন্য রাশিয়ার উপর 'দুর্ভিক্ষ' ও 'নিঃস্বতা' চাপিয়ে দিতে অনিচ্ছুক নন।

দেখা যাচ্ছে, তাঁরা জনগণকে অপ্রস্তুত সংগ্রামে উত্তেজিত করার জন্য এবং আরও চূড়ান্তভাবে শ্রমিক ও কৃষকের সঙ্গে মোকাবিলার জন্য কল কারখানাগুলি বন্ধ করে দিতে কিংবা বেকারী আর অনশন সৃষ্টি করতে পরাঙ্মুখ নন।

রাবোচাইয়া গ্যাজেতা এবং **দেলো নারোদা**-এর তথ্যপ্রমাণে এদের পাওয়া যাচ্ছে—দেশের এই 'পরুষ শক্তিগুলোকে'!

রাশিয়ার প্রকৃত বেইমান ও বিশ্বাসঘাতকদের পাওয়া যাচ্ছে!

আজকাল রাশিয়ায় অনেকে বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে বলছেন। প্রাক্তন সৈন্যরা এবং বর্তমান গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিনিধিরা, অক্ষম ভাড়াটেরা আর চরিত্রহীন বেশ্যা-সহবাসকারীরা সবাই লিখছে বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে, গণতান্ত্রিক 'সোভিয়েতসমূহ এবং কমিটিগুলির' প্রতি ইঙ্গিত করে। শ্রমিকরা জানুক যে বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে মিথ্যা ভাষণ হচ্ছে বহু দুর্দশাগ্রস্ত রাশিয়ার প্রকৃত বিশ্বাসঘাতকদের আড়াল করার ছদ্ম আবরণ মাত্র!

আপনারা কি জানতে চান পুঁজিপতিরা কী চায়?

তাদের টাকার থলির স্বার্থের জয়, এমনকি তার মানে যদি রাশিয়ার ধ্বংসও হয়—তাই তারা চায়।

রাবোচি ই সোল্‌দাৎ, সংখ্যা ১৩

৬ই আগস্ট, ১৯১৭

সম্পাদকীয়

মস্কো-সম্মেলনের বিরুদ্ধে[৬১]

প্রতিবিপ্লব গতিপথের এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করছে। ধ্বংস এবং বিনাশ থেকে অগ্রসর হচ্ছে তার অর্জিত সাফল্যের সংহতিসাধনের দিকে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং বিশৃংখলা থেকে তা অগ্রসর হচ্ছে 'সাংবিধানিক বিকাশের' 'আইনগত পথে'।

প্রতিবিপ্লবীরা বলছে, বিপ্লবকে পরাজিত করতে পারা যায় এবং করতেই হবে। কিন্তু তাই যথেষ্ট নয়। এর জন্য অবশ্যই অনুমোদন পেতে হবে। এবং এমনভাবে ব্যবস্থা করতে হবে যে, এই অনুমোদন হবে 'জনগণের' নিজেদের দেওয়া অনুমোদন, হবে জাতির নিজের দেওয়া অনুমোদন আর কেবল পেত্রোগ্রাদে বা রণাঙ্গনে নয়, বরং সারা রাশিয়ায়। তাহলে এই বিজয় দৃঢ় হবে। তাহলে অর্জিত লাভগুলি প্রতিবিপ্লবের ভবিষ্যৎ বিজয়ের একটি ভিত্তি হিসাবে কাজ করতে পারবে।

কিন্তু এটা কীভাবে করতে হবে?

সমগ্র রুশ জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি সংবিধান সভার অধিবেশন কেউ তরান্বিত করতে পারে এবং তার অনুমোদন চাইতে পারে যুদ্ধ ও ধ্বংসের, বিনষ্ট এবং গ্রেপ্তারের, মারধর আর গুলিবর্ষণের নীতির সপক্ষে।

কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণী এতে সম্মত হবে না। সে জানে, যেখানে কৃষকরা হবেন সাংখ্যাধিক সেই সংবিধান থেকে কোন প্রতিবিপ্লবী নীতির স্বীকৃতিও সে পাবে না, অনুমোদনও নয়।

সেই কারণেই সে সংবিধান-সভা মূলতুবী রাখার চেষ্টা করছে (এরমধ্যে রাখতে পেরেছেও!) এবং সে সম্ভবতঃ মূলতুবী অব্যাহত রাখবে যাতে শেষ পর্যন্ত তাকে সম্পূর্ণ নিধন করা যায়।

কী তাহলে 'অব্যাহতির পথ'?

'অব্যাহতির পথ' নিহিত সংবিধান-সভার পরিবর্তে এক 'মস্কো-সম্মেলনে'।

'অব্যাহতির পথ' নিহিত রয়েছে জনগণের ইচ্ছার পরিবর্তে উচ্চতর স্তরের বুর্জোয়া এবং জমিদারদের ইচ্ছা স্থাপনের মধ্যে, সংবিধান-সভার পরিবর্তে এক 'মস্কো-সম্মেলনের' মধ্যে।

ব্যবসায়ী এবং উৎপাদনকারীদের, জমিদার এবং ব্যাঙ্ক-মালিকদের, জারতন্ত্রী ডুমার সদস্যবৃন্দ এবং আগেই পোষ-মানা মেনশেভিক আর সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের এক সম্মেলন আহ্বান করা—যাতে এরূপ এক সম্মেলনকে 'জাতীয় সভা' বলে ঘোষণা করা যায়—এবং সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিবিপ্লবের নীতি, শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর কাঁধে যুদ্ধের বোঝা চাপানোর নীতির পক্ষে তার অনুমোদন লাভ করা যায়—সেইটিই প্রতিবিপ্লবের পক্ষে 'অব্যাহতির পথ'।

প্রতিবিপ্লবের প্রয়োজন নিজস্ব একটি পার্লামেণ্ট, নিজস্ব একটি কেন্দ্র, এবং সে তা সৃষ্টি করছে।

প্রতিবিপ্লবের প্রয়োজন জনসাধারণের আস্থা, এবং সে তা সৃষ্টি করছে।

সেইটাই এই বিষয়ে মূল কথা।

এই ব্যাপারে প্রতিবিপ্লব বিপ্লবের মতো একই পথ অনুসরণ করছে। বিপ্লব থেকে সে শিখছে।

বিপ্লবের নিজস্ব পার্লামেণ্ট, তার প্রকৃত কেন্দ্র ছিল এবং সে ভেবেছিল তা সংগঠিত।

এখন প্রতিবিপ্লব চেষ্টা করছে তার নিজস্ব পার্লামেণ্ট সৃষ্টি করতে, এবং সে তা তৈরী করছে মস্কোয়—খোদ রাশিয়ার বুকে,—হায়, ভাগ্যের কি পরিহাস!—সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি আর মেনশেভিকদের হাত দিয়ে।

এবং এ-ও এমন এক সময়ে যখন বিপ্লবের পার্লামেণ্ট সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবের কেবল একটি লেজুড়ে পর্যবসিত হয়েছে, যখন শ্রমিক, কৃষক এবং সৈনিকের সোভিয়েত ও কমিটিগুলির উপর আমরণ যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছে!

এটা বোঝা কঠিন নয় যে, এই পরিস্থিতির মধ্যে ১২ই আগস্ট মস্কোয় আহূত সম্মেলন অবধারিতভাবে পর্যবসিত হবে প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রের একটি হাতিয়ারে—যে শ্রমিককে লক্-আউট এবং বেকারীর হুমকি দেওয়া হচ্ছে তার বিরুদ্ধে, যে কৃষককে জমি 'দেওয়া হচ্ছে না' তার বিরুদ্ধে, যে সৈনিককে বঞ্চিত করা হচ্ছে বিপ্লবের দিনগুলিতে অর্জিত স্বাধীনতা থেকে তার বিরুদ্ধে—সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিকরা, যারা এই সম্মেলনকে সমর্থন করছে, তাদের 'সমাজতান্ত্রিক কথাবার্তা'র মুখোসে ঢাকা এক ষড়যন্ত্রের হাতিয়ারে পর্যবসিত হবে।

সুতরাং অগ্রণী শ্রমিকদের দায়িত্ব হচ্ছে :

(১) এই সম্মেলনের মুখ থেকে জন-প্রতিনিধিত্বমূলক হাতিয়ারের মুখোসটা ছিঁড়ে ফেলা, এর প্রতিবিপ্লবী জনবিরোধী স্বরূপটা দিনের আলোয় টেনে বের করা।

(২) মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি যারা 'বিপ্লব রক্ষার' পতাকা ব্যবহার করছে এই সম্মেলনের মুখ আড়াল করতে এবং রাশিয়ার জনগণকে বিভ্রান্ত করছে তাদের উদ্ঘাটিত করা।

(৩) এই 'রক্ষকদের', জমিদার আর পুঁজিপতিদের এই মুনাফারক্ষকদের প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে গণ-প্রতিবাদ সভা সংগঠিত করা।

বিপ্লবের শত্রুরা জানুক যে শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের প্রতারিত হতে দেবে না, সংগ্রামের পতাকা তাদের হাত থেকে খসে পড়তে তারা দেবে না।

রাবোচি ই সোল্দাৎ, সংখ্যা ১৪
৮ই আগস্ট, ১৯১৭
সম্পাদকীয়

স্টকহোম-এর ব্যাপারে আরও[৮২]

যুদ্ধ চলছে। তার রক্তসিক্ত রথ কঠোর এবং নির্মমভাবে এগিয়ে চলেছে। এক ইউরোপীয় যুদ্ধ থেকে ধাপে ধাপে তা এক বিশ্বযুদ্ধে রূপ নিচ্ছে, আরও অনেক দেশকে তার অমঙ্গলের জালে ক্রমে জড়িয়ে নিচ্ছে।

এবং এর সঙ্গে স্টকহোম সম্মেলনের তাৎপর্য ক্রমে লয় পাচ্ছে, এবং হ্রাস পাচ্ছে।

আপোষকামীদের ঘোষিত 'শান্তির জন্য সংগ্রাম' এবং সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলির উপর 'চাপ নিয়ে আসার' কৌশল কেবল একটা ফাঁকা আওয়াজে পরিণত হয়েছে।

যুদ্ধের সমাপ্তি ত্বরান্বিত করা এবং বিভিন্ন দেশে 'প্রতিরক্ষাবাদী সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশগুলির' মধ্যে একটা চুক্তিব মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিককে পুনরুজ্জীবিত করতে আপোষকামীদের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পরিসমাপ্ত হয়েছে।

মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের স্টকহোম পরিকল্পনা, যাকে ঘিরে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের একটা ঘন জাল বোনা হচ্ছে, তা হয় একটি অনর্থক দৃশ্যসজ্জা অথবা সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলির হাতে একটা খেলার খুঁটিতে পবিণত হতে বাধ্য।

এটা এখন সকলের কাছে পরিষ্কার যে, সোভিয়েতসমূহের সারা-রুশ সম্মেলন[৮৩] এর প্রতিনিধিদের ইউরোপীয় পরিভ্রমণ এবং ব্রিটিশ ও ফরাসী সমাজ-সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিদের জন্য সরকারী ভোজসভাসহ প্রতিরক্ষাবাদীদের 'সমাজতান্ত্রিক' কূটনীতি শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব পুনরুজ্জীবনের পথ নয়।

আমাদের পার্টি সঠিকই ছিল যখন আগে থেকেই এপ্রিল সম্মেলনে নিজেকে বিযুক্ত করেছিল এই স্টকহোম সম্মেলন থেকে

যুদ্ধের অগ্রগতি এবং সমগ্র বিশ্বপরিস্থিতি অনিবার্যভাবে শ্রেণী-বিরোধগুলি বাড়িয়ে তুলছে এবং বিরাট সামাজিক সংঘর্ষের এক যুগ সূচনা করছে।

এর মাধ্যমে এবং কেবল এর মাধ্যমেই যুদ্ধ অবসানের গণতান্ত্রিক পথ খুঁজতে হবে।

ওঁরা বলছেন ব্রিটিশ ও ফরাসী সমাজবাদী-জাতিদম্ভীদের মতবাদে এক 'বিবর্তনের' কথা, তাঁদের স্টকহোম যাওয়ার সিদ্ধান্তের কথা ইত্যাদি।

কিন্তু এতে কি প্রকৃতপক্ষে কিছু বদলাচ্ছে ? রুশ ও জার্মান এবং অস্ট্রিয়ান সামাজিক-জাতিদম্ভীরাও কি সিদ্ধান্ত নেননি (এবং এমনকি ব্রিটিশ ও ফরাসী-দের আগেই!) স্টকহোম সম্মেলনে অংশগ্রহণের ? কিন্তু কে দাবি করবে যে তাঁদের এই সিদ্ধান্ত যুদ্ধ অবসান ত্বরান্বিত কবতে সাহায্য করেছে ?

স্টকহোম সম্মেলনে যে অংশগ্রহণে সম্মত হয়েছে সিদেম্যান-এর সেই পার্টি কি তার সরকাবের প্রতি, যে সরকার এক আক্রমণ চালনা করছে এবং গ্যালি-সিয়া ও রুমানিয়া অধিকাব করছে তার প্রতি সমর্থন পরিহার করেছে ?

রেনদেল এবং হেণ্ডারসন-এব পার্টি, যাবা 'শান্তির জন্য যুদ্ধ' এবং স্টকহোম সম্মেলন সম্পর্কে এত বেশি বলছে, একই সঙ্গে কি তাদের যে সবকারগুলি মেসোপোটামিয়া ও গ্রীস অধিকার কবছে সেগুলিকে সমর্থন করছে না ?

এই ঘটনাবলীব সামনে স্টকহোম-এ তাঁদের **আলোচনার** কী মূল্য থাকতে পারে যুদ্ধ অবসানের দৃষ্টিকোণ থেকে ?

কে না জানে যে যুদ্ধ ও জয়েব নীতির দৃঢ়সংকল্প সমর্থনের ছদ্ম আবরণ হিসাবে শান্তির সাধু কথাবার্তা হচ্ছে জনগণকে প্রতাবিত করাব একটি পুরানো সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতি ?

বলা হচ্ছে যে, পরিস্থিতি এতাবৎ যা ছিল তার তুলনায় পরিবর্তিত হয়েছে, এবং সেই অনুযায়ী স্টকহোম সম্মেলনের প্রতি আমাদের মনোভঙ্গি পরিবর্তন করা উচিত।

হাঁ, পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু তা পরিবর্তিত হয়েছে স্টকহোম সম্মেলনের অনুকূলে নয় বরং সম্পূর্ণ প্রতিকূলে।

প্রথম পরিবর্তন হচ্ছে, যে ইউরোপীয় যুদ্ধ এক বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়েছে, এবং সাধারণ সংকটকে চূড়ান্ত মাত্রায় সম্প্রসারিত ও গভীর করেছে।

তার ফলে, সাম্রাজ্যবাদী শান্তি এবং সরকারগুলির উপর 'চাপের' নীতির সম্ভাবনা ন্যূনতম স্তরে নেমে এসেছে।

দ্বিতীয় পরিবর্তন হচ্ছে যে, রাশিয়া সীমান্তে আক্রমণের পথ গ্রহণ করেছে এবং স্বাধীনতার উপর বাধানিষেধ আরোপ করে দেশের অভ্যন্তরীণ জীবনকে আক্রমণাত্মক নীতির প্রয়োজনোপযোগী করছে। কেননা, নিশ্চয়ই, এটা বুঝতে হবে যে, সেই নীতি 'সর্বাধিক স্বাধীনতা'র পরিপন্থী, জুনেই আমাদের

বিপ্লবের অগ্রগতিতে একটা দিক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। এবং বলশেভিকরা 'নিজেদের দেখলেন যে তাঁরা জেলের মধ্যে বসে আছেন', যখন প্রতিরক্ষাবাদীরা নিজেদের আগ্রাসনবাদীতে রূপান্তরিত করে জেলরক্ষীর ভূমিকা গ্রহণ করছে।

ফলতঃ, 'শান্তির জন্য যুদ্ধের' প্রবক্তাদের অবস্থান গ্রহণের অযোগ্য হয়ে পড়েছে, কেননা যেখানে আগে মিথ্যাবাদী হিসাবে ধরা পড়ার ভয় না করেই শান্তির কথা বলা সম্ভব ছিল, এখন 'প্রতিরক্ষাবাদীদের' সহায়তায় আক্রমণের নীতি অবলম্বনের পর 'প্রতিরক্ষাবাদীদের' মুখ থেকে নিঃসৃত শান্তির কথা উপহাসের মতো শোনাচ্ছে।

এসব কী বোঝায়?

এটা বোঝায় যে স্টকহোম-এ শান্তি সম্পর্কে 'বন্ধুসুলভ' আলোচনা এবং সীমান্তে রক্তাক্ত কার্যকলাপ সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে, উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বটি সুস্পষ্ট স্বতঃপ্রকাশিত হয়ে পড়েছে।

এবং সেইটাই স্টকহোম সম্মেলনের ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী করেছে।

এই কারণে স্টকহোম সম্মেলনের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও কতকটা পরিবর্তিত হয়েছে।

আগে, আমরা স্টকহোম পরিকল্পনা খুলে ধরেছিলাম। এখন তা খুলে ধরার প্রায় অযোগ্য, কেননা সে নিজেই নিজেকে খুলে ধরেছে।

আগে, তার নিন্দা করতে হয়েছিল শান্তি নিয়ে খেলা বলে যা জনগণকে প্রতারণা করছিল। এখন তা নিন্দার প্রায় অযোগ্য, কেননা যখন একজন লোক নীচে পড়ে যায়, তখন তাকে কেউ আঘাত করে না।

কিন্তু এর থেকে একথা বেরিয়ে আসে যে, স্টকহোম-এর পথ শান্তির পথ নয়।

শান্তির পথ স্টকহোম-এর মাধ্যমে নয়, বরং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রামের মাধ্যমেই তা প্রসারিত।

রাবোচি ই সোল্‌দাৎ, সংখ্যা ১৫
৯ই আগস্ট, ১৯১৭
সম্পাদকীয়

মস্কো-সম্মেলন কোন্ দিকে?

পেত্রোগ্রাদ থেকে পলায়ন

মস্কো-সম্মেলনের উদ্বোধন হয়েছে। তার উদ্বোধন হল বিপ্লবের কেন্দ্রস্থলে নয়, পেত্রোগ্রাদে নয়, বরং অনেক দূরে, 'তন্দ্রাচ্ছন্ন মস্কোয়'।

বিপ্লবের দিনগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনসমূহ সাধারণতঃ আহ্বান করা হতো পেত্রোগ্রাদে, জারতন্ত্রকে উচ্ছেদ করেছে যে বিপ্লব তার দুর্গভূমিতে। সেদিন তাঁরা পেত্রোগ্রাদ সম্পর্কে ভীত ছিলেন না, তাঁরা তাকে জড়িয়ে থাকতেন। কিন্তু এখন বিপ্লবের দিনগুলির উপরে নেমে এসেছে প্রতিবিপ্লবের গোধূলি। এখন পেত্রোগ্রাদ হচ্ছে বিপজ্জনক, এখন তাঁরা একে ভয় পান প্লেগ-এর মতো এবং এর কাছ থেকে পালিয়ে যান পুণ্য জলাধার থেকে শয়তানের মতো—অনেক দূরে, মস্কোতে, 'যেখানটা অপেক্ষাকৃত শান্ত', এবং যেখানে প্রতিবিপ্লবীরা মনে করেন তাঁদের নোংরা কাজকর্ম করা তাঁদের পক্ষে সহজতর হবে।

'সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে মস্কোর পতাকাতলে। মস্কোর চিন্তাধারা এবং মস্কোর ভাবাবেগ পূতিগন্ধময় পেত্রোগ্রাদ থেকে—যে সংক্রামক স্থল রাশিয়াকে দূষিত করছে, তা থেকে বহুদূরে' (**ভেচারনেয়ি ভ্রেমিয়া,** ১১ই আগস্ট)।

প্রতিবিপ্লবীরা এই বলছেন।

'প্রতিরক্ষাবাদীরা' তাঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

'মস্কোর দিকে, মস্কোর দিকে!' 'দেশের পরিত্রাতারা' পেত্রোগ্রাদ থেকে পালাতে পালাতে ফিস্‌ফিস্ করে বলছেন।

'ওরা গিয়েছে, ভাল হয়েছে', বিপ্লবী পেত্রোগ্রাদ উত্তর দিচ্ছে। 'এবং তোমাদের সম্মেলন বর্জন!'—পেত্রোগ্রাদ শ্রমিকরা তাঁদের প্রতি ছুঁড়ে দিচ্ছেন।

আর মস্কো সম্পর্কেই বা কী? তা কি প্রতিবিপ্লবীদের প্রত্যাশার অনুকূল হবে?

সেইরকম দেখা যাচ্ছে না। সংবাদপত্রগুলি মস্কোয় এক সাধারণ ধর্মঘটের বিবরণে পরিপূর্ণ। ধর্মঘট ঘোষিত হয়েছে মস্কোর শ্রমিকদের দ্বারা। তাঁরা

পেত্রোগ্রাদ শ্রমিকদের মতো সম্মেলন বর্জন করছেন। মস্কো পেত্রোগ্রাদ থেকে পিছিয়ে নেই।

মস্কো শ্রমিকরা দীর্ঘজীবী হোক!

কী করণীয়? আবার পলায়ন করা?

পেত্রোগ্রাদ থেকে মস্কো, এবং মস্কো থেকে—কোথায়?

আরখাঙ্গেলস্ক-এ হয়তো?

ঘটনাগুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখাচ্ছে, অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন ভার্সাই-মহোদয়দের জন্য।

সম্মেলন থেকে এক 'দীর্ঘস্থায়ী পার্লামেন্টে'[৬৪]

যখন তাঁরা মস্কো সম্মেলন আয়োজন করছিলেন তখন 'পরিত্রাতা' মহাশয়রা ভান করছিলেন যে তাঁরা আহ্বান করছেন একটা 'সাধারণ সম্মেলন', যা কোনও কিছু সিদ্ধান্ত নেবে না এবং কাউকে কোনও কিছুতে বাধ্য করবে না। কিন্তু একটু একটু করে সেই 'সাধারণ সম্মেলন' রূপান্তরিত হল এক 'রাষ্ট্র সম্মেলনে' এবং তারপর এক 'মহা সমাবেশে', আর এখন সুনির্দিষ্ট কথাবার্তা চলছে সেটিকে এক 'দীর্ঘস্থায়ী পার্লামেন্ট'-এ—যা আমাদের জীবনের মৌলিক প্রশ্নাবলী নির্ধারণ করবে তাতে—পর্যবসিত করা সম্পর্কে।

টেরেক কশাক সেনাদলের আতামান, করৌলভ বলছেন, 'যদি মস্কো-সম্মেলন দেশকে একতাবদ্ধ করার কেন্দ্র হিসাবে স্পষ্ট রূপ না নেয় তবে রাশিয়ার ভবিষ্যৎ হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমি ভাবছি, অবশ্য, যে এরূপ একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবে…এবং যদি…এরূপ একটি কেন্দ্রের উদ্ভব ঘটে থাকে তাহলে মস্কো-সম্মেলন কেবল একটি সৃজনশীল সংস্থা বলে প্রমাণিত হবে না, অধিকন্তু ক্রমওয়েল-এর সময়ের **'লং পার্লামেন্ট'**-এর মতো দীর্ঘস্থায়ী এবং বৈচিত্র্যময় অস্তিত্বের সব সম্ভাবনা লাভ করবে। আমার পক্ষ থেকে আমি কশাকদের প্রতিনিধি হিসাবে যা পারি সবকিছু করব এমন একটি একত্রীকরণ কেন্দ্র গঠনে সাহায্য করতে' (**রুস্কিইয়ে ভেদমস্তি,** সান্ধ্য সংস্করণ, ১১ই আগস্ট)।

এই কথা বলছেন একজন 'কশাকদের প্রতিনিধি'।

প্রতিবিপ্লবকে 'একত্রীকরণের জন্য কেন্দ্র' হিসাবে মস্কো-সম্মেলন—করৌলভ-এর দীর্ঘ বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য এইরকম।

একই কথা ডন কশাকরা তাদের প্রতিনিধিদের প্রতি নির্দেশাবলীতে বলেছিল:

'মস্কো-সম্মেলন অথবা রাষ্ট্র-ডুমার অস্থায়ী কমিটি দ্বারাই সরকার গঠিত হবে এবং কোন

পার্টি দ্বারা নয়—এখনো পর্যন্ত যে ব্যাপার হয়ে এসেছে। আর সেই সরকারে অবশ্যই পূর্ণতম কর্তৃত্ব ন্যস্ত হবে এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে।'

ডন কশাক সমাবেশ এই কথা বলছে।

আর এখন কে না জানে যে 'কশাকরা একটা শক্তি'?

সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না—হয় সম্মেলনটা বন্ধ্যা অথবা এটা অনিবার্যতঃ প্রতিবিপ্লবের এক 'লং পার্লামেণ্ট'-এ রূপান্তরিত হবে।

মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা চান বা না চান, সম্মেলনটি আহ্বান করে তাঁরা প্রতিবিপ্লব সংগঠিত করার কাজ সুবিধা করে দিয়েছেন।

ঘটনাটা এইরকমই।

কারা তাঁরা

কারা তাঁরা, প্রতিবিপ্লবের বড় বড় পাণ্ডারা?

সর্বপ্রথম সেনাবাহিনী, সেনাদলের উচ্চতর পদস্থ ব্যক্তিরা—কশাকদের কিছুকিছু অংশ ও সেণ্ট জর্জ-এর নাইটদের মধ্যে যাঁদের প্রভাব আছে।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের শিল্প-বুর্জোয়ারা—যাদের নেতৃত্বে রায়াবুশিন্স্কি যিনি জনগণকে 'দুর্ভিক্ষ' ও 'দুঃস্থতার' ভয় দেখাচ্ছেন—যদি তাঁরা তাঁদের দাবিগুলি থেকে নিবৃত্ত না হন।

শেষতঃ, মিলিউকভ-এর পার্টি, যা রুশ জনগণের বিরুদ্ধে বিপ্লবের বিরুদ্ধে সেনাধ্যক্ষদের এবং শিল্পপতিদের একত্রিত করছে।

সেই সবকিছু যথেষ্ট স্পষ্ট করা হয়েছিল ৮ই থেকে ১০ই আগস্ট তারিখে অনুষ্ঠিত সেনাধ্যক্ষদের, শিল্পপতিদের ও ক্যাডেটদের 'প্রস্তুতিমূলক সম্মেলনে'।[৬৫]

'জেনারেল কর্নিলভ-এর নাম প্রত্যেকের মুখে মুখে,' লিখছে **বীর্‌ঝোভ্‌কা। জেনারেল আলেক্সিয়েভ-এর নেতৃত্বে যাকে বলা হয় সামরিক পার্টি, তার প্রতিনিধিরা এবং কশাক লীগ-এর মনোনীত প্রতিনিধিরা হচ্ছেন সম্মেলনে প্রধান প্রভাবশক্তি।** সেই প্রথম অধিবেশনে জেনারেল আলেক্সিয়েভ প্রদত্ত ভাষণ, যা সমর্থনের সোচ্চার অভিব্যক্তির সঙ্গে অভিনন্দিত হয়েছিল, মস্কো রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে তার পুনরাবৃত্তি হবে' (**ভেচারনাইয়া বীর্‌ঝোভ্‌কা,** ১১ই আগস্ট)।

মিলিউকভ যে ভাষণটি পুস্তিকা হিসাবে প্রকাশিত হওয়া উচিত বলেছিলেন সেইটি তাই।

অধিকন্তু :

'জেনারেল কালেদিন অনেকখানি মনোযোগ আকর্ষণ করছেন। বিশেষ আগ্রহ সহকারে তাঁকে দেখা হচ্ছে এবং শোনা হচ্ছে। তাঁকে ঘিরে সমগ্র **সামরিক দলটি** সংঘবদ্ধ হচ্ছে' (**ভেচারনেয়ি ভ্রেমিয়া,** ১১ই আগস্ট)।

পরিশেষে, ক্ষমতাচ্যুত কিংবা এখনো ক্ষমতাচ্যুত নন এই একই সেনাধ্যক্ষদের নেতৃত্বে সেণ্ট জর্জ-এর নাইটবৃন্দ এবং কশাক লীগসমূহের চরমপত্রগুলি সম্পর্কে প্রত্যেকেই জানে।

এবং চরমপত্রগুলি মানা হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। সামরিক দলের লোকেরা 'অলস বাগাড়ম্বর' প্রিয় নয়।

সংশয়ের কোন অবকাশ নেই : ব্যাপারগুলি এগিয়ে যাচ্ছে এক সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা ও আইনসিদ্ধ করার দিকে।

আমাদের দেশীয় এবং মৈত্রীবদ্ধ বুর্জোয়ারা 'কেবলমাত্র' অর্থের ব্যবস্থা করবে।

কোনকিছু ছাড়াই যে 'স্যার জর্জ বুখানন সম্মেলনে আগ্রহ দেখাচ্ছেন' তা নয় (**বীর্‌ঝোভ্‌কা** দেখুন), এবং মনে হচ্ছে যে তিনিও মস্কো যেতে প্রস্তুত হচ্ছেন।

কোন কারণ ছাড়াই যে মিঃ মিলিউকভ-এর দুর্বৃত্তরা উল্লসিত তা নয়।

কোন কারণ ছাড়াই যে রায়াবুশিন্‌স্কি নিজেকে একজন 'মিনিন,' একজন 'পরিত্রাতা' ইত্যাদি হিসাবে মনে করছেন তা নয়।

তাঁরা কী চান?

তাঁরা চান প্রতিবিপ্লবের সম্পূর্ণ বিজয়। প্রস্তুতিমূলক সম্মেলন কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব শুনুন।

'সেনাবাহিনীর মধ্যে শৃংখলা ফিরিয়ে আনা হোক, এবং ক্ষমতা চলে আসবে অফিসারদের হাতে।'

অন্য কথায় : সৈন্যদের দমন কর!

'একতাবদ্ধ এবং শক্তিশালী একটি কেন্দ্রীয় সরকার অবসান ঘটাক কলেজীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্বহীন শাসন ব্যবস্থার।'

অন্য কথায় : শ্রমিক এবং কৃষকদের সোভিয়েতগুলি নিপাত যাক!

সরকার 'দৃঢ়সংকল্পভাবে কোন কমিটি, সোভিয়েত এবং অনুরূপ যা কিছু

সংগঠন তার উপর নির্ভরতার সমস্ত নিদর্শন পরিহার করুক'।

অন্য কথায়: সরকার নির্ভর করুক কেবল কশাক 'সোভিয়েতসমূহ' এবং 'সেণ্ট জর্জ নাইটমণ্ডলীর' উপরে।

প্রস্তাবটি ঘোষণা করছে যে, কেবল এই পথেই 'রাশিয়াকে রক্ষা করা' যেতে পারে।

স্পষ্ট, এটা মনে হবে।

আচ্ছা, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিক আপোষকারী মহোদয়গণ, আপনারা কি 'বীর্যবান শক্তিগুলির' প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক আপোষের বন্দোবস্ত করতে ইচ্ছুক?

কিংবা হয়তো আপনারা এর থেকে আরও ভাল কিছু ভেবেছেন?

দুর্ভাগা আপোষকারীরা।…

মস্কোর কণ্ঠস্বর

কিন্তু মস্কো তার বিপ্লবী কাজ করছে। সংবাদপত্রগুলি লিখছে যে, বলশেভিকদের একটি আবেদনে সাড়া দিয়ে মস্কোয় এরমধ্যেই এক সাধারণ ধর্মঘট আরম্ভ হয়েছে—জনগণের শত্রুদের পশ্চাতে এখনো অনুসরণ করে চলেছে যে সেই সারা-রুশ কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও।

ধিক কার্যকরী কমিটি!

মস্কোর বিপ্লবী সর্বহারাশ্রেণী দীর্ঘজীবী হোক!

নিপীড়িত এবং দাসত্বাধীন মানুষের আনন্দে আমাদের মস্কো-সাথীদের কণ্ঠস্বর সজোরে ধ্বনিত হোক!

সমগ্র রাশিয়া জানুক যে এখনো এমন মানুষ আছেন যাঁরা বিপ্লবের রক্ষাকল্পে তাঁদের জীবন দিতে প্রস্তুত।

মস্কোর ধর্মঘট চলছে। মস্কো দীর্ঘজীবী হোক!

প্রলেতারি, সংখ্যা ১
১৩ই আগস্ট, ১৯১৭
সম্পাদকীয়

প্রতিবিপ্লব এবং রুশ জাতিসমূহ

বিপ্লব এবং গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের সময়ে আন্দোলনের মূল কথা ছিল মুক্তি।

কৃষকরা নিজেদের মুক্ত করছিল জমিদারদের সর্বময় ক্ষমতা থেকে। শ্রমিকরা নিজেদের মুক্ত করছিল কারখানা কর্তৃপক্ষদের খেয়ালখুশী থেকে। সৈন্যরা নিজেদের মুক্ত করছিল সেনাধ্যক্ষদের অত্যাচার থেকে।...

জারতন্ত্রের দ্বারা যারা যুগ যুগ অত্যাচারিত হয়েছিলেন সেই রাশিয়ার জাতিসমূহের কাছে মুক্তির সেই পদ্ধতি সম্প্রসারিত না হয়ে পারেনি।

জাতিসমূহের 'সমানাধিকার' সম্পর্কিত সনদ ও জাতীয় অক্ষমতাগুলির বাস্তব অবসান, ইউক্রেনীয়, ফিন্ এবং বেলোরাশিয়ানদের কংগ্রেসগুলি, আর যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের প্রশ্নটি তুলে ধরা, জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সম্পর্কে পবিত্র ঘোষণা এবং 'কোন বাধা সৃষ্টি না করার' সরকারী প্রতিশ্রুতি— এইসব হচ্ছে রুশ জাতিসমূহের মুক্তির মহান আন্দোলনের নিদর্শন।

সে ছিল বিপ্লবের দিনগুলিতে, যখন জমিদাররা মঞ্চ থেকে প্রস্থান করেছিল এবং গণতন্ত্রের আঘাতে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীকে কোণঠাসা করা হয়েছিল।

জমিদাররা (সেনাধ্যক্ষরা!) ক্ষমতায় ফিরে আসার এবং প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণীর বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছবিটি সম্পূর্ণভাবে পাল্টে গেছে।

আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে 'ফাঁকালো কথাগুলো' এবং 'বাধা সৃষ্টি না করার' পবিত্র প্রতিশ্রুতিগুলি বিস্মৃতির অতলে বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে। অত্যন্ত অবিশ্বাস্য রকমের বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে, এমনকি জাতিসমূহের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সরাসরি হস্তক্ষেপ পর্যন্ত। 'প্রয়োজন দেখা দিলে ফিনল্যাণ্ড-এ সামরিক আইন ঘোষণার' হুমকি দিয়ে ফিনিশ ডায়েট[৬৬] ভেঙে দেওয়া হয়েছে (**ভেচারনেয়ি ভেমিয়া**, ৯ই আগস্ট)। ইউক্রাইন-এর স্বায়ত্তশাসনের শিরচ্ছেদ করার স্পষ্ট অভিসন্ধি নিয়ে ইউক্রেনীয় 'রাদা' এবং 'সেক্রেতারিয়াৎ'[৬৭]এর বিরুদ্ধে একটা প্রচার চালানো হচ্ছে। এরই সঙ্গে একত্রে প্রতিবিপ্লবী জাতিদম্ভের শক্তিগুলিকে উন্মুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে, জাতীয় মুক্তির ধারণাকেই রক্তে ডুবিয়ে দিয়ে,

বিপ্লবের শত্রুদের আনন্দার্থে রাশিয়ার জাতিসমূহের মধ্যে ব্যবধান খনন করে এবং তাদের মধ্যে শত্রুতা বপন করে জাতীয় সংঘর্ষ ও 'বিশ্বাসঘাতকতা'র অপরাধমূলক সন্দেহবোধের উস্কানি দেওয়ার সেই পুরানো ধিক্কারজনক পদ্ধতি-গুলির পুনরাবির্ভাব প্রত্যক্ষ করছি।

তা দ্বারা এই জাতিসমূহকে একটি একতাবদ্ধ ও ভ্রাতৃত্বমূলক পরিবারে সংযুক্ত করার উদ্দেশ্যের প্রতি সাংঘাতিক আঘাত হানা হচ্ছে।

কেননা এটা স্বতঃসিদ্ধ যে জাতিগত 'ছোটখাট উস্কানি'র নীতি একতাবদ্ধ করে না, বরং জাতিসমূহকে বিভক্ত করে তাদের মধ্যে 'পৃথকীকরণের' প্রবণতাকে উৎসাহিত করে।

এটা সুস্পষ্ট যে, প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণী কর্তৃক অনুসৃত জাতিগত নিপীড়নের নীতি রাশিয়ার সেই বিচ্ছিন্নকরণের বিপদই সৃষ্টি করছে যার বিরুদ্ধে বুর্জোয়া সংবাদপত্র এত মিথ্যা এবং কপট সোরগোল তুলছে।

এটা সুস্পষ্ট যে, বিভিন্ন জাতিসত্তাকে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার নীতি হচ্ছে সেই একই ধিক্কারজনক নীতি যা বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও শত্রুতার উস্কানি দিয়ে সারা-রুশ সর্বহারাশ্রেণীর শক্তিগুলিকে বিভক্ত করছে এবং বিপ্লবের ভিত্তিসমূহেরই ক্ষতি করছে।

সেইজন্যই এই নীতির বিরুদ্ধে পরাধীন ও নিপীড়িত জাতিসমূহের স্বাভাবিক সংগ্রামে থাকছে আমাদের সকল সহানুভূতি।

সেইজন্যই আমরা আমাদের অস্ত্র ঘুরিয়ে ধরছি তাদের বিরুদ্ধে যারা জাতি-গুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ছদ্মাবরণে অনুসরণ করছে সাম্রাজ্যবাদী জবরদখল এবং বলপূর্বক 'একত্রীকরণ'-এর নীতি।

এক অখণ্ড রাষ্ট্র গঠন করতে জাতিসমূহকে একতাবদ্ধ করার কোনভাবেই আমরা বিরোধী নই। বড় রাজ্যগুলিকে ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত করার কোনভাবেই আমরা পক্ষপাতী নই। কেননা এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, ছোট রাজ্যগুলির বড় রাজ্যে ঐক্যবদ্ধতা হচ্ছে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অনুকূলে অন্যতম শর্ত।

কিন্তু আমরা একান্তভাবে জোর দিচ্ছি যে, ঐক্যবদ্ধতা অবশ্যই হবে **স্বেচ্ছামূলক**, কারণ, কেবল এমন ঐক্যবদ্ধতাই হচ্ছে যথার্থ এবং স্থিতিশীল।

কিন্তু তার জন্য প্রথমতঃ প্রয়োজন রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার সহ রাশিয়ার জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের পূর্ণ ও নিঃশর্ত স্বীকৃতি।

এর জন্য আরও প্রয়োজন হচ্ছে যে, এই মৌখিক স্বীকৃতি দলিলাদি দ্বারা সমর্থিত হওয়া উচিত, জাতিসমূহের সরাসরি অনুমতি দেওয়া উচিত তাদের সংবিধান-সভায় তাদের ভূখণ্ড-সীমা এবং রাজনৈতিক কাঠামোর রূপ নির্ধারণ করার।

কেবল এরূপ একটি নীতিই পারে জাতিসমূহের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় ও বন্ধুত্ব উৎসাহিত করতে।

কেবল এরূপ একটি নীতিই পাবে বিভিন্ন জাতির যথার্থ একটি ঐক্যের পথ প্রশস্ত করতে।

নিঃসন্দেহে,'রাশিয়ার জাতিসমূহ ভুলভ্রান্তির উর্ধ্বে নয় এবং তাদের জীবন-ধারার পরিকল্পনা করতে গিয়ে তারা অবশ্যই নানা ভুল করতে পারে। রুশ মার্কসবাদীদের কর্তব্যই হচ্ছে প্রথমতঃ তাদের কাছে এবং তাদের সর্বহারাদের কাছে এই ভুলগুলি দেখিয়ে দেওয়া ও সমালোচনা করে এবং যুক্তির মাধ্যমে ভুলগুলির সংশোধন করতে চেষ্টা করা। কিন্তু জাতিগুলির অভ্যন্তরীণ জীবনে **বলপূর্বক** হস্তক্ষেপ করার এবং **জোর করে** তাদের ভুলগুলি 'সংশোধন করার' অধিকার **কারও নেই**। জাতিসমূহ তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারগুলিতে সার্বভৌম এবং তাদের জীবনধারা যেমন তারা চায় তেমনি পরিকল্পনা করার অধিকার তাদের আছে।

রাশিয়ার জাতিসমূহের এরূপ মৌলিক অধিকারগুলি বিপ্লব-ঘোষিত এবং এখন প্রতিবিপ্লব দ্বারা পদদলিত।

এই অধিকারগুলি পাওয়া যেতে পারে না যতদিন প্রতিবিপ্লবীরা ক্ষমতায় আছে।

বিপ্লবের জয়ই হচ্ছে জাতিগত নিপীড়ন থেকে রাশিয়ার জাতিসমূহকে মুক্ত করার একমাত্র পথ।

সেখানে একটিমাত্র সিদ্ধান্ত হতে পারে, যথা, জাতিগত নিপীড়ন থেকে মুক্তির প্রশ্ন হচ্ছে ক্ষমতার প্রশ্ন। জাতিগত নিপীড়নের মূল নিহিত জমিদারদের এবং সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসনের মধ্যে। জাতিগত নিপীড়ন থেকে রাশিয়ার জাতিসমূহের পূর্ণ মুক্তিলাভ করার পথ হচ্ছে সর্বহারাদের এবং বিপ্লবী কৃষকদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

রাশিয়ার জাতিসমূহ হয় ক্ষমতার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রাম সমর্থন করে, এবং তাহলে তারা তাদের মুক্তি লাভ করবে; অথবা তারা একে

সমর্থন করে না, এবং তাহলে তারা নিজেদের মাথার পিছনটা যতটা দেখতে পায় ঠিক ততটাই দেখতে পাবে মুক্তির মুখ।

প্রলেতারি, সংখ্যা ১
১৩ই আগস্ট, ১৯১৭
স্বাক্ষরবিহীন

দুটি পথ

বর্তমান পরিস্থিতিতে মূল বিষয় হচ্ছে যুদ্ধ। অর্থনৈতিক বিশৃংখলা এবং খাদ্যসমস্যা, ভূমির এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্ন—সবই হচ্ছে যুদ্ধের একটি সাধারণ সমস্যার অঙ্গীভূত অংশ।

খাদ্য সরবরাহের বিশৃংখলার কারণ কি?

দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, যা যানবাহন বিপর্যস্ত করেছে এবং শহরগুলিকে খাদ্যশূন্য করে রেখে গেছে।

আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশৃংখলার কারণ কি?

অন্তহীন যুদ্ধ, যা রাশিয়ার শক্তি ও সম্পদসমূহ নিঃশেষিত করে দিচ্ছে।

রণাঙ্গণে এবং পশ্চাদ্ভূমিতে দমনমূলক ব্যবস্থাগুলির কারণ কি?

যুদ্ধ এবং আক্রমণের নীতি, যার প্রয়োজন 'লৌহদৃঢ় শৃংখলা'।

বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবের জয়ের কারণ কি?

যুদ্ধের সমগ্র গতি, যার প্রয়োজন নিয়ত নতুন কোটি কোটি টাকা, অথচ, বিপ্লবের প্রধান লাভগুলি নাকচ করা না হলে আমাদের দেশীয় বুর্জোয়াশ্রেণী মিত্রতাবদ্ধ বুর্জোয়াদের দ্বারা সমর্থিত হয়ে ঋণ অনুমোদনে অস্বীকার করছে।

এবং ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই কারণে, বিভিন্ন যেসব 'সংকট' বর্তমানে দেশের শ্বাসরোধ করছে সেগুলি সমাধানের পথ হচ্ছে যুদ্ধের প্রশ্নটি মীমাংসা করা।

কিন্তু কীভাবে তা করতে হবে?

রাশিয়ার সামনে দুটি পথ রয়েছে।

হয় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া এবং রণাঙ্গনে আরও 'আক্রমণ', যেক্ষেত্রে অনিবার্যভাবে প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে, যাতে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ দ্বারা অর্থ সংগৃহীত হতে পারে।

সেক্ষেত্রে দেশকে 'রক্ষা করার' অর্থ হবে রুশীয় এবং মিত্রতাবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী হাঙরদের প্রয়োজনে শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থের বিনিময়ে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করা (পরোক্ষ কর!)।

অথবা শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীকে ক্ষমতা হস্তান্তর, শান্তি এবং যুদ্ধ সমাপ্তির

গণতান্ত্রিক শর্তাবলী ঘোষণা, কৃষকদের হাতে ভূমি হস্তান্তর করে শিল্পের উপরে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা দ্বারা এবং পুঁজিপতি ও জমিদারদের মুনাফার বিনিময়ে ভগ্নপ্রায় জাতীয় অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করে বিপ্লবকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

এক্ষেত্রে দেশকে রক্ষা করার অর্থ হবে সাম্রাজ্যবাদী হাঙরদের বিনিময়ে শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীকে যুদ্ধের আর্থিক ভার থেকে মুক্তি দেওয়া।

প্রথমোক্ত পথ নিয়ে যাবে শ্রমজীবীদের উপর জমিদার ও পুঁজিপতিদের একনায়কত্বের দিকে, দেশের উপর দুর্বহ করভার আরোপ, বিদেশী পুঁজিপতি-দের কাছে রাশিয়াকে পর্যায়ক্রমে সমর্পণ করা (সুযোগ সুবিধা!) এবং তাকে ব্রিটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্স-এর একটি উপনিবেশে রূপান্তরিত করার দিকে।

দ্বিতীয় পথ সূচনা করবে পাশ্চাত্ত্যে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের এক যুগ, ছিন্ন করবে সেই আর্থিক বন্ধনগুলি যা রাশিয়াকে বেঁধে রাখছে, কাঁপিয়ে দেবে বুর্জোয়া শাসনের মূল ভিত্তিগুলিকেই এবং প্রসারিত করবে রাশিয়ার প্রকৃত মুক্তির পথ।

এই হচ্ছে দুটি পথ। তারা প্রতিফলিত করছে দুই বিরোধী শ্রেণীর স্বার্থ —সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া এবং সমাজবাদী সর্বহারাশ্রেণীর।

তৃতীয় কোন পথ নেই।

এই দুটি পথ সমন্বয় করা তেমনি অসম্ভব যেমন অসম্ভব সাম্রাজ্যবাদ এবং সমাজবাদের সমন্বয় করা।

বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে সমঝওতার (সহযোগিতার) পথ অনিবার্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

'একটি গণতান্ত্রিক **কর্মসূচীর** ভিত্তিতে **সহযোগিতা**—এই হচ্ছে সমাধান,' মস্কো-সম্মেলন প্রসঙ্গে লিখছেন প্রতিরক্ষাবাদী ভদ্রমহোদয়রা (**ইজ্‌ভেস্তিয়া**[৬৮])।

সত্য নয় সমঝওতাবাদী মহোদয়রা!

তিন বার আপনারা বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে সহযোগিতার বন্দোবস্ত করেছেন এবং প্রতিটি বার আপনারা নতুন এক 'ক্ষমতার সংকটে' এসে পড়েছেন।

কেন?

কারণ, বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে সহযোগিতা হচ্ছে একটা ভ্রান্ত পথ, যা বর্তমান পরিস্থিতির দোষগুলি আড়াল করবে।

কারণ, হয় সহযোগিতা একটা ফাঁকা কথা, অথবা অন্যথায় একটা উপায়, যার সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণী 'সমাজবাদীদের' সহায়ক হাত নিয়ে নিজের ক্ষমতা দৃঢ় করতে সমর্থ হয়।

বর্তমান কোয়ালিশন সরকার, যে চেষ্টা করেছিল দুই শিবিরের মধ্যস্থলে নিজেকে বসাতে, সে কি শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে চলে যায়নি?

প্রতিবিপ্লবীদের অবস্থা দৃঢ় করা এবং এই ব্যবস্থার জন্য 'দেশের লোকদের' কাছ থেকে অনুমোদন (এবং ঋণ!) গ্রহণের জন্য যদি না হয় তাহলে কেন 'মস্কো সম্মেলন' আহ্বান করা হয়েছে?

'উৎসর্গ' ও 'শ্রেণীস্বার্থ ত্যাগের' জন্য—অবশ্য 'দেশ' এবং 'যুদ্ধের' স্বার্থে—আবেদন করে 'সম্মেলনে' কেরেনস্কির ভাষণ কী বোঝায় যদি তা সাম্রাজ্যবাদের সংহতির জন্য আবেদন না বোঝায়?

এবং প্রোকোপোভিচ্-এর বিবৃতি, সরকার 'কারখানাগুলির ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের হস্তক্ষেপ (শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ!) বরদাস্ত করবে না'—সে সম্পর্কে কী বলা যায়?

সেই একই মন্ত্রীর বিবৃতি—'ভূমি-সংক্রান্ত প্রশ্নের ক্ষেত্রে সরকার কোন মৌলিক সংস্কার প্রবর্তন করবে না'—সে সম্পর্কে কী বলা যায়?

নেক্রাশভ-এর বিবৃতি—'সরকার ব্যক্তিগত সম্পত্তির বাজেয়াপ্তকরণে সম্মত হবে না'—সে সম্পর্কে কী?

এসব যদি সরাসরি সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা না হয় তবে কী?

এটা কি স্পষ্ট নয় যে, কোয়ালিশন হচ্ছে মিলিউকভ ও রায়াবুশিন্স্কিদের উপযোগী এবং লাভজনক একটা মুখোস মাত্র?

এটা কি স্পষ্ট নয় যে, শ্রেণীগুলির মধ্যে সমঝওতা ও কলাকৌশলের নীতি হচ্ছে জনগণকে প্রতারণা এবং বোকা বানানোর নীতি?

না, সমঝওতাকারী মহোদয়গণ, সময় এসেছে যখন দোদুল্যমানতা এবং সমঝওতার জন্য কোন অবকাশ থাকতে পারে না। মস্কোয় একটা প্রতি-বিপ্লবী 'ষড়যন্ত্রের' নির্দিষ্ট আলোচনা হয়েই রয়েছে। বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকা 'রিগার আত্মসমর্পণ'[৬৯] সম্পর্কে গুজব রটনা করে ভয় দেখানোর পরীক্ষিত ও প্রমাণিত পদ্ধতি অবলম্বন করছে। এমন এক মুহূর্তে আপনাদের বেছে নিতে হবে:

হয় সর্বহারাশ্রেণীর সঙ্গে, অথবা তার বিরুদ্ধে।

পেত্রোগ্রাদ ও মস্কোর সর্বহারারা 'সম্মেলন' বর্জন করে সেই পথে অগ্রসর হচ্ছে যা বিপ্লবকে প্রকৃতপক্ষে রক্ষা করবে।

তাঁদের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করুন, অথবা পথ থেকে সরে দাঁড়ান!

প্রলেতারি, সংখ্যা ২

১৫ই আগস্ট, ১৯১৭

সম্পাদকীয়

মস্কো-সম্মেলনের ফলশ্রুতি

মস্কো-সম্মেলন সমাপ্ত হল।

এখন, 'দুই বিরোধী শিবিরের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের' পর, মিলিউকভ এবং সেরেতেলিদের মধ্যে 'রক্তাক্ত যুদ্ধের' পর, এখন যেহেতু 'সংঘাত' শেষ হয়েছে এবং আহতদের তুলে নেওয়া হয়েছে, এটা প্রশ্ন করা সঙ্গত: কিভাবে মস্কোর 'যুদ্ধ' শেষ হল? কারা জিতল এবং কারা হারল?

ক্যাডেটরা তৃপ্তির সঙ্গে তাদের হাত ঘষছে। তারা বলছে, 'গণ-স্বাধীনতার পার্টি এই বিষয়ে, নিজে গর্ব করতে পারে যে তার শ্লোগানগুলি অনুমোদিত হয়েছে জাতীয় শ্লোগান হিসাবে' (**রেচ**)।

প্রতিরক্ষাবাদীরাও সন্তুষ্ট, কারণ তারা 'গণতন্ত্রের জয়লাভের' কথা বলছে, (পড়ুন: প্রতিরক্ষাবাদীরা!), এবং ঘোষণা করছে যে 'মস্কো-সম্মেলন থেকে গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়ে বেরিয়ে এসেছে' (**ইজ্‌ভেস্তিয়া**)।

'বলশেভিকবাদ ধ্বংস করতে হবে', সম্মেলনে 'পুরুষ শক্তিসমূহের' প্রতিনিধিদের সোচ্চার সমর্থনের মধ্যে বললেন মিলিউকভ।

আমরা তাই করছি, সেরেতেলি উত্তর দিলেন, কেননা বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে 'আমরা এর মধ্যেই এক জরুরী আইন পাশ করেছি'। অধিকন্তু, 'বাম বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিপ্লব (পড়ুন: প্রতিবিপ্লব!) এখনো অভিজ্ঞ হয়নি'। আমাদের সময় দিন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে।

এবং ক্যাডেটরা একমত হয়েছে যে, বলশেভিকবাদকে এক আঘাতের চেয়ে ক্রমে ক্রমে, এবং প্রত্যক্ষভাবে নয়, তাদের নিজহাতে নয়, বরং অপরের হাত দিয়ে, এই একই 'সমাজবাদী' প্রতিরক্ষাবাদীদের হাত দিয়ে, ধ্বংস করা শ্রেয়।

'কমিটিগুলি এবং সোভিয়েতসমূহকে ধ্বংস করতেই হবে,' বললেন সেনাধ্যক্ষ কালেদিন 'পরুষ শক্তিগুলির' প্রতিনিধিদের সম্মতিসূচক ধ্বনির মধ্যে।

সত্য, উত্তর দিলেন সেরেতেলি, কিন্তু এখনো সময় হয়নি, কেননা 'স্বাধীন বিপ্লবের (পড়ুন: প্রতিবিপ্লব!) সৌধটি সম্পূর্ণ হবার আগে এই ভারা অপসারিত করা অনুচিত'। আমাদের এটা 'সম্পূর্ণ' করতে সময় দিন, এবং সোভিয়েত ও কমিটিগুলি অপসারিত হবে!

এবং ক্যাডেটরা একমত হয়েছে যে, কমিটি ও সোভিয়েতগুলিকে হাতের বাইরে ধ্বংস করে ফেলার চেয়ে শ্রেয় হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী যন্ত্রের সামান্য অংশের ভূমিকায় তাদের নামিয়ে আনা।

ফলশ্রুতি হচ্ছে 'সর্বজনীন আনন্দোচ্ছ্বাস' এবং 'সন্তোষ'।

সংবাদপত্রগুলি যে বলছে—'সমাজবাদী মন্ত্রীদের এবং ক্যাডেট মন্ত্রীদের মধ্যে সম্মেলনের আগেকার চেয়ে অধিকতর একতা' এখন রয়েছে, তা অকারণে নয় (নোভায়া ঝিজ্‌ন)।

কে জয়লাভ করেছে—আপনারা জিজ্ঞাসা করছেন?

পুঁজিপতিরা জয়লাভ করেছে, কারণ, 'কারখানাগুলির ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের হস্তক্ষেপ (নিয়ন্ত্রণ!) বরদাস্ত না করতে' সরকার নিজে সম্মেলনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

জমিদাররা জয়লাভ করেছে, কারণ, সম্মেলনে সরকার নিজে 'ভূমি-সংক্রান্ত প্রশ্নের ক্ষেত্রে কোন মৌলিক সংস্কার প্রবর্তন না করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ'।

প্রতিবিপ্লবী সেনাধ্যক্ষরা জয়লাভ করেছে, কারণ, মস্কো সম্মেলন মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করেছে।

কে জয়লাভ করেছে—আপনারা জিজ্ঞাসা করছেন?

প্রতিবিপ্লব জয়লাভ করেছে, কারণ, দেশ জুড়ে সে নিজেকে সংগঠিত করেছে এবং দেশের সমস্ত 'পরুষ শক্তিসমূহের', যেমন, রায়াবুশিন্‌স্কি ও মিলিউকভ, সেরেতেলি ও দান, আলেক্সিয়েভ ও কালেদিন প্রমুখের সমর্থন জড়ো করেছে।

প্রতিবিপ্লব জয়লাভ করেছে, কারণ, জনগণের ক্রোধের বিরুদ্ধে একটা সুবিধাজনক বর্ম হিসাবে তথাকথিত 'বৈপ্লবিক গণতন্ত্রকে' তার হেফাজতে রাখা হয়েছে।

প্রতিবিপ্লবীরা এখন একা নয়। সমগ্র 'বৈপ্লবিক গণতন্ত্র' তাদের পক্ষে কাজ করছে। এখন তাদের হাতে আছে 'রুশ দেশের' 'জনমত', যাকে প্রতিরক্ষাবাদী ভদ্রমহোদয়রা 'অধ্যবসায়ের সঙ্গে' গড়ে তুলবেন।

প্রতিবিপ্লবের অভিষেক—মস্কো-সম্মেলনের সেইটাই ফলশ্রুতি।

প্রতিরক্ষাবাদীরা যারা এখন 'গণতন্ত্রের জয়লাভ' সম্পর্কে বাচালতা করছে, তারা সন্দেহ পর্যন্ত করছে না যে বিজয়ী প্রতিবিপ্লবীদের চাপরাশি হিসাবেই তাদের শুধু ভাড়া করা হয়েছে।

সেইটাই, এবং কেবল সেইটাই হচ্ছে 'সং কোয়ালিশন'এর রাজনৈতিক তাৎপর্য যা 'সাম্মনয়ে' মিঃ সেরেতেলি প্রস্তাব করেছিলেন এবং যাতে মিলিউকভ ও তাঁর বন্ধুদের কোন আপত্তি নেই।

বিপ্লবী সর্বহারাশ্রেণী এবং দরিদ্র কৃষকদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষাবাদীদের এবং সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর 'পরুষ শক্তিগুলির' এক 'কোয়ালিশন'—সেইটাই মস্কো-সম্মেলনের মোট ফলশ্রুতি।

এই প্রতিবিপ্লবী 'কোয়ালিশন' দীর্ঘদিন প্রতিরক্ষাবাদীদের সন্তুষ্ট করবে কি না নিকট ভবিষ্যৎ তা দেখাবে।

প্রলেতারি, সংখ্যা ৪
১৭ই আগস্ট, ১৯১৭
সম্পাদকীয়

রণাঙ্গনে আমাদের পরাজয় সম্পর্কে সত্যকথা

রণাঙ্গনে আমাদের সেনাবাহিনীর জুলাই-এ পরাজয়ের কারণগুলি সম্পর্কে দলিল ধরনের দুটি নিবন্ধ থেকে আমরা উদ্ধৃতিসমূহ নীচে মুদ্রিত করছি।

দুটি নিবন্ধই, একটি আর্সেনি মেরিক-এর (**দেলো নারোদাতে**) এবং অপরটি ভি. বরিসভ এর (**নোভোয়ি ভ্রেমিয়াতে**[৭০]), বলশেভিকদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য লোকদের উপস্থাপিত শস্তা অভিযোগগুলি খণ্ডন করে জুলাই পরাজয়ের একটি নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছে।

সুতরাং আরও মূল্যবান হচ্ছে তাঁদের স্বীকারোক্তি ও বিবৃতিগুলি।

এ. মেরিক আলোচনা করছেন প্রধানতঃ তাঁদের নিয়ে পরাজয়ের জন্য **যাঁরা দায়ী**। দেখা যাচ্ছে, অপরাধীরা হচ্ছে 'পূর্বতন পুলিশ ও আবক্ষীরা', এবং সর্বোপরি বেওয়ারিশ মালিকানার 'কতকগুলি মোটরযান', যেগুলি টার্নোপোল ও জারনোবিৎস্ রক্ষণরত সেনাবাহিনীর মধ্যে সফর করেছিল এবং সৈন্যদের পশ্চাদপসরণ করতে আদেশ দিয়েছিল। এই মোটরযানগুলি কী ছিল, এবং কেমন করে কম্যাণ্ডাররা এই প্রকাশ্য প্রতারণার অনুমতি দিতে পেরেছিল, লেখক, দুভাগ্যবশতঃ, বলছেন না। কিন্তু তিনি পরিষ্কার করে ও সুনির্দিষ্টভাবেই বলছেন যে, এটা ছিল একটা '**প্ররোচিত পশ্চাদপসরণ**', এটা ছিল '**একটা ইচ্ছাকৃত ও পূর্বকল্পিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটানো বিশ্বাসঘাতকতা**', এবং একটা তদন্ত শুরু হতে যাচ্ছে আর শীঘ্রই 'গোপন কথা ফাঁস হয়ে যাবে'।

কিন্তু বলশেভিকদের সম্পর্কে কী? 'বলশেভিক বিশ্বাসঘাতকতা' সম্পর্কে কী?

এই বিষয়ে এ মেরিক-এর নিবন্ধে একটা লাইন, একটা শব্দও নেই।

নোভোয়ি ভ্রেমিয়াতে ভি. বরিসভ-এর নিবন্ধটি এর চেয়ে আরও কৌতূহলকর। তিনি আলোচনা করছেন অপরাধীদের নিয়ে ততখানি নয় যতখানি পরাজয়ের **কারণগুলি** নিয়ে।

তিনি সরাসরি ঘোষণা করছেন যে, তিনি '**আমাদের পরাজয়ের জন্য দায়ী হওয়ার ভিত্তিহীন অভিযোগ থেকে বলশেভিকবাদকে**

অব্যাহতি দিচ্ছেন', এটা বলশেভিকবাদের জন্য নয়, বরং 'গভীরতর কারণ-গুলির' জন্যই, যেগুলি ব্যাখ্যা করা এবং অপসারিত করা প্রয়োজন। এবং এই কারণগুলি কী? প্রথমতঃ 'আমাদের সেনাধ্যক্ষদের অনভিজ্ঞতা', আমাদের সেনাবাহিনীর নিম্নমানের 'অস্ত্রশস্ত্র', সৈন্যদলের অসংগঠিত অবস্থার জন্য আক্রমণাত্মক কৌশল আমাদের পক্ষে যে অনুপযোগী—এই ঘটনা। তারপর, 'অ্যামেচার' (অনভিজ্ঞ) ব্যক্তিরা, যাঁরা একটা আক্রমণের উপর জোর দিচ্ছিলেন এবং জুন মাসে তাঁদের মত গ্রহণ করাতে সফল হয়েছিলেন, তাঁদের হস্তক্ষেপ। সবশেষে, রণাঙ্গনে বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় না নিয়ে আক্রমণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মিত্রপক্ষীয়দের উপদেশ গ্রহণে সরকারের অতি আগ্রহ।

সংক্ষেপে, আক্রমণের জন্য 'আমাদের' সাধারণ প্রস্তুতির অভাব—যা একে একটা ব্যয়সাধ্য জুয়াখেলায় পরিণত করেছিল।

বস্তুতঃ, বলশেভিকরা এবং **প্রাভদা** বারংবার যেসব বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করেছিল, এবং যার জন্য নিন্দায় আগ্রহী প্রত্যেকের দ্বারা নিন্দিত হয়েছিল, তা সবই সমর্থিত হল।

যে ব্যক্তিরা মাত্র গতকালও রণাঙ্গনে পরাজয়ের জন্য দায়ী বলে আমাদের নিন্দা করছিলেন তারা এখন সেই কথাই বলছেন।

'আমাদের পরাজয়ের জন্য দায়ী হওয়ার ভিত্তিহীন অভিযোগ থেকে বলশেভিকদের অব্যাহতি দিতে' এখন প্রয়োজন মনে করছে যে **নোভোয়ি ভ্রেমিয়া** তার সামরিক এবং অন্যান্য উদ্‌ঘাটিত তথ্য ও যুক্তিসমূহ নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট থাকতে কোনমতে প্রস্তুত নই।

এবং আমরা ঠিক তেমনি সামান্যই প্রস্তুত এ মেবিক-এর তথ্য-খবরাদি সুসম্পূর্ণ বলে গ্রহণ করতে।

কিন্তু আমরা মন্তব্য করা থেকে নিরত হতে পারি না যে, যারা পরাজয়ের জন্য প্রকৃত দায়ী তাদের সম্বন্ধে যদি মন্ত্রীপক্ষীয় **দেলো নারোদা** আর নীরব থাকা সম্ভব মনে না করে, যদি এমনকি (এমনকি!) সুভোরিন-এর **নোভোয়ি ভ্রেমিয়া**, যা মাত্র গতকালও পরাজয়ের জন্য দায়ী বলে বলশেভিকদের নিন্দা করছিল, এখন প্রয়োজন বোধ করছে সেই অভিযোগ থেকে 'বলশেভিকদের অব্যাহতি দিতে', তাহলে এ শুধু প্রমাণ করছে যে হত্যা প্রকাশ হয়ে পড়বে, পরাজয় সম্পর্কে সত্য কথাটি এতই স্পষ্ট যে, তা চেপে রাখা যাবে না, পরাজয়ের জন্য কারা দায়ী সে সম্পর্কে সত্য কথাটা, যা সৈন্যদের

নিজেদের দ্বারাই প্রকাশ্যে টেনে বের করা হচ্ছে, নিন্দাকারীদের নিজেদেরই মুখে তা প্রায় চাবুক মারতে উদ্যত, এবং আর চুপ করে থাকা হবে গণ্ডগোল ডেকে আনা।

স্পষ্টতঃ, **নোভোয়ি ভ্রেমিয়ার** ভদ্রমহোদয়দের মতো বিপ্লবের শত্রুদের উদ্ভাবিত ও **দেলো নারোদার** ভদ্রমহোদয়দের মতো বিপ্লবের 'বন্ধুদের' দ্বারা সমর্থিত বলশেভিকদের বিরুদ্ধে পরাজয়ের জন্য দায়ী হওয়ার অভিযোগটি **সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।**

সেটাই, এবং কেবল সেটাই হচ্ছে কারণ যার জন্য এই ভদ্রমোহদয়রা এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন খোলাখুলি বলার এবং পরাজয়ের জন্য 'কে **প্রকৃত** দায়ী তা বলে দেওয়ার।

অনেকটা বুদ্ধিমান ইঁদুরগুলোর মতো যারা ডুবন্ত জাহাজটা সবার আগে ছেড়ে যায়, তাদের মতো তাঁরা নয় কি ?

এই থেকে কী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে ?

আমাদের বলা হয়েছে যে রণাঙ্গনে পরাজয়ের কারণগুলি সম্পর্কে একটা তদন্ত করা হচ্ছে এবং আমাদের আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, শীঘ্র 'গোপন কথা ফাঁস হয়ে যাবে'। কিন্তু আমাদের কী গ্যারান্টি আছে যে, তদন্তের ফলগুলি চাপা দেওয়া হবে না, এটা বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিচালিত হবে, অপরাধীদের তাদের প্রাপ্য শাস্তি দেওয়া হবে ?

সুতরাং আমাদের প্রথম প্রস্তাব হচ্ছে: **তদন্ত কমিশনে সৈন্যদের নিজেদের প্রতিনিধিবৃন্দের নিয়োগ সুনিশ্চিত কর।**

এটাই কেবল 'প্ররোচিত পশ্চাদপসরণের' জন্য যারা দায়ী তাদের মুখোস খুলে দেওয়া প্রকৃতপক্ষে নিশ্চিত করতে পারে।

এইটা প্রথম সিদ্ধান্ত।

পরাজয়ের কারণগুলি সম্পর্কে আমাদের বলা হয়েছে এবং উপদেশ দেওয়া হয়েছে পুরানো 'ভুলগুলির' পুনরাবৃত্তি না করতে। কিন্তু কী গ্যারান্টি আমাদের আছে যে, সেই 'ভুলগুলি' ছিল প্রকৃতই ভুল এবং 'পূর্বকল্পিত পরিকল্পনা' নয় ? কে নিশ্চয় বলতে পারে যে, টার্নোপোল-এর 'প্ররোচিত' আত্মসমর্পণের পর বিপ্লবের মর্যাদা হেয় করা এবং তার ধ্বংসস্তূপের উপর পুরানো ধিকৃত ব্যবস্থা পুনঃনির্মাণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে রিগা ও পেত্রোগ্রাদের আত্মসমর্পণও 'প্ররোচিত' হবে না ?

সুতরাং আমাদের দ্বিতীয় প্রস্তাব হচ্ছে : **অফিসারদের কাজের উপর সৈন্যদের নিজেদের প্রতিনিধিবৃন্দের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা কর এবং সন্দেহজনক সকলকে অবিলম্বে বরখাস্ত কর।**

কেবল এইরকম নিয়ন্ত্রণই ব্যাপক হারে অপরাধমূলক প্ররোচনার বিরুদ্ধে বিপ্লবকে নিশ্চিত করতে পারে।

সেটাই হচ্ছে দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত।

প্রলেতারি, সংখ্যা ৫

১৮ই আগস্ট, ১৯১৭

স্বাক্ষরবিহীন

রণাঙ্গনে জুলাই পরাজয়ের কারণগুলি

রণাঙ্গনে পরাজয়ের জন্য দায়ী করে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিদ্বেষ-প্রসূত অপবাদ ও ভিত্তিহীন অভিযোগ প্রত্যেকের স্মরণ আছে। বুর্জোয়া সংবাদপত্র এবং **দেলো নারোদা, বীর্‌ঝোভ্‌কা** ও **রাবোচাইয়া গ্যাজেতার** প্ররোচনাদাতারা, **নোভোয়ি ভ্রেমিয়ার** পূর্বতন জার চাপরাশীরা এবং **ইজ্‌ভেস্তিয়া** সকলেই বলশেভিকদের বিরুদ্ধে, যাদের তারা পরাজয়ের জন্য দোষারোপ করছে, নিন্দাবাদে যোগ দিয়েছে।

এটা এখন পরিষ্কার যে **অপরাধীদের** অনুসন্ধান করতে হবে বলশেভিকদের মধ্যে নয়, বরং যারা পাঠিয়েছিল সেই 'রহস্যময় মোটরযানগুলি', যার আরোহীরা পশ্চাদপসরণের ডাক দিয়েছিল এবং সৈন্যদের মধ্যে আতংক সঞ্চার করেছিল তাদের মধ্যে। **দেলো নারোদা,** ১৬ই আগস্ট দেখুন)।

সেগুলি কোন্‌ 'মোটরযান' ছিল এবং যাঁরা এই রহস্যময় মোটরযানগুলিকে এলোমেলো ছুটে বেড়াতে অনুমতি দিয়েছিলেন, **সেই কম্যাণ্ডাররা কি করছিলেন, দেলো নারোদার** সংবাদদাতা, দুর্ভাগ্যবশতঃ, বলছেন না।

এটা এখন পরিষ্কার যে, পরাজয়ের **হেতু** খুঁজতে হবে বলশেভিকবাদের মধ্যে নয়, বরং 'গভীরতর কারণগুলির' মধ্যে, আমাদের পক্ষে যে আক্রমণাত্মক কৌশল অনুপযোগী সেই ঘটনার মধ্যে, আক্রমণের জন্য আমাদের প্রস্তুতি না থাকার মধ্যে, 'সেনাধ্যক্ষদের অনভিজ্ঞতার' মধ্যে এবং ইত্যাদি (**নোভোয়ি ভ্রেমিয়া,** ১৫ই আগস্ট দেখুন)।

দেলো নারোদা ও **নোভোয়ি ভ্রেমিয়ার** এই সংখ্যাগুলি শ্রমিক ও সৈন্যরা পাঠ করুক এবং বারবার পাঠ করুক। তারা সেইরকম করুক, এবং তারা বুঝবে :

(১) সীমান্তে আক্রমণের বিরুদ্ধে বলশেভিকরা এত আগে, মে মাসের শেষে, যখন সতর্ক করেছিল তখন তারা কতখানি সঠিক ছিল (**প্রাভদার** সংখ্যাগুলি দেখুন),

(২) মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি নেতৃবৃন্দ, যাঁরা আক্রমণের পক্ষে আন্দোলন করেছিলেন ও জুনের প্রথমাংশে সোভিয়েতসমূহের

কংগ্রেসে আক্রমণের বিপক্ষে বলশেভিকদের প্রস্তাব ভোটে নাকচ করেছিলেন, তাঁদের আচরণ কীরকম অপরাধমূলক,

(৩) জুলাই পরাজয়ের দায়িত্ব বর্তাচ্ছে প্রধানতঃ মিলিউকভ ও ম্যাক্লা-কভদের, শাল্গিন ও রদ্জিয়াংকোদের ওপর, যাঁরা রাষ্ট্রীয় ডুমার নামে আগেই 'দাবি করছিলেন' জুনের প্রথমাংশে একটা 'তৎক্ষণাৎ আক্রমণের'।

উল্লিখিত নিবন্ধগুলি থেকে এখানে কতকগুলি উদ্ধৃতি থাকছে :

(১) আর্সেনি মেরিক-এর প্রেরিত সংবাদ থেকে উদ্ধৃতি (**দেলো নারোদা,** ১৬ই আগস্ট) :

'কেন? ·কেন টার্নোপোল এবং জারনোবিৎস-এ প্রায় একসঙ্গেই দু'দিকে এই বিপর্যয় আমাদের ঘটল? কেন সেখানকার সেনাদলগুলির মন হঠাৎ ভাঙল? কী ঘটেছিল? কী কারণ ছিল এই হঠাৎ মনোভাব পরিবর্তনের?

'অফিসারগণ এবং সৈন্যরা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন। এবং তাঁদের উত্তরগুলির কথা প্রায় মিলে যায়, প্রত্যেকটি উত্তর সেই বীভৎস চিত্রে কিছু জীবন্ত আঁচড় যোগ করে।·

'রণাঙ্গনের লোকেরা মনে করে যে, আতংকের জন্য, সীমান্ত-রেখা থেকে ছত্রভঙ্গের জন্য যাঁরা প্রধানতঃ দায়ী তাঁরা ছিলেন **পূর্বতন পুলিশ এবং সেনাপুলিশরা**।

'তাঁরা কি সম্মিলিতভাবে কাজ করছিলেন?

' "তা বলা শক্ত", উত্তর দিলেন আপাতঃবুদ্ধিমান একজন নাবিক সেনা—পূর্বতন কৃষক, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টির এবং শ্রমিক ও সৈন্যদের প্রতিনিধিদের স্থানীয় সোভিয়েতের কার্যকরী কমিটির সদস্য। "কিন্তু প্রতিটি দৃষ্টান্তে এটা দেখা গিয়েছিল যে, আতংক সঞ্চার করা হয়েছিল, শত্রুপক্ষের নৈকট্য ও শক্তি সম্পর্কে এবং এক বা দু'ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যাশিত বিষাক্ত গ্যাস ছেড়ে দেওয়া সম্পর্কে আজগুবী রটনাগুলি প্রচারিত হয়েছিল **কেবল পূর্বতন 'পুলিশ-গোয়েন্দাদের' দ্বারা**। ··আমাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করেন যে, পূর্বতন পুলিশ ও সেনাপুলিশরা **এমনকি জেনেশুনে বিশ্বাসঘাতক নয়, বরং কতকগুলো 'খরগোশ', ভীরুলোক মাত্র**। কিন্তু নজর-এড়ানো গোয়েন্দা এবং প্ররোচনাদাতাদের ঐরকম লোকেদের মধ্যে বিশ্বস্ত অনুচর খুঁজে পাওয়ার একটা বিশেষ প্রবণতা আছে।" ··

'আমাদের সেনাবাহিনীর লজ্জাজনক পশ্চাদপসরণের ঘটনাবলী কীভাবে বুদ্ধিমান ও পর্যবেক্ষণরত ব্যক্তিরা বর্ণনা করছেন তা এখানে রাখা হল।···

'কোম্পানীগুলি একটা চওড়া রাস্তা ধরে কুচকাওয়াজ করে যাচ্ছে··· পরস্পরের মধ্যে কম ব্যবধান রেখে।···

'সহসা ধুলোর মেঘ দেখা দিল।·· সামনে কোথাও ভীড় আছে, কেউ জানে না কেন।···কোম্পানীগুলি থামল, লোকগুলি একত্রে জড়ো হচ্ছে, মন্তব্য আদান-প্রদান করছে।···আগের দিকে কী ঘটছে, এগিয়ে-আসা ধুলোর মেঘগুলির মধ্যে কী লুকিয়ে আছে দেখার জন্য মাথাগুলো সামনে বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।·· তারপর মোটরযানগুলি দেখা গেল, সজোরে চালিয়ে এবং তাদের হর্ণ বাজিয়ে আসছে। সেগুলি এখন অত্যন্ত কাছে, এবং চীৎকার শোনা যাচ্ছে: "পিছনে ফের·· পিছনে ফের·· অস্ট্রিয়ানরা!" কেউ চিনতে পারছে না কারা চীৎকার করছে, গাড়ীগুলিতে কারা—সেগুলি এত দ্রুত পেছনে ফেলে যাচ্ছে। কখনো কেউ একটা পোশাকের অথবা কোন ধরনের কাঁধের প্রতীকের একনজর ধরতে পারছে, কিন্তু প্রায়শঃই কেউ কোন কিছু তফাৎই করতে পারছে না।·· এবং তারপর শুরু হল। কারো কোন ধারণা নেই কোথায় অস্ট্রিয়ানরা রয়েছে, কে সতর্কবাণী ঘোষণা করছে, কিন্তু ছত্রভঙ্গ হওয়া শুরু হল।·· লোকগুলি তাদের বুদ্ধি ফিরে পাবার আগেই আরেকটা গাড়ি সোঁ করে চলে যাচ্ছে, এবং আবার সেই চীৎকার: "অস্ট্রিয়ানরা! অস্ট্রিয়ানরা! ঘাঁটিগুলি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।···গ্যাস! তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি, পিছনে ফের, পিছনে ফের!"

'এটা ছিল তড়িৎগতি একটা মহামারীর মতো প্রত্যেকের মধ্যে সংক্রামিত একটা আতংক।· কেতাব অনুযায়ী, আশ্চর্যজনক কূটবুদ্ধি দ্বারা, স্পষ্টতঃ সুচিন্তিত ও পূর্বকল্পিত পরিকল্পনা অনুসারে সংঘটিত বিশ্বাসঘাতকতা।··· আমরা নম্বর-প্লেট ছাড়া এই গাড়ীগুলির কুড়িটার বেশি গুনেছিলাম।··· তাদের সাতটাকে আটকে রেখেছিলাম, এবং অবশ্য দেখেছিলাম যে, আরোহীরা ছিল অপরিচিত, আমাদের রেজিমেণ্টগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন। কিন্তু তাদের প্রায় আঠারোটা পালিয়ে গিয়েছিল। কোম্পানীগুলি সতর্কতার চীৎকারে এবং সামনের কোম্পানীগুলোর পিছু-হটার দ্বারা বিমূঢ় হয়ে গিয়ে ফিরে দাঁড়াল এবং পালিয়ে গেল।···অস্ট্রিয়ানরা প্রবেশ করল পরিত্যক্ত শহরে, পরিত্যক্ত শহরতলীগুলিতে, এবং আমাদের ঘাঁটিগুলির আরও গভীরে ক্রমে

এগিয়ে এল—যেন তারা একটা রবিবারের সুখ-ভ্রমণে বেরিয়েছিল—কেউ ছিল না তাদের প্রতিরোধ করতে।

'অন্য গোষ্ঠীতে একের পর এক সৈন্যরা সমবেত, যারা টার্নোপোল এ ছিল, —তাদের দু'-তিনজন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক পরিহিত। এবং প্রত্যেকেই কিছু নতুন বিবরণ সহ প্ররোচিত পশ্চাদপসরণের চিত্রটিকে সংযোজিত করছে। পশ্চাদপসরণের বাহেরা ছিল কতকগুলি বদমায়েস, গুপ্তচর, বিশ্বাসঘাতক। কারা তারা? নিকট ভবিষ্যৎ সে উত্তর দেবে। কিন্তু অন্যান্যরা কোথায়, যাদের এখনো ধরে ফেলা যায়নি বা খুঁজে পাওয়া যায়নি? কোন্ ছদ্মবেশে তারা কাজ করে যাচ্ছে? তাদের অপরাধমূলক কাজকর্ম আড়াল করার জন্য তারা কোন্ বাগাড়ম্বরের আশ্রয় নিচ্ছে? যে ব্যক্তিরা টার্নোপোল-এর পশ্চাদপসরণের বীভৎসতা দেখেছে, সীমান্তস্থিত ব্যক্তিরা, বিশ্বাস করে যে, শীঘ্রই সবকিছু, যা এখন পযন্ত গোপনীয় রয়েছে, প্রকাশ পাবে, এবং এই লজ্জাজনক গোপন তথ্যের উদ্‌ঘাটন টার্নোপোল-এ যে সেনা-বাহিনী কাযরত ছিল, যারা সবচেয়ে কুখ্যাত বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতারণার শিকার, তাদের উপর থেকে সেই লজ্জাকর কলংক মুছে দেবে।'

(২) বরিসভ-এর নিবন্ধ 'বলশেভিকবাদ এবং আমাদের পরাজয়' থেকে উদ্ধৃতি (নোভোয়ি ভ্রেমিয়া, ১৫ই আগস্ট):

'আমাদের পরাজয়ের জন্য দায়ী হওয়ার ভিত্তিহীন অভিযোগ থেকে আমরা বলশেভিকবাদকে অব্যাহতি দিতে চাই। আমরা চাই আমাদের পরাজয়ের প্রকৃত কারণগুলি বের করতে, কেননা কেবল তখনই আমরা এই বিপর্যয়ের পুনরাবৃত্তি এড়িয়ে যেতে পারব। রণকৌশলের পক্ষে একটা সামরিক বিপর্যয়ের কারণগুলি যেখানে নেই সেখানে সন্ধান করার চেয়ে আর মারাত্মক কিছু নেই। জুলাই-পরাজয় কেবল বলশেভিকবাদের জন্য নয়, এটা আরও অনেক জটিলতর কারণের জন্য, কেননা অন্যথায় পরাজয়ের বিপুলতা সূচনা করবে যে বলশেভিক চিন্তাধারার একটা বিরাট অসাধারণ প্রভাব সেনাবাহিনীর মধ্যে রয়েছে, যা, অবশ্য, ঘটনা নয় বা হতেও পারে না। যতদূর মনে হয়, বলশেভিকরা নিজেরাই তাঁদের প্রচারের সুদূর বিস্তৃত ফলশ্রুতিতে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু রুশ সেনাবাহিনীর দুর্ভাগ্য শেষ হয়ে এসেছে মনে করা যেতে পারত যদি কেবল বলশেভিকদের নিয়েই গণ্ডগোলটা থাকত। দুর্ভাগ্যবশতঃ, পরাজয়ের স্বরূপটি আরও অনেক বেশি জটিল; ১৮ই জুনের

আক্রমণের আগেই সামরিক বিশেষজ্ঞদের কাছে এটা জানা ছিল, "বিপ্লবী" রেজিমেণ্টগুলি সম্বন্ধে ১৮ই জুনের "সমুন্নত" আলোচনার মধ্যে, "লাল" পতাকা-সমূহ ইত্যাদির মধ্যে একটা সাংঘাতিক বিপদ প্রচ্ছন্ন ছিল।

'যখন সাধারণ সদর দপ্তরে ১৮ই জুনের তথাকথিত চমৎকার সাফল্যগুলির সংবাদ দিয়ে প্রেরিত চিঠিপত্র পৌঁছেছিল তখন এই বুঝে যে, বিশেষভাবে চমৎকার কিছুই ঘটেনি, কেননা আমরা শুধু কয়েকটি সুরক্ষিত ঘাঁটি দখল করেছি যেগুলি বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে শত্রুপক্ষ তার নিজের জয়লাভ নিশ্চিত করার জন্য সমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে—আমরা বলেছিলাম যে, "আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান হব যদি জার্মানরা প্রতি-আক্রমণ চালনা না করে"। কিন্তু প্রতি-আক্রমণ চালিত হয়েছিল এবং রুশ সেনাবাহিনী ১৮১৫ সালের ফরাসী বাহিনীর মতো তৎক্ষণাৎ আতংকগ্রস্ত একটা জনতায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। স্পষ্টতঃ, সেই শেষ-বিপর্যয় কেবল বলশেভিকবাদের জন্য হয়নি, বরং সেনাবাহিনীর সংগঠন-কাঠামোর মধ্যে গভীরে নিহিত কোন কিছুর জন্য, যা উচ্চতর কর্তৃপক্ষ অনুমান করতে বা বুঝতে পারেনি। বলশেভিকবাদের চেয়ে অনেক গুরুতর, আমাদের পরাজয়ের এই কারণটাই আমরা একটা সংবাদপত্রের নিবন্ধে যতখানি সম্ভব আলোচনা করতে চাইছি, কেননা সময় সংক্ষিপ্ত।

'জার্মান "সমরবাদ" রণ-বিজ্ঞানের একটি নীতি প্রতিষ্ঠা করেছে: "যুদ্ধ তৎপরতার সবচেয়ে জোরালো রূপই হচ্ছে আক্রমণ।" এই জার্মান নীতি যুদ্ধের সূত্রপাত থেকেই (সামসোনভ ও রেন্নেন্কাম্ফ্-এর বিপর্যয়মূলক পরাজয়) আমাদের পক্ষে অনুপযোগী প্রমাণিত হয়েছিল: অনভিজ্ঞ সেনাধ্যক্ষদের এবং অনভিজ্ঞ সৈন্যদের পক্ষে যা সম্ভব তা হচ্ছে সুরক্ষিত পার্শ্বদেশসহ আত্মরক্ষা। যুদ্ধে স্বাভাবিক ক্ষয়ক্ষতির ফলে আমাদের সেনাধ্যক্ষদের, অফিসার ও নিম্নতর সৈন্য-পর্যায়ের মান নেমে গিয়েছিল, এবং আমাদের পক্ষে আত্মরক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সবচেয়ে সুবিধাজনক যুদ্ধ-তৎপরতা। এর সঙ্গে অবস্থান-সংক্রান্ত যুদ্ধের অগ্রগতি এবং আমাদের সমর-সজ্জার গুরুতর অসম্পূর্ণতা যদি ধরি, তাহলে "আক্রমণাত্মক যুদ্ধ" সম্বন্ধে সতর্ক হতে কাউকে বলশেভিক হতে হবে না, বরং বিষয়গুলির প্রকৃতি সম্পর্কে কেবল একটা বোধ থাকলেই হবে। নারদনোয়ি স্লোভোর রিপোর্ট অনুযায়ী বি. ভি স্যাভিন্কভ বলেছে যে বলশেভিক প্রচারের প্রভাবে সাধারণ সৈন্যরা বিশ্বাস করতে আরম্ভ

করল যে, যুদ্ধ-পরিত্যাগকারীরা তাদের দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক নয়, বরং "আন্তর্জাতিক সমাজবাদের" অনুসারী। প্রত্যেক প্রবীণ অফিসার, যিনি এই "কমিটিগুলির" চেয়ে আরও ভাল জানেন আমাদের সৈন্যদের, আপনাকে বলবেন যে ঐভাবে চিন্তা করাটা হচ্ছে আমাদের সাহসী ও অতি-বিবেচক সাধারণ সৈন্যদের ছোট করে দেখা। এই ব্যক্তিরা সুস্থ সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন, রাষ্ট্র কী সে সম্পর্কে তাদের ধারণা সম্পূর্ণ ও সুনির্দিষ্ট, তারা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে যে, সেনাধ্যক্ষরা ও অফিসাররাও সৈনিক, "নিম্নতর পর্যায়ের ব্যক্তিদের" বোঝাতে "সৈন্য" এই সাধারণ শব্দটির অভিনব (এবং অর্থহীন) বিকল্প প্রয়োগ, যা সেই সম্মানিত নামকে হেয় করেছে, তার প্রতি তারা উপহাস করে—কেননা আজকে পশ্চাদভাগে অনেক পিছনের এমনকি সেনাবাহিনীর দর্জিদেরও "সৈন্য" নামে অভিহিত করা হয়, এবং তারা সম্পূর্ণ বোঝে যে, একজন "যুদ্ধ-পরিত্যাগ কারী" হচ্ছে যুদ্ধ-পরিত্যাগকারী, অর্থাৎ, একজন নিন্দনীয় পলাতক। আর যদি বলশেভিকদের প্রস্তাবিত "আক্রমণ রচনায় অস্বীকার করার" চিন্তা আমাদের সেনাবাহিনীর এই বিবেচক ব্যক্তিদের দ্বারা গৃহীত হতে আরম্ভ হয়ে থাকে, তাহলে এটা কেবল এইজন্য যে ঘটনার প্রকৃতি থেকে, যুদ্ধে আমাদের সকল অভিজ্ঞতা থেকে তা যুক্তিসঙ্গতভাবে বেরিয়ে এসেছে। আক্রমণাত্মক যুদ্ধ একজন ইংরেজ বা ফরাসী লোকের কাছে একটা জিনিস বোঝায়, একজন রুশবাসীর কাছে তা অন্য জিনিস বোঝায়। পূর্বোক্তরা চমৎকার টেঞ্চগুলোর মধ্যে অধিষ্ঠিত এবং প্রতিটি স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছে, তারা অপেক্ষা করে তাদের শক্তিশালী আগ্নেয়াস্ত্রে সবকিছু উড়িয়ে দেওয়ার জন্য, এবং কেবল তারপরই পদাতিক বাহিনী তৎপরতায় রত হয়। আমরা, অবশ্য, সর্বদা এবং **সর্বত্র অসংখ্য লোক নিয়ে যুদ্ধ করেছি, আমাদের সুদক্ষতম রেজিমেণ্টগুলিকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে দিয়েছি**। আমাদের রক্ষীরা কোথায়, আমাদের রাইফেল বাহিনী কোথায়? একটা রেজিমেণ্ট, যা দুই কি তিনবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং ততবার ফের যাকে পূর্ণ শক্তিতে নিয়ে আসা হয়েছে, এমনকি তাকে যদি প্রকৃতপক্ষে যা আছে তার চেয়ে আরও ভাল লোক দিয়ে পূরণ করা হয়, তাহলেও সে কদাচ মনে করবে যে "সবচেয়ে জোরালো যুদ্ধ-তৎপরতা হচ্ছে আক্রমণ", বিশেষতঃ, যদি আমরা আরও বলি যে এই বিরাট ক্ষয়ক্ষতিগুলির উপযুক্ত ফলাফল হয়নি। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পূর্বতন "হাইকম্যাণ্ড" যখন একান্তই প্রয়োজন তখনই কেবল আঘাত করতে রাজী

হয়েছিল। এইরকম একটি পরিস্থিতিতেই ১৯১৬-র মে মাসে ব্রাসিলভকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল গ্যালিসিয়ায় তার আঘাত হানতে। এর ক্ষীণ ফলশ্রুতি কেবল অভিজ্ঞতালব্ধ সিদ্ধান্তগুলিকেই সমর্থন করল। এটা খুব সম্ভব যে, পূর্বতন "হাইকম্যাণ্ড" এখনো যদি বর্তমান থাকত তবে সৈন্যদলের যুদ্ধ করাব মনোবল বৃদ্ধির সহায়ক ধারণা হিসাবে নির্দেশাবলীর মধ্যে "আক্রমণাত্মক যুদ্ধ" স্থান পেত, কিন্তু তা কখনো কার্যে পরিণত হতো না। কিন্তু হঠাৎ একটা কিছু ঘটল যা বণকৌশলরীতিব বাইরে: লাগাম চলে গেল ''সৌখীনতা" বিলাসীদেব হাতে, এবং এটা একান্তই প্রয়োজন এই বলে ও যা সঠিক বণতত্ত্ব পরিহার করে যথা,• বিশেষ "বিপ্লবী" ব্যাটেলিয়ন, "মবণ" ব্যাটেলিয়ন, "হঠাৎ চমক" ব্যাটেলিযন—সেই-সবে বিশ্বাস স্থাপন করে প্রত্যেকেই একটা "আক্রমণের" জন্য চীৎকার করতে শুরু করল—এটা বুঝতে ব্যর্থ হল যে, এইসব হল নিতান্তভাবে কাঁচা উপাদান, এবং অধিকন্তু, তা হয়তো অন্যান্য বেজিমেন্টগুলি থেকে সবচেয়ে মনোবল-সম্পন্ন ব্যক্তিদের বের কবে নিয়ে আসবে, তাবপব যেগুলি পুবোপুরি "পবিত্যক্ত আবর্জনা ও স্থানপূবণেব মালমশলায়" পযবসিত হবে। আমাদের বলা হবে যে মিত্রপক্ষীয়বা চেযেছিল একটা "আক্রমণাত্মক যুদ্ধ", তারা আমাদের "বিশ্বাস-ঘাতক" বলেছিল। আমবা সুযোগ্য ও সুদক্ষ ফরাসী সেনাধ্যক্ষমণ্ডলীর সম্পর্কে এত উচ্চ ধারণা পোষণ করি যে, আমরা বিশ্বাস করি না—রণকৌশল সম্বন্ধে তাদের অভিমত সৌখীন ব্যক্তিদের তথাকথিত জনমতের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। অবশ্য সেই পবিস্থিতিতে যেখানে শত্রু কেন্দ্রস্থলে রয়েছে এবং আমবা ও আমাদেব মিত্রপক্ষীয়রা পরিধিতে রয়েছি, সেখানে শত্রুর উপর হানা প্রত্যেকটি আঘাত—এমনকি যখন তা আমাদের পক্ষে প্রাপ্ত ফলাফলের তুলনায় অনমুপাতিক বিরাট বিপর্যয়গুলি নিয়ে আসে—আমাদের মিত্রপক্ষীয়দের কাছে সর্বদা সুবিধাজনক হবে, কারণ, তা শত্রু-সৈন্যদের তাদের কাছ থেকে অন্যদিকে চালিত করে। এটা ঘটনার প্রকৃতিব মধ্যেই নিহিত এবং আমাদের মিত্রপক্ষীয়দের নির্দয় মনোভাবের জন্য নয়। কিন্তু আমাদের এই জিনিসগুলি অবশ্যই যুক্তিসংগতভাবে, পরিমিতিবোধ নিয়ে বিবেচনা করতে হবে, এবং যেহেতু কেবল মিত্রপক্ষ চাইছে সুতরাং আমাদের জনগণকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে দিতে আমরা তাড়াহুড়ো করতে পারি না। রণকৌশল কল্পনা-বিলাস সহ্য করে না এবং তা তৎক্ষণাৎ প্রতিশোধসহ প্রত্যুত্তর দেয়।

শত্রুপক্ষ, যার রয়েছে এক সুশিক্ষিত সেনাধ্যক্ষমণ্ডলী, সে সেদিকে নজর রাখে।'

প্রলেতারি, সংখ্যা ৫
১৮ই আগস্ট, ১৯১৭
স্বাক্ষরবিহীন

রণাঙ্গনে পরাজয়ের জন্য কে প্রকৃত দায়ী ?

এখন প্রতিদিন এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য অতিরিক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ আসতে থাকবে। এবং প্রতিটি দিন আরও পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করবে—যারা রণাঙ্গনে জুলাই-পরাজয়ের দোষ বলশেভিকদের উপর আরোপ করতে চেষ্টা করেছিল তাদের আচরণ কেমন নীচ ও কেমন ঘৃণিত ছিল।

সোভিয়েতসমূহের সরকারী মুখপত্র **ইজ্‌ভেস্তিয়া** তার ১৪৭তম সংখ্যায় 'ম্লাইনভ রেজিমেণ্ট সম্পর্কে সত্য কথা' নামে একটি নিবন্ধ ছেপেছিল। এইটি হচ্ছে প্রথমশ্রেণীর রাজনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন একটি দলিল।

৭ই জুলাই তারিখে, পেত্রোগ্রাদে নানা ঘটনার গণ্ডগোলের মধ্যে, প্রত্যেককে আশ্চর্য করে দিয়ে পত্র-পত্রিকায় দেখা গেল সাধারণ সদর দপ্তর থেকে একটা টেলিগ্রাম যাতে বলা হয়েছিল,—৬০৭তম ম্লাইনভ রেজিমেণ্ট 'আদেশ ছাড়াই ট্রেঞ্চগুলি পরিত্যাগ করেছিল', এ কাজ জার্মানদের সহায়তা করেছিল আমাদের ভূখণ্ডের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে, এবং এই দুর্ভাগ্য 'অনেকাংশে **বলশেভিক আন্দোলনের প্রভাবের** জন্য।...' অভিযোগের পর অভিযোগ নিক্ষিপ্ত হয়েছিল বলশেভিকদের প্রতি, যাঁরা যথেষ্ট পরিমাণেই নিন্দিত হচ্ছিলেন যেমন অতীতেও হয়েছিলেন। বলশেভিকদের প্রতি ঘৃণার কোন সীমা ছিল না। দিনের পর দিন সমগ্র 'দেশপ্রেমিক' পত্র-পত্রিকা অগ্নি-শিখাগুলিতে নতুন ইন্ধন যোগাচ্ছিল। প্রত্যেকদিন নিন্দাবাদ আরও ফুলেফলে পল্লবিত হচ্ছিল।

সেটা ঘটেছিল মাত্র অতি সম্প্রতি।

কিন্তু এখন আমরা কী শিখছি ?

এটা মনে হচ্ছে যে, সাধারণ সদর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত প্রথম ও মূল সংবাদ, যা সমগ্র নিন্দা-অভিযানের সংকেত হিসাবে কাজ করেছিল, সেটি ছিল সম্পূর্ণ **মিথ্যা**। ৬০৭তম ম্লাইনভ রেজিমেণ্টের রেজিমেণ্টাল কমিটি সম্প্রতি নিন্দুকদের উদ্দেশে একটা বিবৃতি পাঠিয়েছে, যাতে বলা হয়েছে :

'৬ই জুলাই তারিখের যুদ্ধ-তৎপরতায় আপনারা কি উপস্থিত ছিলেন ?'

'আপনারা কি জানেন যে, ৭৯৮ জন সৈন্য এবং ৫৪ জন অফিসার নিয়ে গঠিত রেজিমেণ্টটি

রক্ষা করেছিল আড়াই 'ভার্স্ট' টানা অঞ্চল" আপনারা কি জানেন যে, কেবল বারজন অফিসার ও ১১৪ জন সৈন্য যুদ্ধের মধ্য থেকে জীবিত বেরিয়ে এসেছিল, অবশিষ্টরা তাদের দেশের প্রতিরক্ষায় মৃত্যুবরণ করেছিল। ক্ষয়ক্ষতি—৭৫ শতাংশ)?

'আপনারা জানেন কি যে, ৬০৭তম রেজিমেন্ট শতঘণ্টা ব্যাপী তার ঘাঁটি ধরে রেখেছিল নৃশংস তীব্রতাসম্পন্ন ঝোড়ো গোলাবর্ষণের মধ্যে এবং ৮-৩০টায় সাহায্যকারী বেস-এ সরে যাবার আদেশ সত্ত্বেও সকাল ১১টা পর্যন্ত (প্রত্যূষ ৩-৩০টা থেকে) দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল?

আর আপনারা কি জানেন আমরা কী ধরনের ট্রেঞ্চের মধ্যে ছিলাম, এবং আমাদের কাছে প্রতিরক্ষার কী ধরনের যান্ত্রিক সরঞ্জাম ছিল'...

কিন্তু সেটাই সব নয়। মেজর জেনারেল গশ্‌টফ্‌ট ও গ্যাব্‌রিলভ, সেনাবাহিনীর অস্থায়ী প্রধান কলেসনিকভ এবং অন্যান্যদের স্বাক্ষরিত একটা সরকারী তদন্তের তথ্য দলিলগুলি ইজ্‌ভেস্তিয়া প্রকাশ করেছে যাতে আমরা পাই:

তদন্তের ফলাফল প্রমাণ করছে যে ৬০৭তম গ্লাইনভ পদাতিক রেজিমেন্ট ও ষষ্ঠ গ্রেনেড-ডিভিশনকে সাধারণভাবে দেশদ্রোহিতা, বিশ্বাসঘাতকতা, কিম্বা বিনা আদেশে তাদের ঘাঁটি পরিত্যাগ করার দোষে অভিযুক্ত করা যায় না। ৬ই জুলাই ডিভিশনটি যুদ্ধ করেছিল এবং মৃত্যুবরণ করেছিল।...১০০র বেশি শত্রু-কামানের গোলায় ডিভিশনটি নিজের মাত্র ১৬টি কামান নিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।'

এবং—ক্ষতিকারক বলশেভিক আন্দোলন সম্পর্কে একটি কথাও নয়।

এইরকমই ঘটনাগুলি।

এবং এমনকি ইজ্‌ভেস্তিয়া, যে সংবাদপত্র বলশেভিকদের আঘাত করতে যে-কোন ছড়ি ব্যবহারে প্রস্তুত, সে-ও এই প্রসঙ্গে লিখছে:

'অবশ্য, পরাজয়ের জন্য যা দায়ী তা সেনাবাহিনীর বিপ্লবী কাঠামো নয়। কিন্তু যে নিন্দাবাদ তার উপর চাপানো হচ্ছে তাতেই সম্ভব হল পরাজয়ের জন্য সমস্ত দোষ বলশেভিক প্রচারের উপর এবং যে কমিটিগুলি তাতে গোপন উৎসাহ দিয়েছিল তাদের উপর চাপিয়ে দিতে।'

সুতরাং এটা তাই, ইজ্‌ভেস্তিয়ার ভদ্রমহোদয়গণ! কিন্তু, আমাদের ক্ষমা করবেন জিজ্ঞাসা করার জন্য—আপনারা নিজেরাই কি সেই একই জিনিস করেননি? বলশেভিকদের সম্পর্কে ঘৃণাজনক নিন্দাবাদ ও প্ররোচনামূলক অপবাদগুলি প্রকাশ করে আপনারা কি ব্ল্যাক হাণ্ড্রেড বদমায়েসদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেননি? আপনারা কি চীৎকার করেননি: বলশেভিকদের ক্রুশবিদ্ধ কর, তাদের ক্রুশবিদ্ধ কর, সবকিছুর জন্য তারাই দোষী!...

কিন্তু আরও শুনুন :

'এবং এই নিন্দাবাদ (সাধারণ সদর দপ্তরে রচিত) একটা হঠাৎ ঘটনা নয়, এটা হচ্ছে একটি নিয়মিত ব্যবস্থার অংশ!'—সরকারী **ইজ্ভেস্তিয়া** লিখে চলেছে। সাধারণ সদর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত সরকারী তথ্য-সংবাদা'দ রক্ষী সেনাবিভাগকে বিশ্বাসঘাতকতার দোষে অভিযুক্ত করেছিল।...এবং আমরা দেখেছি কীভাবে অযোগ্য **প্রতিবিপ্লবী সেনাধ্যক্ষরা** চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের অযোগ্যতার দোষ—যার জন্য হাজার হাজার জীবন দিতে হয়েছিল,—তার দোষ সেনাবাহিনীর সংগঠনগুলির উপর চাপাতে।...স্তোখদ্-এ স্বল্পাকারে সেটাই ঘটেছিল, আর এখন বিপুল অ কারে তারই পুনরাবৃত্তি চলেছে।...এইরূপ কুৎসামূলক রিপোর্ট পাঠিয়েই প্রতিবিপ্লবী ফিল্ড স্টাফেরা সক্ষম হয়েছিল রেজিমেণ্টগু'ল ভেঙে দেওয়া এবং কমিটিগুলি বাতিল করে দেওয়ার দাবি উত্থাপন করতে। এরূপ কুৎসার আড়ালেই তারা শত শত লোককে গুলি করতে এবং **শূন্য জেলখানাগুলিকে আবার পূর্ণ করতে** সমর্থ হয়েছিল। সেনা-বাহিনীর বিপ্লবী সংগঠনগুলিকে ধ্বংস করে তারা আবার তাকে তাদের হাতিহারে পরিণত করতে ও **বিপ্লবের বিরুদ্ধে তাকে ব্যবহার করতে** সমর্থ হয়েছিল।'

সুতরাং আমরা ঠিক সেই জায়গায় এসে পড়েছি। এমনকি আমাদের অতিক্ষিপ্ত বিরুদ্ধবাদী, **ইজ্ভেস্তিয়া** পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, প্রতিবিপ্লবী সেনাধ্যক্ষরা নিন্দাবাদের সাহায্যে শূন্য জেলখানাগুলি আবার পূর্ণ করেছে। এবং সেগু'লি **কাদের** দিয়ে পূর্ণ করা হয়েছে, মহোদয়গণ? বলশেভিক আন্তর্জাতিকতাবাদীদের দিয়ে! আর **ইজ্ভেস্তিয়ার** আপনারা, কী করছিলেন মহাশয়রা, যখন আমাদের সাথীদের নিয়ে জেলখানাগুলি পূর্ণ করা হচ্ছিল? আপনারা প্রতিবিপ্লবী সেনাধ্যক্ষদের সঙ্গে একত্রে চীৎকার করছিলেন: 'ওদের দিকে, ওদের দিকে!' বিপ্লবের হীনতম শত্রুদের সঙ্গে একত্রে আপনারা ক্রুশবিদ্ধ করছিলেন প্রবীণ বিপ্লবীদের যাঁরা যুগ যুগ আত্মোৎসর্গমূলক সংগ্রাম দ্বারা বিপ্লবের প্রতি তাঁদের আনুগত্য সপ্রমাণ করেছিলেন। কালেদিন, আলেক্সিন্স্কি, ক্যারিন্স্কি, পেরেভারজেভ, মিলিউকভ ও বার্ত্সেভদের সঙ্গে একত্রে আপনারা বলশেভিকদের বন্দী করছিলেন এবং এই মিথ্যা কথাটা ছড়িয়ে যেতে দিচ্ছিলেন যে, বলশেভিকরা জার্মান সোনা পেয়েছিল'।· ·

ইজ্ভেস্তিয়া তার ভাবের আবেগে বলে চলছে :

'অবশ্যই, তাঁরা (প্রতিবিপ্লবী সেনাধ্যক্ষরা) জানতেন যে, রেজিমেণ্টের পর রেজিমেণ্ট তার ঘাঁটিগুলি পরিত্যাগ করছিল—এই মিথ্যা বিবরণসমূহ সমস্ত ইউনিট-এর মধ্যে অনিশ্চয়তা এনেছিল—তাঁরা তাঁদের পার্শ্বভাগ এবং পাশ্চাদ্ভাগের সাহায্য পাবেন কিনা, তাঁদের পার্শ্ববর্তীরা আগেই পশ্চাদপসরণ করেছেন কিনা, এবং তাঁরা যদি তাদের ঘাঁটিগুলি আঁকড়ে থাকেন তাহলে সরাসরি শত্রুর হাতেই পড়ে যাবেন কিনা।

'তাঁরা এই সবই জানতেন—কিন্তু বিপ্লব সম্পর্কে ঘৃণা তাদের অন্ধ করে দিয়েছিল।

'এবং তারপর, স্বভাবতঃই, রেজিমেণ্টগুলি তাদের ঘাঁটিগুলি পরিত্যাগই করেছিল, যারা ঐ কাজ করতে পরামর্শ দিয়েছিল তাদেরই কথা তারা শুনেছিল, তারা বিভিন্ন সভায় আলোচনা করেছিল—আদেশগুলো তারা মানবে কি মানবে না। আতংক ছড়িয়ে পড়ল। সেনাবাহিনী ভয়ে কুঁকড়ে-যাওয়া একটা দলে পর্যবসিত হল।...আর তারপর শুরু হল প্রতিশোধ। সৈন্যরা জানত কোথায় তারা দোষী এবং কোথায় তাদের কম্যাণ্ডাররা দোষী। এবং প্রতিদিন শত শত চিঠিতে তারা প্রতিবাদ করছে: জার-এর অধীনে আমরা প্রতারিত হয়েছিলাম, আমরা প্রতারিত হয়েছি এখন, আর এর জন্য যারা শাস্তি পাচ্ছে তারাও আমরা!' (**ইজ্‌ভেস্তিয়া**, সংখ্যা ১৪৭।)

ইজ্‌ভেস্তিয়া কি বুঝতে পারছে যে এই কথাগুলির মধ্যে সে কী স্বীকার করেছে? সে কি বুঝছে যে এই কথাগুলি হচ্ছে বলশেভিকদের কৌশলের সম্পূর্ণ সমর্থন এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের সমগ্র বক্তব্যের চরম নিন্দাবাদ?

হাঁ, সত্যিই! আপনারা নিজেরাই কি স্বীকার করেননি যে, সৈন্যরা প্রতারিত হচ্ছে যেহেতু তারা জার-এর অধীনে ছিল, আপনারা নিজেরাই কি স্বীকার করেননি যে, সৈন্যদের উপর হীন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা হচ্ছে? তথাপি আপনারা সেই প্রতিহিংসাগুলি অনুমোদন করেন (আপনারা মৃত্যু-দণ্ডের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন), তাদের আপনারা আপনাদের আশীর্বাণী দেন, আপনারা তাদের সাহায্য করেন! যে ব্যক্তিরা এইরকম কাজ করেন তাদের কী নামে চিহ্নিত করা বাঞ্ছনীয়?!

হাঁ, সত্যিই! আপনারা নিজেরাই কি স্বীকার করেননি যে, তাঁদের উপর শত-সহস্র সৈন্যের জীবন নির্ভর করে সেই সেনাধ্যক্ষরা বিপ্লব সম্পর্কে ঘৃণা দ্বারা কর্মক্ষেত্রে চালিত হন? তথাপি আপনারা লক্ষ লক্ষ সৈন্যকে এই সেনাধ্যক্ষদের কৃপার উপর ছেড়ে দেন, আপনারা আশীর্বাদ দেন আক্রমণকে, আপনারা মস্কো-সম্মেলনে এই সেনাধ্যক্ষদের সঙ্গেই ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন!

কিন্তু এইরকম করে আপনারা আপনাদের নিজেদের মৃত্যু-পরোয়ানায় স্বাক্ষর করছেন, মহাশয়রা! আপনাদের অধঃপতনের শেষ সীমা কোথায়?

আমরা **ইজ্‌ভেস্তিয়া** মহোদয়গণের সাক্ষ-প্রমাণ শুনেছি এবং আমরা জিজ্ঞাসা করি: যদি, **ইজ্‌ভেস্তিয়া** যেমন বলছে, সাধারণ সদর দপ্তর ম্লাইনভ রেজিমেণ্টকে নিন্দাবাদ করে থাকে, স্তোখদ্-এ যদি সে একটা নোংরা খেলা খেলে থাকে, যদি সে জাতীয় প্রতিরক্ষার বিবেচনা দ্বারা না হয়ে বরং বিপ্লবের

বিরুদ্ধে সংগ্রামের চিন্তা দ্বারা চালিত হয়ে থাকে—যদি এইসব সত্য হয়ে থাকে, তবে আমাদের কী নিশ্চয়তা আছে যে, রুমানিয়া সীমান্তের ঘটনাবলী সম্পর্কে সাম্প্রতিক তথ্যও বিকৃত নয়? আমাদের কী নিশ্চয়তা আছে যে, প্রতিক্রিয়াশীলরা ইচ্ছাকৃত ও পূর্বকল্পিতভাবে রণাঙ্গনে পরাজয়ের পর পরাজয়ের ব্যবস্থা করছে না?

রণাঙ্গনে পরাজয়ের জন্য কে দায়ী?
প্রিবয় পাবলিশার্স কর্তৃক প্রচারিত পুস্তিকা
পেত্রোগ্রাদ, ১৯১৭

মস্কো-সম্মেলনের ফলশ্রুতি কী ছিল তা এখন স্পষ্ট হচ্ছে।

রুস্‌কিইয়ে ভেদমস্তি[৭]: (১৭ই আগস্ট, সান্ধ্য সংস্করণ) বলছে:

'গতকাল পপুলার ফ্রিডম পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভায় মিলিউকভ একটি বিবরণ উপস্থাপিত করেছিলেন এবং কমিটির সদস্যদের আমন্ত্রণ করেছিলেন মস্কো-সম্মেলনের ফলাফল সম্পর্কে তাঁদের মতামত প্রকাশ করতে। বক্তারা সর্বসম্মতিক্রমে কোয়ালিশনের নীতি অনুমোদন করেছিলেন। উপস্থিত সদস্যদের অধিকাংশ একমত হয়েছিলেন যে, মস্কো-সম্মেলন থেকে সর্বাধিক যা প্রত্যাশা করা যেত তা দিয়েছে।'

এবং তাই, মিঃ মিলিউকভ-এর পার্টি সন্তুষ্ট। তা একটা কোয়ালিশন-এর পক্ষে।

প্রতিরক্ষাবাদীরা লিখছেন 'মস্কো-সম্মেলন ছিল গণতন্ত্রের পক্ষে (প্রতিরক্ষাবাদীদের পক্ষে, তাই তো ?) একটা জয়লাভ, যা এই দুঃসময়ে একটা প্রকৃত রাষ্ট্রশক্তি হিসাবে সামনে এগিয়ে আসতে সফল হয়েছে—যাকে ঘিরে বাশিয়ার যা কিছু সৃজনশীল সব (!) সমবেত হয়েছে' (**ইজ্‌ভেস্তিয়া**, সংখ্যা ১৪৬)।

স্পষ্টতঃ প্রতিরক্ষাবাদী পার্টিও সন্তুষ্ট। সব ব্যাপারে সে সন্তুষ্ট বলে ভান করে, কেননা সে-ও একটা কোয়ালিশন-এর পক্ষে।

ভাল, সরকার সম্বন্ধে কী ? সে কীভাবে মস্কো-সম্মেলনের মূল্যায়ন করছে ?

ইজ্‌ভেস্তিয়ার (সংখ্যা ১৪৬) বক্তব্য অনুযায়ী, 'অস্থায়ী সরকারের সদস্যদের সাধারণভাবে ধারণা' হচ্ছে যে

'প্রকৃত অর্থেই সম্মেলনটা ছিল রাজ্য-পরিষদ। **সাধারণভাবে সরকারের পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র নীতিগুলি অনুমোদিত হয়েছিল।** তার অর্থনৈতিক কার্যসূচী কোন বাধার সম্মুখীন হয়নি। কিম্বা, মূলতঃ বলতে গেলে, সরকারের ভূমি-নীতির উপরও কোন আক্রমণ হয়নি।'

এক কথায়, সরকারও সম্মেলন নিয়ে সন্তুষ্ট, যেহেতু, এটা পরিষ্কার যে, সেও কোয়ালিশন-এর পক্ষে।

প্রতিটি জিনিসই খুব পরিষ্কার। একটা কোয়ালিশন-এর আয়োজন করা হচ্ছে, তিনটি শক্তির কোয়ালিশন: এই সরকার, ক্যাডেটরা এবং প্রতিরক্ষা-বাদীরা।

কেরেনস্কি, মিলিউকভ এবং সেরেতেলির ট্রেড-মার্ক নিয়ে একটি 'সৎ কোয়ালিশন' বর্তমানে নিশ্চিত বলে মনে করা যায়।

এই হচ্ছে মস্কো-সম্মেলনের প্রথম ফলশ্রুতি।

ধনতন্ত্রের অধীনে কোন উদ্যোগই মূলধন ছাড়া অগ্রসর হতে পারে না। সরকারকে শীর্ষে রেখে বর্তমানে গঠিত কোয়ালিশন হচ্ছে রাশিয়ায় বৃহত্তম উদ্যোগ। সে প্রয়োজনীয় মূলধন ছাড়া এক ঘণ্টা, এক মিনিটও টিঁকতে পারবে না। বিশেষতঃ এখন, যুদ্ধের সময়ে, যার জন্য প্রয়োজন অপরিমেয় অর্থ সংস্থান। প্রশ্ন উঠছে :

এই নতুন (আনকোরা নতুন!) কোয়ালিশন কেবল' মূলধনের উপর বাঁচতে চায়?

বীর্‌ঝোভ্‌কার (১৭ই আগস্ট, সান্ধ্য সংস্করণ) কথা শুনুন :

'শোনা যাচ্ছে, মস্কো-সম্মেলনের এবং বিশেষতঃ তার জন্য আমেরিকানরা যে সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন তার সবচেয়ে প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হল বিদেশে ৫,০০০ **মিলিয়ন রুবল সরকারী ঋণপত্র** চালু করার সম্ভাবনা। **আমেরিকার বাজারে** ঋণপত্র চালু করা হবে। এই ঋণ অস্থায়ী সরকারের ন্যূনতম আর্থিক কার্যসূচী রূপায়ণ নিশ্চিত করবে।'

উত্তরটা পরিষ্কার। কোয়ালিশন বেঁচে থাকবে আমেরিকান বিলিয়নের উপর, যার জন্য পরবর্তীকালে রুশ শ্রমিক ও কৃষকদের ঘাম ঝরাতে হবে।

রুশ সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণী (মিলিউকভ!), সামরিক বাহিনী (কেরেনস্কি!) এবং পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণীর উচ্চতর স্তরগুলি, যারা রাশিয়ার 'বীর্যবান শক্তিগুলিকে' (সেরেতেলি!) বশংবদ হয়ে সেবা করছে, তাদের একটি কোয়ালিশন, আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের দ্বারা অর্থপুষ্ট—সেইটাই হচ্ছে বর্তমান চিত্র!

৫,০০০ মিলিয়ন রুবল ঋণ দ্বারা সমর্থিত, মস্কো-সম্মেলনের জন্য মার্কিন পুঁজির 'সহানুভূতি'—যে ভদ্রমহোদয়রা সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন তাঁরা কি এর পিছনেই ছিলেন না?...

রাশিয়াতে বলা হতো যে, সমাজবাদের আলোক পাশ্চাত্য থেকে এসেছিল। এবং এটা ছিল সত্য; কেননা সেখানেই, পাশ্চাত্যেই আমরা বিপ্লব ও সমাজবাদ শিখেছিলাম।

রাশিয়ায় বিপ্লবী আন্দোলন সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি কিছুটা পরিবর্তিত হল।

১৯০৬ সালে, রাশিয়ায় যখন বিপ্লব কেবল বিকাশলাভ করছিল, তখন পাশ্চাত্য দেশ ২,০০০ মিলিয়ন রুবল ঋণ দিয়ে জারতন্ত্রী প্রতিক্রিয়াশীলদের পুনর্জীবিত হতে সাহায্য করেছিল। এবং জারতন্ত্র প্রকৃতই পুনর্জীবিত হয়েছিল—পাশ্চাত্যের কাছে রাশিয়ার আরও আর্থিক পরাধীনতার বিনিময়ে।

এই প্রসঙ্গে সে সময়ে মন্তব্য করা হয়েছিল যে, পাশ্চাত্য কেবল সমাজবাদই নয়, বরং সহস্র সহস্র মিলিয়ন অর্থের আকারে প্রতিক্রিয়াও রাশিয়ায় রপ্তানি করছিল।

হালে একটি আরও স্পষ্টতর চিত্র খুলে যাচ্ছে। যখন রুশ-বিপ্লব তার সাফল্যগুলিকে রক্ষা করতে প্রতিটি প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং যখন সাম্রাজ্যবাদ তাকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করছে, তখন সেই মুহূর্তে রুশ বিপ্লবকে সম্পূর্ণভাবে দমন করার ও পাশ্চাত্যে ক্রমবর্ধমান বিপ্লবী আন্দোলনকে দুর্বল করে দেবার উদ্দেশ্যে মার্কিন পুঁজি কেরেনস্কি-মিলিউকভ-সেরেতেলি কোয়ালিশনকে হাজার হাজার মিলিয়ন সরবরাহ করছে।

সেইরকমই ঘটনা।

পাশ্চাত্য রাশিয়ায় যা রপ্তানি করছে তা সমাজবাদ ও মুক্তি নয়, যে পরিমাণে তা হচ্ছে পরাধীনতা এবং প্রতিবিপ্লব। তাই নয় কি?

কিন্তু একটা কোয়ালিশন হচ্ছে একটা সমঝওতা। কাদের বিরুদ্ধে এই কেরেনস্কি-মিলিউকভ সেরেতেলি সমঝওতা পরিচালিত হচ্ছে?

স্পষ্টতঃই, তাদের বিরুদ্ধে যারা মস্কো-সম্মেলনে যোগদান করেনি, যারা সেটা বর্জন করেছিল, যারা তার বিরোধিতা করেছিল—যেমন, রাশিয়ার বিপ্লবী শ্রমিকবৃন্দ।

রাশিয়ার বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে মার্কিন পুঁজিপতিদের অর্থপুষ্ট, কেরেনস্কি, মিলিউকভ এবং সেরেতেলির একটা 'সৎ কোয়ালিশন'—তাই নয় কি, প্রতিরক্ষাবাদী মহোদয়রা?

খুব ভাল, আমরা এটা লক্ষ্য রাখছি।

প্রলেতারি, সংখ্যা ৬
১৯শে আগস্ট, ১৯১৭
সম্পাদকীয়

আজ পেত্রোগ্রাদ নগর ডুমার নির্বাচন। কমরেড মজুরভাইরা, কমরেড সেনাভাইরা, এর ফলাফল আপনাদের ওপর নির্ভর করছে। নির্বাচন হচ্ছে সার্বিক এবং সমান। একটি সেনার, একটি মজুরভাই ও মজুরবোনের ভোট একজন পুঁজিপতি, বাড়ীওয়ালা, একজন অধ্যাপক অথবা সরকারী পদস্থ কর্মচারীর ভোটের সমান। বন্ধুগণ, আপনারা যদি এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার না করেন তাহলে অন্যরা নয়, আপনারাই তার জন্য দায়ী থাকবেন।

আপনারা অতীতে রাস্তায় রাস্তায় জারের পুলিশের বিরুদ্ধে লড়েছেন—এখন আপনারা আমাদের পার্টিকে ভোট দিয়ে নিজেদের স্বার্থের জন্য লড়ুন।

আপনারা প্রতিবিপ্লবীদের কাছ থেকে আপনাদের অধিকার রক্ষা করেছেন—এখন তাদের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করুন আজকের নির্বাচনে!

আপনারা বিপ্লবের বিশ্বাসঘাতকদের মুখোস ছিঁড়ে দিতে পেরেছেন—এখন তাদের চীৎকার করে বলুন: 'হাত ওঠাও!'

সর্বপ্রথমে, আপনাদের সামনে আছে **মিলিউকভের পার্টি, পপুলার ফ্রিডম পার্টি**। ঐ পার্টি জমিদার-পুঁজিপতিদের স্বার্থবাহক। এটা শ্রমিক, কৃষক ও সেনাদের স্বার্থবিরোধী, কারণ ওরা শিল্পে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে, কৃষকদের হাতে জমি দেওয়ার বিরুদ্ধে এবং রণাঙ্গনে সেনাদের মৃত্যুদণ্ড দেবার পক্ষে। ঐ পার্টি হচ্ছে সেই ক্যাডেট পার্টি—যে জুনের গোড়ায় রণাঙ্গনে আক্রমণ জোরদার করার দাবি জানিয়েছিল, তাতে দেশের হাজার হাজার জীবন বলি হয়েছিল। ঐ ক্যাডেট পার্টিই প্রতিবিপ্লবের জন্য কাজ করে অবশেষে প্রতিবিপ্লবের বিজয় অর্জন করেছে এবং শ্রমিক, কৃষক এবং নাবিকদের ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে। সুতরাং মিলিউকভের পার্টিকে ভোট দেওয়ার মানেই হল আপনার নিজের প্রতি, আপনার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার প্রতি এবং রণাঙ্গনে আপনার ভাইদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।

কমরেডগণ, পপুলার ফ্রিডম পার্টিকে একটি ভোটও নয়!

এরপরেই, আপনাদের সামনে আছে **প্রতিরক্ষাবাদীরা, মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট রিভলিউশনারি** পার্টিগুলি। এইসব পার্টির শহর ও গ্রামের

বিত্তশালী ক্ষুদে মালিকদের স্বার্থরক্ষা করাই এদের উদ্দেশ্য। তাই যখনই শ্রেণী-সংগ্রাম একটা চূড়ান্ত রূপ নেয়, তাদের দেখা যায় জমিদার-পুঁজিপতিদের শিবিরে এবং শ্রমিক, কৃষক ও সেনাদের বিরুদ্ধে। এ রকমই ঘটেছিল জুলাইয়ের সেই দিনগুলিতে যখন মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টিগুলি বুর্জোয়াদের সঙ্গে মিলে শ্রমিক ও সেনাদের নিরস্ত্র করে আঘাত হেনেছিল। সুতরাং মস্কো-সম্মেলনের সময় বুর্জোয়াদের সঙ্গে মিলে এই পার্টিগুলি সব দমনমূলক ব্যবস্থা ও শ্রমিকদের ওপর এবং রণাঙ্গনে সেনাদের ওপর মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করেছিল।

প্রতিবিপ্লবীদের জয়ের একটা কারণ হল সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিক পার্টিগুলি জমিদার-পুঁজিপতিদের সঙ্গে একটা সমঝওতায় এসে বিপ্লব দমনে তাদের সাহায্য করেছিল।

প্রতিবিপ্লবীরা যে এখন তাদের শক্তিকে সংহত করছে, তার একটি কারণ হল সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিক পার্টিগুলি এদের জনগণের ঘৃণা থেকে আড়াল করে রাখছে এবং বিপ্লবের ছদ্মবেশে এদেরই হুকুম তামিল করছে।

এইসব পার্টির পক্ষে ভোট দেওয়া মানেই গরিব কৃষক শ্রমিকদের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী জোটকে ভোট দেওয়া।

এইসব পার্টিকে ভোট দেওয়া মানেই হল পশ্চাদভাগে সেনাদের গ্রেপ্তার এবং রণাঙ্গনে মৃত্যুদণ্ডের সমর্থনে ভোট দেওয়া।

কমরেডগণ, **প্রতিরক্ষাপন্থীদের, মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের পক্ষে একটি ভোটও নয়!**

সর্বশেষে, আপনাদের সামনে আছে **নোভায়া ঝিজ্‌ন** গোষ্ঠী, ১২নং তালিকা। এই গোষ্ঠী যে বুদ্ধিজীবীদের আবেগকে প্রকাশ করে তাদের মগজ রয়েছে মেঘের জগতে, তারা বাস্তবতা ও আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন। সেইজন্যই এরা বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব, যুদ্ধ ও শান্তি, শ্রমিক ও পুঁজিপতি, জমিদার ও কৃষকের মধ্যে চিরকাল টালবাহানা করছে।

একদিকে এরা শ্রমিকদের পক্ষে, অন্যদিকে এরা পুঁজিপতিদের সঙ্গেও বিচ্ছেদ চায় না—সেজন্যেই নির্লজ্জের মতো এরা শ্রমিক ও সেনাদের জুলাই মিছিলকে বর্জন করেছে।

একদিকে এরা কৃষকদের পক্ষে, অন্যদিকে এরা জমিদারদের সঙ্গে বিচ্ছেদ চায় না—সেজন্যই কৃষকদের হাতে এখনই জমির মালিকানা হস্তান্তরের বিরোধী

এবং সংবিধান-সভার জন্ম অপেক্ষা করার উপদেশ দেয়, যার অধিবেশন স্থগিত করা হয়েছে—হয়তো চিরকালের জন্য।

নোভায়া ঝিজ্ন গোষ্ঠী কথায় শান্তির পক্ষে, কিন্তু কাজে শান্তির বিপক্ষে, কারণ 'স্বাধীনতা ঋণ'-এর সমর্থনে এরা ডাক দিয়েছে, যে ঋণের লক্ষ্য হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া।

কিন্তু যারা 'স্বাধীনতা ঋণ'-এর সমর্থক, তারাই যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সাহায্য করছে, সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করেছে; এবং বস্তুতঃ তারা আন্তর্জাতিকতাবাদের বিরুদ্ধেই লড়ছে।

কথায় **নোভায়া ঝিজ্ন** গোষ্ঠী দমনপীড়ন ও কারাদণ্ডের বিরোধী; কাজে দমনপীড়ন ও কারাদণ্ডের পক্ষে, কারণ এরা যারা দমনপীড়ন এবং কারাদণ্ড দুইই সমর্থন করে, সেই প্রতিরক্ষাবাদীদের সঙ্গে সমঝওতায় পৌঁছেছে।

কিন্তু প্রতিরক্ষাবাদীদের সঙ্গে যে-ই সমঝওতা করুক সে প্রতিবিপ্লবকেই সাহায্য করছে, প্রকৃতপক্ষে সে বিপ্লবেরই বিরুদ্ধে লড়ছে!

কমরেডগণ, কাজ দিয়ে মানুষের বিচার করুন, তাদের কথা দিয়ে নয়!

কর্মধারা দিয়ে পার্টি ও গোষ্ঠীগুলির মূল্যায়ন করতে শিখুন, তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নয়।

যদি **নোভায়া ঝিজ্ন** গোষ্ঠী **শান্তির** জন্য লড়তে চায় এবং সেই সঙ্গে 'স্বাধীনতা ঋণ'-এর পক্ষে আবেদন জানায়, তাহলে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে, এরা সাম্রাজ্যবাদীদের যাঁতাকলেই দানা দিচ্ছে।

যদি **নোভায়া ঝিজ্ন** গোষ্ঠী বলশেভিকদের সঙ্গে কখনো ফষ্টিনষ্টি করতে চায় এবং একই সঙ্গে প্রতিরক্ষাবাদীদের সমর্থন করে, তাহলে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে এরা প্রতিবিপ্লবীদের যাঁতাকলেই দানা দিচ্ছে।

এই দু-মুখোদের ভোট দেওয়া, ১২ নং তালিকার পক্ষে ভোট দেওয়া মানে প্রতিরক্ষাবাদীদের সেবা করা, সেই প্রতিরক্ষাবাদীরা আবার প্রতিবিপ্লবীদের সেবা করছে।

কমরেডগণ, নোভায়া ঝিজ্ন গোষ্ঠীকে একটিও ভোট নয়!

আমাদের পার্টি শহর ও গ্রামের শ্রমিকদের পার্টি, গরিব কৃষক, শোষিত ও নিপীড়িতদের পার্টি।

সব বুর্জোয়া পার্টি, তামাম বুর্জোয়া খবরের কাগজ, সব দ্বিধাগ্রস্ত, উদ্যমহীন গোষ্ঠী আমাদের পার্টিকে অপছন্দ করে, নিন্দামন্দ করে।

কেন ?

যেহেতু :

আমাদের পার্টিই একমাত্র পার্টি যে জমিদার-পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে একা বিপ্লবী সংগ্রাম চালায় ;

আমাদের পার্টিই একমাত্র পার্টি যে জমির মালিকানা এক্ষুণি কৃষক সমিতিকে হস্তান্তরিত করার পক্ষে ;

আমাদের পার্টিই একমাত্র পার্টি যে সমগ্র পুঁজিপতিজোটের বিরোধিতা সত্ত্বেও শিল্পে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ দাবি করেছে ;

আমাদের পার্টিই একমাত্র পার্টি যে মুনাফাখোর ও লুঠেরাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও শহর ও গ্রামের মধ্যে পণ্যবিনিময়ের একটা গণতান্ত্রিক সংগঠন চায় ;

আমাদের পার্টিই একমাত্র পার্টি যে রণাঙ্গনে এবং পশ্চাদ্‌ভাগে সর্বত্র প্রতি-বিপ্লবীদের পূর্ণ বিলোপ চায় ;

আমাদের পার্টিই একমাত্র পার্টি যে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের বিপ্লবী সংগঠনকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে ;

আমাদের পার্টিই একমাত্র পার্টি যে জাতিতে জাতিতে ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও বিপ্লবী সংগ্রাম চালায় ,

আমাদের পার্টিই একমাত্র পার্টি যে দৃঢ়তার সঙ্গে অবিচলভাবে শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর ক্ষমতা দখলের জন্য লড়াই করে ;

আমাদের পার্টি, কেবল আমাদের পার্টিই রণাঙ্গনে মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করার কলংক থেকে মুক্ত ।

সেইজন্যই বুর্জোয়া এবং জমিদাররা আমাদের পার্টিকে এত আন্তরিকভাবে ঘৃণা করে ।

সেইজন্যই আপনারা অবশ্যই আমাদের পার্টিকে ভোট দেবেন ।

সেনারা, মেহনতী নারী-পুরুষেরা,

৬ নং তালিকার পক্ষে, আমাদের পার্টিকে ভোট দিন !

প্রলেতারি, সংখ্যা ৭

২০শে আগস্ট, ১৯১৭

সম্পাদকীয়

প্ররোচনা সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিবিপ্লবের একটি বহু ব্যবহৃত ও পরীক্ষিত অস্ত্র।

১৮৪৮ জুনের হত্যাকাণ্ড, ১৮৭১-এ প্যারির আত্মসমর্পণ, বিপ্লবের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনের পুরোভাগে ও পশ্চাদ্‌ভাগে প্ররোচনার অস্ত্রক্ষেপ—বুর্জোয়াদের এইসব বেইমানী ছলাকলার সঙ্গে কে না পরিচিত?

কিন্তু পৃথিবীর কোথাও বুর্জোয়াশ্রেণী এত নির্লজ্জের মতো এবং অবাধে এই বিষাক্ত অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারেনি, এখানে রাশিয়ায় যতটা হয়েছে।

সম্প্রতি রায়াবুশিন্স্কি কি খোলাখুলি প্রকাশ্যেই ভয় দেখাননি যে, শেষ পর্যায়ে বুর্জোয়াশ্রেণী শ্রমিক কৃষকদের টিট করতে 'দুর্ভিক্ষ ও হাহাকারের অস্থিসার হস্তক্ষেপের' সাহায্য নিতেও দ্বিধা করবে না?

এবং বুর্জোয়ারা কল-কারখানা বন্ধ করে, হাজার হাজার শ্রমিকদের পথে বসিয়ে এর মধ্যেই কি কথা থেকে কাজে পৌঁছে যায়নি?

কেউ কি একথা বলবেন যে, ব্যাপারটা আপতিক, হত্যাকাণ্ড সংঘটনের পক্ষে উত্তেজনা সঞ্চারের এবং বিপ্লবকে রক্তে ডোবানোর ইচ্ছাকৃত পরিকল্পনা নয়?

কিন্তু প্ররোচনা সৃষ্টির প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে রণাঙ্গনের পুরোভাগ—পশ্চাদ্‌ভাগ নয়।

মার্চেই শোনা গিয়েছিল, কয়েকজন সেনাধ্যক্ষ রিগা সমর্পণের পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁরা যে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তার 'কারণ ছিল তাঁদের হাতের বাইরে'। এই জুলাইতে রুশ সেনাবাহিনী টার্নোপোল এবং জারনোবিৎস ছেড়ে চলে গেল। একবাক্যে বুর্জোয়াদের ভাড়াটে সংবাদপত্রগুলি সেনাদের এবং আমাদের পার্টিকে দায়ী বলে অভিযুক্ত করল। আর তারপর? এরা বলতে লাগল, 'সেনাদের এই পশ্চাদপসরণ উস্কে দিয়ে করা হয়েছিল', 'উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এবং পূর্বপরিকল্পিতভাবেই দস্তুরমতো বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে।' এবং সেনাদের পশ্চাদপসরণ নির্দেশ দিয়ে ইউনিটে ইউনিটে গাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে বলে বিশেষ কয়েকজন সেনাধ্যক্ষের নামও উল্লেখ করা হল।

কে বলবে প্রতিবিপ্লবীরা ফাঁপা বচনবাগীশ—ওরা জানে না ওরা কি করছে ?

এখন এসেছে রিগার পালা। টেলিগ্রাফে খবর এসেছে যে, রিগা আত্মসমর্পণ করেছে। বুর্জোয়াদের ভাড়াটে কাগজগুলো এরই মধ্যে সোর গোল তুলেছে সেনাদেব বিরুদ্ধে, অভিযোগ এনেছে তাবা নাকি ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাচ্ছে। **ভেচারনেয়্যি ভ্রেমিয়া** এবং প্রতিবিপ্লবী সাধারণ সদর দপ্তর একজোটে সব দায়িত্ব বিপ্লবী সেনাদের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করছে। যদি আজ নেভ্স্কি প্রস্পেক্ট এ একটা মিছিল বেরোয় এই শ্লোগান দিতে দিতে : 'বলশেভিকবা নিপাত যাক!', তাহলেও আমরা বিস্মিত হব না।

রিগার সহকারী কমিশার ভইটিন্স্কির টেলিগ্রাম থেকেই নিঃসন্দেহে বোঝা যায়, সেনাদেব নামে অপবাদ রটানো হচ্ছে।

ভইটিনস্কি টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছেন, 'সারা রাশিয়াকে আমি জানাচ্ছি যে, সেনাবাহিনী 'বিশ্বস্ত ভাবে অধিনায়কদের সবরকম নির্দেশ মেনে চলেছিল এবং নিশ্চিত মৃত্যু বরণ করেছিল।'

এই হল একজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য।

কিন্তু সাধারণ সদর দপ্তর থেকে এখনো সেনাদের সম্পর্কে মিথ্যা রটনা হচ্ছে, বলা হচ্ছে সেনাবাহিনী পালিয়ে গেছে।

আর বুর্জোয়া সংবাদপত্র বণাঙ্গনে সেনাদেব এই 'বিশ্বাসঘাতকতা'র কথা জোর গলায় প্রচার করে চলেছে।

এটা কি স্পষ্ট নয় যে বিশেষ কোন পরিকল্পনা হাসিল করতেই প্রতিবিপ্লবী সেনাধ্যক্ষবা এবং বুর্জোয়া সংবাদপত্র সৈন্যদের বিরুদ্ধে মিথ্যা নিন্দা রটনা করছে ?

এটা কি স্পষ্ট নয় যে এই পরিকল্পনা হচ্ছে টার্নোপোল ও জারনোবিৎস পরিকল্পনার মতো—বলা যায় একই টাকার এপিঠ-ওপিঠ।

সর্বশেষে, এটা কি স্পষ্ট নয় যে রাশিয়াতে এখন যে উত্তেজনার পর্ব চলছে তা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া একনায়কতন্ত্রেরই অস্ত্র—যাকে নিঃশেষে ধ্বংস করাই সর্বহারা এবং বিপ্লবী সেনাদের প্রাথমিক কর্তব্য ?

প্রলেতারি, সংখ্যা ৮

২২শে আগস্ট, ১৯১৭

সম্পাদকীয়

'সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি' পার্টিতে শ্রমবিভাগ

শ্রমিক ও সেনাদের ডেপুটিদের পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের শেষ সভায় সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল এবং বলশেভিকদের গ্রেপ্তাবের প্রতিবাদে সামিল হয়েছিল।

অবশ্য সেটা খুব ভাল এবং খুব প্রশংসনীয়।

এই প্রসঙ্গে আমরা একটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই:

কারা রণাঙ্গনে মৃত্যুদণ্ড চালু করেছিল এবং **কারাই**-বা বলশেভিকদের গ্রেপ্তার করেছিল?

সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা নয় কি (ক্যাডেট ও মেনশেভিকদের সহৃদয় সহযোগিতায়!)? আমরা যতদূর জানি, প্রধানমন্ত্রী এ. এফ. কেরেনস্কি মহাশয় সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টির সদস্য। পেত্রোগ্রাদ নগর ডুমার নির্বাচনে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টির প্রার্থীদের নামের তালিকায় তাঁর নাম জলজ্বল করছিল।

আমরা যতটুকু জানি, যুদ্ধবিষয়ক উপমন্ত্রী বি. ভি. স্যাভিনকভ মহোদয়ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টির সদস্য।

সুতরাং তাহলে কি ব্যাপাটি দাঁড়াচ্ছে না যে এই দুই গণ্যমান্য সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিই প্রথমতঃ রণাঙ্গনে মৃত্যুদণ্ডকে পুনর্জীবন দান করার জন্য দায়ী? (এর সঙ্গে জেনারেল কার্নিলভের নাম যোগ হবে, অবশ্য যতদূর জানি তিনি এখনো সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টিতে যোগ দেননি।)

আমরা আরও জানি, কৃষিমন্ত্রী চেরনভ মহাশয়কেও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টির সদস্য বলা যায়।

এবং পরিশেষে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এন. ডি. অ্যাভক্সেনতিয়েভ অর্থাৎ কেরেনস্কির পরেই মন্ত্রিসভায় যাঁর পদমর্যাদা সবচেয়ে বেশি, তিনিও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টির সদস্য।

আচ্ছা, এইসব মহামান্য 'সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরাই' কি রণাঙ্গনে মৃত্যুদণ্ডকে প্রবর্তন করেননি, বলশেভিকদের গ্রেপ্তার করেননি?

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন: সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টির মধ্যে

শ্রমবিভাগ কি অদ্ভুত, এর কিছু সদস্য যখন মৃত্যুদণ্ড প্রবর্তনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়, কিছু সদস্য তখন নিজের হাতে মৃত্যুদণ্ড চালু করে? ··

সত্যি এটা বিস্ময়কর! সবেমাত্র আমরা স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটিয়েছি, সবেমাত্র আমরা 'ইউরোপীয় ধরনে' জীবনযাত্রা শুরু করেছি, অথচ আমরা 'ইউরোপীয়ানার আপত্তিকর সকল দিকগুলো সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করেছি। ধরা যাক, ফরাসীদের কোন বুর্জোয়া র‍্যাডিকাল পার্টির কথা। অবশ্যই তারা নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলবে—'র‍্যাডিকাল সোশ্যালিষ্ট,' 'নির্দলীয় সোশ্যালিষ্ট,' ইত্যাদি, ইত্যাদি। ভোটদাতাদের কাছে, জনগণের কাছে, 'নীচুতলা'র কাছে এইসব পার্টি সর্বদাই 'বামপন্থী' বুলি ছড়ায়, বিশেষতঃ নির্বাচনের পূর্বমুহূর্তে, এবং বিশেষতঃ যখন সাচ্চা একটা সমাজতন্ত্রী পার্টির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। কিন্তু 'শীর্ষে', 'র‍্যাডিকাল সোশ্যালিষ্ট' ও 'নির্দল সোশ্যালিষ্ট' মন্ত্রীরা শান্তভাবে বুর্জোয়া কর্মকাণ্ড চালিয়ে থাকেন, ভোটদাতাদের সমাজবাদী আশা-আকাঙ্খার একেবারে কোন পরোয়া করেন না।

এই হচ্ছে এখনকার সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের আচার-আচরণ।

একটি সুখী পার্টি! কারা মৃত্যুদণ্ড চালু করেছিল? সোশ্যালিষ্ট রিভলিউ-শনারিরা! কারা মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল? সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা!—পয়সা ফেল এবং জিনিস বেছে নাও।···

এইভাবে তাদের নিরীহভাব বজায় রাখা যাবে (জনসাধারণের কাছে জনপ্রিয় থাকা যাবে), আবার সম্পত্তিও গুছিয়ে নেওয়া যাবে (মন্ত্রিদপ্তরও ঠিক রাখা যাবে) বলে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা আশা করে।

কিন্তু বলা হবে—মতপার্থক্য কোন্ পার্টিতে না হয়; কেউ কেউ একভাবে চিন্তা করে, অন্যেরা অন্যভাবে।

হাঁ, কিন্তু মতপার্থক্য অনেক রকমের হয়। যদি কিছু লোক হয় জল্লাদদের পক্ষে এবং কিছু লোক তার বিপক্ষে, তাহলে একই পার্টিতে এই ধরনের 'মত-পার্থক্যের' মধ্যে সামঞ্জস্য করে ওঠা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আরও লক্ষণীয় যে পার্টির সবচেয়ে দায়িত্বশীল নেতারা, সরকারের মন্ত্রীরাই যদি জল্লাদদের পক্ষে থাবেন এবং সরাসরি তাদের মতামত তাঁরা কাজে প্রয়োগ করেন, তাহলে প্রতিটি রাজনীতি-সচেতন মানুষ এই মন্ত্রীদের কাজকর্ম দেখেই পার্টির নীতি বিচার করবেন, পার্টির সাধারণ কর্মীদের সমর্থিত কোন প্রতিবাদ-প্রস্তাব থেকে নয়।

লজ্জা এখনো ঘোচেনি। সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টি আজও মৃত্যু-দণ্ডের পার্টি, শ্রমিক-নেতাদের জেলে দেওয়ার পার্টি। কোনদিন সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা এই লজ্জাজনক কলংক থেকে রেহাই পাবে না যে, **তাদের** পার্টির শীর্ষস্থানীয় সদস্যরাই মৃত্যুদণ্ড পুনঃপ্রবর্তন করেছেন। তারা কোন দিনই এ দাগ ধুয়েমুছে ফেলতে পারে না যে, **তাদের** সরকারই শ্রমিক পার্টির নেতাদের নামে জঘন্য কুৎসা রটাতে উৎসাহ দিয়েছিল; **তাদেরই** সরকার লেনিনের বিরুদ্ধে একটা নতুন দ্রেফুস ব্যাপার[12] সংঘটনের চেষ্টা করেছিল।...

প্রলেতারি, সংখ্যা ৯
২৩শে আগস্ট, ১৯১৭
স্বাক্ষরবিহীন

রুশ-বিপ্লব কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পাশ্চাত্যের বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে এটি অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত। তাছাড়া, এ হল সকল দেশের সর্বহারাদের সেই মহান আন্দোলনেরই একটা অংশ যার লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বপুঁজিবাদের ভিত্তিকেই পর্যুদস্ত করা। এটা খুবই স্বাভাবিক যে আমাদের বিপ্লবের প্রতিটি তরঙ্গ অনিবার্যভাবে পশ্চিমী দুনিয়ায় একটা উত্তরতরঙ্গ তৈরী করবে, এবং এর প্রত্যেকটি জয়ে বিশ্ব বিপ্লবী আন্দোলনে প্রেরণা ও শক্তি যোগাবে এবং সকল দেশের শ্রমিকদের পুঁজি-বিরোধী লড়াইয়ে মদৎ দেবে।

পশ্চিম ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী হাঙররা একথা জানে। এজন্যই তারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে আমৃত্যু যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

একেবারে সূচনাতেই ব্রিটিশ ও ফরাসী পুঁজিপতিরা আমাদের বিপ্লবের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে। সে সময়েই তাদের মুখপত্র **দি টাইমস্**[৭৩] ও **লা মাতিন**[৭৪] বিপ্লবী সোভিয়েত ও কমিটিগুলির নামে নিন্দা রটিয়েছিল এবং এগুলি ভেঙে দেবার দাবি জানিয়েছিল।

দুমাস পরে সুইজারল্যাণ্ডের একটি গোপন সম্মেলনে, সাম্রাজ্যবাদীরা আবার আলোচনা করেছে কীভাবে 'বিপ্লবের বিস্তার'কে রোখা যায় এবং সর্বাগ্রে তীব্রতম আঘাত হেনেছে রুশ-বিপ্লবের ওপর।

এখন তারা রিগার পরাজয়কে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করে খোলাখুলি আক্রমণের দিকে যাচ্ছে। যত দোষ সেনাদের কাঁধে চাপিয়ে তারা রাশিয়ায় প্রতিবিপ্লবকে আরও তীব্রতর করতে চায়।

বীর্‌ঝেভিয়ে ভেদোমস্তির রিপোর্টটি শুনুন।

এখানে প্যারির ডেসপ্যাচ থেকে দেওয়া হল:

'দ্বিতীয় পদাতিক বাহিনীর পশ্চাদপসারণ, অথবা **প্রায় বিনাযুদ্ধে পলায়ন** এবং রিগার পতনে এখানে একটা **যন্ত্রণা, ঘৃণা ও বিরক্তির প্রচণ্ড আবেগ** সৃষ্টি করেছে।

'**মাতিন** জোর দিয়ে বলছে, যে রুশ শান্তিবাদীরা এই সর্বনাশের জন্য দায়ী, তারা নিজেদের **পূর্বতন সম্রাটের খারাপ পরামর্শদাতাদের মতোই অপদার্থ, এমনকি আরও ক্ষতিকর।**

'পত্রিকাটি আরও বলছে, তারা **বুঝতেই পারছে না,** এইসব মর্মান্তিক ঘটনার প্রত্যক্ষ শিক্ষা সত্ত্বেও কি করে যে **শ্রমিক ও সেনা ডেপুটিদের সোভিয়েত সেনা কমিটির মতো অদ্ভুত সংগঠনের** পক্ষে ওকালতি করার **গোঁয়ার্তুমি** বজায় রাখে।'

ফরাসী পুঁজিপতিদের মুখপত্রেও একই কথা।

এবং এখানে লণ্ডনের সংবাদদাতার রিপোর্ট দেওয়া হল :

'**ডেইলি ক্রনিক্‌লের** মতে প্রথম জরুরী বিষয় হচ্ছে সেনাবাহিনীতে শৃংখলা ফিরিয়ে আনা। ঐ কারণেই অর্থাৎ **নির্দেশ অবমাননা এবং রুশ বাহিনীতে বিশ্বাস-ঘাতকতার** জন্যই জার্মানরা দ্রুত গ্যালিসিয়া ও বুকোভিনা প্রদেশ জয় করতে পারে, যা তাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল।'

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাও তাই বলে।

'বিনাযুদ্ধে পলায়ন', 'আজব সেনাকমিটি', 'শৃংখলা ফিরিয়ে আনা' (মৃত্যুদণ্ড তাদের কাছে যথেষ্ট নয়!) 'রুশ বাহিনীতে বিশ্বাসঘাতকতা'।

যে রুশ সেনারা দেহের রক্ত পাত করছেন, তাঁদের ওপর ও এইসব ধন-ধ্বজীরা এই ধরনের শুভেচ্ছা বর্ষণ করছে!

এবং তাও আবার করছে প্রত্যক্ষদর্শীদের এই সর্বজনীন বিবৃতির পরে যে, 'যদিও পশ্চাদপসরণ করছে, সেনারা শত্রুদের প্রবল প্রতিরোধ করছে, এবং 'যে কর্তব্য ন্যস্ত করা হয়েছে তা ঐ অঞ্চলের সেনারা নিঃসংশয়ে এবং সসম্মানে পালন করে চলেছে।'!!!

কিন্তু আসল কথা অবশ্য কেবল সেনাদের ওপর বর্ষিত গালমন্দ ও অপবাদ নয়।

আসল কথা হল, সেনাদের সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করে ব্রিটিশ ও ফরাসী পুঁজিপতিরা রণাঙ্গনে বিপর্যয়ের সুযোগ নিতে চাইছে যাতে বিপ্লবী সং-গঠনগুলিকে সম্পূর্ণ দমিয়ে রাখা যায় এবং সাম্রাজ্যবাদের একনায়কতন্ত্রকে সম্পূর্ণ জয়মণ্ডিত করা যায়।

এই হল গোটা ব্যাপারটার সারকথা।

যখন পুরিশকেভিচ ও মিলিউকভ রিগার পতনে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করেন, সেনাদের বদনাম দেন এবং সেই সঙ্গে সোভিয়েত ও কমিটিগুলিকেও দোষারোপ করেন, তখন বোঝা যায়, আরও দমনমূলক ব্যবস্থার একটা সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে বলে তারা খুশী, কেননা তাতে জমিদার ও পুঁজিপতিদেরই জয় সম্পূর্ণ হবে।

যখন পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা রিগার পতনে ‘প্রাণান্তকর যন্ত্রণা’র কথা বলে, গোটা ব্যাপারটার অপরাধ সেনাদের ওপর চাপায় এবং সেই সঙ্গে ‘আজব সেনা কমিটিগুলিকে’ গালি দেয়, তখন বোঝা যায় রাশিয়ায় বিপ্লবী সংগঠনগুলির অবশেষগুলি ধ্বংস করার একটা সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে বলে তারা খুশী।

যে রুশ সেনারা উত্তর ফ্রন্টে নিজেদেব জীবন আহুতি দিচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অপবাদের যুক্ত অভিযানের এই হল একমাত্র রাজনৈতিক তাৎপর্য।

রিগাব সামবিক পরাজয়কে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে এবং সেনাদের নিন্দা-মন্দ করতে 'দেশীয় ও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের সমঝওতা হচ্ছে রক্তক্ষয়ী রুশ-বিপ্লবের **বিরুদ্ধে**—এই হল আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি।

শ্রমিক ও সেনাভাইরা যেন একথা মনে রাখেন!

একথা যেন তাঁরা মনে রাখেন, কেবল পশ্চিমী শ্রমিকদের সঙ্গে সমঝওতা করেই, কেবল পশ্চিমী দেশগুলিতে পুঁজিবাদের ভিত্তিকে টলিয়ে দিয়েই তবে তাঁবা রুশ-বিপ্লবের জয়ের কথা ভাবতে পারেন!

তাঁরা যেন একথা জেনে রাখেন এবং সাম্রাজ্যবাদীদের পীত মৈত্রীর বোঝাপড়ায় দুনিয়ার বিপ্লবী শ্রমিক ও সেনাদের লাল মৈত্রী গড়ে তুলতে সর্ব-প্রকারে প্রয়াসী হন।

রাবোচি, সংখ্যা ১
২৫শে আগস্ট, ১৯১৭
সম্পাদকীয়

হয় এটি, নয় অপরটি[৭৫]

ঘটনাধারা এগিয়ে চলেছে। কোয়ালিশনের পর কোয়ালিশন হচ্ছে, রণাঙ্গনের দমনপীড়ন পশ্চাদ্‌ভাগেও ছড়িয়ে পড়ছে—এবং 'সবই নিষ্ফল', কারণ এখনকার প্রধান অভিশাপ হচ্ছে সারাদেশে সাধারণভাবে একটা বিশৃংখল অবস্থা, যা ক্রমশঃ বেড়ে বেড়ে একটা বিপজ্জনক আকার ধারণ করছে।

দেশে দুর্ভিক্ষ আসন্ন। কাজান ও নিঝ্‌নি-নভ্‌গোরদ্‌, ইয়ারোস্লাভ্‌ল ও রায়াজান, খারকভ ও রস্তভ, দনেৎস বেসিন ও কেন্দ্রীয় শিল্প এলাকাগুলি, মস্কো ও পেত্রোগ্রাদ, রণাঙ্গন এবং ঠিক তার পশ্চাৎবর্তী এলাকা—এসব এবং অন্যান্য বহু জায়গায় তীব্র খাদ্যসংকট। বুভুক্ষু মানুষের দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে, প্রতিবিপ্লবের দালালরা নোংরাভাবে পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে।···

সব জায়গা থেকে অভিযোগ আসছে, 'কৃষকরা শস্য ধরে রাখছে'।

কিন্তু 'নির্বুদ্ধিতা থেকে' কৃষকরা 'শস্য ধরে রাখছে' না, সরকারে তারা আস্থা হারিয়েছে বলেই আর এক মুহূর্ত তাকে 'সহযোগিতা দিতে' চায় না। মার্চ ও এপ্রিল মাসে কৃষকেরা সোভিয়েতে বিশ্বাস রেখেই সরকারে আস্থাবান ছিল, এবং প্রচুর পরিমাণে শস্য শহরে ও রণক্ষেত্রে পৌঁছাতে পেরেছিল। এখন তারা সরকারে আস্থা হারিয়েছে, কারণ এই সরকার জমিদারদের সুযোগ-সুবিধার রক্ষক—তাই শস্যের প্রবাহ আর বইছে না। 'সুসময়ের' অপেক্ষা করাই ভাল মনে করে, কৃষকরা শস্য সঞ্চয় করছে।

কোন দুষ্প্রবৃত্তির জন্য কৃষকরা 'শস্য ধরে রাখছে' না, এমন কিছু নেই যার বিনিময়ে তারা শস্য ছাড়বে। কৃষকদের দরকার ক্যালিকো কাপড়, জুতো, লোহা, প্যারাফিন, চিনি, কিন্তু তাদের এগুলি অত্যন্ত কম সরবরাহ করা হয়, যে কাগজের টাকা শিল্পজাত সামগ্রীর কোন বিকল্পই নয়, অধিকন্তু যার মূল্য হ্রাস পাচ্ছে, তার বিনিময়ে শস্য ছাড়ার কোন অর্থ হয় না।

আমরা যানবাহনের 'দুরবস্থা' সম্পর্কে কিছু বলি না, যা নাকি এত অপরিণত যে তা রণাঙ্গনে ও পশ্চাদ্‌ভাগে যোগান দিতে সমানভাবেই ব্যর্থ।

এইসব ব্যাপার, আর তার সঙ্গে অবিরাম সৈন্য সংগ্রহ মিলে গ্রামাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ শ্রমশক্তির অনটন ঘটছে, ফলে শস্য এলাকা কমছে, অনিবার্যভাবেই তাতে

খাদ্য সরবরাহ বিপর্যস্ত হচ্ছে—এতে দেশ এবং সেনাবাহিনী সমানভাবেই অসুবিধা ভোগ করছে।

সেই সঙ্গে শিল্পগত বিশৃংখলাও বাড়ছে, ছড়িয়ে পড়ছে, তার ফলে আবার খাদ্য সরবরাহও বিপযস্ত হচ্ছে।

কয়লা ও তেলের 'দুর্ভিক্ষ', লোহা ও তুলোর 'সংকট', বয়নশিল্প, ধাতু-নিষ্কাশন শিল্প ও অন্যান্য শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে—এখন এই চিত্রটাই সর্বব্যাপক—দেশটাকে শিল্পগত পক্ষাঘাতের সংকট, ব্যাপক বেকারি ও দ্রব্য-ঘাটতির সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে।

কল-কারখানাগুলি প্রধানতঃ যুদ্ধের জন্যই উৎপাদন করছে, আবার একই সঙ্গে সমানভাবে দেশের প্রয়োজন মেটাতে পারছে না—সেটাই একমাত্র সমস্যা নয়, পুঁজিপতিরাও কৃত্রিমভাবে এইসব 'দুর্ভিক্ষ' এবং 'সংকট'গুলিকে শোচনীয় করে তুলছে যাতে দাম বাড়ানো যায় (মুনাফাবাজী!), অথবা যাতে জীবন-যাপনের ব্যয়বৃদ্ধির ফলে যে শ্রমিকেরা মজুরি বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তাদের প্রতিরোধ ভাঙা যায় (পুঁজিপতিদের অবস্থান-ধর্মঘট!) অথবা কল-কারখানা বন্ধ করে বেকার সৃষ্টি করতে (লক্-আউট!) এবং শ্রমিকদের হতাশার বিস্ফোরণে ঠেলে দিতে যাতে শ্রমিকদের 'দুর্বিনীত দাবিগুলিকে' 'চিরকালের মতো' শেষ করে দেওয়া যায়।

একথা গোপন নেই যে দনেৎস কয়লা-মালিকরা উৎপাদন হ্রাস করে বেকারী বাড়ানোর চক্রান্ত করছে।

সবাই জানে, টান্সকাসপীয় তুলো উৎপাদনকারীরা তুলোর 'দুর্ভিক্ষ' বলে যখন চীৎকার করছে, তখন নিজেরাই মুনাফাবাজীর দিকে চোখ রেখে প্রচুর পরিমাণ তুলো মজুত করছে। এবং তাদের বন্ধু কাপড়কলের মালিকরা এই মুনাফাবাজীর ফল বখরা নিচ্ছে, ভণ্ডের মতো তুলোর ঘাটতি সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ দেখিয়ে নিজেরাই এই মুনাফাবাজী সংগঠিত করছে, তাদের কলগুলি বন্ধ করে দিচ্ছে এবং বেকারী বৃদ্ধি করছে।

সবারই মনে আছে রায়াবুশিন্স্কির সেই হুমকি—'দুর্ভিক্ষ ও অনটনের অস্থিসার হস্তক্ষেপ' দিয়ে বিপ্লবী সর্বহারার 'গলা টিপে ধর'।

সবাই জানেন, পুঁজিপতিরা কথাকে কাজে পরিণত করছে এবং অসংখ্য কারখানা বন্ধ করে পেত্রোগ্রাদ ও মস্কো শহরের বোঝা হাল্কা করেছে।

তার ফল হচ্ছে শিল্পগত পক্ষাঘাতের ক্রমবিস্তার এবং জিনিসপত্রের চরম দুষ্প্রাপ্যতার আশংকা।

যে গভীর আর্থিক সংকটে রাশিয়া কবলিত, আমরা সে সম্বন্ধে কিছু বলছি না। যখন উৎপাদনী শক্তিগুলির সাধারণভাবেই সঙ্গীন অবস্থা, তখন ৫০,০০০-৫৫,০০০ মিলিয়ন রুবলের দেনা এবং প্রতিবছর তার জন্য দেয় সুদ ৩,০০০ রুবল—এতেই রাশিয়ার শোচনীয় আর্থিক অবস্থার কথা যথেষ্ট স্পষ্ট বলা হয়।

কিছু নিপুণ হাতের উস্কে-দেওয়া রণাঙ্গনের সাম্প্রতিক 'পেছিয়ে পড়ার ঘটনাগুলি' সাধারণ চিত্রটিরই পরিপূরক মাত্র।

দেশ অপ্রতিরোধ্যভাবে তুলনাহীন বিপর্যয়ের দিকে এগোচ্ছে।

যে সরকার অল্প সময়ের মধ্যে অজস্র দমনপীড়নমূলক আইন তৈরী করেছে, কিন্তু একটিও 'সমাজ সংস্কার' করেনি এই মারাত্মক বিপদ থেকে দেশকে বাঁচাতে সে সরকার সম্পূর্ণ অক্ষম।

তাছাড়া, একদিকে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের বশংবদ হয়ে অন্যদিকে এক্ষুণি 'সোভিয়েত ও কমিটিগুলি' নাকচ করতে নিমরাজী হয়ে সরকার দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী উভয় শ্রেণীর মধ্যেই একটা সাধারণ অসন্তোষের বিস্ফোরণকে চেতিয়ে তুলছেন।

একদিকে, ক্যাডেটদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী-চক্র বিপ্লবের বিরুদ্ধে 'বলিষ্ঠ' পন্থা গ্রহণের দাবিতে সরকারের ওপর প্রবল চাপ দিচ্ছে। এই সেদিন যখন পুরিশকেভিচ 'গভর্ণর জেনারেলদের' 'সামরিক একনায়কতন্ত্রের' প্রয়োজনীয়তার কথা এবং 'সোভিয়েতপন্থীদের গ্রেপ্তারের' কথা বলেছিলেন, তখন তিনি কেবল ক্যাডেটদের আকাঙ্খাকেই স্পষ্ট প্রকাশ করেছিলেন। তারা যে মিত্রপুঁজির সমর্থন পাচ্ছিল, তা রুবলের বিনিময়হার সাংঘাতিক রকম হ্রাস করে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছিল এবং দাবি জানাচ্ছিল: 'কথা না বলে রাশিয়ার লড়া উচিত' (**ডেইলি এক্সপ্রেস**, ১৮ই আগস্টের **রুস্কায়া ভলিয়া**[৭৬] দেখুন)।

সব ক্ষমতা দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের এবং তার মিত্রশক্তিকে দাও—এই হচ্ছে প্রতিবিপ্লবের শ্লোগান।

অন্যদিকে, যে শ্রমিক ও কৃষকজনগণ জমির ক্ষুধা ও বেকারিতে জর্জরিত, দমনমূলক বিধিব্যবস্থা ও মৃত্যুদণ্ডের কবলিত, তাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ বেড়ে চলেছে। যে সেনা ও সাধারণ কৃষকেরা মাত্র গতকালও আপোষপন্থীদের বিশ্বাস করেছিল তাদের বামদিকে ঝোঁক স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়েছিল পেত্রোগ্রাদ

নির্বাচনে যা আপোষপন্থী পার্টিগুলির শক্তি ও মর্যাদাকে খর্ব করেছিল।

সব ক্ষমতা গরিব কৃষক সমর্থিত সর্বহারাকে দাও—এই হচ্ছে বিপ্লবের শ্লোগান।

হয় এটি, নয় অপরটি!

হয় জমিদার-পুঁজিপতিদের জয়, এবং তারপর প্রতিবিপ্লবের পূর্ণ বিজয়।

অথবা সর্বহারা ও গরিব কৃষকশ্রেণীর জয়, তারপর বিপ্লবের পূর্ণ বিজয়।

আপোষ ও সমঝওতার নীতি ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এর সমাধান কি?

জমিদারদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে কৃষক কমিটিগুলিকে জমি দিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। এটা কৃষকরা বুঝতে পারবে, তাহলেই শস্য আসতে থাকবে।

প্রয়োজন পুঁজিপতিদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং ব্যাঙ্ক, কল-কারখানাগুলির ওপর গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। এটা শ্রমিকরা বুঝতে পারবে, তাহলেই 'শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা' বৃদ্ধি পাবে।

প্রয়োজন মুনাফাখোর ও লুঠেরাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং শহর ও গ্রামের মধ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাণিজ্য সংগঠিত করা। জনগণ এটা বুঝবে এবং তাহলেই দুর্ভিক্ষ বন্ধ হবে।

রাশিয়াকে সর্বদিকে ঘিরে রেখেছে যে সাম্রাজ্যবাদী সূত্রগুলি, সেগুলি ছিন্ন করে শান্তির উন্নত শর্তগুলি ঘোষণা করা প্রয়োজন। তখনই সেনাবাহিনী বুঝবে কেন তাদের হাতে অস্ত্র, যদি উইল্‌হেল্‌ম এ ধরনের শান্তিতে রাজী না হয়, রুশ সেনারা তখন তার সঙ্গে সিংহের মতো লড়বে।

সর্বহারা ও গরিব কৃষকদের হাতে সব ক্ষমতা 'হস্তান্তর' করা প্রয়োজন। পাশ্চাত্ত্যের শ্রমিকরা এটা বুঝবে এবং তারাও তাদের তরফে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী চক্রের ওপর আঘাত হানবে।

এর অর্থ যুদ্ধের অবসান এবং ইউরোপে শ্রমিক-বিপ্লবের সূচনা।

এই সমাধানই রাশিয়ার অগ্রগতি এবং সমগ্র বিশ্বপরিস্থিতির দ্বারা নির্দেশিত।

রাবোচি, সংখ্যা ১

২৫শে আগস্ট, ১৯১৭

স্বাক্ষরবিহীন

আমরা দাবি করি !

ঘটনা দ্রুত এগিয়ে চলেছে। মস্কো-সম্মেলনের পর এল রিগার আত্মসমার্পণ এবং দমনপীড়নমূলক ব্যবস্থার দাবি। রণাঙ্গনে সেনাদের বিরুদ্ধে নিন্দা-অভিযান ব্যর্থ হবার পর এল 'বলশেভিক চক্রান্ত' সম্পর্কে উত্তেজক গুজব এবং নতুন করে উঠল দমনমূলক ব্যবস্থার দাবি। এখন উত্তেজক গুজবগুলির স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ার পর আসছে কর্নিলভের খোলাখুলি ব্যবস্থা—তিনি অস্থায়ী সরকারের পদত্যাগ এবং সামরিক একনায়কতন্ত্রের দাবি তুলছেন। জুলাইয়ের দিনগুলির মতোই মিলিউকভের পপুলার ফ্রিডম পার্টি সরকার থেকে পদত্যাগ করে খোলাখুলি কর্নিলভের প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রকে সমর্থন করছে।

চূড়ান্ত ফল দাঁড়াল সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কর্নিলভের সেনাবাহিনীর পেত্রোগ্রাদের দিকে অভিযান, অস্থায়ী সরকার কর্তৃক কর্নিলভের পদচ্যুতি, কেরেনস্কি কর্তৃক একটা সংকট ঘোষণা, ক্যাডেট পার্টি যা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, তা থেকে কিশ্‌কিনের পদত্যাগ এবং তথাকথিত বিপ্লবী 'ডাইরেক্টরি' গঠন।

সুতরাং :

এটি একটি ঘটনা যে, যে কর্নিলভ 'বলশেভিকদের দাবিয়ে দেবার' সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে পেত্রোগ্রাদে অভিযান চালাচ্ছেন তাঁর জন্য রাস্তা পরিষ্কার করতে একটি 'বলশেভিক চক্রান্ত' দরকার হয়েছিল।

এটি একটি ঘটনা যে, **রুস্‌কায়া ভলিয়া** ও **বীর্‌ঝোভ্‌কা** থেকে **নোভোয়ি ভ্রেমিয়া** ও **রেচ** পর্যন্ত গোটা বুর্জোয়া সংবাদপত্র জগৎ 'বলশেভিক চক্রান্তের' গুজব ছড়িয়ে কর্নিলভকে সাহায্য করে আসছে।

এটি একটি ঘটনা যে, কর্নিলভের বর্তমান কর্মধারা প্রতিবিপ্লবী উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারদেরই দুষ্ট মতলবের অনুবৃত্তি মাত্র—প্রতিবিপ্লবের 'পূর্ণ' বিজয় সম্পন্ন করতে জুলাইতে টার্নোপোল এবং আগস্টে রিগার আত্মসমর্পণ ঘটিয়ে রণাঙ্গনে এই 'পরাজয়গুলির' সদ্ব্যবহার করেছে।

এটি একটি ঘটনা যে, এখন ক্যাডেট পার্টি জুলাই মাসের মতোই রণাঙ্গনে বিশ্বাসঘাতক এবং পশ্চাদ্‌ভাগে বদমায়েস প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে একই শিবিরে।

আমাদের পার্টি ক্যাডেটদের বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবের স্বয়ংক্রিয় যান বলে সমালোচনা করে ঠিকই করেছিল।

আমাদের পার্টি জুনের গোড়াতেই প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে জোরদার লড়াই এবং 'সুচিহ্নিত' ব্যক্তিদের (কালেদিন প্রমুখ) গ্রেপ্তারের কথা বলে ঠিকই করেছিল।

প্রতিবিপ্লব গতকাল শুরু হয়নি, কর্নিলভ চক্রান্তের সঙ্গে সঙ্গেও নয়। অন্ততঃপক্ষে জুন মাসে এর সূচনা—যখন সরকার রণাঙ্গনে আক্রমণ শুরু করে এবং একটা দমনমূলক নীতি চালিয়ে যেতে আরম্ভ করে; যখন প্রতিবিপ্লবী সেনাধ্যক্ষরা টার্নোপোল সমর্পণ করল, সব দোষটা চাপিয়ে দিল সেনাদের ওপরে এবং রণাঙ্গনে ওরা মৃত্যুদণ্ডকে আবার জীইয়ে তুলল; যখন ক্যাডেটরা জুলাইতে সরকারকে সাবোতাজ করে এবং মিত্রপুঁজির ওপর ভরসা করে অস্থায়ী সরকারে তাদের নেতৃত্ব কায়েম করল, পরিশেষে, যখন কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা ক্যাডেটদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার এবং জুলাইয়ের বিক্ষোভ-মিছিলকারীদের সঙ্গে একত্রিত হওয়ার বদলে শ্রমিক ও সেনাদের বিরুদ্ধে তাদের অস্ত্র উঁচিয়ে ধরেছিল।

এই হচ্ছে ঘটনা যা অস্বীকার করা অসম্ভব।

এখন কোয়ালিশন সরকার ও কর্নিলভ পার্টির মধ্যে যে লড়াই চলেছে তা বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্লবের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, প্রতিবিপ্লবী নীতির দু'টি ভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে বিরোধ। এবং বিপ্লবের জাতশত্রু কর্নিলভ পার্টি রিগা সমর্পণের পর পুরানো আমল ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করার জন্য পেত্রোগ্রাদ অভিযানে দ্বিধা করবে না।

যদি তারা বিপ্লবী পেত্রোগ্রাদে হাজির হয়—শ্রমিক ও সেনারা সর্বতোভাবে কর্নিলভের প্রতিবিপ্লবী দলকে একটা চূড়ান্ত পাল্টা আঘাত দেবে।

শ্রমিকরা ও সেনারা রাশিয়ার রাজধানীকে বিপ্লবের শত্রুদের নোংরা হাতে কলুষিত হতে দেবে না।

তারা জীবন দিয়ে বিপ্লবের পতাকাকে রক্ষা করবে।

তারা বিপ্লবের পতাকাকে রক্ষা করবে, প্রকৃতিতে রুশ-বিপ্লবের পূর্ণ বিজয়ের পথ প্রস্তুত করতে তাদের অপরিচিত কোন একনায়কতন্ত্রকে আর একটি সমান অপরিচিত একনায়কতন্ত্র দিয়ে বদলাবার জন্য নয়।

আজ যখন দেশ যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায়, এবং প্রতি-

বিপ্লবের শকুনরা এর চরম সর্বনাশের চক্রান্ত করছে, তখন ভেঙে চুরমার হওয়া থেকে বিপ্লবকে বাঁচানোর শক্তি ও উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

এক ধরনের 'শাসক' গোষ্ঠীর বদলে আর এক গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা নয়, এখন যে একনায়কতন্ত্র প্রয়োজন তা নিয়েও ছেলেখেলা নয়, এখন বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন এবং রাশিয়ার অধিকাংশ মানুষের স্বার্থে দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার।

এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বলশেভিক পার্টির দাবি :

(১) রণাঙ্গনে ও পশ্চাদ্‌ভাগে প্রতিবিপ্লবী সেনাধ্যক্ষদের এক্ষুণি অপসারণ চাই, তাদের জায়গায় সেনা ও অফিসারদের নির্বাচিত অধিনায়কদের নিয়োগ এবং সাধারণভাবে ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত সেনাবাহিনীর পূর্ণ গণতন্ত্রীকরণ চাই ;

(২) বিপ্লবী সেনা সংগঠনগুলির পুনরুজ্জীবন—যেগুলি মাত্র সেনাবাহিনীতে গণতান্ত্রিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম ;

(৩) সব দমনপীড়নমূলক ব্যবস্থা—সর্বপ্রথমে মৃত্যুদণ্ড—বাতিল কর ,

(৪) এখনি কৃষক কমিটিগুলির হাতে সব ভূসম্পত্তি হস্তান্তর এবং গরিব কৃষকদের কাছে কৃষি-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি সরবরাহ ;

(৫) আট-ঘণ্টা কাজের দিনের আইন প্রণয়ন, কল-কারখানা, মিল ও ব্যাঙ্কগুলিতে গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং সেই নিয়ন্ত্রণ-সমিতিগুলিতে কৃষক প্রতিনিধিদের প্রাধান্য ;

(৬) আর্থিক ব্যবস্থার পূর্ণ গণতন্ত্রীকরণ—প্রথমেই পুঁজি ও পুঁজিপতিদের সম্পত্তির ওপর নির্মম কর প্রয়োগ এবং দুর্নীতিপূর্ণ যুদ্ধগত মুনাফা বাজেয়াপ্তকরণ ;

(৭) শহর ও গ্রামের মধ্যে এমন পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন যাতে শহরগুলি খাদ্য পায় এবং গ্রাম্য জেলাগুলি প্রয়োজনীয় কারখানাজাত পণ্য পায় ;

(৮) অবিলম্বে রুশ জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ঘোষণা ;

(৯) স্বাধীনতার পুনরুজ্জীবন, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পত্তন এবং সংবিধানসভার এক্ষুণি অধিবেশন চাই ,

(১০) মিত্রশক্তির গোপন চুক্তি বাতিল এবং সার্বিক গণতান্ত্রিক শান্তিসূত্রগুলির প্রস্তাব।

পার্টি ঘোষণা করছে যে, এই দাবিগুলি পূরণ না হলে বিপ্লবকে বাঁচানো

অসম্ভব—যে বিপ্লব অর্ধবৎসর ধরে যুদ্ধ ও সাধারণ বিপর্যয়ের কবলে শ্বাসরুদ্ধ।

পার্টি ঘোষণা করছে যে, এই দাবিগুলি পূরণের একমাত্র সম্ভাব্য উপায় হল পুঁজিপতিদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা, বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবের সম্পূর্ণ বিলোপ এবং দেশের বিপ্লবী শ্রমিক, কৃষক ও সেনাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

ধ্বংসের হাত থেকে দেশ ও বিপ্লবকে বাঁচানোর এই হল একমাত্র উপায়।

রাবোচি, সংখ্যা ৪
২৮শে আগস্ট, ১৯১৭
সম্পাদকীয়

ষড়যন্ত্র চলছে[77]

ওরা কারা?

গতকাল আমরা লিখেছিলাম, ক্যাডেটরা হচ্ছে প্রতিবিপ্লবের স্বয়ংক্রিয় যান। 'গুজবের' ভিত্তিতে নয়, আমরা সাধারণভাবে সুপরিজ্ঞাত ঘটনা থেকেই ঐ সিদ্ধান্ত করেছিলাম—জুলাইতে টার্নোপোলের 'সমর্পণের' সংকটমুহূর্তে সরকার থেকে ক্যাডেটদের পদত্যাগ এবং আগস্টে কর্নিলভের ষড়যন্ত্র। সুতরাং এটা কিছু আকস্মিক নয় যে, রুশ জনগণের বিরুদ্ধে জুলাই ও আগস্টে উভয়ক্ষেত্রেই ক্যাডেটরা রণাঙ্গনে বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে এবং পশ্চাদ্‌ভাগে চরম প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে এক শিবিরে ছিল।

ক্যাডেটদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আপোষকারী **ইজ্‌ভেস্তিয়া** ও প্রতিরক্ষাবাদীরা গতকাল ক্যাডেটদের সম্পর্কে আমরা যা বলেছি আজ তাকে নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণ করল।

প্রতিরক্ষাবাদীরা লিখছে, 'লুভব গোপন করেনি যে এটা (সামরিক একনায়কতন্ত্র) কেবল জেনারেল কর্নিলভ চাননি, চেয়েছে **জননেতাদের এক বিশেষ গোষ্ঠীও**—যারা এখন সাধারণ সদর দপ্তরে আছে' (**ইজ্‌ভেস্তিয়া**)।

সুতরাং:

এটি একটি ঘটনা যে, সাধারণ সদর দপ্তর হচ্ছে প্রতিবিপ্লবের সদর দপ্তর।

এটি একটি ঘটনা যে, প্রতিবিপ্লবীদের সেনাপতিমণ্ডলীতে 'কিছু জননেতাও' আছে।

সেই 'জননেতা' কারা?

দেখা যাক:

'**এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে** যে, বেশ কিছু জননেতা যাদের ক্যাডেট পার্টির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আদর্শগত ও ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তারাও এই চক্রান্তে জড়িত' (**ইজ্‌ভেস্তিয়া**)।

সুতরাং:

এটি একটি ঘটনা যে, প্রতিরক্ষাবাদী ভদ্রমহোদয়গণ যারা এই সেদিনও 'ক্যাডেট পার্টির প্রতিনিধিদের' মধ্যে দেশের 'বীর্যবান শক্তিকে' অভ্যর্থনা

জানিয়েছিল, তারাই আজ এদের বিপ্লবের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী বলতে বাধ্য হচ্ছে।

এটি একটা ঘটনা যে, এই চক্রান্ত 'ক্যাডেট পার্টির প্রতিনিধিদের' দ্বারা সংগঠিত এবং পরিচালিত।

ক্যাডেটদের সঙ্গে **বিচ্ছেদ** বিপ্লবের জয়ের প্রথম শর্ত, একথা আমাদের পার্টি ঠিকই বলেছিল।

ওরা কিসের ভরসা করছে?

গতকাল আমরা লিখেছিলাম যে, কর্নিলভ পার্টি রুশ-বিপ্লবের জাতশত্রু, বলেছিলাম রিগার আত্মসমর্পণের পর কর্নিলভ প্রতিবিপ্লবের জয় সুনিশ্চিত করার জন্য পেত্রোগ্রাদ সমর্পণ করতেও দ্বিধা করবে না।

আজ **ইজ্ভেস্তিয়া** আমাদের বক্তব্যকে দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন করেছে।

সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল লুকোম্স্কি, যিনি বিদ্রোহের প্রকৃত প্রাণশক্তি, তিনি বলেছেন যে, 'জেনারেল কর্নিলভের দাবি অস্থায়ী সরকার প্রত্যাখ্যান করলে রণাঙ্গনে সেনাদের পরস্পরের মধ্যে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ দেখা দিতে পারে এবং যেসব জায়গায় শত্রুদের উপস্থিতি আমরা মোটেই আশংকা করি না, সেখানেও তাদের দেখা যেতে পারে।'

এই কথার মধ্যে কি অনেকটা পেত্রোগ্রাদ সমর্পণের হুমকির মতো কিছু শোনা যাচ্ছে না, আপনারাই বলুন?

আর একটি আরও সুস্পষ্ট উক্তি:

'স্পষ্টতঃই জেনারেল লুকোম্স্কি ষড়যন্ত্রকে সফল করার জন্য সরাসরি বিশ্বাসঘাতকতা করতেও পিছপা হবেন না। জেনারেল কর্নিলভের দাবি প্রত্যাখ্যান করলে সীমান্তে গৃহযুদ্ধ হবে, শত্রুদের কাছে সীমান্ত খুলে দেওয়া হবে এই হুমকি এবং আলাদা শান্তির অপমানকর প্রস্তাবকে ষড়যন্ত্রের সাফল্য নিশ্চিত করতে তাঁর জার্মানদের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা মাত্র বলেই গণ্য করতে হবে।'

আপনারা একথা শুনছেন?—'জার্মানদের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা', 'সীমান্ত খুলে দেওয়া', একটা 'আলাদা শান্তি'।...

এখানেই আপনারা প্রকৃত 'বিশ্বাসঘাতক' এবং 'চক্রান্তকারী' ক্যাডেটদের পাচ্ছেন, যাঁরা 'ষড়যন্ত্রে জড়িত', যাঁরা সাধারণ সদর দপ্তরে উপস্থিত থেকে 'সীমান্ত খুলে দেওয়া' এবং 'জার্মানদের সঙ্গে একটা ব্যবস্থার' হুমকিকে লুকোতে চান।

কয়েক মাস ধরে এই 'সীমান্ত খুলে দেওয়া' বীরেরা আমাদের পার্টিকে

আক্রমণ করছেন, 'বিশ্বাসভঙ্গের' অভিযোগ আনছেন এবং 'জার্মান স্বর্ণের' কথা বলছেন। কয়েক মাস ধরে ব্যাঙ্ক, **নোভোয়িে ভ্রেমিয়া, বীর্‌জোভ্‌কা, রেচ** ও **রুস্‌কায়া ভলিয়া** পত্রিকার পীত ভাড়াটেরা এইসব হীন অভিযোগ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। এবং আমরা কি দেখছি? এমনকি এখন প্রতিরক্ষা-বাদীরাও স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন যে সীমান্তে বিশ্বাসঘাতকতা হচ্ছে অধিনায়কদের এবং তাদের আদর্শগত পৃষ্ঠপোষকদের কাজ।

শ্রমিকরা এবং সেনারা যেন একথা মনে রাখেন!

তাঁরা যেন জেনে রাখেন যে, সেনা ও বলশেভিকদের 'বিশ্বাসঘাতকতা' সম্পর্কে বুর্জোয়া সংবাদপত্রের প্ররোচনামূলক সোরগোল আসলে সেনাধ্যক্ষদের ও ক্যাডেট পার্টির 'জননেতাদের' প্রকৃত বিশ্বাসঘাতকতাকে আড়াল করার ছল মাত্র।

তাঁরা যেন জেনে রাখেন, বুর্জোয়া সংবাদপত্র যখন সেনাদের 'বিশ্বাস-ঘাতকতা' নিয়ে সোরগোল তোলে, তখন সেটা নিশ্চিত প্রমাণ যে সংবাদ-পত্রের পেছনে থেকে বিভিন্ন চালিকাশক্তি ইতোমধ্যেই একটা বিশ্বাসঘাতকতার পরিকল্পনা করেছে, এবং দোষটা চাপাতে চাইছে সেনাদের ওপরে।

শ্রমিক এবং সেনারা যেন এটা জেনে রাখেন এবং উপযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

আপনারা কি জানতে চান ওরা কিসের ওপর ভরসা করছে?

ওরা 'সীমান্ত খুলে দেওয়া' এবং 'জার্মানদের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা'র ওপর ভরসা করছে, আশা করছে একটা আলাদা শান্তির চিন্তা দিয়ে যুদ্ধ-ক্লান্ত সেনাদের ধরা যাবে এবং তারপর বিপ্লবের বিরুদ্ধে তাদের এগিয়ে দেওয়া যাবে।

শ্রমিকরা ও সেনারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন সাধারণ সদর দপ্তরস্থ এইসব বিশ্বাসঘাতকদের ক্ষমা করা উচিত নয়।

ষড়যন্ত্র এখনো চলছে…

ঘটনা দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সত্য এবং গুজব ক্রমশঃ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। এখনো অসমর্থিত গুজব হচ্ছে—কর্নিলভ জার্মানদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছেন। কর্নিলভ বাহিনীর সঙ্গে পেত্রোগ্রাদের কাছে বিপ্লবী সেনাদের একটা সংঘর্ষ বিষয়েও নিশ্চিত কথাবার্তা হয়েছে। কর্নিলভ 'ইস্তেহার' জারী

করে নিজেকে একনায়ক, রুশ-বিপ্লবের বিজয়ের কবরখনক ও শত্রু বলে ঘোষণা করেছেন।

এবং শত্রুকে শত্রু রূপেই দেখার পরিবর্তে অস্থায়ী সরকার জেনারেল আলেক্সিয়েভের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাইছে, কর্নিলভের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছে এবং যে চক্রান্তকারীরা খোলাখুলি রাশিয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে তাদের পক্ষে ওকালতি করে চলেছে।

এবং তথাকথিত 'বিপ্লবী গণতন্ত্র' 'দেশের সব বীর্যবান শক্তিগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে মস্কো-সম্মেলনের মতো আর একটি বিশেষ সম্মেলনের' জন্য প্রস্তুত হচ্ছে (**ইজ্‌ভেস্তিয়া** দেখুন)।

এবং একই সময়ে যে ক্যাডেটরা এই গতকালও 'বলশেভিক চক্রান্ত' নিয়ে সোরগোল তুলেছিল, তারাও আজ কর্নিলভ চক্রান্তের মুখোস খুলে পড়ায় বিচ্ছিন্ন এবং 'সাধারণ বুদ্ধি' ও 'সংগতির' আবেদন জানাচ্ছে (**রেচ** দেখুন)।

স্পষ্টতঃই ওরা সেই 'বীর্যবান শক্তিগুলির' সঙ্গে আর একটা আপোষরফার 'ব্যবস্থা' চাইছে, যারা বলশেভিক চক্রান্ত নিয়ে সোরগোল তুলে নিজেরাই বিপ্লব ও রুশ জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।

কিন্তু আপোষওয়ালারা তাদের গৃহস্বামীদের বাদ দিয়েই হিসাব কষছে; কেননা দেশের প্রকৃত গৃহস্বামী শ্রমিক এবং সেনারা বিপ্লবের শত্রুদের সঙ্গে কোন সম্মেলন চায় না। জেলা থেকে এবং রেজিমেণ্ট থেকে যে খবর আসছে তাতে সমানভাবে দেখা যায় শ্রমিকরা শক্তি সংগ্রহ করছে, সেনারাও অস্ত্র নিয়ে অপেক্ষমান। শ্রমিকরা স্পষ্টতঃই শত্রু হিসাবেই শত্রুর সঙ্গে কথা বলতে চায়।

এ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না: শত্রুদের সঙ্গে কোন সম্মেলন নয়, তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া লড়াইয়ে।

ষড়যন্ত্র চলছে। প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হন!

রাবোচি, সংখ্যা ৫
দ্বিতীয় বিশেষ সংস্করণ
২৮শে আগস্ট, ১৯১৭
সম্পাদকীয়

বুর্জোয়াদের সঙ্গে আপোষের বিরুদ্ধে

জমিদার ও পুঁজিপতিদের প্রতিবিপ্লব ভেঙে গেছে, কিন্তু এখনো চূর্ণবিচূর্ণ হয়নি।

কর্নিলভ সেনাধ্যক্ষরা মার খেয়েছে, কিন্তু এখনো বিপ্লবের জয় সুনিশ্চিত হয়নি।

কেন ?

যেহেতু শত্রুর বিরুদ্ধে অবিচল লড়াইয়ের বদলে আপোষপন্থীরা তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছে।

যেহেতু জমিদার ও পুঁজিপতিদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিবর্তে, প্রতিরক্ষাবাদীরা তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করছে।

যেহেতু বে-আইনী করার বদলে সরকার তাদের মন্ত্রিসভায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

দক্ষিণ রাশিয়ায় জেনারেল কালেদিন বিপ্লবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে, তবু তার বন্ধু জেনারেল আলেক্সিয়েভকে প্রধান অধিনায়ক পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

রাশিয়ার রাজধানীতে মিলিউকভের পার্টি প্রকাশ্যে প্রতিবিপ্লবকে সমর্থন জানাচ্ছে, অথচ তার প্রতিনিধি মাকলাকভরা ও কিশকিন্‌রা মন্ত্রিসভায় আমন্ত্রিত হচ্ছে।

বিপ্লবের বিরুদ্ধে এই পাপ বন্ধ করার এখন সময় হয়েছে!

শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই, কোন আপোষ নয়!—এই কথা দৃঢ়স্বরে এবং এককণ্ঠে বলার এখন সময় হয়েছে।

জমিদার ও পুঁজিপতিদের **বিরুদ্ধে,** সেনাধ্যক্ষ ও ব্যাঙ্ক-মালিকদের **বিরুদ্ধে**, রুশ জনগণের **স্বার্থে,** শান্তির **পক্ষে, স্বাধীনতার জন্য, জমির জন্য!**
—এই হচ্ছে আমাদের শ্লোগান।

বুর্জোয়াশ্রেণী ও জমিদারদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ—এই হল আমাদের প্রথম কর্তব্য।

শ্রমিক ও কৃষকদের সরকার গঠন হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় কর্তব্য।

রাবোচি, সংখ্যা ৯
৩১শে আগস্ট, ১৯১৭
সম্পাদকীয়

সংকট এবং ডাইরেক্টরি

কর্নিলভ ষড়যন্ত্রের পর এবং সরকার ভেঙে যাওয়ার পর, ষড়যন্ত্র ধরা পড়ার এবং কেরেনস্কি কিশ্‌কিন মন্ত্রিসভা গঠনের পর, 'নতুন' সংকট ও ঐ একই কেরেনস্কির সঙ্গে 'নতুন' সেরেতেলি-গোৎজ আলোচনার পর—আমরা পরিশেষে পেয়েছি 'নতুন' (আন্‌কোরা নতুন!) পাঁচ-সদস্যের সরকার।

পাঁচজনের 'ডাইরেক্টরি': কেরেনস্কি, তেরেশচেংকো, ভেরখোভস্কি, ভেরদেরেভস্কি এবং নিকিতিন—এই হল 'নতুন' সরকার, কেরেনস্কি 'মনোনীত', কেরেনস্কি সমর্থিত, কেরেনস্কির কাছে দায়ী এবং শ্রমিক, কৃষক ও সেনাদের সঙ্গে **সম্পর্কহীন**।

বলা হয়েছে, সরকার ক্যাডেটদের সঙ্গেও সম্পর্কহীন। কিন্তু সেটা নিছক বাজে কথা, কারণ সরকারে যে স্বনামে কোন ক্যাডেট প্রতিনিধি নেই, তা কেবল ক্যাডেটদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা আড়াল করার জন্য।

স্পষ্টতঃই সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি কেরেনস্কি হচ্ছেন প্রধান অধিনায়ক। বস্তুতঃ জেনারেল স্টাফ অর্থাৎ ফ্রন্টের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেওয়া হয়েছে ক্যাডেটদের হাতের লোক জেনারেল আলেক্সিয়েভের হাতে।

স্পষ্টতঃই 'বাম' ডাইরেক্টরি ক্যাডেটদের সঙ্গে সম্পর্কহীন (ঠাট্টা করছি না!)। বস্তুতঃ মন্ত্রিসভার পরিচালকবর্গ যারা, প্রকৃতপক্ষে, রাষ্ট্রের সব রকম প্রশাসন চালায় তারাও ক্যাডেটদের লোক।

কথায় ক্যাডেটদের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা, কিন্তু বাস্তবে রণাঙ্গনে ও পশ্চাদ্‌ভাগে ক্যাডেটদের সঙ্গে চুক্তি।

ডাইরেক্টরি হচ্ছে ক্যাডেটদের সঙ্গে মিত্রতা আড়াল করার উপায়, কেরেনস্কির একনায়কতন্ত্র হচ্ছে জনগণের রোষ থেকে জমিদার ও পুঁজিপতিদের একনায়কতন্ত্রকে আবৃত করার উপায়—এই হচ্ছে আজকের ছবি।

সামনে রয়েছে 'বীর্যবান শক্তিগুলির' প্রতিনিধিদের আর একটি সম্মেলন যাতে সেরেতেলি ও অ্যাভক্সেনতিয়েভের ভদ্রলোকদের মতো পাকা আপোষ-পন্থীরা ক্যাডেটদের সঙ্গে কালকের গোপন আপোষরফাকে প্রকাশ্য এবং আরও স্পষ্ট আপোষে পরিণত করতে পারে, যাতে শ্রমিক-কৃষকদের শত্রুরা খুশী হয়।

গত ছ'মাসে আমাদের দেশে তিনটি তীব্র ক্ষমতার সংকট গেছে।

প্রত্যেকবারই বুর্জোয়াদের সঙ্গে আপোষে সংকট কাটানো হয়েছে এবং প্রত্যেক-বারই শ্রমিক-কৃষকরা বোকা বনেছে।

কেন?

কারণ প্রত্যেকবারই পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলি, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিকরা ক্ষমতার লড়াইয়ে হস্তক্ষেপ করেছিল, জমিদার-পুঁজিপতিদের পক্ষ নিয়েছিল এবং ক্যাডেটদের পক্ষে সমস্যার সমাধান করেছিল।

কর্নিলভ ষড়যন্ত্র ক্যাডেটদের প্রতিবিপ্লবী প্রকৃতি সম্পূর্ণ উন্মোচন করে দিয়েছে। তিনদিন ধরে প্রতিরক্ষাবাদীরা ক্যাডেটদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা গুঞ্জন করেছে, তিনদিন ধরে তারা কোয়ালিশনের অবাস্তবতা নিয়ে চীৎকার করেছে, যে কোয়ালিশন প্রতিবিপ্লবের প্রথম আঘাতেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এবং আমরা কি দেখছি? এসবের পরেও তারা যাদের গাল দিচ্ছে বোরখা-পরা সেই ক্যাডেটদের সঙ্গে কোয়ালিশনের চেয়ে ভাল কিছু ভাবতে পারল না।

মাত্র গতকাল কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিরক্ষাপন্থীরা ক্যাডেটদের সঙ্গে পেছনের মঞ্চে আপোষরফার ফল পাঁচ-সদস্যের ডাইরে-ক্টরিকে 'সমর্থন' করে ভোট দিয়েছিল শ্রমিক-কৃষকের মৌলিক স্বার্থের হানি করে।

ঐদিন, যখন ক্ষমতার সংকট খুব তীব্র হয়েছিল, কর্নিলভকে চূর্ণবিচূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতার জন্য লড়াই আরও সংহত হয়েছে, মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা **আর একবার** জমিদার-পুঁজিপতিদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে সাহায্য করল, **আর একবার** শ্রমিক-কৃষকদের বোকা বানাতে প্রতি-বিপ্লবী ক্যাডেটদের সাহায্য করল।

ঐটি, একমাত্র ঐটিই হল গতকালের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ভোট-দানের রাজনৈতিক তাৎপর্য।

শ্রমিকদের একথা জানা উচিত, কৃষকরা একথা জানুন এবং এর থেকে তাঁরা যেন উপযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

আজকের মুখোস-পরা কোয়ালিশন ঠিক কালকের প্রকাশ্য কোয়ালিশনের মতোই অস্থায়ী: জমিদার ও কৃষকের মধ্যে, পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে কোন স্থায়ী চুক্তি হতে পারে না। সেজন্যই ক্ষমতা দখলের লড়াই শেষ হওয়া দূরে থাক, ক্রমশঃ আরও জোরালো ও তীব্র হচ্ছে।

শ্রমিকরা যেন মনে রাখেন যতদিন সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও

মেনশেভিকরা জনসাধারণকে প্রভাবিত করতে পারবে, ততদিন তাদের এ লড়াইয়ে হার হবে।

শ্রমিকরা যেন মনে রাখেন ক্ষমতা দখল করতে হলে সাধারণ কৃষক ও সেনাদের আপোষপন্থীদের থেকে, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে এবং বিপ্লবী সর্বহারার পাশে সমবেত হতে হবে।

তাঁরা যেন একথা মনে রাখেন এবং তাঁরা যেন সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ করে কৃষক ও সেনাদের চোখ খুলে দেন।

জনসাধারণের উপর সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের প্রভাবের বিরুদ্ধে অবিচল সংগ্রাম চালাতে হবে, সর্বহারা পার্টির পতাকাতলে কৃষক ও সেনাদের সমবেত করার কাজ অক্লান্তভাবে চালিয়ে যেতে হবে—সাম্প্রতিক সংকটের এই হল শিক্ষা।

রাবোচি পুৎ, সংখ্যা ১
৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯১৭
সম্পাদকীয়

জার্মানির ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের অন্যতম দুর্বলতা হিসাবে মার্কস নির্দেশ করেছিলেন যে, সেখানে কোন জোরদার প্রতিবিপ্লব ছিল না যা বিপ্লবকে উদ্বুদ্ধ করবে, সংগ্রামের আগুনে পুড়িয়ে তাকে ইস্পাততুল্য করে তুলবে।

আমাদের রুশদের এ বিষয়ে অভিযোগের কোন কারণ নেই, কারণ আমরা প্রতিবিপ্লব এবং বেশ ভালরকমই প্রতিবিপ্লব পেয়েছি। প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া ও সেনাধ্যক্ষদের শেষতম কার্যধারা এবং বিপ্লবী আন্দোলনের উত্তরতরঙ্গ ছবির মতোই দেখিয়ে দিয়েছে বিশেষতঃ প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিপ্লব বেড়েই চলেছে এবং শক্তি সঞ্চয় করছে।

এসব লড়াইয়ের উত্তাপে প্রায় অকেজো হয়ে পড়া সোভিয়েত ও কমিটিগুলি যা জুলাই এবং আগস্টে বুর্জোয়াদের চক্রান্তে ভেঙে গিয়েছিল, আবার পুনর্জীবিত হয়েছে এবং বেড়ে উঠছে।

প্রতিবিপ্লবের ওপর বিপ্লবের বিজয় এইসব সংগঠনের ঘাড়েই তুলে দেওয়া হয়েছে।

এখন কর্নিলভবাদ ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হঠছে এবং কেরেনস্কি অশোভনভাবে অপরের সম্মান আত্মসাৎ করছে; এটা বিশেষভাবে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, রেলওয়েকর্মী, সেনা, নাবিক, কৃষক, শ্রমিক, ডাক ও তার কর্মীদের সংগঠন এবং অন্যসব 'অননুমোদিত' কমিটিগুলি যদি না থাকত, তাদের বিপ্লবী উদ্যোগ এবং স্বাধীন কার্যক্রম যদি না থাকত, তাহলে বিপ্লব ধুয়েমুছে যেত।

অধিকন্তু এইসব সংগঠনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখার আরও কারণ রয়েছে। সুতরাং এইসব সংগঠনগুলিকে আরও শক্তিশালী করা এবং সম্প্রসারিত করার জন্য উৎসাহের সঙ্গে আমাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার আরও যুক্তি আছে। এইসব 'অননুমোদিত' কমিটিগুলিকে বাঁচতে ও বাড়তে দিন; সেগুলিকে শক্তিশালী ও বিজয়ী হতে দিন!—বিপ্লবের মিত্রদের এই শ্লোগান হওয়া উচিত।

কেবল শত্রুরা এবং রুশ জনগণের জাতশত্রুরাই এই সংগঠনগুলির সংহতির বিরুদ্ধে হাত তুলতে পারে।

তবু প্রতিবিপ্লবের সূচনা থেকেই কেরেনস্কি সরকার এই 'অননুমোদিত'

কমিটিগুলিকে সন্দেহের চোখে দেখেছেন। জনগণ এবং জন-আন্দোলনকে প্রতিবিপ্লবের চেয়ে বেশি ভয় পেয়ে, কর্নিলভবাদের সঙ্গে লড়তে অক্ষম এবং অনিচ্ছুক এই সরকার কর্নিলভ বিদ্রোহের গোড়া থেকেই প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে পেত্রোগ্রাদ গণ-কমিটির লড়াইয়ের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছিল। এবং বরাবর এই সরকার কর্নিলভবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সাবোতাজ করে চলেছে।

কিন্তু ওরা সেখানেই থামেনি। ৪ঠা সেপ্টেম্বর কেরেনস্কি একটি বিশেষ নির্দেশ বলে বিপ্লবী কমিটিগুলিকে বে-আইনী করে তাদের বিরুদ্ধে খোলাখুলি যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এই কমিটিগুলির কাজকর্মকে 'ক্ষমতার আত্মসাৎ' বলা হয়েছে, তাতে আছে :

'অননুমোদিত কাজকর্ম আর সহ্য করা হবে না এবং অস্থায়ী সরকার এসবকে প্রজাতন্ত্রের স্বার্থ হানিকর ক্ষমতার জবরদখল হিসাবে লড়বে।'

কেরেনস্কি স্পষ্টতঃই ভুলে গেছেন যে, এখনো 'ডাইরেক্টরি' বদলে 'কনস্যুলেট' স্থাপিত হয়নি এবং তিনি রুশ প্রজাতন্ত্রের প্রথম কন্সাল নন।

কেরেনস্কি স্পষ্টতঃই জানেন না যে, একটা 'ডাইরেক্টরি' ও 'কনস্যুলেটের' মধ্যে ছিল একটা 'ক্যু-দে-তা' যা এই ধরনের নির্দেশের আগেই বাস্তবায়িত করা উচিত ছিল।

কেরেনস্কি উপলব্ধি করছেন না যে রণাঙ্গনে ও পশ্চাদ্‌ভাগে এই 'জবর-দখলকারী' কমিটিগুলির সঙ্গে লড়তে গেলে তাঁকে কালেদিন ও কর্নিলভদের এবং কেবল তাঁদের সমর্থনের ওপরই আস্থা রাখতে হবে। সর্বরকমেই তিনি যেন তাঁদের ভবিতব্যটাও মনে রাখেন।...

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বিপ্লবী কমিটিগুলি কেরেনস্কির এই পেছন থেকে ছুরি মারার চেষ্টার সমুচিত জবাব দেবে।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, বিপ্লবী কমিটিগুলি ওদের পথ থেকে হটবে না।

এবং যদি 'ডাইরেক্টরি' ও বিপ্লবী কমিটির পথে সুস্পষ্ট পার্থক্য ঘটে যায়, তাহলে 'ডাইরেক্টরি'র পক্ষে সেটা আরও খারাপ।

প্রতিবিপ্লবের বিপদ এখনো কাটেনি। বিপ্লবী কমিটিগুলি দীর্ঘজীবী হোক!

রাবোচি পুৎ, সংখ্যা ৩
৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৭
সম্পাদকীয়

ক্যাডেটদের সঙ্গে বিচ্ছেদ

কর্নিলভ বিদ্রোহের কেবল একটা মন্দ দিকই ছিল না; জীবনে প্রত্যেক জিনিসের মতো এর একটা ভাল দিকও ছিল। কর্নিলভ বিদ্রোহ বিপ্লবের আত্মার ওপরই একটা আক্রমণ। সেটা নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু বিপ্লবকে খুন করতে গিয়ে, এবং সমাজের সব শক্তিকে সক্রিয় করতে গিয়ে একদিকে এই আক্রমণ বিপ্লবকে একটা প্রেরণা দিল, ব্যাপকতর কর্মকাণ্ড ও সংগঠনে একে উদ্বুদ্ধ করল, এবং অন্যদিকে, শ্রেণী ও পার্টিগুলির প্রকৃত স্বরূপ খুলে দিল, তাদের মুখ থেকে মুখোস ছিঁড়ে ফেলল এবং তাদের প্রকৃত চেহারার একটা ছবি আমাদের দিল।

পশ্চাদ্‌ভাগে প্রায় মৃত সোভিয়েতগুলি এবং রণাঙ্গনের গণ-কমিটিগুলি মুহূর্তের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত এবং সক্রিয় হয়ে উঠেছে—এর জন্য আমরা কর্নিলভ বিদ্রোহের কাছে ঋণী।

এখন প্রত্যেকেই ক্যাডেটদের প্রতিবিপ্লবী স্বভাবের কথা বলছে, এমনকি যারা এই সেদিনও তাদের সঙ্গে 'প্রকম্পিতভাবে' সমঝওতা করতে চেয়েছিল, তারাও বাদ যাচ্ছে না—এর জন্য আমরা কর্নিলভ বিদ্রোহের কাছে ঋণী।

এটি একটি ঘটনা যে 'এ সবকিছু ঘটার পর', এমনকি সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকরাও আর ক্যাডেটদের সঙ্গে কোয়ালিশন অনুমোদন করছে না।

এটি একটি ঘটনা যে কেরেনস্কি গঠিত পাঁচজন সদস্যের 'ডাইরেক্টরি'ও সরকারী ক্যাডেট প্রতিনিধিদের বাদ দিতে বাধ্য হয়েছে।

কেউ কেউ ভাবতে পারেন যে, ক্যাডেটদের সঙ্গে বিচ্ছেদটা 'গণতান্ত্রিক' পার্টিগুলির নির্দেশ হিসাবেই এসেছে।

সেটাই হয়েছে কর্নিলভ বিদ্রোহের ভাল দিক।

কিন্তু ক্যাডেটদের সঙ্গে বিচ্ছেদের তাৎপর্য কি?

ধরে নেওয়া যাক, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের বিশেষ পার্টির সদস্যরূপে ক্যাডেটদের সঙ্গে 'চূড়ান্ত' বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। কিন্তু তার

দ্বারা কি বোঝায় যে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিরূপে তারা ক্যাডেট-নীতিও বিসর্জন দিয়েছে?

না, তা বোঝায় না।

ধরে নেওয়া যাক, ১লা সেপ্টেম্বরে যে গণতান্ত্রিক সম্মেলন শুরু হতে চলেছে তাতে ক্যাডেটদের বাদ দিয়ে প্রতিরক্ষাবাদীরা একটা নতুন সরকার গড়লেন এবং কেরেনস্কি সে সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন। তার দ্বারা কি বোঝায় যে সাম্রাজ্য-বাদী বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি হিসাবে তারা ক্যাডেট-নীতি বিসর্জন দিয়েছে?

না, তা দেবে না।

ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী প্রজাতন্ত্রে এরকম প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে যে, পুঁজির প্রতিনিধিরা নিজেরা মন্ত্রিসভার বাইরে থেকে তাতে পেটি-বুর্জোয়া 'সমাজ-তন্ত্রীদের' 'ঢুকিয়ে দেয়', যাতে নেপথ্যে থেকে তারাই অপরের হাত দিয়ে কাজ চালাতে পারে এবং বিনা অসুবিধা বা বাধায় দেশকে লুণ্ঠন করতে পারে। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি ফ্রান্সের পুঁজির মোড়লরা মন্ত্রিসভার শীর্ষে 'সমাজতন্ত্রী' নিয়োগ করে (ব্রিয়াণ্ড! ভিভিয়ানি!) নিজেরা পেছনে গুপ্ত থেকে কী সফলভাবেই তাদের শ্রেণীগত নীতি চালিয়ে গেছে।

রাশিয়াতেও এমন ক্যাডেট-বর্জিত মন্ত্রিসভার অস্তিত্বের কথা ভাবা খুবই সম্ভব যারা ক্যাডেট-নীতি অনুসরণ করাই প্রয়োজন মনে করে কারণ, ধরুন, রাশিয়া যে মিত্রপুঁজির করদাতা হতে চলেছে তার চাপ অথবা অন্য পরি-স্থিতিতে সেটাই হবে একমাত্র সম্ভাব্য নীতি।

একথা বলাই বাহুল্য যে নিকৃষ্টের চেয়ে নিকৃষ্ট কিছু এলেও ক্যাডেটরা এ ধরনের সরকারে কোন আপত্তি জানাবে না; কারণ, আসল কথা, যতক্ষণ পর্যন্ত ক্যাডেট-নীতি অনুসৃত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত, কে সে নীতি অনুসরণ করছে, তাতে কি আসে যায়?

স্পষ্টতঃই, সরকারে কোন্ কোন্ ব্যক্তি আছে সেটা লক্ষণীয় নয়, লক্ষণীয় হচ্ছে তার নীতি।

সুতরাং যারা কথায় নয়, প্রকৃতই ক্যাডেটদের সঙ্গে বিচ্ছেদ চায়, তারা অবশ্য সর্বপ্রথমে ক্যাডেট-নীতি বিসর্জন দেবে।

কিন্তু ক্যাডেট-নীতি বিসর্জন দেওয়ার মানে হল কয়েকটি সর্বশক্তিমান ব্যাঙ্কের ওপর এই ব্যবস্থা কঠোর আঘাত হানবে তা জেনেও জমিদারদের সঙ্গে বিচ্ছেদ এবং কৃষক-কমিটির হাতে তাদের জমি হস্তান্তর করা।

ক্যাডেট-নীতি বিসর্জন মানে হল, পুঁজিপতিদের মুনাফায় হস্তক্ষেপ করা তা জেনেও পুঁজিপতিদের সঙ্গে বিচ্ছেদ এবং উৎপাদন ও বণ্টনের ওপর শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

ক্যাডেট-নীতি বিসর্জনের মানে হল, এই নীতি সাম্রাজ্যবাদী মিত্র-জোটের ওপর কঠোর আঘাত হানবে তা জেনেও দস্যু-যুদ্ধ এবং গোপন চুক্তি বিসর্জন দেওয়া।

মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা কি ক্যাডেটদের সঙ্গে এ ধরনের বিচ্ছেদ মানতে পারবে?

না, তারা তা পারবে না। তা যদি পারত, তাহলে তো তারা প্রতিরক্ষা-পন্থী অর্থাৎ সীমান্তে যুদ্ধ ও পশ্চাদ্‌ভাগে শ্রেণী-শান্তির প্রবক্তাই হতো না।

এই-ই যখন ব্যাপার, তখন ক্যাডেটদের সঙ্গে বিচ্ছেদ নিয়ে মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের অবিরাম সোরগোলের মানেটা কি দাঁড়ায়?

কথার বিচ্ছেদ—তার বেশি নয়!

ভেতরের ব্যাপারটা এই যে, কর্নিলভের চক্রান্ত ব্যর্থ হবার পর এবং মিলিউকভের পার্টির প্রতিবিপ্লবী চরিত্র ধরা পড়ে যাবার পর শ্রমিক ও সেনাদের কাছে ঐ পার্টির সঙ্গে খোলাখুলি চুক্তি খুবই অসন্তোষের কারণ হয়েছে: মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা যোগ দেওয়া মাত্র তারা তাদের বাহিনীর যেটুকু চিহ্নাবশেষ আছে, এক পলকেই তা হারাবে। সুতরাং খোলাখুলি চুক্তির বদলে তারা মুখোস-ঢাকা চুক্তিই মানতে বাধ্য হচ্ছে। সেজন্যই ক্যাডেটদের সঙ্গে বিচ্ছেদ নিয়ে তাদের এত সোরগোল—মতলব হচ্ছে ক্যাডেটদের সঙ্গে নেপথ্য চুক্তিকে আড়াল করা। ক্যাডেটরা নিপাত যাক—কথার কথা! কাজে—ক্যাডেটদের সঙ্গে ঐক্য! ক্যাডেট বাদ দিয়ে সরকার চাই—কথার কথা! কাজে—ঘরের এবং বাইরের মিত্র ক্যাডেটদের জন্য সরকার চাই, যারা 'ক্ষমতাসীনদের' তাদের ইচ্ছাকে রূপ দেবার নির্দেশ দেয়।

কিন্তু এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, রাশিয়া রাজনৈতিক অগ্রগতির এমন পর্বে প্রবেশ করেছে, যেখানে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের সঙ্গে সরাসরি চুক্তি একটা ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা এখন ক্যাডেট-বর্জিত সমাজবাদী প্রতিরক্ষাবাদী সরকারের যুগে আছি, যার লক্ষ্য অবশ্য সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদেরই আকাঙ্খা চরিতার্থ করা।

এই সেদিন যার আবির্ভাব, সেই 'ডাইরেক্টরি' হচ্ছে এই ধরনের সরকার গঠনের প্রথম প্রয়াস।

অনুমান করা যেতে পারে যে, ১২ই সেপ্টেম্বর নির্ধারিত সম্মেলন যদি প্রহসনে পরিণত না হয়, এই ধরনের এবং হয়তো 'আরও বাম' কোন সরকার গঠনের চেষ্টা করবে।

অগ্রণী শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য হল এই সব ক্যাডেট-বর্জিত সরকারের মুখোশ টেনে ছিঁড়ে ফেলা এবং জনগণের কাছে তাদের প্রকৃত ক্যাডেট-চরিত্র উন্মোচন করা।

রাবোচি পুৎ, সংখ্যা ৩
৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৭
স্বাক্ষর: কে. স্তালিন

দ্বিতীয় তরঙ্গ

জার শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রুশ-বিপ্লবের প্রথম তরঙ্গ শুরু হয়েছিল। সে সময় বিপ্লবের পিছনে মূল শক্তি ছিল শ্রমিক ও সৈনিকরা। কিন্তু এরাই একমাত্র শক্তি ছিল না। এরা ছাড়াও বুর্জোয়া উদারপন্থী (ক্যাডেটরা) এবং ব্রিটিশ ও ফরাসী পুঁজিবাদীরাও 'সক্রিয়' ছিল,—প্রথমোক্তরা বনস্থাস্তিনোপলের পথে পরিচালিত করতে না পেরে জারতন্ত্রের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয় এবং যেহেতু জারতন্ত্র পৃথকভাবে জার্মানির সঙ্গে শান্তি সংস্থাপনের প্রয়াস পাচ্ছিল সেহেতু দ্বিতীয়োক্তরা জারতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে।

এইভাবে প্রচ্ছন্ন মোর্চার মতো এমন এক শক্তির উদ্ভব হয় যার চাপে জারতন্ত্র মঞ্চ পরিত্যাগ করে যেতে বাধ্য হয়। জারতন্ত্রের পতনের ঠিক পরের দিনই অস্থায়ী সরকার ও পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েত, ক্যাডেটপন্থী ও 'বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের' মধ্যে এক নির্দিষ্ট চুক্তির রূপ ধারণ করে এই প্রচ্ছন্ন মোর্চা আত্মপ্রকাশ করে।

এই শক্তিগুলি কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষ্য অনুসরণ করে চলছিল। ক্যাডেটপন্থী এবং ব্রিটিশ ও ফরাসী পুঁজিবাদীরা যখন শুধুমাত্র বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের স্বার্থে জনগণের বিপ্লবী উৎসাহ-উদ্দীপনাকে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ বিপ্লব সংগঠিত করতে চেয়েছিল, অপরপক্ষে, শ্রমিক ও সৈনিকরা তখন জমিদারদের উৎখাত এবং সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের দমন করে যুদ্ধবিরতি ঘটানোর ও ন্যায়সঙ্গত শান্তি নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে পুরানো রাজত্ব সম্পূর্ণ ধ্বংস ও মহান বিপ্লবের পরিপূর্ণ বিজয় অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল।

এই মৌলিক দ্বন্দ্বই বিপ্লবের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির ভিত্তিরূপে কাজ করেছিল। ক্যাডেটপন্থীদের সঙ্গে মোর্চার অস্থায়িত্বও এই দ্বন্দ্ব পূর্ব থেকে নির্ধারিত করে দিয়েছিল।

সাম্প্রতিকতম আগস্ট সংকটসহ সমস্ত তথাকথিত ক্ষমতার সংকটসমূহই এই দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ।

এবং এই সংকট চলাকালীন সময়ে দেখা গেছে সাফল্য সবসময়

সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের সপক্ষে গেছে এবং আরও লক্ষ্য করা গেছে যে প্রতিটি সংকট 'সমাধানের' পরে শ্রমিক ও সৈনিকরা প্রতারিত হয়েছে এবং মোর্চা কোন-না-কোনভাবে অটুট রাখা হয়েছে; এ সবকিছু শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের উচ্চমানের সংগঠন ও অর্থনৈতিক শক্তির ফলে সম্ভব হয়েছে তা নয়, এ ছাড়াও পেটি-বুর্জোয়াদের দোদুল্যমান উপর অংশ—তাদের পার্টি সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের জন্যও সম্ভব হয়েছিল—সাধারণভাবে আমাদের এই পেটি-বুর্জোয়া দেশে পেটি-বুর্জোয়া ব্যাপক জনগণের মধ্যে এইসব পার্টির এখনো বেশ প্রভাব রয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই এরা 'ব্যারিকেডের বিপরীত দিকে' অবস্থান গ্রহণ করেছে; এবং ক্ষমতা দখলের সংগ্রামকে ক্যাডেটপন্থীদের অনুকূলে পরিণতি দান করেছে।

ক্যাডেটপন্থীদের সঙ্গে মোর্চা জুলাই মাসের দিনগুলিতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রূপ পরিগ্রহ করে যখন মোর্চার শরিকরা সংযুক্ত যুদ্ধ ফ্রন্ট গড়ে তোলে এবং তাদের হাতিয়ার 'বলশেভিক' শ্রমিক এবং সৈনিকদের বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে ধরে।

এদিক থেকে মস্কো-সম্মেলন জুলাইয়ের দিনগুলির প্রতিধ্বনি মাত্র। দেশের 'বীর্যবান শক্তিগুলির' সঙ্গে 'সৎ মোর্চা' দৃঢ়ীকরণের প্রয়োজনীয় নিশ্চয়তা সৃষ্টি করার জন্যই সম্মেলনে বলশেভিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা এবং যতখানি সম্ভব বলশেভিকদের বিচ্ছিন্ন করাকে ক্যাডেটপন্থীদের সঙ্গে মোর্চার স্থায়িত্বের একান্ত প্রয়োজনীয় শর্ত রূপে বিবেচনা করা হয়েছিল।

কর্নিলভ বিদ্রোহ পর্যন্ত এই ছিল পরিস্থিতি।

কর্নিলভের কার্যাবলী এই চিত্রের পরিবর্তন ঘটাল।

মস্কো-সম্মেলনে এটা ইতোমধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, শুধুমাত্র বলশেভিকদের বিরুদ্ধে নয় সমগ্র রুশ-বিপ্লবের বিরুদ্ধে, এমনকি বিপ্লবের অর্জিত সাফল্যের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে ক্যাডেটপন্থীদের মোর্চা কর্নিলভ ও কালেদিন প্রমুখের মোর্চায় পরিণত হতে উদ্যত হচ্ছিল। মস্কো-সম্মেলন বয়কট ও মস্কো শ্রমিকদের প্রতিবাদ ধর্মঘট যা প্রতিবিপ্লবী গোপন সভার মুখোস খুলে দিয়েছিল এবং ষড়যন্ত্রকারীদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়েছিল তা শুধু এ বিষয়ে সতর্কীকরণ মাত্র নয়, প্রস্তুত হওয়ার জন্য আহ্বানও বটে। আমরা জানি এই আহ্বান অরণ্যে রোদন হয়নি, বেশ কয়েকটি শহর প্রতিবাদ ধর্মঘটের মাধ্যমে সঙ্গে সঙ্গে এই আহ্বানে সাড়া দেয়।…

এ ঘটনা ছিল এক অশুভ পূর্বসূচনা।

কর্নিলভ বিদ্রোহ শুধু পুঞ্জীভূত বিপ্লবী ক্রোধের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করে দিল, সাময়িকভাবে নিগড়বদ্ধ বিপ্লবকে মুক্ত করল, উদ্দীপিত করল এবং অগ্রগতির পথে এগিয়ে দিল।

এখানেই প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামের আগুনে, প্রত্যক্ষ সংগ্রামে প্রকৃত কার্যাবলীর মাধ্যমে পরিচিত হল পূর্বের বহু উচ্চারিত নানা কথা ও শপথ, কারা সত্যসত্য বিপ্লবের মিত্র এবং কারাই-বা শত্রু, কারা শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের প্রকৃত সহযোগী, কারাই-বা বিশ্বাসঘাতক তা উদঘাটিত হয়ে গেল।

জগাখিচুড়ি উপাদানে বহু আয়াসে জোড়াতালি দিয়ে গঠিত অস্থায়ী সরকার কর্নিলভ বিদ্রোহের প্রথম ধাক্কাঘাতেই জোড়ের মুখ থেকে ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

দুঃখজনক হলেও এটা সত্য যে, 'বিপ্লবকে রক্ষা' করার কথা বলাবলির সময় মোর্চাকে একটি শক্তি বলে মনে হলেও যখনই মারাত্মক বিপদ থেকে প্রকৃতই বিপ্লবকে রক্ষা করার প্রশ্ন ওঠে তখনই তা বাগবিতণ্ডায় পরিণত হয়।

ক্যাডেটপন্থীরা সরকার থেকে পদত্যাগ করল এবং প্রকাশ্যে কর্নিলভের দলবলের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করল। সমস্ত বর্ণ ও গোত্রের সাম্রাজ্যবাদী, ব্যাঙ্ক-মালিক ও উৎপাদক, শিল্প মালিক ও মুনাফাকারী, জমিদার ও সেনাধ্যক্ষ, নোভোয়ি ভ্রেমিয়ার কলম বোম্বেটে এবং বীরঝোভকার কাপুরুষ প্ররোচনা সৃষ্টিকারী প্রভৃতি সকলেই ক্যাডেটপন্থীদের সামনে রেখে ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে মোর্চাবদ্ধ হয়ে বিপ্লব ও তার বিজয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী শিবিরে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে দেখা গেল।

এই ঘটনা সর্বজনবিদিত হয়ে পড়ল যে ক্যাডেটপন্থীদের সঙ্গে মোর্চার অর্থ হল কৃষকদের বিরুদ্ধে জমিদারদের সঙ্গে, শ্রমিকদের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদীদের সঙ্গে, সৈনিকদের বিরুদ্ধে সেনাধ্যক্ষদের সঙ্গে মোর্চাবন্ধন।

আরও প্রতীয়মান হল, যে মিলিউকভের সঙ্গে সমঝওতা করেছে সে কর্নিলভের সঙ্গেও সমঝওতা করেছে এবং অনিবার্যভাবে বিপ্লবের বিরুদ্ধেও দাঁড়িয়েছে কারণ মিলিউকভ ও কর্নিলভ 'অভিন্ন'।

নতুন করে ব্যাপক জনগণের বিপ্লবী আন্দোলন ও রুশ-বিপ্লবের দ্বিতীয় তরঙ্গ সৃষ্টির অন্তর্নিহিত কারণের মধ্যে ছিল এই সত্যের অস্পষ্ট ধারণা।

যদি প্রথম তরঙ্গ ক্যাডেটপন্থীদের সঙ্গে মোর্চার বিজয়ের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়ে থাকে (মস্কো-সম্মেলন!) তাহলে দ্বিতীয় তরঙ্গ এই মোর্চার অবসান ও ক্যাডেটপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল।

সেনাধ্যক্ষ ও ক্যাডেটপন্থীদের প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে পশ্চাদ্‌ভাগে এবং রণাঙ্গনে প্রায় বসে পড়া সোভিয়েত ও স্থানীয় কমিটিগুলি আবার জীবন্ত হয়ে উঠতে লাগল এবং শক্তি সঞ্চয় করতে থাকল।

সেনাধ্যক্ষ ও ক্যাডেটপন্থীদের প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে শ্রমিক ও সৈনিক, নাবিক ও কৃষক, রেলশ্রমিক ও ডাক-তার বিভাগের কর্মীদের নতুন নতুন বিপ্লবী কমিটি গড়ে উঠতে লাগল।

এই সংগ্রামের আগুনের মধ্যে মস্কো ও ককেশাস, পেত্রোগ্রাদ ও উরাল, ওদেসা এবং খারকভ প্রভৃতি স্থানে শক্তির পরিচায়ক নতুন নতুন স্থানীয় সংগঠনের উদ্ভব হতে থাকে।

বিগত কয়েকদিনের মধ্যে বাম দিকে নিঃসন্দেহে ঝুঁকে পড়া সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের দ্বারা গৃহীত নতুন সিদ্ধান্তসমূহই এর একমাত্র কারণ নয়—যদিও অবশ্য এর গুরুত্বও কম নয়।

'বলশেভিকবাদের বিজয়'ও এর কারণ নয়, যদিও সেই ভূতের ভয় দেখিয়েই বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকাগুলি দাইয়েন ও ভলিয়া নারোদার সম্ভ্রান্ত অমার্জিত ব্যক্তিদের ভ্রূকুটি করে আরও সন্ত্রস্ত করে চলেছে।

এ সব সত্ত্বেও ক্যাডেটপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটি নতুন শক্তি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে যা প্রকাশ্য লড়াইয়ে প্রতিবিপ্লবী জোটকে পরাজিত করছে, এটাই হল কারণ।

কারণ হল রক্ষণাত্মক ভূমিকা থেকে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় উত্তীর্ণ হয়ে এই নতুন শক্তি অনিবার্যভাবে জমিদার ও পুঁজিপতিদের কায়েমী স্বার্থকে সংকুচিত করছে এবং এর দ্বারা নিজের চতুর্দিকে শ্রমিক ও কৃষক-জনগণকে সমবেত করছে।

আরও কারণ, এইভাবে কাজ করে এই 'অস্বীকৃত' শক্তি পরিস্থিতির চাপে 'স্বীকৃতি'র প্রশ্নটিকে উত্থাপন করতে বাধ্য হয়, অপর দিকে 'সরকারী' পক্ষ প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে ঘোষিত আত্মীয়তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং নিজের পায়ের তলার শক্ত মাটি হারিয়ে ফেলেছে।

এবং শেষ কারণ হল, নতুন নতুন শহর ও অঞ্চলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া

বিপ্লবের এই নব তরঙ্গের মুখোমুখি, গতদিন পর্যন্ত কর্নিলভ প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ে ভীত কেরেনস্কি সরকার আজ কর্নিলভ ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র এবং রণাঙ্গনে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করছে এবং পাশাপাশি বিপ্লবের কেন্দ্রগুলিকে, 'বে-আইনী' শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের কমিটিগুলিকে ভেঙে দেওয়ার জন্য 'আদেশ' জারী করছে।

আর যত ঘনিষ্ঠভাবে কেরেনস্কি নিজেকে কর্নিলভ এবং কালেদিনের সঙ্গে যুক্ত করছে ততই সরকার ও জনগণের মধ্যে সম্পর্কের ফাটল ব্যাপকতর হচ্ছে, সোভিয়েতগুলি ও অস্থায়ী সরকারের মধ্যে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে।

এইসব ঘটনাই প্রাচীন সমঝওতাকামী শ্লোগানগুলির মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছে, একক পার্টিগুলির সিদ্ধান্তসমূহ নয়।

আমরা কোনভাবেই ক্যাডেটপন্থীদের সঙ্গে সম্পর্কের এই ভাঙনের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে ইচ্ছুক নই। আমরা জানি এই ভাঙন এখনো আনুষ্ঠানিক মাত্র। কিন্তু সূচনার পক্ষে এমনকি এই জাতীয় ভাঙনও সামনের দিকে এক বিরাট পদক্ষেপ। অনুমান করা যেতে পারে বাকিটা ক্যাডেটপন্থীরা নিজেরাই সম্পন্ন করবে। তারা ইতোমধ্যেই গণতান্ত্রিক সম্মেলন বয়কট করছে। কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ধূর্ত কৌশলবিদরা যেসব শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিনিধিদের 'লোভ দেখিয়ে নিজেদের জালে আটকাবার' চেষ্টা করছিল সেইসব প্রতিনিধিরাও ক্যাডেটপন্থীদের পদাংক অনুসরণ করে চলছিল। অনুমান করা যেতে পারে এরা আরও অনেকদূর অগ্রসর হবে, কল-কারখানা বন্ধ করতে থাকবে, 'গণতন্ত্রের' সংগঠনগুলিকে ঋণদান প্রত্যাখ্যান করবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থনৈতিক ভাঙন ও খাদ্যাভাবকে তীব্র করে তুলবে। এই অর্থনৈতিক ভাঙন ও খাদ্যাভাবকে কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টায় 'গণতন্ত্র' অনিবার্যভাবে বুর্জোয়াদের সঙ্গে দৃঢ় সংগ্রামে জড়িয়ে পড়বে এবং এর ফলে ক্যাডেটপন্থীদের সঙ্গে এদের দূরত্ব আরও বিস্তৃততর হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে এই সমস্যাবলীর উপর আহূত ১২ই সেপ্টেম্বরের গণতান্ত্রিক সম্মেলন বিশেষভাবে নানা লক্ষণ সূচিত করছে। এর ফলশ্রুতি কি হবে, ক্ষমতায় 'আসতে' পারবে কিনা, কেরেনস্কি 'মাথা নত' করবে কিনা—এসব এমনই প্রশ্ন যার উত্তর এখনো দেওয়া যাচ্ছে না। সম্মেলনের উদ্যোক্তারা সম্ভবতঃ কোন চাতুরীপূর্ণ 'সমঝওতার' সূত্র অনুসন্ধানের চেষ্টা করবেন। অবশ্য, এর কোন গুরুত্ব নেই। বিপ্লবের মৌলিক প্রশ্নাবলী, বিশেষ

করে ক্ষমতা দখলের প্রশ্ন, সম্মেলনে নির্ধারিত হয় না। কিন্তু একটি বিষয় নিশ্চিত যে, এই সম্মেলনে বিগত কয়েকদিনের ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকবে, শক্তিগুলির হিসাব-নিকাশ থাকবে এবং ইতোমধ্যে নিবৃত্ত রুশ-বিপ্লবের প্রথম তরঙ্গের সঙ্গে অগ্রগামী দ্বিতীয় তরঙ্গের পার্থক্য নিরূপিত হবে।

আর আমরা শিক্ষা লাভ করব যে :

প্রথম তরঙ্গের সময় লড়াই ছিল জারতন্ত্র ও তার অবশেষের বিরুদ্ধে। এখন দ্বিতীয় তরঙ্গের সময় লড়াই হল জমিদার ও পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে।

তখন—ক্যাডেটপন্থীদের সঙ্গে ছিল মোর্চা। বর্তমানে—তাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ।

তখন—বলশেভিকদের বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। এখনকার কাজ হল ক্যাডেটপন্থীদের বিচ্ছিন্ন করা।

তখন—ব্রিটিশ ও ফরাসী পুঁজির সঙ্গে মোর্চা এবং যুদ্ধ ছিল বাস্তব ঘটনা। এখন—তাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ পরিপক্ক হয়ে উঠছে এবং শান্তি, এক ন্যায্য ও সর্বব্যাপী শান্তি হল লক্ষ্য।

এই, একমাত্র এই হবে বিপ্লবের দ্বিতীয় তরঙ্গের গতি। গণতান্ত্রিক সম্মেলন কি সিদ্ধান্ত করল তাতে কিছু যায় আসে না।

রাবোচি পুৎ, সংখ্যা ৬
৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৭
স্বাক্ষর : কে. স্তালিন

কর্নিলভ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে বিদেশীদের ব্যাপক সংখ্যায় রাশিয়া পরিত্যাগ করে যাওয়ার ঘটনা বিলম্বে হলেও লক্ষ্য করা গেল। বুর্জোয়া সংবাদপত্র এই ঘটনার সঙ্গে 'শান্তি স্থাপনের গুজব' বা এমনকি পেত্রোগ্রাদ ও মস্কোতে 'বলশেভিকবাদের বিজয়ের' সম্পর্ক ইঙ্গিত করে লিখতে পরিশ্রমের কসুর করল না। মিথ্যার ফেরিওয়ালা এইসব পত্র-পত্রিকার মিথ্যার বেসাতি ও হাল্কা ফন্দি পরিকল্পিত হয়েছিল বিদেশীদের দেশ ছেড়ে যাওয়ার প্রকৃত কারণ পাঠকদের কাছে গোপন করার উদ্দেশ্য নিয়ে। কিছু সংখ্যক বিদেশী কর্নিলভ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত ছিল এই অনস্বীকার্য ঘটনাই হল প্রকৃত কারণ এবং এখন সেইসব সাহসী ভদ্রলোকরা ধরা পড়ার ভয়ে বুদ্ধিমানের মতো পালাবার চেষ্টা করছে।

পেত্রোগ্রাদে 'দুর্দান্ত সেনাবাহিনীকে' যে সমস্ত সাঁজোয়া গাড়ি প্রহরা দিয়ে এনেছিল সেগুলি যে বিদেশীদের দ্বারা চালিত ছিল তা সুবিদিত।

সাধারণ সদর দপ্তরে কিছু দূতাবাসের প্রতিনিধিরা শুধু যে কর্নিলভ ষড়যন্ত্রের কথা জানত তাই নয়, তারা এই ষড়যন্ত্র পাকানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতাও করেছিল—এও জানাজানি হয়ে গেছে।

আরও জানা গেছে, **দি টাইমস** পত্রিকা ও লণ্ডনে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের প্রতিনিধি ষড়যন্ত্রকারী আলাদিন ইংলণ্ড থেকে এখানে পৌঁছেই সোজা মস্কো-সম্মেলনে যান এবং তারপর সাধারণ সদর দপ্তরের উদ্দেশ্যে 'যাত্রা করেন'। এই ভদ্রলোকই কর্নিলভ বিদ্রোহের চলমান প্রেরণাদাতা ও প্রথম সুর সংবাহক।

আরও জানা গেছে, ইতোমধ্যেই জুন মাসে রাশিয়ায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একটি দূতাবাসের জনৈক প্রধান প্রতিনিধি সুস্পষ্টভাবে কালেদিন এবং অন্যান্যদের প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকদের তহবিল থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে সাহায্য দিয়েছিলেন।

কর্নিলভ বিদ্রোহের ব্যর্থতা সম্পর্কে **দি টাইমস** ও **লা টেম্প্‌স**[৭৮] পত্রিকা তাদের অসন্তোষ প্রকাশ গোপন রাখেনি এবং বিপ্লবী কমিটি ও সোভিয়েত-গুলির বিরুদ্ধে যথেচ্ছ গালমন্দ ও কুৎসা করেছে।

আরও জানা গেছে, মধ্য আফ্রিকায় ইউরোপীয়রা যে ধরনের ব্যবহার করে থাকে, রাশিয়ায় অনুরূপ দুর্ব্যবহারকারী কিছু বিদেশীদের সাবধান করে দেওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট আদেশ জারী করা থেকে রণাঙ্গনে কর্মরত অস্থায়ী সরকারের কমিশারগণ নিজেদের বিরত রেখেছেন।

এ ঘটনা সুবিদিত যে, এ সব 'ব্যবস্থা'বশতঃই ব্যাপকভাবে বিদেশীদের দেশ-ত্যাগ শুরু হয়েছিল এবং রুশ কর্তৃপক্ষ তাঁদের হাত থেকে মূল্যবান 'সাক্ষীসাবুদ' ফস্কে যেতে দিতে অনিচ্ছুক বলেই বাধ্য হয়ে দেশত্যাগের বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং স্পষ্টতঃই মুখোস খুলে যাওয়ার ভয়ে সেই বুখানন (বুখানন স্বয়ং!) তার পাল্টা 'ব্যবস্থা' গ্রহণ করেন এবং রাশিয়া ছেড়ে যাওয়ার জন্য ব্রিটিশ কলোনীর সদস্যদের হয়ে সুপারিশ করেন। পেত্রোগ্রাদের ব্রিটিশ কলোনীর সমস্ত লোকজনদের রুশ ত্যাগের সুপারিশ ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের পক্ষ থেকে করা হয়েছিল এই 'গুজব' এখন বুখানন 'সুনির্দিষ্ট ভাবে অস্বীকার করছেন (রেচ দেখুন)। প্রথমতঃ, এই অদ্ভুত 'অস্বীকৃতি' কিন্তু 'গুজবকেই' সমর্থন করছে। দ্বিতীয়তঃ, এই মিথ্যা 'অস্বীকৃতির' এখন কি মূল্যই-বা আছে যখন দেখা যাচ্ছে কিছু বিদেশী ('সমস্ত' নয়—কিছু!) ইতোমধ্যেই রাশিয়া ছেড়ে গেছে—পালিয়ে গেছে?

আমরা বারবার বলছি, এ সমস্তই পুরানো ও বাসি হয়ে গেছে।

এমনকি 'বোবা পাথরগুলিও' এ ঘটনাগুলির সত্যতা চীৎকার করে ঘোষণা করছে।

এ সবকিছুর পরেও, যদি কোন কোন 'সরকারী মহল' এবং বিশেষ করে বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি বলশেভিকদের কাঁধে 'দোষ' চাপিয়ে এসব সত্যকে চেপে দিতে চেষ্টা করে তাহলে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হবে যে ঐসব 'মহল' এবং সংবাদপত্র 'তাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে' 'কিছু বিদেশীর' প্রতিবিপ্লবী পরিকল্পনার প্রতি পরিপূর্ণ সহানুভূতি পোষণ করে।

'সমাজবাদী চিন্তার' মুখপত্র (দাইয়েন) কি বলছে শুনুন:

'ফরাসী ও ব্রিটিশদের ব্যাপকভাবে রাশিয়া ত্যাগ সম্পর্কে অস্থায়ী সরকারী মহলে দুঃখ-জনকভাবে মন্তব্য করা হয়েছে যে, দেশের অভ্যন্তরে অস্থির পরিস্থিতির কারণে এটা বিস্ময়কর নয় যে বিদেশীরা অপ্রীতিকর ঝুঁকি গ্রহণ না করাই পছন্দ করবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ, এটা বিশ্বাস করার ভিত্তি আছে যে বলশেভিকদের সম্পূর্ণ বিজয় হলে বৈদেশিক শক্তির প্রতিনিধিরা রাশিয়া ত্যাগ করাই শ্রেয় মনে করবে' (দাইয়েন, ১০ই সেপ্টেম্বর)।

বলশেভিকবাদের ভূতের ভয়ে ভীত নোংরা লোকদের মুখপত্র এই কথা লিখছে।

অস্থায়ী সরকারের কোন কোন অজ্ঞাত 'মহল' এইরকম 'মন্তব্য' ও 'দুঃখজনক মন্তব্য' করছে।

রুশ-বিপ্লবের বিরুদ্ধে সমস্ত দেশের অসৎ ব্যক্তিরা যে ঐক্য গড়ছে ও ষড়যন্ত্র করছে, ব্যাঙ্ক-মালিকদের ভাড়াটে পত্র-পত্রিকাগুলি যে 'বলশেভিক বিপদ' সম্পর্কে মিথ্যা ও কোলাহলপূর্ণ প্রচার চালাচ্ছে এবং সেই অজ্ঞাত সরকারী 'মহল' ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের আজ্ঞাবহ হয়ে বলশেভিকদের প্রতি ভণ্ডামিপূর্ণভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে, এবং 'অস্থির পরিস্থিতির' জন্য রাশিয়া ত্যাগ করে যাচ্ছে বলে মিথ্যা ভাষণের মধ্য দিয়ে পলাতক অপরাধীদের কাজ যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করার কদর্য চেষ্টা করছে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকার কোন অবকাশ থাকতে পারে না।

কি বিচিত্র!…

রাবোচি পুৎ, সংখ্যা ৮
১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৭
স্বাক্ষর: কে

গণতান্ত্রিক সম্মেলন

গণতান্ত্রিক সম্মেলনের আজ উদ্বোধন হল।

সোভিয়েতগুলির কংগ্রেস না ডেকে কেন সম্মেলন ডাকা হল এ আলোচনা থেকে আমরা বিরত হব না। একথা অস্বীকাব করা যায় না যে ইতিহাসের এক কঠিন মুহূর্তে সোভিয়েতগুলির কংগ্রেসের সামনে আবেদন উপস্থিত না করে বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করছে এমন এক সম্মেলনে উপস্থিত করে সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি শুধু যে নিদারুণ-ভাবে নিয়মভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হয়েছে তাই নয়, তারা বিপ্লবী শ্রেণীগুলির আশা-আকাঙ্খার বিনিময়ে প্রতিবিপ্লবী শ্রেণীগুলির ইচ্ছার উপর অননুমোদন-যোগ্য আস্থা স্থাপন কবেছে। যে-কোন মূল্যে সম্পদশালী ব্যক্তিদেব আনতে হবে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের এই হল সুস্পষ্ট 'ইচ্ছা'।···

এ আলোচনাও আমবা বন্ধ করব না, যে সম্মেলন ক্ষমতার প্রশ্ন নির্ধারণের জন্য আহ্বান করা হয়েছে তা থেকে কেন প্রকাশ্য লড়াইয়ে প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে পরাস্তকারী শ্রমিক ও সৈনিকদের বেশ কিছু সোভিয়েতকে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল; অপরদিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতিবিপ্লবীদের সমর্থনকারী সম্পদশালী ব্যক্তিদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছে। বিপ্লবের ইতিহাসে সাধারণভাবে দেখা গেছে, বুর্জোয়াশ্রেণী শ্রমিক-কৃষককে এককভাবে নিজেদের ঝুঁকিতে সানন্দে লড়াই করতে সুযোগ দিয়েছে কিন্তু সবসময়ই বিজয়ের ফলাফল ভোগ করতে অর্থাৎ ক্ষমতা দখল করতে বিজয়ী শ্রমিক-কৃষককে বাধা দেওয়ার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নিয়েছে। আমরা ভাবিনি যে এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি বুর্জোয়াশ্রেণীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নিজেদের চূড়ান্ত লজ্জাজনক অবস্থায় নিয়ে যাবে।···

সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবেই তাই পশ্চাদ্‌ভাগ ও রণাঙ্গন, মধ্য রাশিয়া ও খারকভ, দনেৎস বেসিন ও সাইবেরিয়া, সামারা ও দ্‌ভিনস্কের শ্রমিক ও সৈনিকদের স্থানীয় সংগঠনগুলি বিপ্লবে অর্জিত অধিকারগুলির এই গুরুতর লংঘনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সংঘটিত করেছে।

কিন্তু আমরা আবারও বলছি, এ আলোচনায় আমরা থেমে থাকব না। মূল প্রশ্নের আলোচনায় যাওয়া যাক।

'বিপ্লবী ক্ষমতা সংগঠনের' প্রয়োজনীয় শর্তাবলী নির্ধারণের জন্য এই সম্মেলন আহূত হয়েছে।

ভাল কথা, তাহলে ক্ষমতা কিভাবে সংগঠিত করতে হবে?

আপনার নিজের দখলে যতটুকু আছে আপনি নিঃসন্দেহে ততটুকুই সংগঠিত করতে পারেন—কিন্তু অন্যদের হাতে যে ক্ষমতা আছে তা তো আপনি সংগঠিত করতে পারেন না। যে ক্ষমতা নিজের আয়ত্তে নেই, যা কেরেনস্কির কুক্ষিগত এবং ইতোমধ্যেই কেরেনস্কি পেত্রোগ্রাদে 'সোভিয়েত ও বলশেভিক-দের' বিরুদ্ধে যে ক্ষমতার প্রয়োগ করেছেন, সেই ক্ষমতা সংগঠিত করার জন্য এই সম্মেলন তাই কথাকে কাজে পরিণত করার প্রথম পদক্ষেপেই নিজেকে এক নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ সংকটে জড়িত করে ফেলেছে।

দুটি উদ্দেশ্যের যে-কোন একটির জন্য:

হয় সত্যসত্যই সম্মেলন ক্ষমতার অধিকার 'পেয়েছে', তা সে যাই আসুক—তাহলে সম্মেলন তার অর্জিত বিপ্লবী ক্ষমতার সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে এবং অবশ্যই পারে।

অথবা সম্মেলন ক্ষমতা 'পায়'নি, কেরেনস্কির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হতে পারেনি—সে ক্ষেত্রে ক্ষমতা সংগঠিত করার বিষয়ে আলোচনা অবশ্যই ফাঁকা বাচালতায় পর্যবসিত হবে।

যাহোক, আমরা অনুমান করে নিই—অন্ততঃ এক মুহূর্তের জন্য অনুমান করে নিই যে কোন রহস্যময় কারণে ক্ষমতা হাতে এসেছে এবং যা কিছু রয়েছে তাকে সংগঠিত করতে হবে। বেশ ভাল কথা, কিন্তু সংগঠিত করা হবে কিভাবে? কিসের ভিত্তিতে তাকে গড়ে তোলা হবে?

অ্যাভ্‌ক্সেনতিয়েভ ও সেরেতেলিদের সমস্বরে উত্তর—'বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে মোর্চার ভিত্তিতে!'

দাইয়েন, ভলিয়া নারোদা এবং সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর অন্যান্য প্রতিধ্বনিকারী পত্রিকাগুলি চীৎকার করে বলছে, 'বুর্জোয়াদের সঙ্গে মোর্চা ছাড়া মুক্তির আর কোন উপায় নেই!'

কিন্তু ইতোমধ্যেই বুর্জোয়াদের সঙ্গে মোর্চাবদ্ধ থাকার ছ'মাসের অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে। আরও বিশৃংখলা, ক্ষুধার যন্ত্রণা, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও অর্থ-

নৈতিক বিপর্যয়—এই চারটি ক্ষমতার সংকট এবং কর্নিলভ বিদ্রোহ, দেশকে নিঃশেষিত করা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্যের দাসত্বে আবদ্ধ করা ছাড়া এই মোর্চা আমাদের কি দিয়েছে?

আপোষপন্থী মহাশয়দের পক্ষে এসব কি যথেষ্ট নয়?

মোর্চার শক্তি ও ক্ষমতার কথা, বিপ্লবের 'ভিত্তি প্রসারণের' কথা ইত্যাদি নানা বিষয় তারা বলে থাকেন। তাহলে বুর্জোয়াদের সঙ্গে মোর্চা, ক্যাডেট-পন্থীদের সঙ্গে মোর্চা কর্নিলভ বিদ্রোহের প্রথম নিঃশ্বাসেই ধূয়ার মতো উড়ে গেল কেন? ক্যাডেটপন্থীরা কি সরকার ছেড়ে চলে যায়নি? তাহলে মোর্চার 'শক্তি' এবং বিপ্লবের 'ভিত্তি প্রসারিত' হল কোথায়?

সমঝওতাবাদী মহাশয়গণ কি কখনো অনুভব করবেন যে বর্জনকারীদের সঙ্গে মোর্চাবদ্ধ হয়ে 'বিপ্লবকে রক্ষা' করা অসম্ভব?

কর্নিলভ বিদ্রোহের সময় বিপ্লব ও তার বিজয়কে উর্ধ্বে তুলে ধরেছিল কারা?

সম্ভবতঃ 'বুর্জোয়া উদারনীতিবাদীরা'—তাই না? কিন্তু তারা তো বিপ্লব ও বিপ্লবী কমিটিগুলির বিরুদ্ধে কর্নিলভদের সঙ্গে একই শিবিরে জোট পাকিয়েছিল। মিলিউকভ এবং মাক্লাকভ এখন প্রকাশ্যেই তা বলে বেড়াচ্ছেন।

অথবা তারা 'ব্যবসায়ী ও শিল্প-মালিকশ্রেণীই' কি? তারাও কিন্তু কর্নিলভের সঙ্গে এক শিবিরেই ছিল। গুচকভ, রায়াবুশিন্স্কি এবং অন্যান্য 'জননেতাগণ' যাঁরা কর্নিলভের সদর দপ্তরে ছিলেন তাঁরাই আজ খোলাখুলি একথা স্বীকার করছেন।

সমঝওতাকামী ভদ্রমহোদয়গণ কি কখনো বুঝতে সক্ষম হবেন যে বুর্জোয়া-দের সঙ্গে মোর্চার অর্থ হল কর্নিলভ ও লুকোম্স্কি প্রমুখের সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়া?

জনগণ শিল্পে ক্রমবর্ধমান অবক্ষয়ের অভিযোগ আনছেন এবং যে সমস্ত দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছেন তাতে ইচ্ছাকৃতভাবে উৎপাদন হ্রাস করার অভিযোগে লক্-আউট পুঁজিপতিদের অভিযুক্ত করা যায়।...জনগণ কাঁচামালের ঘাটতির অভিযোগ আনছেন এবং তাঁদের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তসমূহ তুলো, কয়লা ইত্যাদি কারচুপি করার অপরাধে মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের অভিযুক্ত করছেন।... জনগণ শহরে অনাহারে মানুষের দিন কাটানোর অভিযোগ উত্থাপন করে যে সমস্ত সত্য ঘটনা উল্লেখ করছেন তার দ্বারা কৃত্রিমভাবে খাদ্যশস্য সরবরাহ

বন্ধ করার অপরাধে ফাটকাবাজ ব্যাঙ্কগুলি অপরাধী সাব্যস্ত হচ্ছে।...সমঝওতাবাদী মহাশয়রা কি কখনো উপলব্ধি করবেন যে বুর্জোয়াদের সঙ্গে, সম্পদশালীদের সঙ্গে জোট বাঁধার অর্থ হল জুয়াচোর ও মুনাফাখোরদের সঙ্গে জোট বাঁধা, লুঠেরা দস্যু ও লক্-আউট পুঁজিপতিশ্রেণীর সঙ্গে মোর্চা বাঁধা?

এটা কি স্বতঃপ্রতীয়মান নয় যে জমিদার ও পুঁজিপতিদের সঙ্গে লড়াই করে, সমস্ত রকমের সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিরোধ কবে এবং তাদেব পরাজিত করেই একমাত্র দেশকে অনাহার, বিশৃংখলা, অর্থনৈতিক অবনমন ও আর্থিক বন্ধ্যাত্ব থেকে এবং অবক্ষয় ও ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করা যায়?

যেহেতু সোভিয়েতসমূহ এবং কমিটিগুলি বিপ্লবের প্রধান দুর্গ হিসাবে নিজেদের প্রমাণিত করেছে, যেহেতু সোভিয়েতসমূহ ও কমিটিগুলি প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহকে দমন করছে সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই কি এগুলি এবং কেবলমাত্র এগুলিই দেশের বিপ্লবী শক্তির মূল ভাণ্ডার হিসাবে এখন পবিগণিত হবে না?

বিপ্লবী শক্তি কিভাবে তাহলে সংগঠিত হবে, আপনারা জানতে চাইছেন?

সম্মেলন ব্যতিরেকেই এবং সম্ভবতঃ সম্মেলনকে অগ্রাহ্য করেই প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, বুর্জোয়াদের সঙ্গে সত্যিকারেব বিচ্ছেদের ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে লডাইয়েব মাধ্যমে বিপ্লবী শক্তি ইতোমধ্যে সংগঠিত হতে শুরু করেছে। বিপ্লবী শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের মধ্য থেকেই তা সংগঠিত হচ্ছে।

রণাঙ্গনে এবং পশ্চাদ্‌ভূমিতে এই শক্তির উপাদান হল বিপ্লবী কমিটি ও সোভিয়েতসমূহ।

এই শক্তির ভ্রূণ হল সেই বাম অংশ যা সম্ভবতঃ সম্মেলনে আকৃতি গ্রহণ করবে।

বিপ্লবী শক্তিকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার প্রক্রিয়া অনুমোদন ও সম্পূর্ণ করার কাজ সম্মেলনকে সাধন করতে হবে, নতুবা কেরেনস্কির করুণার উপর নিজেদের নির্ভরশীল রেখে মঞ্চ থেকে বিদায় নিতে হবে।

গতকাল ক্যাডেটদের সঙ্গে মোর্চার প্রশ্ন বাতিল করে দিয়ে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ইতোমধ্যেই বিপ্লবী পথ গ্রহণের উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ করেছে।

ক্যাডেটরাই একমাত্র গুরুত্বসম্পন্ন বুর্জোয়া পার্টি। সমঝওতাকামী মহাশয়রা কি বুঝবেন যে মোর্চায় আবদ্ধ হওয়া যায় এমন আর কোন বুর্জোয়া দল নেই?

নিজেদের ইচ্ছামতো বাছাই করার মতো সাহস কি তাদের হবে? আমরা দেখব কি হয়।

রাবোচি পুং, সংখ্যা ১০
১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৭
সম্পাদকীয়

দুটি মত

বিপ্লবের মৌলিক প্রশ্ন হল রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রশ্ন। বিপ্লবের চরিত্র, তার গতিপথ এবং সাফল্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে কে রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করছে, কোন্ শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্পিত এই বিষয়গুলির উপর। রাষ্ট্রক্ষমতার সংকট বলতে যা বলা হয় তা ক্ষমতা দখলের জন্য পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীগুলির সংগ্রামের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। একটি বিপ্লবী যুগ প্রকৃতপক্ষে স্মরণীয় হয়ে থাকে এই কারণে যে, এই পর্যায়ে ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম চূড়ান্ত তীব্র ও নগ্ন রূপ ধারণ করে। আমাদের রাষ্ট্রশক্তির 'নিরবচ্ছিন্ন' সংকটের এই হল ব্যাখ্যা যে সংকট যুদ্ধ, বিশৃংখলা ও দুর্ভিক্ষের ফলে আরও বেশি তীব্রতা লাভ করছে। অনিবার্যভাবে উদ্ভূত রাষ্ট্রক্ষমতার প্রশ্ন ব্যতিরেকে আজকাল কোন একটি 'সম্মেলন' বা 'কংগ্রেস' অনুষ্ঠিত হতে পাবে না এই 'বিস্ময়কর' ঘটনার কারণও এই।

আলেক্সানড্রিন্স্কি থিয়েটার হলে অনুষ্ঠিত গণতান্ত্রিক সম্মেলনেও অনিবার্য ভাবে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে।

রাষ্ট্রক্ষমতার প্রশ্নে সম্মেলনে দুটি মত দেখা দিয়েছে।

প্রথমটি হল ক্যাডেট পার্টির সঙ্গে প্রকাশ্য যুক্ত মোর্চার মত। এই মতের প্রবক্তা হল মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি রক্ষণশীলরা। উৎকট আপোষপন্থী সেরেতেলি কর্তৃক সম্মেলনে এই মতের সপক্ষে চাপ দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় মতটি হল ক্যাডেট পার্টির সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার মত। আমাদের পার্টি এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিক পার্টির মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবাদীরা এই মতের প্রবক্তা। কামেনেভ সম্মেলনে এই মতের পক্ষে চাপ সৃষ্টি করেন।

প্রথম মতের পরিণতি হল জনগণের উপর সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের শাসন-প্রতিষ্ঠায়। কারণ কোয়ালিশন সরকার সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিচ্ছে যে ক্যাডেটপন্থীদের সঙ্গে কোয়ালিশনের অর্থ হল জমি লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত কৃষকদের উপর জমিদারদের শাসন কায়েম, বেকারীত্বের দুরবস্থায় নিক্ষিপ্ত শ্রমিকদের উপর পুঁজিবাদীদের শাসন; যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক

অবক্ষয়, অনাহার ও নিঃস্বতায় আগ্রাসিত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের উপর সংখ্যালঘিষ্ঠের শাসন।

দ্বিতীয় মত জমিদার ও পুঁজিবাদীদের উপর জনগণের শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে দিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে ক্যাডেটপন্থীদের সঙ্গে বিচ্ছেদের ফলশ্রুতি হল কৃষকদের মধ্যে জমি বিলির নিশ্চয়তা, শ্রমিকদের হাতে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এবং শ্রমজীবী ব্যাপক জনসাধারণের জন্য ন্যায্য শান্তি।

প্রথম মত বর্তমান সরকারের প্রতি আস্থা প্রকাশ করছে এবং সমস্ত ক্ষমতাই তাদের হাতে ন্যস্ত করতে চায়।

দ্বিতীয় মতে সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করা হয়েছে এবং শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের সোভিয়েটসমূহের সাক্ষাৎ প্রতিনিধিদের হাতে শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানানো হয়েছে।

কিছু লোক আছেন যাঁরা এই দুই অপূর্ণমিলনযোগ্য মতের মধ্যে মিলমিশের স্বপ্ন দেখেন। এঁদের মধ্যে চেরনভ অন্যতম, তিনি সম্মেলনে ক্যাডেটদের বিরোধিতা করেন কিন্তু পুঁজিবাদীদের সঙ্গে মোর্চার সপক্ষে মত প্রকাশ করেন যদি (!) অবশ্য পুঁজিবাদীরা নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করে (!)। চেরনভের 'অবস্থানের' সহজাত অসত্যতা স্বতঃপ্রকটিত, কিন্তু স্ববিরোধিতাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই বক্তব্য ক্যাডেট পার্টির সঙ্গে যুক্ত মোর্চা গঠনের সেরেতেলির জঘন্য প্রস্তাবকে শঠভাবে চোরাইপথে আমদানী করছে।

কারণ এই বক্তব্য কার্যকারী না করার মনোভাব নিয়ে যে-কোন মঞ্চে নিজেদের নাম যুক্ত করে দিতে প্রস্তুত বুরিশকিন ও কিশকিনদের মতো ব্যক্তিদের নিয়ে সরকারের আকার 'বৃদ্ধি করার' কাজে 'সম্মেলনের মঞ্চকে ব্যবহার করতে' কেরেনস্কিকে ঢালাও সুবিধা করে দেবে।

সোভিয়েতসমূহ ও কমিটিগুলির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মন্ত্রণাদানকারী 'প্রাক্-পার্লামেণ্ট' জাতীয় একটি অস্ত্র হাতে তুলে দিয়ে এই ভুয়ো 'অবস্থা' কেরেনস্কিকে আরও সহায়তা করবে।

চেরনভের 'মত' সেরেতেলির মতের অনুরূপ, কেবল 'মোর্চার' ফাঁদে সাদাসিধে লোকগুলিকে আটকে ফেলার 'ধূর্তামিপূর্ণ' মুখোসঢাকা মাত্র।

সম্মেলন চেরনভের বক্তব্য অনুসরণ করবে একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে।

কিন্তু সম্মেলনই উচ্চতম বিচারালয় নয়।

যে দুটি মতের কথা আমরা বিবৃত করলাম তা প্রকৃত ঘটনার প্রতিফলন মাত্র। এবং প্রকৃতপক্ষে, আমাদের এখানে একটি নয়, দুটি শাসন বিরাজ করছে : একটি সরকারী অর্থাৎ মন্ত্রিসভার শাসন এবং অপরটি বেসরকারী অর্থাৎ সোভিয়েতসমূহ ও কমিটিগুলির শাসন।

যদিও এখনো জটিল ও অনর্জিত রয়ে গেছে, তথাপি এই দুই শাসনের মধ্যে দ্বন্দ্বই হল বর্তমান মুহূর্তের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য।

ডাইরেক্টরির দিকে ক্ষমতার পাল্লা ভারী করবার জন্য যা কিছু চাপানো দরকার, দেখা যাচ্ছে সম্মেলন সে ব্যাপারেই আগ্রহী।

কিন্তু প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য আপোষপন্থী মহাশয়গণ জেনে রাখুন ডাইরেক্টরিকে যাঁরাই সমর্থন করবেন তাঁরাই বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসনকে কায়েম করতে সাহায্য করবেন এবং অনিবার্যভাবে শ্রমিক ও সৈনিক-জনগণের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়বেন, সোভিয়েত ও কমিটিগুলির বিরোধিতায় লিপ্ত হবেন।

একমাত্র বিপ্লবী কমিটি ও সোভিয়েতসমূহই শেষ কথা বলবে—আপোষপন্থী মহাশয়দের একথা বুঝতেই হবে।

রাবোচি পুং, সংখ্যা ১২
১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৭
সম্পাদকীয়

সোভিয়েতের হাতে সব ক্ষমতা চাই!

বিপ্লব এগিয়ে চলেছে। জুলাই মাসের দিনগুলিতে গুলিবিদ্ধ এবং মস্কো-সম্মেলনে 'কবরস্থ' হওয়ার পর পুরানো বাধা-বিপত্তি ভেঙে চুরমার করে ও নতুন এক শক্তির জন্ম দিয়ে বিপ্লব আবার জাগছে। প্রতিবিপ্লবী শিবিরের প্রথম সারি ধরা পড়েছে। কর্নিলভের পরে কালেদিনও পশ্চাদপসরণ করছেন, সংগ্রামের আগুনে প্রায় অকেজো সোভিয়েতগুলি পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে। সোভিয়েতগুলি তাদের নেতৃত্বের স্থান আবার গ্রহণ করছে এবং বিপ্লবী জনগণকে পরিচালনা করছে।

নব পর্যায়ের আন্দোলনের শ্লোগান হল—**সোভিয়েতের হাতে সব ক্ষমতা চাই!**

কেরেনস্কি সরকার নব পর্যায়ের আন্দোলনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে। কর্নিলভ বিদ্রোহের সূচনাকালে সরকার বিপ্লবী কমিটিগুলিকে ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিল এবং কর্নিলভদের বিরুদ্ধে লড়াইকে 'ক্ষমতার জবরদখল' বলে আখ্যাত করেছিল। তখন থেকেই কমিটিগুলির বিরুদ্ধে সরকারী আক্রমণ তীব্রতর হয়ে উঠছিল এবং বর্তমানে তা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে পরিণত হয়েছে।

সিম্ফারোপোল সোভিয়েত কর্নিলভ ষড়যন্ত্রকারীদের একজনকে গ্রেপ্তার করেছিল, তাও কুখ্যাত রায়াবুশিন্স্কিকে। কিন্তু প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কেরেনস্কি সরকার আদেশ দিল 'রায়াবুশিন্স্কিকে মুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এবং তার বে-আইনী গ্রেপ্তারের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়া হোক' (**রেচ**)।

তাশখন্দে সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েতের হাতে চলে এসেছে এবং প্রাক্তন শাসনকর্তাদের গদিচ্যুত করা হয়েছে। এবং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কেরেনস্কি সরকার 'কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করছে যেগুলি এখন সাময়িকভাবে গোপন রাখা হচ্ছে কিন্তু তাশখন্দের শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েতের দাম্ভিক নেতাদের উপর তার মৃদু প্রতিক্রিয়া হবে' (**রুস্কিইয়ে ভেদমস্তি**)।

সোভিয়েতগুলি কর্নিলভ ও তাঁর সহযোগীদের ক্রিয়াকলাপের কঠোর ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করেছে। পরিবর্তে কেরেনস্কি সরকার 'তদন্তকে মুষ্টিমেয়

কয়েকজন ব্যক্তির একটি গুরুত্বহীন গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখছে এবং কিছু অত্যন্ত মূল্যবান সাক্ষ্যকে উপেক্ষা করছে যা কর্নিলভের অপরাধকে শুধু বিদ্রোহ নয় দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে প্রমাণ করবে' (শুবনিকভের প্রতিবেদন, নোভায়া ঝিজন্)।

সোভিয়েতগুলি বুর্জোয়াদের সঙ্গে এবং তার মধ্যে সর্বপ্রথম ক্যাডেটদের সঙ্গে বিচ্ছেদ দাবি করেছে। পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে কেরেনস্কি সরকার কিশকিন ও কনোভালভ প্রমুখদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছে এবং তাঁদের সরকারে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েতগুলি থেকে সরকারে 'স্বাতন্ত্র্যের' কথাও ঘোষণা করছে।

সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমতা চাই!

—এই হল কেরেনস্কি সরকারের শ্লোগান।

সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। দ্বৈত শাসনের মধ্যে আমরা আছি: কেরেনস্কি ও তাঁর সরকারের শাসন এবং সোভিয়েত ও কমিটিগুলির শাসন।

এই দুই শক্তির মধ্যে সংগ্রামই হল বর্তমান মুহূর্তের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য।

হয় কেরেনস্কি সরকারের শাসন যার অর্থ হল জমিদার ও পুঁজিপতিদের যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের শাসন।

নতুবা সোভিয়েতগুলির শাসন—যার ফলে শ্রমিক ও কৃষকদের রাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, শান্তি বিরাজ করবে এবং অর্থনৈতিক বিশৃংখলার অবসান হবে।

এই হল পথ এবং একমাত্র পথ, পরিস্থিতির বাস্তবতা এই প্রশ্নকেই অবলম্বন করে আছে।

ক্ষমতা দখলের প্রতিটি সংকটের মুহূর্তে বিপ্লব এই প্রশ্নকেই তুলে ধরেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আপোষপন্থী মহাশয়রা সোজা উত্তর এড়িয়ে গেছেন এবং তদ্বারা শত্রুর হাতে শাসনক্ষমতাকে সমর্পণ করেছেন। সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসের পরিবর্তে সম্মেলন আহ্বান করে আপোষপন্থীরা আবার এড়িয়ে যেতে এবং বুর্জোয়াদের হাতে শাসনক্ষমতাকে সমর্পণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁদের হিসাবে ভুল হয়ে গেছে। এমন সময় উপস্থিত হয়েছে যখন আর বেশি দিন এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

বাস্তব পরিস্থিতি যে সোজা প্রশ্ন উপস্থিত করেছে তার পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট উত্তর চাই।

সোভিয়েতগুলির পক্ষে অথবা তাদের বিরুদ্ধে ?

আপোষপন্থী ভদ্রলোকেরা একটিকে বেছে নিন।

রাবোচি পুৎ, সংখ্যা ১৩

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৭

সম্পাদকীয়

দেলো নারোদার সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা বলশেভিকদের উপর বিরূপ। তারা বলশেভিকদের গালিগালাজ করে, কুৎসা করে, এমনকি বলশেভিকদের হুমকি দিয়ে থাকে। কারণ কি? তাদের 'অসংযত আত্মম্ভরিতা', 'উপদলীয় সংকীর্ণতা', 'ঐক্যবিরোধী ক্রিয়াকলাপ' এবং 'বিপ্লবী শৃংখলার' অভাবই নাকি এর কারণ। সংক্ষেপে, প্রকৃত ঘটনা হল, **দেলো নারোদার** সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সঙ্গে ঐক্যের প্রশ্নে বলশেভিকরা বিরোধী।

দেলো নারোদার সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সঙ্গে ঐক্য চাই!… কিন্তু খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে এখন কি এ জাতীয় ঐক্য সম্ভব?

এই সময়ে যখন পেত্রোগ্রাদে গণতান্ত্রিক সম্মেলন নিষ্ফল বিতর্কে নিজেদের নিঃশেষ করছে এবং উদ্যোক্তারা বিপ্লবের 'মুক্তির' সূত্রাবলী তড়িঘড়ি উদ্ভাবন করতে ব্যস্ত, যখন কেরেনস্কি সরকার বুখানন ও মিলিউকভের উৎসাহে 'তার নিজস্ব' পথেই চলেছে তখন রাশিয়ায় একটি চূড়ান্ত প্রক্রিয়া ঘটে যাচ্ছে—একটি নতুন শক্তি, সত্যিকারের জনপ্রিয় এবং প্রকৃত বিপ্লবী শক্তির জাগরণ ঘটছে যা অস্তিত্বের জন্য বেপরোয়া সংগ্রাম শুরু করেছে। একদিকে রয়েছে সোভিয়েত-সমূহ যেগুলি বিপ্লবের শীর্ষে, প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রথম সারিতে রয়েছে যে প্রতিবিপ্লব এখনো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি, পিছু হটেছে মাত্র এবং সরকারের আশ্রয়ে বুদ্ধিমানের মতো আত্মগোপন করছে। অপরদিকে প্রতিবিপ্লবীদের আশ্রয়দানকারী কর্নিলভপন্থীদের (ক্যাডেটরা!) সঙ্গে সমঝওতা সৃষ্টিকারী কেরেনস্কি সরকার রয়েছে যে সরকার সোভিয়েতগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং নিজেকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করার জন্য সোভিয়েতগুলিকে ধ্বংস করতে সচেষ্ট হয়েছে।

এই লড়াইয়ে জিতবে কে? বর্তমানে এটাই হল মূল বিষয়।

হয় সোভিয়েতগুলির হাতে ক্ষমতা আসবে যার অর্থ হবে বিপ্লবের জয় এবং যথার্থ শান্তি।

অথবা কেরেনস্কি সরকারের হাতে ক্ষমতা যার ফলশ্রুতি হবে প্রতিবিপ্লবের জয় এবং 'শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ'—যার অর্থ রাশিয়ার ধ্বংসসাধন।

এই প্রশ্নের সমাধান না করে সম্মেলন শুধু এই বিরোধের প্রতিফলন ঘটাচ্ছে এবং অবশ্যই তা অতি বিলম্বে।

এই কারণেই, বিপ্লবের 'মুক্তির' সাধারণ তত্ত্বের বিস্তৃতি ঘটানো এখন প্রধান বিষয় নয়, এখন প্রয়োজনীয় হল কেরেনস্কি সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোভিয়েতগুলিকে প্রত্যক্ষ সমর্থন প্রদান।

আপনারা একটি ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী ফ্রণ্ট চাইছেন? বেশ, তাহলে কেরেনস্কি সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে সোভিয়েতগুলিকে সমর্থন করুন, দেখবেন ঐক্য আপনা থেকেই গড়ে উঠবে। বিতর্কের সমাধানের মাধ্যমে যুক্তফ্রণ্ট গড়ে ওঠে না, সংগ্রামী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে।

সোভিয়েতসমূহ ক্যাডেট কমিশারদের পদচ্যুতি দাবি করেছে। কিন্তু কেরেনস্কি সরকার এই অবাঞ্ছিত কমিশারদের তাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে এবং সেজন্য বলপ্রয়োগের হুমকি দিচ্ছে।

দেলো নারোদার ভদ্রলোকগণ, আপনারা কোন্ পক্ষে আছেন? সোভিয়েতগুলির পক্ষে অথবা বেবেনস্কি কমিশারদেব পক্ষে?

তাশখন্দে সোভিয়েত, যাব মধ্যে সোশ্যালিষ্ট বিভলিউশনাবিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, ক্ষমতা দখল করেছে এবং পুরানো পদাধিকারীদের বরখাস্ত করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেরেনস্কি সরকার নিপীডনেব জন্য একটি দলকে তাশখন্দে পাঠাচ্ছে এবং পুরানো পদাধিকারীদেব পুনর্বহাল, সোভিয়েতের 'শাস্তি' ইত্যাদি দাবি করছে।· ·

দেলো নারোদার মহাশয়রা, আপনারা কোন্ পক্ষ অবলম্বন করবেন? তাশখন্দের সোভিয়েতের পক্ষ অথবা কেরেনস্কির উৎপীডক অভিযানের পক্ষ?

কোন উত্তর নেই। মিঃ কেরেনস্কির এইসব প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে **দেলো নারোদার** সমর্থনকারীদের পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদ বা কোনরূপ প্রতিবাদী কার্যকলাপ লক্ষ্য করা গেল না।

অবিশ্বাস্য হলেও এটা সত্য। পেত্রোগ্রাদের অন্যতম সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারী কেরেনস্কি ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে নিজেকে 'মেশিন গান' ইত্যাদিতে সজ্জিত করে তাশখন্দ সোভিয়েতের সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছেন, তা সত্ত্বেও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের কেন্দ্রীয় মুখপত্র **দেলো নারোদা** গভীর নীরবতা পালন করছে, যেন এক্ষেত্রে তার

কোন ভূমিকাই নেই! 'সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি কেরেনস্কি তাশখন্দের সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সঙ্গে তরবারি প্রতিযোগিতায় নিয়োজিত হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছেন, তথাপি দেলো নারোদা কেরেনস্কির মারাত্মক 'আদেশগুলি' ছাপছে, এমনকি তার উপর কোন মন্তব্য করার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করছে না, স্পষ্টতঃ 'নিরপেক্ষতা' অবলম্বনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ার জন্যই!

তাহলে এটা কি ধরনের পার্টি, যার সদস্যরা কেন্দ্রীয় মুখপত্রের প্রকাশ্য অনুমোদন নিয়ে একজন আরেকজনকে জবাই করার পর্যায় পর্যন্ত চলে যেতে পারে?

আমাদের বলা হয়, ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী ফ্রন্ট অবশ্যই চাই। কিন্তু কার সঙ্গে ঐক্য?

যাদের নিজস্ব কোন মতামত থাকে না বলে চুপচাপ থাকে সেই সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সঙ্গে?

কেরেনস্কির দলের সঙ্গে, যারা সোভিয়েতগুলিকে ধ্বংস করতে চাইছে?

কিংবা বিপ্লব ও তার বিজয়ের জন্য এক নতুন শক্তি গড়ে তুলছে যারা সেই সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের তাশখন্দ গোষ্ঠীর সঙ্গে ঐক্য?

তাশখন্দ সোভিয়েতকে সমর্থন জানাতে আমরা প্রস্তুত; বিপ্লবী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সঙ্গে একই সারিতে আমরা লড়াই করব; এদের সঙ্গেই আমাদের যুক্তফ্রন্ট গঠিত হবে।

কিন্তু দেলো নারোদার ভদ্রলোকরা কি কখনো বুঝবেন যে তাশখন্দ গোষ্ঠী ও কেরেনস্কি উভয়কে একই সঙ্গে সমর্থন করা অসম্ভব? যে কেউ তাশখন্দ গোষ্ঠীর সমর্থন করবে তাকে অনিবার্যভাবে কেরেনস্কির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হতে হবে।

তাঁরা কি কখনো বুঝবেন যে, কেরেনস্কি সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে 'নিরপেক্ষতা' অবলম্বন করে তাঁরা তাঁদের তাশখন্দ কমরেডদের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছেন?

তাঁরা কি এ কথাটা বুঝবেন যে, বলশেভিকদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট দাবি করার পূর্বে হয় কেরেনস্কির সঙ্গে অথবা বামপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁদের নিজেদের ঘরে, নিজেদের পার্টিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা অনিবার্যভাবে উচিত?

আপনারা বলশেভিকদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট চান? তাহলে কেরেনস্কি সরকার

থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করুন, ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে সোভিয়েতগুলিকে সমর্থন করুন, দেখবেন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

কর্নিলভ বিদ্রোহের দিনগুলিতে অত সহজে ও সাধারণভাবে ঐক্য স্থাপিত হল কেমন করে?

কারণ সীমাহীন বিতর্কের মধ্য দিয়ে তা উদ্ভূত হয়নি বরং প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের গতিপথে হয়েছিল।

প্রতিবিপ্লব এখনো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি। পশ্চাদপসরণ করে কেরেনস্কি সরকারের আশ্রয়ে আত্মগোপন করেছে মাত্র। যদি বিজয়ী হতে হয় তাহলে বিপ্লবের পক্ষ থেকে প্রতিবিপ্লবের আত্মরক্ষার এই দ্বিতীয় কৌশলকেও ব্যর্থ করে দিতে হবে। তাহলে ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে সোভিয়েতগুলির সাফল্যই হবে এই বিজয়ের উচ্চতম স্তর। যিনি নিজেকে 'ব্যারিকেডের বিপরীত দিকে' দেখতে চান না, যিনি সোভিয়েতের আক্রমণের আওতায় নিজেকে নিক্ষেপ করতে চান না, যিনি বিপ্লবের বিজয় কামনা করেন—তাঁদের কেরেনস্কি সরকারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে এবং সোভিয়েতগুলির সংগ্রামকে সমর্থন জানাতে হবে।

আপনারা কি যুক্ত বিপ্লবী ফ্রন্ট চান?

তাহলে ডাইরেক্টরির বিরুদ্ধে সোভিয়েতগুলিকে সমর্থন করুন, দৃঢ় ও অকুণ্ঠভাবে প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সহযোগিতা করুন—এটা করুন, দেখবেন সহজ ও স্বাভাবিকভাবে ঐক্য সংগ্রামের গতিপথেই অর্জিত হবে যেমনটি হয়েছিল কর্নিলভ বিদ্রোহের সময়।

সোভিয়েতগুলির পক্ষে অথবা তাদের বিরুদ্ধে? দেলো নারোদার ভদ্রলোকরা একটিকে বেছে নিন।

রাবোচি পুৎ, সংখ্যা ১৪
১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭
সম্পাদকীয়

আপোষের যন্ত্র চালু হয়েছে। রাজনৈতিক পরামর্শ গৃহ শীত প্রাসাদ এখন মক্কেলে মক্কেলে পরিপূর্ণ। সেখানে কাকে না আমরা দেখতে পাব! মহামান্য অতিথিদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন—মস্কোর কর্নিলভপন্থী এবং পেত্রোগ্রাদের স্যাভিনকভ দল, কর্নিলভপন্থী 'মন্ত্রী' নবোকভ এবং নিরস্ত্রী-করণের প্রধান পাণ্ডা সেরেতেলি; সোভিয়েতের জাতশত্রু কিশকিন এবং কুখ্যাত লক্-আউট পাণ্ডা কনোভালভ; রাজনৈতিক পলায়নপন্থী পার্টির প্রতিনিধিবৃন্দ (ক্যাডেট দল!) এবং বার্কেনহেম গোষ্ঠীর সহযোগী মাতব্বররা; নিপীড়নের জন্য অভিযানকারী পার্টির প্রতিনিধিবৃন্দ (সোশ্যালিষ্ট রিভলিউ-শনারিরা!) এবং চুশেচকিন ধরনের দক্ষিণপন্থী জেম্স্‌ত্‌ভোপন্থীরা; ডাইরেক্টরির রাজনৈতিক আড়কাঠি এবং সুপরিচিত 'জননেতা' গোছের ধনীব্যক্তি প্রভৃতি বিচিত্র ধরনের ব্যক্তিদের সেখানে দেখতে পাবেন।

ক্যাডেট ও শিল্পপতিরা একদিকে।

প্রতিরক্ষাবাদী ও তার সহযোগীরা অন্যদিকে।

একদিকে শিল্পপতিরা হল খুঁটি এবং ক্যাডেটরা হল সৈনিক।

অন্যদিকে সহযোগীরা হল খুঁটি এবং প্রতিরক্ষাবাদীরা হল সৈনিক, কারণ প্রতিরক্ষাবাদীরা সোভিয়েতের কাছে যখন হেরে যাবে তখন সহযোগীদের মতো তাদের পুরানো অবস্থায় ফিরে যেতে হবে।

প্রতিরক্ষাবাদীদের উদ্দেশ্যে কিশকিন বলেছেন, 'বলশেভিকদের বর্জন কর তাহলে বুর্জোয়া ও গণতন্ত্রপন্থীরা এক সাধারণ ফ্রণ্টে মিলিত হতে পারবে।'

আ্যাভক্সেন্‌তিয়েভ উত্তরে জানালেন 'এ কাজে লাগতে পেরে খুশী কিন্তু আসুন প্রথমে আমরা "রাজনীতিজ্ঞোচিত সূচনা" প্রতিষ্ঠা করি।'

বার্কেনহেম অ্যাভক্সেন্‌তিয়েভকে মৃদু ভর্ৎসনা সহকারে স্মরণ করিয়ে দিলেন, 'গণতন্ত্রীদের মতো বুর্জোয়াদেরও বলশেভিকবাদের অগ্রগতি সম্পর্কে হিসাব-নিকাশ স্থির করতে হবে এবং একটি যুক্ত মোর্চার সরকার গঠনের প্রচেষ্টা নিতে হবে।'

অ্যাভক্সেন্‌তিয়েভ উত্তরে বলেন, 'সেবায় লাগতে পারলে খুশী হব।'

দেখা যাচ্ছে, বলশেভিকবাদ অর্থাৎ সোভিয়েতসমূহ অর্থাৎ শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রতিরোধের জন্য একটি কোয়ালিশন সরকার প্রয়োজন—এই বক্তব্য কি আপনি শুনতে পাচ্ছেন।

নবোকভ বললেন, 'প্রাক্-পার্লামেণ্ট অবশ্যই একটি "উপদেষ্টা পরিষদ" হিসাবে থাকবে, এবং সরকার এ থেকে "স্বতন্ত্র" থাকবে।'

সেরেতেলি উত্তরে বলেন, 'কাজের হলে খুশী হব', কারণ এই বক্তব্যের সঙ্গে তিনি একমত যে অস্থায়ী সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাক্-পার্লামেণ্টের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে না' (রেচ)।

ক্যাডেটদের ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, প্রাক্-পার্লামেণ্ট অবশ্যই সরকার গঠন করবে না, অপরপক্ষে, সরকারই প্রাক্-পার্লামেণ্ট গঠন করবে এবং 'এর গঠন, এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়াবলী এবং স্থায়ী আদেশসমূহ ঘোষণা করবে।'

সেরেতেলি উত্তরে বলেন, 'একমত। এই সংগঠনকে সরকার অবশ্যই অনুমোদন করবে' (নোভায়া ঝিজ্ন) এবং 'এর কাঠামো' স্থির করবে (রেচ)।

সেই নিষ্ঠাবান দালাল মিঃ কেরেনস্কি শীত প্রাসাদ থেকে কর্তৃত্বের মর্যাদা নিয়ে ঘোষণা করলেন :

(১) 'সরকার গঠন ও তার সদস্যদের নিয়োগ করার অধিকার এখন সম্পূর্ণভাবে অস্থায়ী সরকারের উপর ন্যস্ত হল।'

(২) 'এই সম্মেলন (প্রাক্-পার্লামেণ্ট) আইনসভার অধিকার ও কাজ পেতে পারে না।'

(৩) 'অস্থায়ী সরকার এই সম্মেলনের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে পারে না' (রেচ)।

সংক্ষেপে, কেরেনস্কি ক্যাডেটদের সঙ্গে 'সম্পূর্ণ ঐক্যমত' হলেন এবং প্রতিরক্ষাবাদীরা কাজে লাগতে পেরে আনন্দিত হল। এর বেশি আপনারা আর কি চান?

'ধরে নেওয়া যেতে পারে, চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেছে', শীত প্রাসাদ ত্যাগ করার আগে প্রকোপোভিচ্ এই উক্তি বিনা কারণে করেননি।

এ কথা সত্য, মাত্র সেদিন সম্মেলন ক্যাডেটদের সঙ্গে মোর্চার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছে। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আপোষপন্থীরা তার কি পরোয়া করে? সোভিয়েতগুলির কংগ্রেস আহ্বান করার পরিবর্তে সম্মেলন আহ্বান করে বিপ্লবী গণতন্ত্রের অভিপ্রায়কে তারা বিকৃত করার সিদ্ধান্ত যখন করে ফেলেছে তখন সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্মেলনের সিদ্ধান্তের বিকৃতিসাধনই-বা তারা কেন ঘটাবে-না? প্রথম ধাপটাই যা কঠিন।

প্রাক্-পার্লামেণ্ট সরকার 'গঠন' করবে এবং সরকারকে প্রাক্-পার্লামেণ্টের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হবে—এই মর্মে গতকালই সম্মেলন একটি প্রস্তাব পাশ করেছে। যতক্ষণ মোর্চার শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে গোঁড়া আপোষপন্থীরা এর কি পরোয়া করে—এবং অন্যান্যরা যখন মোর্চার বিরুদ্ধতা করছে তখন সম্মেলনের সিদ্ধান্তের কিই-বা মূল্য ?

হতভাগ্য 'গণতান্ত্রিক সম্মেলন'।

বেচারা সরল ও বিশ্বস্ত প্রতিনিধিবৃন্দ।

তাঁরা কি কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে তাঁদের নেতারা সরাসরি বিশ্বাসঘাতকতার স্তর পর্যন্ত যেতে পারেন ?

পেটি-বুর্জোয়া সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা ও মেনশেভিকরা, যারা জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের পরিবর্তে বুর্জোয়া রাজনীতিজ্ঞদের আপোষ ব্যবস্থা থেকে শক্তি সঞ্চয় করেছে, তারা একটি স্বাধীন নীতি অনুসরণে অসমর্থ—এ কথা জোরের সঙ্গে আমাদের পার্টি যখন বলেছিল, সঠিকই বলেছিল।

আমাদের পার্টি সঠিকভাবেই বলেছিল যে আপোষের নীতি বিপ্লবের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার স্তরে উপনীত হতে বাধ্য।

প্রত্যেকেই এখন বুঝতে পারছেন যে এইসব রাজনৈতিক দেউলিয়ারা অর্থাৎ প্রতিরক্ষাবাদীরা বিপ্লবের শত্রুদের খুশী করে নিজেদের হাতে রুশ-জনগণের জন্য শৃংখল তৈরী করছেন।

ক্যাডেটরা খুশী বোধ করছে এবং বিজয়ের সম্ভাবনায় হাত কচলাচ্ছে—এ তো শুধু শুধু নয়।

আপোষপন্থী ভদ্রলোকরা অপরাধী মুখভাব নিয়ে 'চাবুকখাওয়া খেঁকি কুকুরের মতো' মাথা নীচু করে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—তা তো অকারণে নয়।

কেরেনস্কির ঘোষণার মধ্যে বিজয়ের স্বর শোনা যাবে তাও অস্বাভাবিক নয়।

হাঁ, তারা উল্লাস প্রকাশ করছে।

কিন্তু তাদের 'বিজয়' অরক্ষিত এবং উল্লাস ক্ষণস্থায়ী, কারণ তারা যোদ্ধদল অর্থাৎ জনগণকে বাদ দিয়ে সমস্ত হিসাব-নিকাশ করছে।

সেই সময় অতি কাছে যখন প্রতারিত শ্রমিক ও সেনাদল অবশেষে তাদের মোক্ষম কথা উচ্চারণ করবে এবং কৃত্রিম 'বিজয়'কে তাসের ঘরের মতো বিধ্বস্ত করে দেবে।

এবং যদি রক্ষণশীল খুঁড়িয়ে চলা বোঝাগুলোসহ যুক্ত মোর্চার ভারী জাহাজটি পালিয়ে যেতে পারে তখন আপোষপন্থী ভদ্রলোকদের নিজেদের শুধু আত্মধিক্কার দিতে হবে।

রাবোচি পুৎ, সংখ্যা ১১
২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭
সম্পাদকীয়

ভুয়ো সম্মেলন ও সরকারের লজ্জাজনক পতনের পর, শেয়ার বাজারের দালালদের সঙ্গে 'আলাপ-আলোচনা' ও স্যার জর্জ বুখাননের সঙ্গে রহস্যজনক সাক্ষাৎ, শীত প্রাসাদে মিত্রদের বৈঠকের পরে, এবং আপোষপন্থীদের ক্রমাগত বিশ্বাসঘাতকতার শেষে একটি 'নতুন' (একেবারে নতুন!) সরকার অবশেষে গঠিত হয়েছে।

দশজন সোশ্যালিষ্ট মন্ত্রী সঙ্গে নিয়ে 'কেবিনেটের' কেন্দ্রস্বরূপ ছয়জন পুঁজিবাদী মন্ত্রীই তাঁদের অভিপ্রায়গুলিকে কার্যকারী করার মূল দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

সরকার এখানে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঘোষণা করেনি কিন্তু তার মূল অবলম্বনগুলো নিম্নরূপ হবে: 'অরাজকতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ' (পড়ুন: সোভিয়েতগুলির বিরুদ্ধে!), 'অর্থনৈতিক বিশৃংখলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন' (পড়ুন: ধর্মঘটের বিরুদ্ধে!), 'সেনাদলের যুদ্ধ কুশলতার উন্নতিকরণ' (পড়ুন: অব্যাহত যুদ্ধ এবং 'শৃংখলা'!)।

সাধারণভাবে এই হল কেরেনস্কি-কনোভালভ সরকারের 'কর্মসূচী'।

এর অর্থ হল কৃষকরা জমি পাবে না, শ্রমিকরা শিল্পের পরিচালন দায়িত্ব পাবে না এবং রাশিয়া শান্তি থেকে বঞ্চিত হবে।

কেরেনস্কি-কনোভালভ সরকার হল যুদ্ধ ও বুর্জোয়া একনায়কতন্ত্রের সরকার।

দশজন 'সোশ্যালিষ্ট' মন্ত্রী হল একটি পর্দা যার আড়ালে থেকে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের উপর তাদের শাসনকে শক্তিশালী করে তুলবে।

সেনানায়কের সরলতা ও স্থূলবুদ্ধি নিয়ে কর্নিলভ যা করতে চেয়েছিলেন 'নতুন' সরকার 'সোশ্যালিষ্টদের' হাত দিয়েই অলক্ষ্যে থেকে ধীরে ধীরে তা সাধন করার প্রয়াস করবে।

শ্রমিকশ্রেণী ও বিপ্লবী কৃষকদের একনায়কতন্ত্রের সঙ্গে বুর্জোয়া একনায়কতন্ত্রের পার্থক্য কিসের?

বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের প্রকৃত রূপ হল সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর সংখ্যা-

লঘিষ্ঠের শাসন এবং এই শাসন সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে সম্পূর্ণ বলপ্রয়োগে দমন করে থাকে। অপরপক্ষে, শ্রমিকশ্রেণী ও বিপ্লবী কৃষকসমাজের একনায়কতন্ত্র হল সংখ্যালঘিষ্ঠের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন এবং এই শাসনই পরিপূর্ণভাবে গৃহযুদ্ধ থেকে অব্যাহতি দিতে পারে। এর ফলশ্রুতিরূপে দেখা যাবে যে 'নতুন' সরকারের নীতি হবে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সৈনিকদের বা পশ্চাদ্‌ভাগের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনকে উত্তেজিত করার জন্য ব্যর্থকাম আংশিক হঠকারী কাজগুলিকে প্ররোচনা দেওয়া এবং বিপ্লবের শক্তিকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দেওয়া।

এটাও ঘটনা যে, বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র হল একটি গোপন, পশ্চাদ্‌পদ ও গুপ্তচরিত্রের একনায়কতন্ত্র—জনগণকে প্রতারিত করার জন্য যার একটি আপাতসুন্দর মুখোস প্রয়োজন হয়। অপরপক্ষে, শ্রমিকশ্রেণী ও বিপ্লবী কৃষকসমাজের একনায়কতন্ত্র হল প্রত্যক্ষ একনায়কতন্ত্র, জনগণের একনায়কতন্ত্র, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রবঞ্চনকৌশল অবলম্বন করার বা বৈদেশিক বিষয়ে গোপন কূটনীতি অনুসরণ করার প্রয়োজন এর হয় না। কিন্তু এ থেকে দাঁড়ায় যে আমাদের বুর্জোয়া একনায়কতন্ত্রীরা দেশের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলিকে, যেমন যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নগুলিকে, জনগণের অজ্ঞাতে, জনগণকে ছাড়াই এবং জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সমাধান করার প্রচেষ্টা করবে।

কেরেনস্কি কনোভালভ সরকারের প্রথম পদক্ষেপগুলি থেকেই আমরা এর সপক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাব। আপনারা নিজেরাই বিচার করুন। বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে প্রথম সারির কর্নিলভপন্থী ক্যাডেটদের বসানো হয়েছে। তেরেশ্‌চেংকো বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী হয়েছেন, নবোকভ লণ্ডনের ও মাক্‌লাকভ প্যারিসের দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং বার্ণের দূতাবাসের দায়িত্ব পেয়েছেন ইয়েফ্রেমভ যেখানে (প্রাথমিকভাবে!) একটি আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এবং এইসব লোক যাঁদের সঙ্গে জনগণের কোন সংযোগ নেই, যাঁরা জনগণের প্রকাশ্য শত্রু, তাঁরা যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে সিদ্ধান্ত করবেন যেখানে কয়েক লক্ষ সৈনিকের জীবন সংকটাপন্ন হয়ে আছে!

অথবা আবার: সংবাদপত্রের সংবাদসূত্রে দেখা যাচ্ছে, 'কেরেনস্কি, তেরেশ্‌চেংকো, ভারখভ্‌স্কি এবং ভারদেরেভ্‌স্কি আজ কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছেন' যেখানে 'রণাঙ্গনের সাধারণ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে যাতে তেরেশ্‌চেংকো অংশগ্রহণ করবেন; এছাড়াও সদর দপ্তরের সঙ্গে

সংশ্লিষ্ট বিদেশী সমর প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হবে' (বীর্‌ঝোভ্‌কা, সান্ধ্য সংস্করণ)।...এ হল যুক্ত সম্মেলনের প্রাক্‌-সভা যেখানে স্বনামধন্য সেরেতেলিকে মিঃ তেরেশ্‌চেংকোর সাংকোপাঙ্গা রূপে গ্রহণ করা হচ্ছে। দেশীয় ও মিত্রপক্ষীয় সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের সপক্ষে ছাড়া সাম্রাজ্যবাদের এইসব নিষ্ঠাবান সেবকদের কানাঘুষা করার আর কি কারণ থাকতে পারে? জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ছাড়া শান্তি ও যুদ্ধ বিষয়ে তাদের গোপন আলোচনা আর কি হতে পারে?

সন্দেহ প্রশ্নাতীত। কেরেনস্কি-কনোভালভ সরকার হল সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের সরকার। এর স্বরাষ্ট্রনীতি হল গৃহযুদ্ধের প্ররোচনা দান। এর বৈদেশিক নীতি হল যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে এক গোপন মীমাংসা। এর লক্ষ্য হল রুশ-জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের উপর সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশের শাসন কায়েম করা।

রুশ-বিপ্লবের নেতা হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য হল এই সরকারের মুখোস ছিড়ে ফেলা এবং এর প্রকৃত প্রতিবিপ্লবী চেহারা জনগণের সামনে উন্মুক্ত করে দেওয়া। শ্রমিকশ্রেণীর আরও কাজ হল তার চতুর্দিকে সৈনিক ও কৃষক-জনগণকে সমবেত করা এবং তাদের হঠকারী ক্রিয়াকলাপ থেকে সংযত করা। নীচেরতলার কর্মীদের সমবেত করা এবং আসন্ন লড়াইয়ের জন্য অক্লান্তভাবে প্রস্তুতি চালানো শ্রমিকশ্রেণীর আরেকটি কর্তব্য।

রাজধানীর শ্রমিক ও সৈনিকরা কেরেনস্কি-কনোভালভ সরকারে অনাস্থা ভোট পাশ করে দিয়ে এবং জনগণের উদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্ন ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত হয়ে সোভিয়েতগুলির চতুর্দিকে সংঘবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে ইতোমধ্যেই প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন (পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের সিদ্ধান্ত[৭৯] দেখুন)।

এখন প্রদেশগুলিকে তাদের নিজস্ব ভূমিকা নিতে হবে

রাবোচি পুৎ, সংখ্যা ২১
২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭
সম্পাদকীয়

রেল ধর্মঘট ও গণতন্ত্রী দেউলিয়ারা

সুপরিকল্পিত এবং অভূতপূর্বভাবে সংগঠিত রেল ধর্মঘট[৮০] আপাতদৃষ্টিতে সমাপ্ত হতে চলেছে। বিজয় রেলকর্মচারীদের হয়েছে কারণ এটা স্বতঃপ্রতীয়মান যে, কর্নিলভ রক্ষণশীল শিবিরের তুচ্ছ মোর্চা দেশের সমগ্র গণতান্ত্রিক শক্তির প্রচণ্ড আঘাত প্রতিরোধ করতে অসমর্থ। সকলের কাছেই এখন সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে রেলকর্মচারীদের বিদ্বেষপ্রসূত অভীপ্সা নয় বরং কর্তৃপক্ষের বিপ্লববিরোধী নীতিই ধর্মঘটে 'উৎসাহ' জুগিয়েছিল। সকলের কাছে এটা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, দেশের উপর ধর্মঘট রেলকর্মচারীদের কমিটিগুলি চাপিয়ে দেয়নি, চাপিয়ে দিয়েছিল কেরেনস্কি ও নিকিতিনের প্রতিবিপ্লবী হুমকি। এখন সকলে স্পষ্টই বুঝতে পারছেন যে, ধর্মঘট ব্যর্থ হলে রেলওয়েগুলি কিছু কিছু মিলিটারী সজ্জায় সজ্জিত হতে পারত এবং···সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের সংহতি আরও বৃদ্ধি পেত। কেরেনস্কি ও নিকিতিনের জঘন্য কুৎসার বিরুদ্ধে এই জঘন্য অভিযোগসহ উপযুক্ত জবাব দিয়ে রেল শ্রমিকরা যথার্থ কাজই করেছেন:

'কেরেনস্কি ও নিকিতিন মহাশয়গণ, দেশের প্রতি আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করিনি, **আপনারাই আপনাদের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এবং অস্থায়ী সরকারই তার প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করেছে।** এখন কোন প্রতিশ্রুতি বা কোন হুমকিই আমাদের থামাতে পারবে না।'

আমরা আবারও বলছি, এ সমস্তই সুস্পষ্ট এবং সাধারণভাবে সকলের জানা হয়ে গেছে।

তথাপি দেখা যাচ্ছে, এমন কিছু মানুষ আছে যারা নিজেদের গণতন্ত্রী বলে প্রচার করে থাকে কিন্তু এই সংকটজনক মুহূর্তেও তারা রেলকর্মচারীদের উপর ইটপাটকেল ছুড়তে কসুর করছে না, তারা বুঝছে না বা বুঝতে চাইছে না যে এর দ্বারা তারা **রেচ ও বোভোয়ি ভ্রেমিয়ার** নরখাদকদের মুখে লোভের সামগ্রী তুলে দিচ্ছে।

মেনশেভিকদের মুখপত্র **রাবোচাইয়া গ্যাজেতার** সম্পাদকীয় দপ্তর[৮১] প্রশ্ন উত্থাপন করছি।

ধর্মঘট ঘোষণা করে ধর্মঘটী নেতারা 'বিশৃংখলার শক্তির দিকে ঝুঁকে পড়েছেন'—এই অভিযোগ করে পত্রিকাটি ভীতিপ্রদর্শনমূলক ঘোষণা করেছে :

'এজন্য গণতন্ত্র রেলকর্মচারী সাধারণকে **ক্ষমা করবে না।** সমগ্র দেশের, সামগ্রিকভাবে গণতন্ত্রের স্বার্থকে এত তুচ্ছ কারণে সংকটাপন্ন করা চলতে পারে না' (**রাবোচাইয়া গ্যাজেতা,** সংখ্যা ১১০)।

এটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে এই পত্রিকার বিবর্ণ পাতাগুলিতে কোথাও গণতন্ত্রের লেশমাত্র না থাকলেও প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতি, রেলওয়ের শ্রমিকদের প্রতি হুমকি প্রদর্শনের অধিকারী বলে এই পত্রিকা নিজেদের বিবেচনা করেছে।

'গণতন্ত্র ক্ষমা করবে না।'··· **রাবোচাইয়া গ্যাজেতার** ভদ্রমহোদয়গণ, কোন্ গণতন্ত্রের নামে আপনারা কথা বলছেন?

আপনারা কি সোভিয়েতসমূহের গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলেছেন, যাঁরা আপনাদের দিক থেকে পিঠ ঘুরিয়ে নিয়েছেন এবং যাঁদের ইচ্ছাকে সম্মেলনে আপনারা ব্যর্থ করে দিয়েছেন?

কিন্তু ঐ গণতন্ত্রের নামে কথা বলার অধিকার আপনাদের কে দিয়েছে?

অথবা আপনারা কি সেরেতেলি, দান, লেবের ও অন্যান্য জালিয়াতদের হয়ে কথা বলছেন, যাঁরা সম্মেলনে সোভিয়েতগুলির মতাদর্শকে ব্যর্থ করেছেন এবং শীত প্রাসাদের 'বৈঠকে' সম্মেলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন?

কিন্তু গণতন্ত্রের এই বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে 'সমগ্র দেশের গণতন্ত্রকে' অভিন্নরূপে গণ্য করার অধিকার আপনাদের কে দিল?

আপনারা কি কখনো বুঝবেন যে **রাবোচাইয়া গ্যাজেতার** পথের সঙ্গে সমগ্র দেশের গণতন্ত্রের পথ চিরতরে ভিন্ন হয়ে গেছে?

হতভাগ্য গণতান্ত্রিক দেউলিয়ারা!···

রুশীয় কৃষকসমাজ ও জড়বুদ্ধি মানুষদের পার্টি

বেশি দিনের কথা নয় আমরা লিখেছিলাম যে, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টিতে মূল বিষয়ে অর্থাৎ সরকার ও সোভিয়েতগুলির মধ্যে সংগ্রামের প্রশ্নে মতের কোন ঐক্য নেই। দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা যখন 'নৈরাজ্যবাদী' সোভিয়েতগুলিকে (তাশখন্দের কথা স্মরণ করুন) বে-আইনী

ঘোষণার দাবি করেছিল ও দমনমূলক অভিযান সংগঠিত করেছিল এবং বামপন্থী অংশ সোভিয়েতগুলিকে সমর্থন করেছিল তখন চেরনভের উপদল হ্যামলেটের মতো সন্দেহরোগে ক্লিষ্ট ছিল, তাদের নিজস্ব কোন মতামত ছিল না এবং 'নিরপেক্ষতা' অবলম্বন করা শ্রেয় মনে করেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে অবশ্য এই উপদল যেন 'নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি ফিরে পেয়েছিল', তাশখন্দ সোভিয়েত থেকে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টির সদস্যদের প্রত্যাহার করে নিয়েছিল এবং এর দ্বারা নিপীড়ক অভিযানের নীতিকে সমর্থন জানিয়েছিল। কিন্তু এখন কে না জানে যে এই প্রত্যাহার সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টির লজ্জাকেই প্রকটিত করেছে কারণ সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা তাশখন্দ সোভিয়েত ত্যাগ করেনি এবং সোভিয়েত নয় কেরেনস্কি সরকার ও তার লেজুড়রাই 'প্রতিবিপ্লবী ক্রিয়াকলাপে' দোষী সাব্যস্ত হয়েছে ?…

এই ধরনের 'কার্যকলাপ' থেকে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা খুব কমই নিজেদের বিরত রেখেছে, তাছাড়া তাদের আরও একটি জঘন্য 'কাজে' লিপ্ত দেখা গেল। তথাকথিত প্রাক্-পার্লামেণ্টে তারা যে পদ্ধতিতে ভূমির প্রশ্নে ভোট দিয়েছিল, আমরা সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করছি।

১৪ই আগস্টের ঘোষণার[৮১] উপর প্রাক্-পার্লামেণ্টে বিতর্ক চলাকালে বামপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা সমস্ত ভূসম্পত্তি কৃষক কমিটিগুলির হাতে ন্যস্ত করার প্রস্তাব করেছিল। এই প্রস্তাব গণতন্ত্রীদের সমর্থন করা কর্তব্য এও কি বলার প্রয়োজন আছে ? এও কি বলতে হবে যে জমির প্রশ্ন আমাদের বিপ্লবের এক মৌলিক বিষয় ? কিন্তু আমরা কি দেখছি ? বলশেভিক ও বামপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা যখন প্রস্তাব করেছে যে কৃষকের হাতে জমির হস্তান্তর হওয়া উচিত তখন দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও লেবেরদানপন্থীরা[৮২] এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে এবং চেরনভ উপদল আবার প্রমাণ করল যে তারা 'নিজস্ব মতামতহীন', এবং ভোটদান থেকে বিরতও থাকল।

'মুঝিক মন্ত্রী' চেরনভ কৃষকের হাতে ভূস্বত্বের হস্তান্তরের প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানাতে সাহস করেননি এবং কৃষকদের আকাঙ্খা বিনষ্টকারীদের হাতে প্রশ্নটির সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলেন।

রুশ-বিপ্লবের এক সংকটমুহূর্তে 'কৃষি-বিপ্লব' ও 'অখণ্ড সমাজতন্ত্রে' বিশ্বাসী

পার্টি সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টি প্রমাণ করল যে, কৃষকদের এই মৌলিক প্রশ্নে তাদের কোন নির্দিষ্ট অভিমত নেই!

যথার্থই, বাকসর্বস্ব জড়বুদ্ধি লোকদের পার্টি!

বেচারা রুশদেশের কৃষকরা!…

রাবোচি পুৎ, সংখ্যা ২১

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭

স্বাক্ষরবিহীন

শ্রমিকদের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান

একসপ্তাহ আগে বুর্জোয়া পত্রিকাগুলি দনেৎস বেসিনের শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ডাইনী-শিকার শুরু করেছে। এমন কোন উদ্ভট অভিযোগ নেই যা দুর্নীতি-পরায়ণ বুর্জোয়া পত্রিকাগুলি তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপন করেনি—'অরাজকতা', 'যন্ত্রপাতি ধ্বংস', অফিস কর্মচারীদের 'আটক ও মারধোর করা' ইত্যাদি অভিযোগে তাদের অভিযুক্ত করে। ইতোমধ্যে পূর্ব থেকেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে দনেৎস শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এক প্রচার পরিকল্পনা করা হচ্ছিল এবং সরকারই এর পথ প্রস্তুত করছিল। যথেষ্ট নিশ্চিতভাবে বলা যায়, বুর্জোয়াদের ভাড়াটে লোকজনের লোক দেখানো কান্নার প্রতি সরকার 'কানে তুলো দিয়ে ছিল না'। বুর্জোয়া একনায়কতন্ত্রের সরকারের অবশ্য এটাই কাজ। সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ যে অস্থায়ী সরকারের মুখ্য অর্থ-নৈতিক কমিটি কেরেনস্কির 'বদান্যতার বশবর্তী' হয়ে 'খারকভ ও দনেৎস বেসিন অঞ্চলে ..একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতাসম্পন্ন এক ব্যক্তিকে পাঠানো যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেছে। উৎপাদকদের কাজ চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করা এবং শান্ত করার নিমিত্ত শ্রমিক-জনগণের উপর প্রভাব সৃষ্টি করার জন্য এই ব্যক্তি নির্দেশিত হয়। সরকারী কর্তৃপক্ষের হাতে যত রকমের দমনপীড়নের হাতিয়ার আছে সে সবই এই ব্যক্তির কর্তৃত্বে অর্পিত হয়েছে' (**ভোর্গভো-প্রমিশ্লেন্নাইয়া গ্যাজেত্তা**[৮৩], ২৬শে সেপ্টেম্বর)।

লক্ষ্য করুন: 'দমনপীড়নের হাতিয়ার' সহ 'নিরঙ্কুশ ক্ষমতাসম্পন্ন' একজন ব্যক্তি। ..এখানো পর্যন্ত অজ্ঞাত এই 'একনায়ককে' কার বিরুদ্ধে পাঠানো হচ্ছে? তাকে কি দনেৎস অঞ্চলের মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠানো হচ্ছে, যে মালিকরা তিনমাস যাবৎ ইচ্ছাকৃতভাবে উৎপাদন সংকুচিত করছে, জঘন্য অপরাধীর মতো বেকারীকে বাড়িয়ে তুলছে এবং এখন প্রকাশ্যে ও জনসমক্ষে লক্ আউট সংগঠিত করছে এবং দেশের অর্থনৈতিক জীবনে অন্তর্ঘাতের হুমকি দিচ্ছে?

অবশ্যই না।

মুখ্য অর্থনৈতিক কমিটি স্থূলভাবে বলছে যে সমস্ত গোলমালের জন্য নাকি 'হুল্লবাজ উত্তেজনা সৃষ্টিকারীরা' দায়ী, নিয়োগকর্তা মালিকরা নয়, কারণ

'প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী, বিদ্বেষপরায়ণ কিছু উত্তেজনা সৃষ্টিকারী দলই যেসব অতিরিক্ত ঘটনা ঘটেছে তার পিছনে প্ররোচনা দিয়েছে' (ঐ)।

প্রথমতঃ, এদের বিরুদ্ধেই 'নিপীড়নের হাতিয়ার' সহ 'একনায়ককে' পাঠানো হচ্ছে।

এটাই সব নয়, **বীর্‌ঝোভ্‌কা** পত্রিকার সংবাদ অনুসারে উৎপাদক মালিকদের খারকভ সম্মেলন সিদ্ধান্ত করেছে যে :

(১) 'অফিস কর্মচারী ও শ্রমিকদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করার পূর্ণ অধিকার মালিকদের।'

(২) 'উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে ও পরিচালনায় শ্রমিক ডেপুটিদের সোভিয়েতের হস্তক্ষেপ অনুমোদন করা হবে না।'

(৩) 'শ্রমিক ডেপুটিদের সোভিয়েতের সদস্য, কার্যকরী কমিটির সদস্যদের ভরণ-পোষণের খরচ ও বেতন বা ট্রেড ইউনিয়নের ব্যয়ভার মালিকরা বহন করতে পারবে না।'

(৪) 'মজুরি বৃদ্ধি শ্রমিকদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে না (**বীর্‌ঝেভিয়ে ভেদোমস্তি,** ২৭শে সেপ্টেম্বর)।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, মালিকরা শ্রমিকশ্রেণী ও তাদের সংগঠনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে।

বলাই বাহুল্য, লক্‌-আউটের পাণ্ডা কনোভালভের সরকার শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হবে না।

এবং যেহেতু শ্রমিকরা বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করবে না সেহেতু 'নিপীড়নের হাতিয়ার' সহ একজন 'একনায়কের' প্রয়োজন হয়েছে।

এই হল সমস্ত রহস্যের মর্মকথা।

প্রতিরক্ষার কাজে নিযুক্ত শিল্পের সামরিকীকরণের উদ্দেশ্যে একটি বিলের খসড়া প্রস্তুত করার জন্য স্যাভিন্‌কভকে প্রতিবিপ্লবী আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

ঐ বিলের আইনীকরণের দাবি উত্থাপন করার জন্য কর্নিলভকে বিশ্বাস-ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

যে সরকার 'বিনা বাক্যব্যয়ে' শ্রমজীবী জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা এবং তাদের সংগঠন পর্যুদস্ত করার জন্য দনেৎস বেসিনে অমিত ক্ষমতাসম্পন্ন ও 'সমস্ত রকমের নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা' গ্রহণে অধিকারী একজন 'একনায়ককে' পাঠাতে পারে সেই সরকারকে আমরা কি বলে আখ্যাত করতে পারি?

এ বিষয়ে 'সমাজতান্ত্রিক' মন্ত্রী মহোদয়দের কি বলার আছে?

রাবোচি পুৎ, সংখ্যা ১২
২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭
স্বাক্ষরবিহীন

আপনারা অকারণে অপেক্ষা করবেন !

বর্তমান মুহূর্তের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সরকার ও জনগণের মধ্যে একটি অনতিক্রম্য ফাটলের অস্তিত্ব যে ফাটল বিপ্লবের শুরুর মাসগুলিতে ছিল না এবং যা কর্নিলভ বিদ্রোহের ফলে দেখা দিল।

বিপ্লবের একেবারে সূচনায়, জারতন্ত্রের পরাজয়ের পর, ক্ষমতা সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের হাতে চলে যায়। শ্রমিক ও সৈনিকরা নয়, মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাম্রাজ্যবাদী ক্যাডেটরা ক্ষমতা লাভ করল। এটা কি করে ঘটল এবং এই মুষ্টিমেয় বুর্জোয়াদের শাসন কিসের উপর ঠিক-ঠিকভাবে নির্ভর করেছিল? সত্য ঘটনা হল, শ্রমিকরা এবং প্রধানতঃ সৈনিকরা 'বুর্জোয়াদের ওপর আস্থা পোষণ করেছিল এবং বিশ্বাস করেছিল এদের সাথে যৌথ মোর্চার মাধ্যমে রুটি ও জমি, শান্তি ও স্বাধীনতা অর্জন করা যাবে। বুর্জোয়াদের ওপর জনগণের এই 'যুক্তিহীন আস্থার' উপরই বুর্জোয়াদের প্রশাসন তখন নির্ভর করেছিল। এই আস্থা ও শাসনের প্রতিফলন মাত্র হল বুর্জোয়াদের সঙ্গে মোর্চা।

কিন্তু বিপ্লবের ছ'মাস ব্যর্থ হয়নি। বুর্জোয়াদের সঙ্গে যৌথ মোর্চা জনগণকে দিয়েছে—রুটির পরিবর্তে অনাহার, উচ্চতর মজুরির পরিবর্তে বেকারী, জমির পরিবর্তে ফাঁকা প্রতিশ্রুতি, স্বাধীনতার বদলে সোভিয়েতগুলির বিরুদ্ধে লড়াই, রাশিয়ার নিঃশেষ হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ এবং শান্তির বদলে টার্নোপোল ও রিগাতে কর্নিলভপন্থীদের বিশ্বাসঘাতকতা। ক্যাডেটদের বিশ্বাসঘাতকতা ও তাদের সঙ্গে সমঝওতার নীতির বিপর্যয় প্রকটিত রূপে প্রকাশ করে কর্নিলভ বিদ্রোহ যুক্ত মোর্চার ছ'মাসের অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছে মাত্র।

অবশ্য, এ সবকিছু ব্যর্থ হয়ে যায়নি। বুর্জোয়াদের ওপর জনগণের 'যুক্তিহীন আস্থার' অবসান হয়েছে। ক্যাডেটদের সঙ্গে মোর্চা তাদের সঙ্গে বিচ্ছেদের মধ্যে পরিসমাপ্ত হয়েছে। বুর্জোয়াদের প্রতি আস্থা ঘৃণায় পর্যবসিত হয়েছে। বুর্জোয়াদের শাসনের কোন নির্ভরযোগ্য ভিত্তি এখন আর নেই।

এ কথা সত্য যে, রক্ষণশীলদের সমঝওতার পদ্ধতি গ্রহণ করে, মিথ্যা ও জালিয়াতির সাহায্য নিয়ে বুখানন ও ক্যাডেট-কর্নিলভপন্থীদের সহযোগিতা নিয়ে শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রকাশ্য অনাস্থার মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও আপোষ-

পন্থীরা প্রবঞ্চনার মাধ্যমে অবলুপ্ত ও অবক্ষয়িত মোর্চার পুনরুদ্ধার করে পুরানো বুর্জোয়া একনায়কতন্ত্রের এক নতুন সরকার গঠন করে আঘাত দিতে সমর্থ হয়েছে।

কিন্তু, প্রথমতঃ, শীত প্রাসাদে পরিকল্পিত এই যুক্ত মোর্চা রক্তশূন্যতায় ভুগছে, কারণ দেশের অভ্যন্তরে তাকে প্রতিরোধ ও বিক্ষোভের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ, এই সরকার স্থায়ী নয় কারণ এর পায়ের তলায় কোন শক্ত মাটি নেই যা একমাত্র জনগণের আস্থা ও সহানুভূতির দ্বারা অর্জিত হতে পারে, জনগণ সরকার সম্পর্কে ঘৃণা ছাড়া অন্য কোন ধারণা পোষণ করে না।

এই হল জনগণ ও সরকারের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান।

সংখ্যালঘু অংশের খেয়ালখুশীর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে যদি এই সরকার শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে, যদি স্বাভাবিকভাবেই বিক্ষুব্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের উপর শাসন করতে চায় তাহলে এটা সুস্পষ্ট যে একমাত্র একটি জিনিসের উপরই তারা নির্ভর করতে পারে—তা হল জনগণের বিরুদ্ধে অবৈধ বলপ্রয়োগ। এই ধরনের সরকারের পিছনে আর কোন সমর্থন থাকতে পারে না।

অতএব এটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয় যে, কেরেনস্কি-কনোভালভ সরকার তাশখন্দ সোভিয়েতকে ভেঙে দেবার কাজকেই প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে গ্রহণ করে।

এও কোন আকস্মিক ঘটনা নয় যে, এই সরকার ইতোমধ্যেই দনেৎস বেসিনের শ্রমিক-আন্দোলনকে দমন করার উদ্যোগ নিয়েছে এবং সেখানে এক রহস্যজনক 'একনায়ককে' পাঠিয়েছে।

এটাও কোন আকস্মিক ব্যাপার নয় যে, সরকার গতকালের সভায় 'কৃষক-বিক্ষোভের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নিম্নোক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেছে:

'অস্থায়ী সরকারের স্থানীয় কমিটি গঠন করা যার প্রত্যক্ষ কাজ হবে অরাজকতার মোকাবিলা করা এবং বিশৃংখলাকে দমন করা' (বীর্‌ঝোভ্‌কা)।

এর কোনটিই আকস্মিক ব্যাপার নয়।

জনগণের আস্থা থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার ইচ্ছার ফলে বুর্জোয়া একনায়কতন্ত্রের সরকার 'অরাজকতা' ও 'বিশৃংখলা' ছাড়া টিঁকতে পারে না, কারণ এগুলির মোকাবিলা করার নাম করেই নিজেদের

অস্তিত্বের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে পারে। বলশেভিকরা 'বিপ্লব সংগঠিত করছে' বা কৃষকরা ভূসম্পত্তি 'বিনষ্ট' করে দিচ্ছে বা রেলকর্মচারীরা দেশের উপর 'ধ্বংসাত্মক ধর্মঘট চাপিয়ে দিচ্ছে' তার ফলে রণাঙ্গনে খাদ্য সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে ইত্যাদি নানারকম স্বপ্ন তারা দেখে।··· শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কৃষকদের, রণাঙ্গনের লোকজনকে পশ্চাদ্‌ভূমির লোকজনদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার জন্য এদের এ সমস্ত 'প্রয়োজন', এইভাবে সশস্ত্র হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয় এবং সাময়িকভাবে নিজেদের অরক্ষিত অবস্থাকে শক্তিশালী করে নেয়।

অবশেষে এটা বুঝতে হবে যে, দেশের অনাস্থাভাজন হয়ে এবং জনগণের ঘৃণার দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পরিণতিতে **'গৃহযুদ্ধের' প্ররোচনাদানের জন্য একটি সরকার** ছাড়া আর কোন পরিচয় এ সরকারের থাকতে পারে না।

অস্থায়ী সরকারের আধা-সরকারী মুখপত্র **রেচ** 'গৃহযুদ্ধ ঘোষণার উপযুক্ত মুহূর্ত নির্বাচন করার সুযোগ বলশেভিকদের দেওয়ার' বিরুদ্ধে সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে, তা তো অকারণে নয় এবং 'সর্বাত্মক অভ্যুত্থানের উপযুক্ত মুহূর্ত তারা (বলশেভিকরা) বেছে নেওয়া পর্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা' না করতে সরকারকে উপদেশ দিয়েছে (**রেচ**, বুধবার)।

হাঁ, জনগণের রক্তের জন্য তারা তৃষ্ণার্ত হয়ে আছে।···

কিন্তু তাদের আশা ব্যর্থ হবে এবং চেষ্টা হাস্যকর হয়ে উঠবে।

সচেতনভাবে এবং সংগঠিত কায়দায় বিপ্লবী সর্বহারারা বিজয়ের পথে এগিয়ে চলেছে। সর্বসম্মতিক্রমে ও আস্থার সঙ্গে কৃষকসমাজ ও সৈনিকরা তাদের পিছনে সমবেত হচ্ছে। 'সোভিয়েতের হাতে সব ক্ষমতা চাই'!—এই আওয়াজ আরও সোচ্চার হয়ে ধ্বনিত হচ্ছে।

শীত প্রাসাদের কাগুজে মোর্চা ··এই চাপ প্রতিরোধ করতে পারবে কি?

তোমরা চাও বিচ্ছিন্ন ও অপরিপক্ব বলশেভিক অভ্যুত্থান?

কর্নিলভপন্থী মহাশয়গণ, আপনারা শুধু শুধুই অপেক্ষা করে থাকবেন।

রাবোচি পুৎ, সংখ্যা ২৩
২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭
সম্পাদকীয়

'অস্থিরচিত্তদের' পার্টি ও রুশ সৈনিকদল

জারতন্ত্রের দিনগুলিতে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টি ঘরের চালা থেকে চীৎকার করে বলত যে ভূসম্পত্তিগুলি কৃষকদের মধ্যে বিলি করতে হবে। তাই কৃষকরাও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের বিশ্বাস করত, নিজেদের পার্টি বলে অর্থাৎ কৃষকদের পার্টি বলে এই পার্টির পিছনে নিজেদের সমাবেশ করত।

জারতন্ত্রের পতনের মধ্যে দিয়ে বিপ্লব জয়যুক্ত হলে অবশেষে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের কথা কাজে পরিণত করা এবং জমির প্রসঙ্গে 'সুবর্ণ প্রতিশ্রুতি' রক্ষার সময় উপস্থিত হল। কিন্তু ·· (সেই সুপরিচিত 'কিন্তু'!) সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল এবং আমতা আমতা করে কৃষকদের বলল যে তারা সংবিধান-পরিষদের সভা পর্যন্ত জমির প্রশ্নটি স্থগিত রেখেছে, সে সভাও আবার মুলতুবি রয়েছে।

এটা দেখা গেল যে প্রকৃতপক্ষে কৃষকদের হাতে জমি দেওয়ার চেয়ে জমি ও কৃষকদের সম্পর্কে বাগাড়ম্বর করা অনেক সহজ। এও দেখা গেল যে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা কৃষকদের উদ্দেশ্যে ভণ্ডের মতো 'সহানুভূতি' প্রকাশ করেছে, কিন্তু যখন কথাকে কাজে পরিণত করার সময় এল তখন পশ্চাদপসরণ করা ও সংবিধান-পরিষদের আড়ালে লুকানোর পথ বেছে নিল। ··

শক্তিশালী কৃষি-আন্দোলন সংগঠিত করে, জমিদারী 'জবরদখল' করে এবং খামারে জমা শস্য ও চাষের উপকরণসমূহ 'নিজেদের দখলে এনে' কৃষকরা তাদের উপযুক্ত জবাব দিয়েছে এবং এইভাবে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের কালহরণ করার নীতির প্রতি তাদের আস্থা নেই জানিয়ে দিয়েছে।

সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি মন্ত্রীরা কিন্তু প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে বিলম্ব করেনি এবং শত শত কৃষক ও ভূমি কমিটির সদস্যদের তারা গ্রেপ্তার করেছে। সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী করতে গিয়ে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি কৃষকদের সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি মন্ত্রীদের দ্বারা গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনাও আমরা পেলাম।

এর পরিণাম হল সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টির সম্পূর্ণ ভাঙন, প্রাক্-পার্লামেণ্ট নির্বাচনের সময় এই ভাঙন চরমভাবে প্রকটিত হয়ে পড়ে যখন কৃষকদের হাতে অবিলম্বে জমি প্রদানের প্রশ্নে বামপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের পক্ষে ও দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের বিপক্ষে দেখা গেল এবং পার্টির হ্যামলেট চেরনভ ও কেন্দ্র বুদ্ধিমানের মতো ভোট প্রদানে 'বিরত' রইলেন।

এই নীতির জবাবস্বরূপ দেখা গেল সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টি থেকে সৈনিকদের গণ-নিষ্ক্রমণ ঘটতে থাকে।

সৈনিকদেব যে অংশ তখনো সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টি পরিত্যাগ করেনি তারা 'লক্ষ্যহীনতার' অবসান ঘটিয়ে পার্টির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য 'পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির উপর' প্রবল 'চাপ সৃষ্টি করতে লাগল'।

নীচের উদ্ধৃতিটি লক্ষ্য করুন :

'সেনাবাহিনীর সংগঠনগুলি এবং পেত্রোগ্রাদ, জারস্কোয়ে সেলো, পিটারহফ প্রভৃতি স্থানের বিশেষ ইউনিটগুলির প্রতিনিধিদের যৌথ সম্মেলন পার্টির এই সংকটময় মুহূর্তে সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে সুদৃঢ় 'কোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে...পার্টির লক্ষ্যহীনতার অবসান ঘটাবে ও সমস্ত বীর্যবান শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হবে এমন একটি কর্মসূচীর ভিত্তিতে তা করতে হবে...এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্মেলন সমস্ত কর্ষণযোগ্য জমি ভূমি কমিটিগুলির হাতে অবিলম্বে হস্তান্তর করার...সপক্ষে ঘোষণা রাখছে...' (**দেলো নারোদা**)।

এবং এইভাবে 'জমির আশু হস্তান্তরের' প্রশ্নটি আবার উত্থাপিত হয়েছে!

এই দাবির স্বীকৃতির ভিত্তিতেই সৈনিকরা সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টিতে 'বীর্যবান শক্তিগুলিকে' ঐক্যবদ্ধ করার আশা করছে!

সরল নিরীহ বেচারীরা! একের পর এক ব্যর্থতা সত্ত্বেও বিপ্লবী কামকভ, ক্যাডেটপন্থী অ্যাভক্সেন্তিয়েভ এবং 'অস্থিরচিত্ত' চেরনভকে আবার এক গাড়িতে তারা জুড়তে চাইছে!

সৈনিক কমরেডগণ, বুঝবার পক্ষে এ হল চরম মুহূর্ত যে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টির আর কোন অস্তিত্ব নেই, শুধুমাত্র এক 'লক্ষ্যহীন' জনগণ রয়েছে যার একাংশ স্যাভিন্‌কভবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েগেছে, আরেকাংশ বিপ্লবের সারিতে রয়েছে এবং তৃতীয় অংশ হতাশজনকভাবে চুপচাপ রয়েছে ও কার্যক্ষেত্রে তারা স্যাভিন্‌কভপন্থীদের বর্ম হিসাবে কাজ করছে।

ঐক্যবদ্ধ করার যারা অনুপযুক্ত তাদের ঐক্যবদ্ধ করার সমস্ত প্রয়াস ত্যাগ করার ও পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করার এ হল চরম মুহূর্ত।...

ষড়যন্ত্রকারীরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত

বার্ত্‌সেভ তাঁর সংবাদপত্র **অব্‌শচেয়ি দেলোতে**[84] আজ লিখেছেন:

'এখন সম্পূর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গে নিশ্চয় করে বলা যায় যে কর্নিলভ ষড়যন্ত্র বলে কিছু ছিল না! প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটা ছিল ঠিক বিপরীত: **বলশেভিকদের প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে সরকার ও জেনারেল কর্নিলভের মধ্যে এক চুক্তিমাত্র!** যে উদ্দেশ্যে সরকারী প্রতিনিধিরা জেনারেল কর্নিলভের সঙ্গে শলাপরামর্শ করছিল—অর্থাৎ বলশেভিকদের প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে—তা তো যুগপৎ গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী বিভিন্ন পার্টির প্রতিনিধিদের সযত্ন লালিত স্বপ্ন ছিল। ২৬শে আগস্টের সেই অস্বস্তিকর দিক থেকে আসন্ন বলশেভিক বিপদ হতে রক্ষাকর্তা হিসাবে জেনারেল কর্নিলভের মুখ চেয়ে তারা সকলে বসে ছিল।'

বার্ত্‌সেভ বাঁকা অক্ষর ব্যবহার করে লিখেছেন—'ষড়যন্ত্র' নয়, 'চুক্তি' মাত্র।

তিনি ঠিকই লিখেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নিঃসন্দেহে ঠিক বলশেভিকদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী তথা বিপ্লবী সেনাবাহিনী ও কৃষকসমাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সংগঠিত করার জন্য একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। **বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য এই চুক্তি!**

কর্নিলভ বিদ্রোহের প্রথম দিন থেকে এই কথাই তো আমরা বলে আসছি। শত শত ঘটনা একে প্রমাণিত করছে। আমাদের প্রকাশ্য বক্তব্যগুলি, যা কেউ খণ্ডন করতে পারেনি, আজ আর কোন সন্দেহের অবকাশ রাখছে না।

এসব সত্ত্বেও, ষড়যন্ত্রকারীরা ক্ষমতায় বা ক্ষমতার কাছাকাছি অধিষ্ঠিত। এসব সত্ত্বেও, প্রহসন চলছে—তদন্তের প্রহসন, 'বিপ্লবের' প্রহসন।...

রাবোচি পুৎ, সংখ্যা ২৩
২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭
স্বাক্ষরবিহীন

একটি কাগজে মোর্চা

অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে ইতস্তত: আলোচনা হয়। এদিক-ওদিক অর্থনৈতিক সংকট বিষয়ে লেখালেখিও হয়। শ্রমিকদের 'নৈরাজ্যবাদী' মনোভাবের সঙ্গে প্রায়শঃই বিজড়িত করে অর্থনৈতিক সংকটকে ভীতিপ্রদ বস্তুরূপে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু কেউই প্রকাশ্যে স্বীকার করতে চান যে, কল-কারখানা বন্ধ করে দিয়ে ও শ্রমিকদের বেকারে পরিণত করে পুঁজি-পতিরা এই সংকটের পিছনে কলকাঠি নাড়ায় এবং সংকটকে ইচ্ছাকৃতভাবে তীব্র করে তোলে। এই প্রসঙ্গে **বার্ ঝোস্ত্কায়** কিছু মজার খবর আছে।

'মস্কো গুবের্নিয়ার পাভ্লভ্স্কি পোসাদে রুশো-ফরাসি কটন স্পিনিং কর্পোরেশনের মিলগুলিতে মস্ত' প্রোকোপভিচের সভাপতিত্বে অরখোভো-জুয়েভো জেলার কমিশন কর্তৃক সুপারিশ-কৃত চুক্তি কার্যকরী না করার জন্য সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে। এই মিলগুলিতে মোটামুটি চার সহস্রাধিক শ্রমিক কাজ করে। শ্রমিক কমিটি শ্রম-মন্ত্রণালয়ে জানিয়েছে যে, সালিশী আদালতের রায় মেনে চলতে মালিকদের অস্বীকৃতি এবং শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতার ইচ্ছাকৃত সংকোচনের ফলে এক গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। চার মাস ধরে আলাপ-আলোচনা চলছে, এবং এখন কারখানাগুলি বন্ধ হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। আবার রুশো-ফরাসী মিলের কর্তৃপক্ষ তাদের দিক থেকে ফরাসী দূতাবাসের কাছে প্রতিবেদন জানিয়ে অভিযোগ করেছে যে শ্রমিকরা সালিশী আদালতের রায় মানতে অস্বীকৃত এবং কারখানার সম্পত্তি ধ্বংস করার ও নানারকম বাড়াবাড়ি করার হুমকি দিচ্ছে। ফরাসী দূতাবাস বৈদেশিক মন্ত্রণালয়কে সমস্যাটি সমাধানে সহায়তা করতে অনুরোধ করেছে।'

কিন্তু আমরা কি দেখছি? দেখা যাচ্ছে, 'মিলের পরিচালকবর্গ' ও 'ফরাসী দূতাবাস' উভয়েই লক্-আউট পুঁজিপতিদের আড়াল করার চেষ্টায় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করেছে। এই কথাগুলি লক্ষ্য করুন:

'ঘটনাটি শ্রম-মন্ত্রণালয়ের মস্কো কমিশারের কাছে পেশ করা হয়েছিল, তিনি বিরোধটি প্রসঙ্গে সরেজমিনে তদন্ত করে শ্রম-মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছেন যে, **কারখানা পরিচালকবর্গ সালিশী আদালতের রায় কার্যকরী করাকে নিয়মিতভাবে এড়িয়ে গেছে।** শ্রম-মন্ত্রণালয়ের মস্কো কমিশারের প্রতিবেদন পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

এ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এমনকি একটি প্রতিবিপ্লবী মন্ত্রিসভার কমিশারকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে, শ্রমিকরাই সঠিক।

এটাই সব নয়। **বীর্‌ঝোভ্‌কা** আর একটি মজার বিবরণ দিয়েছে।

'মস্কো থেকে শ্রম-মন্ত্রণালয়কে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, এ. ভি. স্মিরনভ কারখানার পরিচালকবর্গ ঘোষণা করেছে যে কারখানাটি, যেখানে তিন হাজার শ্রমিক কর্মে নিযুক্ত, কাঁচামাল, জ্বালানির অভাব এবং ব্যাপক মেরামতী কাজের প্রয়োজনে বন্ধ করে দেওয়া হবে। কারখানার শ্রমিক কমিটি সহ মস্কো জ্বালানি ও মস্কো কারখানা সম্মেলনের প্রতিনিধিদের এক কমিশন অনুসন্ধান করে দেখতে পেয়েছেন যে, কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার সপক্ষে যেসব যুক্তি দেখানো হয়েছে সে সবই ভিত্তিহীন কারণ চালু রাখার মতো যথেষ্ট কাঁচামাল রয়েছে এবং কারখানা বন্ধ না করেই মেরামতী কাজ করা সম্ভব। এই রিপোর্টের বলে **শ্রমিকরা কারখানা-মালিককে গ্রেপ্তার করে। জেমস্তভো আইনসভা কারখানার ব্যাপারে মধ্যস্থতা সুপারিশ করেছে।** পক্রোভস্কি কার্যকরী কমিটি এবং অস্থায়ী সরকারের উইয়েজ্‌দ কমিশার বিরোধের মীমাংসায় পৌঁছানোয় সহায়তা করছে।'

এই হল প্রকৃত ঘটনা।

সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিক সমঝওতাবাদীরা ঘরের চালায় উঠে চীৎকার করছে যে দেশের 'বীর্যবান শক্তিগুলির' সঙ্গে মোর্চা গঠন একান্ত প্রয়োজনীয় এবং এই উক্তি তারা নিশ্চিতভাবে মস্কোর শিল্পপতিদের দিকে তাকিয়েই করছে। তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে জোর দিয়ে বলছে যে শীত প্রাসাদে মৌখিক মোর্চা নয়, দেশে যথার্থ মোর্চা তারা চাইছে।...

আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই:

যারা ইচ্ছাকৃতভাবে বেকারী বৃদ্ধি করতে চাইছে সেইসব কারখানামালিক এবং অস্থায়ী সরকারের কমিশারদের উদার সহায়তায় যেসব শ্রমিক তাদের গ্রেপ্তার করছে এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে প্রকৃত মোর্চা গড়ে ওঠা কি সম্ভব?

লক্‌-আউট অপরাধীদের সঙ্গে মোর্চার প্রশংসার মুখরতায় ক্লান্তিহীন বাক্‌সর্বস্ব 'বিপ্লবীদের' নির্বুদ্ধিতার কি কোন সীমা আছে?

শীত প্রাসাদের চার দেওয়ালের মধ্যে সম্পাদিত এবং ইতোমধ্যেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত কাগজপত্রে মোর্চা ছাড়া কোন প্রকৃত মোর্চা গড়ে ওঠা যে এখন সম্ভব নয় তা কি মোর্চার হাস্যাস্পদ জয়ঢাক বাজিয়েরা বুঝতে সক্ষম হবে না?

রাবোচি পুৎ, সংখ্যা ২৪

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭

স্বাক্ষরবিহীন

গ্রামাঞ্চলে অনাহার

প্রত্যেকেই এখন শহরাঞ্চলে খাদ্যসংকটের বিষয়ে আলোচনা করছেন। দুর্ভিক্ষের 'শীর্ণ হাতের' প্রেত শহরে শহরে নিঃশব্দে পদচারণা করছে। কিন্তু কেউই স্বীকার করতে চায় না যে দুর্ভিক্ষ এখন গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। কেউই বুঝতে চায় না যে, সাম্প্রতিক 'কৃষি-সংক্রান্ত বিশৃংখলা' ও 'দাঙ্গার' প্রায় অর্ধেকের মূলীভূত কারণ হল অনাহার।

কৃষি-সংক্রান্ত 'বিশৃংখলা' বিষয়ে একজন কৃষকের একটি চিঠি নীচে দেওয়া হল:

'আমাদের মতো "শিক্ষার আলোকবঞ্চিত গ্রামীণ মানুষ, কৃষকদের" কাছে দাঙ্গার কারণ কি ব্যাখ্যা করার জন্য আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি। আপনারা তো মনে করেন এ সব-কিছুই সমাজবিরোধী, ভবঘুরে ও মদ্যপ ছন্নছাড়া লোকদের কাজ, কিন্তু আপনারা সত্য থেকে কিছুটা দূরে সরে গেছেন। এসব কাজ ভবঘুরে বা ছন্নছাড়াদের নয় বরং অনাহারে নিমজ্জিত মানুষের। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি আপনাদের যুবম উইয়েজ্‌দ, আরেফনো ভোলস্তের সম্পর্কে বলতে পারি। তারা চায় আমরা এখানে অনাহারে মরে যাই। আমরা মাথা পিছু প্রতি মাসে পাঁচ পাউণ্ড ময়দা পেয়ে থাকি। এর অর্থ কি দাঁড়ায় একবার ভাবুন তো এবং আমাদের পরিস্থিতি কি তাও বুঝবার চেষ্টা করুন। আমরা কেমন করে বাঁচতে চাইছি? ঘটনা এটা নয় যে মদ্যপায়ীরা দাঙ্গা করছে বরং আমরাই করছি কারণ আমরা "ক্ষুধার মদে মত্ত"' (**বীরঝোভ্‌কা** দেখুন)।

বুর্জোয়া **দাইয়েন** ও **রুস্‌কায়া ভলিয়ার** খেঁকি কুকুরেরা নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘেউ ঘেউ করে যাচ্ছে যে গ্রামাঞ্চল ধনসম্পদে ভরপুর, মুঝিকরা বেশ স্বচ্ছল ইত্যাদি। কিন্তু ঘটনাবলী তর্কাতীতভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে যে গ্রামাঞ্চল অনাহার ও নিঃস্বতায় ধুঁকছে, অনাহারজনিত স্কার্ভি ও অন্যান্য রোগে ভুগছে। যত দিন যাচ্ছে গ্রামাঞ্চলের অবস্থার আরও অবনতি ঘটছে কারণ খাদ্যের বদলে কেরেনস্কি-কনোভালভ সরকার গ্রামাঞ্চলে নতুন নতুন ঠেঙাড়ে দল পাঠাবার পরিকল্পনা করছে এবং আসন্ন শীতকাল মুঝিকদের জন্য আরও কঠোর ও ভয়ংকর কষ্টদায়ক দিন নিয়ে আসছে।

আগের সেই কৃষকটি লিখছে :

'শীঘ্রই এখানে শীত পড়ে যাবে, নদীগুলি জমে যাবে, এবং তখন আর আমাদের জন্য অনাহারে মৃত্যু ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। রেল স্টেশন এখান থেকে বহু দূরে। আমরা বেরিয়ে পড়ব এবং খাদ্য সংগ্রহ করবই। আমাদের যা খুশী আপনারা বলতে পারেন, কিন্তু অনাহারই আমাদের এই পথ গ্রহণে বাধ্য করেছে' (বীর ঝোভ্‌কা)।

এই হল একজন কৃষকের মর্মন্তুদ কাহিনী। সোশ্যালিষ্ট বিভলিউশনারি এবং মেনশেভিক আপোষকারীরা মোর্চা ও মোর্চার সরকারের সর্বরোগহর গুণাবলী সম্পর্কে জয়ঢাক পিটিয়েছিল। এখন আমাদের এখানে একটি 'মোর্চা' ও 'মোর্চার' সরকার রয়েছে। কিন্তু আমরা প্রশ্ন করি :

এই সরকারের সেই সর্বরোগহর গুণাবলী কই ?

পিটুনি ছাড়া অনাহারক্লিষ্ট গ্রামাঞ্চলকে এই সরকার কি দিতে পারে ?

আপোষের ধ্বজাধারী মহাশয়রা কি বুঝবেন না যে এই কৃষকের সাদাসিধে নিরাভরণ চিঠি তাদের উদ্ভাবিত মোর্চার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করছে ?

কল-কারখানাগুলিতে অনাহার

শিল্পাঞ্চলের দুঃখ-দুর্দশা এখনো পর্যন্ত আরও ভয়ংকর। শিল্পাঞ্চলের সাধারণ মানুষের অনাহারে দিন কাটানো এই প্রথম নয়, তবে ইতোপূর্বে তা এত অসহনীয় রূপ ধারণ করেনি। যুদ্ধের আগে রাশিয়া ৮০০ ৫০০ মিলিয়ান পুড খাদ্যশস্য প্রতি বছরে রপ্তানী করত, আর এখন যুদ্ধের সময়ে নিজের দেশের শ্রমিকদের খাওয়াতে পারছে না। কল-কারখানাগুলিতে অচলাবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে এবং শ্রমিকরা কাজ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে কারণ শিল্পাঞ্চলে রুটি নেই, খাদ্য নেই।

বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত কিছু ঘটনাবলীর উল্লেখ এখানে করা হল :

'শুয়া থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যাচ্ছে যে, সেখানে সমগ্র অঞ্চলে খাদ্যের অভাবে কাঠ চেরাইয়ের কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। কোর্সুকোভ্‌কা চিনি শোধনাগার বন্ধ করে দিতে হতে পারে কারণ সেখানেও শ্রমিকদের জন্য কোন খাদ্য নেই। চিনির বীট পচতে শুরু করেছে। ইয়ার্তসেভো সুতা ও বয়ন শিল্পের সন্নিহিত বসতি ও স্মোলেনস্ক গুবেনিয়ার ১২,০০০ অধিবাসী এক ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে রয়েছে। মজুত ময়দা ও খাদ্যশস্য সম্পূর্ণ নিঃশেষিত। গুবেনিয়া

খাদ্য কমিটি ক্ষমতাহীন। খাদ্য না পেয়ে শ্রমিকরা অশান্ত হয়ে উঠছে। বিশৃংখলা অনিবার্য। ভেব্ গুবেনিয়ার কুভশিনভ কাগজকলের তত্ত্বাবধায়ক পরিষদ তারবার্তায় জানাচ্ছে: শ্রমিকরা অনাহারের মুখে, কোথাও খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে না; অবিলম্বে সাহায্য পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ভিচুগার মরোকিন কারখানার পরিচালকবর্গ তারবার্তায় জানাচ্ছে: খাদ্য পরিস্থিতি ভয়াবহ; শ্রমিকরা অনাহারে রয়েছে এবং অশান্ত হয়ে উঠছে; সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য আশু ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়। এই কোম্পানীর কারখানা কমিটি মন্ত্রিদপ্তরের কাছে টেলিগ্রাম করে জানিয়েছে: শ্রমিকরা ইতিমধ্যেই অনশনে দিন কাটাচ্ছে, ময়দা সরবরাহের জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।'

এই হল বাস্তব ঘটনা।

কৃষি অঞ্চল থেকে অভিযোগ আসছে যে তারা শিল্পাঞ্চল থেকে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর খুব সামান্যই যোগান পাচ্ছে। তারা তাই শিল্পাঞ্চলের জন্য সেই সামান্য পরিমাণ খাদ্যশস্যই পাঠাচ্ছে। কিন্তু শিল্পাঞ্চলে রুটির ঘাটতি কারখানাগুলি থেকে শ্রমিকদের পালাতে বাধ্য করছে ফলে কারখানার উৎপাদনও কমে যাচ্ছে; এবং গ্রামাঞ্চলে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান আরও কমে যাচ্ছে, আবার এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শিল্পাঞ্চলে খাদ্যের সরবরাহ আরও হ্রাস পাচ্ছে— ফলশ্রুতি বেশি বেশি অনশন এবং কল-কারখানাগুলি থেকে বেশি বেশি শ্রমিকের পলায়ন।

আমরা প্রশ্ন করি:

শ্রমিক-কৃষকের জীবনযাত্রা গ্রাসকারী এই দুষ্টচক্র ও লোহার সাঁড়াশীর বেড় থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ কি?

অনশনক্লিষ্ট শিল্পাঞ্চলে গোপনে জঘন্য 'স্বৈরতন্ত্রীদের' পাঠানো ছাড়া তথা-কথিত কোয়ালিশন সরকারের আর কি দেওয়ার আছে?

আপোষকামী মহাশয়রা কি বুঝবেন যে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা, যাদের তাঁরা সমর্থন জানিয়ে চলেছেন, রাশিয়াকে কোন্ দুর্লঙ্ঘ্য অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে যা থেকে এই লুণ্ঠনকারী যুদ্ধ বন্ধ করা ছাড়া রক্ষা পাওয়ার আর কোন পথ নেই?

রাবোচি পুৎ, সংখ্যা ২৬
৩রা অক্টোবর, ১৯১৭
স্বাক্ষরবিহীন

আত্মসংশোধন

কিছু আগে তাশখন্দে একটি 'অতি সাধারণ' ঘটনা ঘটে গেছে, 'এই জাতীয় ঘটনা' আজকের রাশিয়ায় 'হামেশাই ঘটছে'। ঘটনাবলীর বৈপ্লবিক যুক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়ে তাশখন্দের শ্রমিক ও সৈনিকরা সোভিয়েতগুলির পুরানো কার্যকরী কমিটির প্রতি আস্থার অভাব প্রকাশ করে নতুন বিপ্লবী কমিটি নির্বাচিত করেছে, কর্নিলভপন্থী কর্তৃপক্ষকে হটিয়ে দিয়ে সে জায়গায় অন্যদের নিয়োগ করেছে এবং ক্ষমতা নিজেদের তাতে গ্রহণ করেছে। 'নৈরাজ্যবাদী' তাশখন্দ সোভিয়েতের বিরুদ্ধে অস্থায়ী সরকারের পেরেকভাত্-জালিকভাত্দের* যুদ্ধ ঘোষণা করার পক্ষে এই ঘটনাগুলিই যথেষ্ট ছিল। প্রকৃত ঘটনা কিন্তু একথাই প্রমাণ করে যে সোভিয়েতগুলির অধিকাংশই সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি, নৈরাজ্যবাদী নয়। 'প্রশমনকারী' অস্থায়ী সরকারের কাছে এর কোন তাৎপর্য নেই।

কেরেনস্কির বিনীত পদাংক অনুসারী **দেলো নারোদার** সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি হ্যামলেটরা চাতুর্যের সঙ্গে ঘোষণা করেছে যে তাশখন্দ সোভিয়েত হল 'প্রতিবিপ্লবী' এবং তাশখন্দের সোভিয়েত থেকে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউ-শনারিদের প্রত্যাহার দাবি করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও ঘোষণা করেছে যে তুর্কিস্থানে 'বিপ্লবী শৃংখলা' প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এমনকি জরাজীর্ণ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিও বেচারা তাশখন্দীদের বিরুদ্ধা-চরণ করা আবশ্যক বিবেচনা করল।…

একমাত্র আমাদের পার্টিই সরকার ও তার দালালদের প্রতিবিপ্লবী আক্রমণের বিরুদ্ধে বিপ্লবী তাশখন্দ সোভিয়েতকে অকুণ্ঠ ও সোচ্চার সমর্থন জানিয়েছে।

এবং আমরা কি দেখতে পাচ্ছি?

তারপর মাত্র কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত হয়েছে, 'আবেগ স্তিমিত হয়েছে', এবং তাশখন্দ থেকে গতকাল যে প্রতিনিধি এখানে এসেছেন তিনি আমাদের তাশখন্দ 'ঘটনার' প্রকৃত ইতিবৃত্ত বিবৃত করলেন—দেখা গেল অস্থায়ী সরকারের

---

*পেরেকভাত্-জালিকভাত্স্কি—রুশ প্রহসন লেখক সালতিকভ-শচেদ্রিন লিখিত 'শহরের ইতিকথা' বইয়ের একটি চরিত্র।—অনুবাদক (ইং সং)।

দালালদের প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপ সত্ত্বেও তাশখন্দীরা সততার সঙ্গে বিপ্লবী কর্তব্য সাধন করেছেন।

শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েত তাশখন্দ কমরেডদের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে **সর্বসম্মতিক্রমে** প্রস্তাব পাশ করেছে এবং 'সমস্ত অংশের' সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে 'তাশখন্দ বিপ্লবী গণতন্ত্রের ন্যায্য দাবিগুলির প্রতি সমর্থন জানানোর জন্য সোভিয়েত তার পূর্ণ প্রস্তুতি প্রকাশ করেছে।' উপরন্তু, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের তরফ থেকে শিরোকভা তাঁর অভিমত ব্যাখ্যা করে ঘোষণা করেন যে তাঁর পার্টি বলশেভিক প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেবে।

তাহলে, তাশখন্দ সোভিয়েত থেকে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের প্রত্যাহার করে নেওয়াব কি হল? ঐ সোভিয়েতের 'প্রতিবিপ্লবী চরিত্র' ও 'কুৎসিৎ আচরণের' বিষয়েই বা কি হল?

এখন এ সমস্ত কিছুই বিস্মৃত হয়ে গেছে।...

খুব ভাল কথা, আমরা সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের এই হৃদয় পরিবর্তনকে স্বাগত জানাই। কোন দিন না হওয়ার চেয়ে বিলম্বে হওয়াও ভাল।

কিন্তু **দেলো নারোদার** নেতারা কি বুঝবেন যে, এক পক্ষকাল আগে যখন তাঁরা তাশখন্দ সোভিয়েতের দিক থেকে পৌরুষহীনভাবে পিছন ফিরে ছিলেন তখন নির্দয়ভাবে আত্মসংশোধন করেছেন?

রাবোচি পুৎ, সংখ্যা ২৭
৪ঠা অক্টোবর, ১৯১৭
স্বাক্ষরবিহীন

বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

সম্প্রতি অব্‌শচেস্থি দেলো পত্রিকায় বার্ৎসেভ বলেছেন 'কর্নিলভ ষড়যন্ত্র বলে কিছু ছিল না', যা ছিল তা হল সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বলশেভিকদের ও সোভিয়েতগুলিকে নির্মূল করার জন্য কর্নিলভ ও কেরেনস্কি সরকারের মধ্যে 'একটি চুক্তি মাত্র'। তাঁর মন্তব্যের সপক্ষে বার্ৎসেভ অব্‌শচেস্থি দেলোর ষষ্ঠ সংখ্যায় কয়েকটি দলিলসহ কর্নিলভের একটি 'বিশ্লেষণমূলক স্মারকলিপি' প্রকাশ করেছেন যা ষড়যন্ত্রের ইতিবৃত্ত উদ্ঘাটিত করছে। বার্ৎসেভের এই ভূমিকার আশু লক্ষ্য হল কর্নিলভের সপক্ষে অনুকূল হাওয়া সৃষ্টি করা এবং তাঁকে বিচার থেকে আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করা।

কর্নিলভের এই দলিলসমূহ যথেষ্ট বলে বিবেচনা করতে আমরা আদৌ ইচ্ছুক নই। এটা ঘটনা যে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ থেকে কর্নিলভ নিজেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করছেন, তা ছাড়াও তিনি ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত কিছু কিছু ব্যক্তি ও সংগঠনের উল্লেখ করেননি যেমন প্রথমেই বলা যায় সাধারণ সদর দপ্তরে অবস্থিত কোন কোন দূতাবাসের প্রতিনিধিদের কথা, সাক্ষীদের প্রদত্ত সাক্ষ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ষড়যন্ত্রে তাদের ভূমিকা কোনক্রমেই দ্বিতীয় সারির ছিল না। এও লক্ষ্য রাখতে হবে যে কর্নিলভের 'বিশ্লেষণমূলক স্মারক-লিপিটি' বার্ৎসেভ কর্তৃক পুলিশী-কাঁচিচালানোর পর প্রকাশিত, তিনি এর কিছু কিছু অংশ, সম্ভবতঃ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি বাদ দিয়ে দিয়েছেন। তৎসত্ত্বেও, তথ্যনির্ভর দলিল হিসাবে 'স্মারকলিপিটি' বেশ মূল্যবান এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সমমূল্যের তথ্যাদি দ্বারা এর বিরোধিতা হচ্ছে একে আমরা তথ্যনির্ভর সাক্ষ্যরূপেই গ্রহণ করব।

সুতরাং আমাদের পাঠকদের সামনে এই দলিল আলোচনা করা আমরা প্রয়োজন বলে মনে করি।

তাঁরা কারা?

কারা কর্নিলভের উপদেষ্টা ও উৎসাহদানকারী ছিলেন? তাঁর ষড়যন্ত্র-

মূলক পরিকল্পনা সর্বপ্রথম তিনি কাদের কাছে বিশ্বাস করে রেখেছিলেন?

কর্নিলভ বলেছেন, 'দেশের অবস্থা, তাকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাবলী গ্রহণ এবং সামরিক বাহিনীকে সম্পূর্ণ ধ্বংস থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনায় উপস্থিত থাকার জন্য আমি এম. রদ্‌জিয়াংকো, প্রিন্স জি. ল্ভব এবং পি. মিলিউকভকে আমন্ত্রণ করতে চেয়েছিলাম এবং সেইমতো ২৯শে আগস্টের মধ্যে অবশ্যই সাধারণ সদর দপ্তরে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে তারবার্তা পাঠাই।'

কর্নিলভের নিজের স্বীকৃতি থেকেই জানা যায় এঁরাই ছিলেন মুখ্য উপদেষ্টা। এঁরাই সব নন। উপদেষ্টা ও উৎসাহদানকারীরা ছাড়াও কর্নিলভের কিছু মুখ্য সহযোগী ছিলেন যাঁদের উপর তিনি আশা রেখেছিলেন, আস্থা স্থাপন করেছিলেন এবং যাঁদের সহযোগিতায় পরিকল্পনা কার্যকরী করার মতলব এঁটেছিলেন।

এটা শুনুন:

'সর্বোচ্চ অধিনায়ককে সভাপতি, কেরেনস্কিকে সহ-সভাপতি এবং স্যাভিনকভ, জেনারেল আলেক্সিয়েভ, এ্যাডমিরাল কোল্‌চাক ও ফিলোনেন্‌কোকে নিয়ে একটি "জাতীয় প্রতিরক্ষা পর্ষৎ" গঠনের প্রকল্প তৈরী করা হয়েছিল। যেহেতু এক ব্যক্তি ভিত্তিক একনায়কতন্ত্র অবাঞ্ছিত বলে বিবেচিত হয়েছিল সেহেতু যৌথ একনায়কতন্ত্র বলবৎ করার জন্য এই প্রতিরক্ষা পর্ষৎ গঠন। সুপারিশকৃত অন্যান্য মন্ত্রীদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী তাখ্‌তামাইশেভ, ত্রেতিয়াকভ, পোক্‌রোভস্কি, ইগ্‌নাতিয়েভ, আলাদিন, প্লেখানভ, ল্ভব এবং জাভইকো।'

এই হল মাননীয় ষড়যন্ত্রীদের অশুভ দল যাঁরা কর্নিলভকে উৎসাহ দিয়েছেন এবং তাঁর দ্বারা উৎসাহিত হয়েছেন, যাঁরা জনগণকে আড়াল করে গোপনে তাঁর সঙ্গে সলাপরামর্শ করেছেন এবং মস্কো-সম্মেলনে তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। পপুলার ফ্রিডম পার্টির প্রধান **মিলিউকভ**, গণ-পর্ষতের প্রধান **রদ্‌জিয়াংকো**, শিল্পপতিদের পাণ্ডা **ত্রেতিয়াকভ**, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি প্রতিরক্ষাবাদীদের মাথা **কেরেনস্কি**, মেনশেভিক প্রতিরক্ষাবাদীদের শিক্ষক **প্লেখানভ**, লণ্ডনের একটি অজ্ঞাতকুলশীল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি আলাদিন—এঁরাই হলেন কর্নিলভপন্থীদের আশা ও ভরসাস্থল, প্রতিবিপ্লবের হৃৎপিণ্ড ও শিরা-উপশিরা।

আমরা আশা করব যে ইতিহাস তাঁদের ভুলবে না এবং তাঁদের সমসাময়িকেরাই তাঁদের যথোপযুক্ত তিরস্কার করবে।

ওঁদের লক্ষ্য

ওঁদের লক্ষ্য ছিল 'সহজ ও সরল' : 'রাশিয়াকে রক্ষার' উদ্দেশ্যে 'সেনাবাহিনীর যুদ্ধক্ষমতা উন্নয়ন' এবং 'শক্তিশালী পশ্চাদ্‌ভূমি গড়ে তোলা।'

সেনাবাহিনীর যুদ্ধক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় হিসাবে কর্নিলভ বলেন,—

'সামরিক অভিযানের অকুস্থলেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা অবিলম্বে পুনঃপ্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করি।'

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র শক্তিশালী করে গড়ে তোলার উপায় নির্দেশ করে কর্নিলভ আরও বলেন,—

'মৃত্যুদণ্ড ও বৈপ্লবিক সামরিক আদালত বিধির প্রয়োগ দেশের অভ্যন্তরের জেলাগুলিতেও বিস্তৃত করার প্রয়োজনীয়তার দিকেও আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, এই অনুমান করে যে যতক্ষণ পর্যন্ত অভ্যন্তরের অসংযত অশিক্ষিত ও প্রচার দ্বারা প্রভাবিত সেনাবাহিনীর দ্বারা মদৎ পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর যুদ্ধ কুশলতার শ্রীবৃদ্ধি পুনরুদ্ধারের যে-কোন ব্যবস্থাই আকাঙ্খিত ফল দিতে ব্যর্থ হবে।'

এখানেই শেষ নয়। কর্নিলভের মতে—'যুদ্ধের লক্ষ্য অর্জনের জন্য'... তিন ধরনের বাহিনী প্রয়োজন : 'একদল যুদ্ধ পরিখায়, শ্রমিকবাহিনী এবং পশ্চাদ্‌ভূমিতে রেলওয়ে বাহিনী'। অন্য ভাষায় বলতে গেলে, অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা ও রেল ব্যবস্থায় সামরিক 'শৃংখলা' তার সমস্ত গুরুত্বসহ প্রসারিত করা 'প্রয়োজনীয়' অর্থাৎ এগুলির সামরিকীকরণ 'প্রয়োজনীয়'।

সুতরাং, রণাঙ্গনে মৃত্যুদণ্ড, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড, কল-কারখানা ও রেলওয়ের সামরিকীকরণ, দেশকে একটি 'সামরিক' শিবিরে পরিণত করা এবং মাথার চূড়ার মতো কর্নিলভের নেতৃত্বে একটি সামরিক একনায়কতন্ত্র গড়ে তোলা, এগুলি হল ষড়যন্ত্রকারী দলের লক্ষ্য এবং বাস্তবে তা ঘটছেও।

এই লক্ষ্যগুলি একটি বিশেষ 'প্রতিবেদনে' ব্যাখ্যাত হয়েছে যা মস্কো-সম্মেলনেও নিন্দিত হয়েছে। কর্নিলভের তারবার্তাসমূহ ও 'কর্নিলভের দাবি' শীর্ষক 'স্মারকলিপিতে' এগুলি দেখতে পাওয়া যাবে।

এই 'দাবিগুলি' কি কেরেনস্কি সরকারের জানা ছিল ?

নিঃসন্দেহে জানা ছিল।

কেরেনস্কি সরকার কি কর্নিলভের সঙ্গে একমত ছিল ?

স্পষ্টতঃই ছিল।

কর্নিলভ বলেছেন, 'সেনাবাহিনী ও সহযোগীদের মনোবল পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যবস্থাবলী সংক্রান্ত সাধারণ প্রতিবেদনটি স্বাক্ষর করে, যা ইতিমধ্যে স্যাভিনকভ ও ফিলোনেন্‌কো মহোদয়দের দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়েছিল, কেরেনস্কি, নেক্রাসভ ও তেরেশচেংকোকে নিয়ে গঠিত অস্থায়ী সরকারের একটি গোপন সভার সামনে আমি পেশ করি। প্রতিবেদনটি বিবেচিত হওয়ার পর আমাকে জানানো হয় যে, সরকার সুপারিশকৃত প্রতিটি ব্যবস্থার সঙ্গেই একমত, শুধু এর প্রয়োগের প্রশ্নে সরকারী ব্যবস্থাগুলির সঙ্গে সময়োপযোগী হওয়া প্রয়োজন।

এই একই কথা ২৪শে আগস্ট কর্নিলভকে স্যাভিনকভ বলেছিলেন: 'অস্থায়ী সরকার পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যে আপনার চাহিদাগুলি পূরণ করবে।'

কর্নিলভের এইসব অভিসন্ধি কি পপুলার ফ্রিডম পার্টির জানা ছিল ?

নিঃসন্দেহে তা ছিল।

পার্টি কি কর্নিলভের সঙ্গে একমত হয়েছিল ?

হয়েছিল, কারণ দেখা যাচ্ছে পপুলার ফ্রিডম পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র **রেচ**-এ প্রকাশ্যেই বলা হয়েছে পার্টি 'জেনারেল কর্নিলভের মতাদর্শের পূর্ণ অংশীদার ছিল।'

পপুলার ফ্রিডম পার্টি হল একটি বুর্জোয়া একনায়কতন্ত্রী পার্টি—একথা জোরের সঙ্গে যখন আমাদের পার্টি বলেছিল তখন ঠিকই করেছিল।

কেরেনস্কি সরকার হল এই একনায়কতন্ত্রের পর্দাস্বরূপ, সুস্পষ্টভাবে এই কথা বলেও আমাদের পার্টি যথার্থ কাজ করেছিল।

প্রথম আঘাত কর্নিলভপন্থীরা এখন খানিকটা সামলেছে, তাই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত চক্রান্তকারীরা 'সেনাবাহিনীর যুদ্ধ-দক্ষতার উন্নয়ন' ও 'শক্তিশালী পশ্চাদ্‌ভূমি গঠন' ইত্যাদি প্রসঙ্গে আবার বলতে শুরু করেছে।

শ্রমিক ও সৈনিকরা অবশ্যই স্মরণ রাখবেন যে 'সেনাবাহিনীর যুদ্ধ-দক্ষতার উন্নয়ন' ও 'শক্তিশালী পশ্চাদ্‌ভূমির প্রস্তুতিকরণের' অর্থ হল রণাঙ্গনে এবং পশ্চাদ্‌ভূমিতে মৃত্যুদণ্ড প্রবর্তন করা।

ওঁদের পদ্ধতি

ওঁদের পদ্ধতি ওঁদের লক্ষ্যের মতোই 'সহজ ও সরল'। বলশেভিকবাদকে

নিশ্চিহ্ন করা, সোভিয়েতগুলিকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া, পেত্রোগ্রাদকে বিশেষ সামরিক কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসা এবং ক্রোনস্তাদকে অস্ত্রহীন করা—এই ছিল পদ্ধতি। এক কথায়, বিপ্লবকে ধ্বংস করা। এ কারণেই তৃতীয় অশ্বারোহী বাহিনী প্রয়োজন হয়েছিল। এই লক্ষ্য সাধনের জন্যই বর্বর বাহিনী দরকার হয়েছিল।

পেত্রোগ্রাদ সামরিক কর্তৃত্বের চৌহদ্দি বিষয়ে আলোচনার পর কর্নিলভকে স্যাভিনকভ এই কথাগুলি বলেছিলেন:

'লাভর্ জর্জিয়েভিচ, এইভাবে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে অস্থায়ী সরকার আপনার চাহিদাগুলি কাযকরী করবে কিন্তু পেত্রোগ্রাদে সাংঘাতিক জটিলতা দেখা দিতে পারে এ কারণে সরকার ভীত। আপনি অবশ্যই জানেন, মোটামুটি-ভাবে ২৮ অথবা ২৯শে আগস্ট পেত্রোগ্রাদে বলশেভিকদের তীব্র তৎপরতার আশংকা করা হচ্ছে। অস্থায়ী সরকারের মাধ্যমে রূপায়িত আপনার দাবিগুলির প্রকাশ নিশ্চিতভাবে বলশেভিক তৎপরতার ক্ষেত্রে আরও উত্তেজনা সৃষ্টি করবে। যদিও আমাদের অধীনে এখন যথেষ্ট সৈন্যবাহিনীই আছে কিন্তু তাদের উপর আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারছি না; তাছাড়া এখনো আমরা জানি না নতুন আইনের প্রতি শ্রমিক ও সৈন্যদের ডেপুটিদের সোভিয়েত কি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবে। এরাও সরকারের বিরোধিতা করতে পারে এবং তা যদি করে তাহলে আমাদের সৈন্যদের উপর আস্থা রাখতে আমরা সক্ষম হব না। আমি তাই আগস্টের শেষাশেষি তৃতীয় অশ্বারোহী বাহিনীকে পেত্রোগ্রাদে আনা এবং অস্থায়ী সরকারের অধীনে রাখার জন্য আদেশ দেওয়ার অনুরোধ আপনাকে করব। বলশেভিকরা ছাড়াও যদি শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েত তৎপরতা শুরু করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও আমাদের অভিযান করতে হবে।'

স্যাভিনকভ আরও বলেন, এই অভিযান অত্যন্ত দৃঢ় ও নিষ্ঠুর হবে। এর উত্তরে কর্নিলভ জানালেন যে তিনি 'আর কোনও অভিযানের কথা ভাবতে পারছেন না; একমাত্র যদি বলশেভিক এবং শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েত তৎপরতা শুরু করে তাহলে চরমতম উদ্যোগ দিয়ে তা দমন করা হবে।'

এই অভিযান সরাসরি কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে কর্নিলভ তৃতীয় অশ্বারোহী বাহিনী ও স্থানীয় বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ক্রাইমভকে 'দুটি দায়িত্ব' দিয়ে নিয়োগ করলেন:

'(১) আমার (কর্নিলভ) থেকে সংবাদ পেয়ে অথবা ঘটনাস্থলে বল-

শেভিকদের তৎপরতা শুরু হওয়ার খবর পাওয়া মাত্র তাকে তৎক্ষণাৎ পেত্রো-গ্রাদে সেনাবাহিনী পরিচালনা করতে হবে এবং শহর দখল করে বলশেভিক আন্দোলনের সঙ্গে পেত্রোগ্রাদ সেনা শিবিরের যে সমস্ত দল যুক্ত হবে তাদের অস্ত্রহীন করা, পেত্রোগ্রাদের অসামরিক লোকজনের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া এবং সোভিয়েতগুলি ভেঙে দেওয়া ইত্যাদি কাজগুলি সমাধা করতে হবে ;

'(২) এই দায়িত্ব কার্যকরী করার জন্য জেনারেল ক্রাইমভকে গোলন্দাজ বাহিনী সহ এক ব্রিগেড সৈন্য ওরানিয়েনবামে পাঠাতে হবে, যারা পৌঁছেই ক্রোন্‌স্তাদ্‌ সৈন্যদলকে শিবির ভেঙে দিতে আহ্বান জানাবে এবং মূল জায়গায় অতিক্রম করে যাবে।

' 'ক্রোন্‌স্তাদ্‌ সৈন্য শিবির ভেঙে দেওয়া ও সৈন্যদলের স্থানত্যাগ সম্পর্কিত প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন ৮ই আগস্ট পাওয়া গেছে এবং প্রধানমন্ত্রীর বিবরণী সহ এই সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন নৌবাহিনীর সদর দপ্তর কর্তৃক এ্যাডমিরাল ম্যাক্সিমভের চিঠির সাথে সর্বোচ্চ সমর দপ্তরের প্রধানের কাছে পাঠানো হয়েছে।'

দুষ্ট চক্রান্তকারীদল বিপ্লব ও তার বিজয়ের বিরুদ্ধে এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল।

কেরেনস্কি সরকার যে শুধু এই নারকীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত ছিল তা নয় বরং এর প্রসারে অংশগ্রহণ করেছিল এবং কর্নিলভের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কার্যকরী করার প্রস্তুতি চালাচ্ছিল।

তৎকালীন যুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী স্তাভিনকভ প্রকাশ্যে এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন এবং তাঁর সর্বজনবিদিত বিবৃতি এখানো পর্যন্ত কারও দ্বারা খণ্ডিত হয়নি।

বিবৃতিটি নিম্নরূপ :

'সঠিক ঐতিহাসিক নজিরের স্বার্থে আমি ঘোষণা করা কর্তব্য বোধ করছি যে, পেত্রোগ্রাদে সামরিক আইন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অশ্বারোহী বাহিনী পাঠাতে এবং অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উদ্যোগকে, তা সে যে-কোন মহল থেকেই আসুক, দমন করতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আপনাকে (কর্নিলভকে) অনুরোধ জানিয়েছিলাম।...'

সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়েছে নিশ্চয়ই।

ক্যাডেট পার্টি কি কর্নিলভের চক্রান্তের বিষয় জানত ?

নিঃসন্দেহে জানত।

কর্নিলভ বিদ্রোহের অব্যবহিত আগে এই পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র রেচ অতি যত্নসহকারে 'বলশেভিক অভ্যুত্থানের' প্ররোচনামূলক গুজব রটনা করে চলছিল এবং এইভাবে কর্নিলভের পেত্রোগ্রাদ ও ক্রোন্‌স্তাদ্‌ আক্রমণে পথ প্রস্তুত করেছিল।

তাছাড়া কর্নিলভের 'স্মারকলিপি' থেকে দেখা যাচ্ছে মাক্‌লাকভ নামে ক্যাডেট পার্টির একজন প্রতিনিধি পেত্রোগ্রাদ আক্রমণের পরিকল্পনা রচনার সময় স্যাভিনকভ ও কর্নিলভের মধ্যে বৈঠকগুলিতে 'সশরীরে' অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমরা যতদূর জানি, অস্থায়ী সরকারে বা তার অধীনে তখন মাক্‌লাকভ কোন পদেরই অধিকারী ছিলেন না। তাঁর পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে ছাড়া আর কোন্ অধিকারে তিনি এই বৈঠকগুলিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন ?

এগুলি সত্য ঘটনা।

কেরেনস্কি সরকার বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবী সরকার, যারা কর্নিলভ দলের উপর নির্ভরশীল এবং শেষোক্তদের সঙ্গে তফাৎ হল কোন কোন বিষয়ে প্রথমোক্তরা 'অব্যবস্থিত চিত্ত', দৃঢ়ভাবে এই মূল্যায়ন রেখে আমাদের পার্টি ঠিক মূল্যায়নই করেছিল।

প্রতিবিপ্লবের আদর্শগত ও রাজনীতিগত ধারাগুলি সব ক্যাডেট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে সম্মিলিত হয়েছে, আমাদের পার্টির এই দৃঢ় মূল্যায়ন সঠিক ছিল।

পেত্রোগ্রাদ ও মগিলেভ ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিবিপ্লবী পরিকল্পনা যদি ব্যর্থ হয়ে থাকে তবে তা কেরেনস্কি ও কর্নিলভ বা মাক্‌লাকভ ও স্যাভিনকভের দোষে নয় বরং ব্যর্থ করে দেওয়ার মূলে ছিল সেই সোভিয়েতগুলি, যেগুলি তারা 'ভেঙেচুরে' দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছিল কিন্তু সেগুলিকে প্রতিরোধ করার মতো যথেষ্ট সামর্থ্য তাদের ছিল না।

এখন কর্নিলভ দল পুনরুজ্জীবিত হয়েছে, সমঝওতাবাদীদের সহায়তায় রাষ্ট্রক্ষমতায় স্থান করে নিয়েছে, তাই সোভিয়েতগুলির সঙ্গে লড়াই করার প্রশ্ন আবার উত্থাপিত হচ্ছে। শ্রমিক ও সৈনিকদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে কর্নিলভদের সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোভিয়েতগুলিকে তাঁরা যদি সমর্থন না করেন তাহলে এক সামরিক একনায়কতন্ত্রের লৌহকঠিন পায়ের তলায় নিপতিত হওয়ার ঝুঁকি তাঁরা নেবেন।

কর্নিলভ ও মিলিউকভ, আলাদিন ও ফিলোনেনকো, কেরেনস্কি ও প্রিন্স লভব, রদজিয়াংকা ও স্যাভিন্কভ প্রমুখ ষড়যন্ত্রকারীরা বিপ্লবের বিরুদ্ধে যে 'যৌথ একনায়কতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন তার স্বরূপ কি? কোন্ রাজনৈতিক আবরণে তাঁরা একে আবরিত করতে চান?

এই 'যৌথ একনায়কতন্ত্রের' প্রতিষ্ঠা ও সাবলীলভাবে কার্যকরী রূপ দেওয়ার জন্য কি ধরনের রাজনৈতিক সংগঠন তাঁরা প্রয়োজন মনে করেছিলেন?

নথিপত্র নিজের সপক্ষে কি বলছে দেখা যাক।

'জেনারেল কর্নিলভ ফিলোনেনকোকে জিজ্ঞাসা করেন, সামরিক একনায়কতন্ত্র ঘোষণা করা এই সংকটজনক পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র উপায় হিসাবে তিনি মনে করেন কিনা।

'ফিলোনেনকো উত্তরে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে প্রশ্নটির বস্তুসম্মত বিচার করে একনায়করূপে জেনারেল কর্নিলভকে একমাত্র ব্যক্তি হিসাবে তিনি কল্পনা করতে পারছেন। কিন্তু এক-ব্যক্তি ভিত্তিক একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফিলোনেনকো নিম্নোক্ত প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলেন। রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জেনারেল কর্নিলভের যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব আছে, অতএব তাঁর একনায়কতন্ত্রে যাকে বলা হয় ষড়যন্ত্র তা দেখা দিতে পারে। গণতন্ত্রী ও প্রজাতন্ত্রী প্রতিনিধিরা এর প্রতিবাদ করতে বাধ্য হবে অর্থাৎ এক-ব্যক্তি ভিত্তিক একনায়কতন্ত্রেরও বিরোধিতা করবে।

'**জেনারেল কর্নিলভ:** যখন দেখা যাচ্ছে সরকার কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করছে না তখন কি করা হবে?

'**ফিলোনেনকো:** একটি পরিচালন সংস্থা গঠন অন্যতম উপায় হতে পারে। সরকারের মধ্যেই কয়েকজন অসাধারণ মানসিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি নিয়ে একটি যুদ্ধ-সংক্রান্ত মন্ত্রণালয় গঠন করা প্রয়োজন। এই মন্ত্রণালয়কে 'জাতীয় প্রতিরক্ষা পর্ষদ' বা অন্য কোন নামও দেওয়া যেতে পারে, নামে কিছু আসে যায় না, এর মধ্যে একান্ত অপরিহার্য শর্ত হিসাবে কেরেনস্কি, জেনারেল কর্নিলভ ও স্যাভিন্কভকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই ছোট্ট মন্ত্রিপর্ষদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত দেশের প্রতিরক্ষা। এই আকারেই পরিচালন সংস্থা গঠনের পরিকল্পনা সরকারের কাছে গ্রহণীয় হতে হবে।

'**কর্নিলভ:** আপনি ঠিক বলেছেন। প্রয়োজন হল একটি পরিচালন সংস্থা এবং তা যত শীঘ্র সম্ভব...' (**নোভোয়ি ভ্রেমিয়া**)।

আরও দৃষ্টান্ত:

'সেনাবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষকে সভাপতি, এ. এফ. কেরেনস্কিকে সহ-সভাপতি এবং স্যাভিনকভ, জেনারেল আলেক্সিয়েভ, এ্যাডমিরাল কোল্‌চাক ও ফিলো-নেনকো প্রমুখ সদস্যকে নিয়ে 'জাতীয় প্রতিরক্ষা পর্ষদ' গঠনের একটি পরিকল্পনা করা হয়।

'যেহেতু স্থির হয় এক-ব্যক্তি কেন্দ্রীক একনায়কতন্ত্র গড়ে তোলা অবাঞ্ছিত হবে সে কারণেই এই প্রতিরক্ষা পর্ষদ যৌথ একনায়কতন্ত্র প্রয়োগ করবে' (**অব্‌শচেস্থি দেলো**)।

কর্নিলভ-কেরেনস্কি 'যৌথ একনায়কতন্ত্রে'র আবরণের জন্য এই **পরিচালন সংস্থা** রাজনৈতিক পদ্ধতিরূপে ব্যবহৃত হয়।

এখন প্রত্যেকের কাছেই এবিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে কর্নিলভ 'বিদ্রোহের' ব্যর্থতার পর এই পরিচালন সংস্থা গঠন করে ভিন্ন উপায়ে কেরেনস্কি **সেই একই কর্নিলভ একনায়কতন্ত্র** প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট ছিলেন।

এখন সকলের কাছে স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, জরাজীর্ণ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি যখন তার বহু ঘোষিত নৈশ অধিবেশনে কেরেনস্কির পরিচালন সংস্থার সপক্ষে ঐক্যমত ঘোষণা করল তখন কার্যতঃ জেনারেল কর্নিলভের প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রের পক্ষেই মত প্রকাশ করল।

দেলো নারোদার পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিরা, নিজেরা সম্যক উপলব্ধি না করেই, কেরেনস্কির পরিচালন সংস্থার সপক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে যখন মুখে ফেনা তুলে ফেলছিলেন তখন তাঁরা যে গুপ্ত ও প্রকাশ্য কর্নিলভপন্থীদের আনন্দবর্ধন করার উদ্দেশ্যে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন তাও প্রত্যেকের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত।

পরিচালন সংস্থা যে প্রতিবিপ্লবী একনায়কতন্ত্রের একটি মুখোস মাত্র এই মূল্যায়ন ঘোষণা করে আমাদের পার্টি তখন ঠিক কাজই করেছিল।

কিন্তু একমাত্র এই পরিচালন সংস্থা 'আপনাদের খুব বেশি দূর নিয়ে যেতে পারে না'। প্রতিবিপ্লবী শিবিরের পণ্ডিতব্যক্তিরা অনুভব না করে পারেননি যে, যে দেশ একবার গণতন্ত্রের ফলশ্রুতির স্বাদ গ্রহণ করেছে তাকে কোনরকম 'গণতান্ত্রিক' আচ্ছাদন ছাড়া শুধুমাত্র এই পরিচালন সংস্থার মাধ্যমে 'শাসন'

করা অসম্ভব। হাঁ! একটি 'যৌথ একনায়কতন্ত্র' যার বাহ্য রূপ হল পরিচালন সংস্থা! কিন্তু এমন নগ্নভাবে কেন? 'প্রাক্-পার্লামেণ্ট' ধরনের একটা আচ্ছাদন দিয়ে একে আবরিত করা কি ভাল নয়? একটি 'গণতান্ত্রিক প্রাক্-পার্লামেণ্ট' থাকুক এবং যতক্ষণ পর্যন্ত পরিচালন সংস্থার হাতে রাষ্ট্রযন্ত্র থাকবে ততক্ষণ সেখানে বক্‌বক্ চলুক না! আমরা জানি যে কর্নিলভের অ্যাটর্নি মিঃ জাভইকো, লণ্ডনের একটি অজ্ঞাতকুলশীল সংস্থার প্রতিনিধি মিঃ আলাদিন, মিলিউকভের বন্ধু কর্নিলভ 'স্বয়ং' পরিচালন সংস্থার আশ্রয় ও আবরণ হিসাবে এই 'প্রাক্-পার্লামেণ্টের' সুপারিশ সর্বপ্রথম পেশ করেন এবং বলেন এই পরিচালন সংস্থা 'প্রাক্-পার্লামেণ্টের' কাছে 'দায়বদ্ধ' (রসিকতা নয়!) থাকবে।

দেখা যাক দলিলপত্র কি বলছে।

'পরিচালন সংস্থা গঠনের জন্য চাপ দেওয়ার সময় জেনারেল কর্নিলভ ও তাঁর সঙ্গীরা চিন্তা করেননি যে পরিচালন সংস্থা দেশের কাছে দায়বদ্ধ হবে না।

'সংবিধান-সভা আহ্বান সাপেক্ষ একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা গঠনের আলাদিনের প্রস্তাবের গোঁড়া সমর্থকদের মধ্যে এম. এম. ফিলোনেনকো ছিলেন অন্যতম।

'আলাদিনের চিন্তাভাবনা অনুসারে এই প্রতিনিধি সংস্থা চতুর্থ রাজ্য-ডুমা (দক্ষিণপন্থী ও নিষ্ক্রিয় সদস্যরা বাদে), প্রথম তিনটি ডুমার বামপন্থী সদস্যরা, শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের (পার্টিগুলির প্রতিনিধিত্বের সীমাবদ্ধতা ছাড়াই) সোভিয়েতের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধিবৃন্দ প্রভৃতিদের নিয়ে গঠিত হবে এবং ব্রেশকো-ব্রেশকোভ্‌স্কায়া, ক্রপোটকিন, ফিগ্‌নার প্রমুখের মতো দশ থেকে কুড়িজন প্রথম সারির বিপ্লবী নেতাকে প্রতিনিধি সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত সদস্যরূপে গ্রহণ করা হবে। এই হল 'প্রাক্-পার্লামেণ্ট' গঠনের চিন্তাধারা যা প্রথম এ. এফ. আলাদিন কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়েছিল' (**নোভোয়ি ভ্রেমিয়া**)।

এইভাবে, যে 'প্রতিনিধি সংস্থার' কর্নিলভ-কেরেনস্কির 'যৌথ একনায়কতন্ত্রের' গণতান্ত্রিক খুঁটি হিসাবে ভূমিকা গ্রহণের কথা ছিল তা '**প্রাক্-পার্লামেণ্টে**' পরিণত হল।

এই 'প্রাক্-পার্লামেণ্ট' হল একটি সংস্থা যার কাছে সংবিধান-সভা 'আহ্বান সাপেক্ষে' সরকার 'দায়বদ্ধ' থাকবে; **সংবিধান-সভা** আহ্বান না করা পর্যন্ত

তার বিকল্প হল এই 'প্রাক্-পার্লামেণ্ট'; যদি সংবিধান-সভা আহ্বান স্থগিত রাখা হয় তাহলেও তার একমাত্র বিকল্প হল 'প্রাক্-পার্লামেণ্ট'; সংবিধান সভার আহ্বান **স্থগিত রাখার** 'আইনগত ভিত্তি' (আইন ব্যবসায়ী মহাশয়রা ! আনন্দ করুন) **যোগান** দেওয়ার দায়িত্বও এই প্রাক্-পার্লামেণ্টের; 'সংবিধান-সভা' আহ্বানের বিষয়টি সমূলে **বিনষ্ট করার হাতিয়ার** হল এই 'প্রাক্-পার্লামেণ্ট'—এই হল বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিবিপ্লবী 'গণতন্ত্রের' সারমর্ম।

এখন প্রত্যেকের কাছে সুস্পষ্ট হওয়া উচিত যে, কর্নিলভের 'প্রাক্-পার্লামেণ্ট 'অনুমোদন' করার অর্থ হল, যার অধিবেশন দুদিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, কেরেনস্কি কর্তৃক বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের **প্রতিবিপ্লবী পরিকল্পনা** কোন না-কোন উপায়ে নিছক কার্যকরী করা।

এ সত্যও এখন পরিষ্কার যে 'প্রাক্-পার্লামেণ্ট' সংগঠিত করে এবং এই উদ্দেশ্যে বহু জাল জুয়াচুরি করে অ্যাভক্সেন্তিয়েভ ও দান প্রমুখরা বিপ্লব ও তার বিজয়ের বিরুদ্ধে কর্নিলভপন্থাদের হয়ে গোপনে ও প্রকাশ্যে কাজ করেছেন।

সংবিধান-সভা আহ্বান করে এবং একই সঙ্গে কর্নিলভ 'প্রাক্-পার্লামেণ্ট কে সমর্থন জানিয়ে **দেলো নারোদার** পণ্ডিতম্মন্যরা যে সংবিধান-সভা বিনষ্টি-করণের সপক্ষে কাজ করেছেন তা আজ সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত।

সেরেতেলি ও চেরনভ, অ্যাভক্সেন্তিয়েভ ও দান প্রমুখ 'গণতান্ত্রিক সম্মেলনের' 'দায়িত্বশীল' বুকনিবাজরা বড়জোর **কর্নিলভের ছাত্র** হওয়ার উপযুক্ত যোগ্যতা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছেন।

প্রথম সিদ্ধান্ত

আলোচিত প্রমাণপত্রাদি থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান যে 'কর্নিলভের ব্যাপার' অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহ' নয় বা এক উচ্চাভিলাষী সেনাধ্যক্ষের 'দুঃসাহসিক অভিযান'ও নয়, বরং বিপ্লবের বিরুদ্ধে একটি সংগঠিত, সম্পূর্ণ সুপরিকল্পিত ও পাকাপোক্ত ষড়যন্ত্র।

সেনাধ্যক্ষ, ক্যাডেট পার্টির প্রতিনিধি, মস্কোর 'রাজনীতিজ্ঞদের' প্রতিনিধি, অস্থায়ী সরকারের 'অত্যুৎসাহী' সদস্য এবং—সবশেষে কিন্তু কোন অংশে কম

নয়!—কোন কোন দূতাবাসের কিছু কিছু প্রতিনিধি (যাঁদের সম্পর্কে কর্নিলভের 'স্মারকলিপি' সম্পূর্ণ নীরব) প্রমুখ প্রতিবিপ্লবী ব্যক্তিরা এই ষড়যন্ত্রের সংগঠক ও উৎসাহদানকারীদের মধ্যে রয়েছেন।

এক কথায়, মস্কো-সম্মেলনে 'রাশিয়ার স্বীকৃত নেতা' রূপে কর্নিলভকে যাঁরা 'অতি উৎসাহে' অভিনন্দন জানিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই।

'কর্নিলভ ষড়যন্ত্র' হল রাশিয়ার বিপ্লবী শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে, শ্রমিক ও কৃষকদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের ষড়যন্ত্র।

এই ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য হল বিপ্লবকে ধ্বংস করা এবং সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের একনায়কতন্ত্র-প্রতিষ্ঠা করা।

ষড়যন্ত্রকারীদের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্নতা ছিল কিন্তু তা সামান্য এবং পরিমাণগত। 'সরকারী ব্যবস্থাবলীর উদ্যোগের' সঙ্গে সেগুলি সম্পর্কিত: কেরেনস্কি চেয়েছিলেন সতর্ক ও চতুর্দিক লক্ষ্য রেখে কাজ করতে আর কর্নিলভ চেয়েছিলেন 'দ্রুতবেগে ধ্বংস করতে'। নির্বোধ মানুষদের সামনে প্রলোভন সৃষ্টির জন্য 'গণতান্ত্রিক' প্রাক্-পার্লামেন্টের আচ্ছাদনে পরিচালন সংস্থার 'যৌথ একনায়কতন্ত্রের' কাঠামোকে আচ্ছাদিত করে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য চরিতার্থ করায় এঁরা সকলেই ঐক্যমত ছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের একনায়কতন্ত্রের পরিচয়জ্ঞাপক লক্ষণ কি?

সর্বপ্রথম, এই ধরনের একনায়কতন্ত্রের অর্থ হল শান্তিকামী সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষের উপর কলহপরায়ণ শোষণকারী মুষ্টিমেয়ের শাসন। কর্নিলভের 'স্মারকলিপিটি' পড়ুন. সরকারী সদস্যদের সঙ্গে 'আলোচনা বৈঠকের' প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন আপনি দেখতে পাবেন সেখানে আছে বিপ্লব দমনের ব্যবস্থাবলী, বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার পদ্ধতি-গুলি এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করার প্রসঙ্গগুলি কিন্তু জমির দাবিতে সোচ্চার কৃষক, রুটির দাবিতে সামিল শ্রমিক ও শান্তির জন্য উৎকণ্ঠিত নাগরিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সম্পর্কে একটি কথাও সেখানে খুঁজে পাবেন না। তা ছাড়াও 'স্মারকলিপিটি' এই চিন্তার উপর রচিত যে যখন মুষ্টিমেয় একদল নিরঙ্কুশ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির হাতে সমস্ত রাষ্ট্রক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে তখন জনগণকে অবশ্যই লোহার সাঁড়াশী দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ, সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের একনায়কতন্ত্র হল জনগণকে প্রতারিত

করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত অবৈধ, গুপ্ত ও ছদ্মাবরিত একনায়কতন্ত্র। 'স্মারক-লিপিটি' পড়ুন, বুঝতে পারবেন কি ঐকান্তিকতার সঙ্গে ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের দুষ্ট পরিকল্পনা ও লোকচক্ষুর অন্তরালে কাজকর্ম শুধু জনগণের কাছে নয় এমনকি তাদের সরকারী সহকর্মী ও পার্টি-'বন্ধুদের' কাছেও গোপন রাখার প্রচেষ্টা করেছে। জনগণকে ঠকাবার জন্যে এই 'গণতান্ত্রিক' প্রাক্-পার্লামেন্টের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, কেননা রণাঙ্গনে ও পশ্চাদ্‌ভূমিতে যেখানে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী রয়েছে সেখানে কোন্ গণতন্ত্র থাকতে পারে? জনগণকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে দেখানো হচ্ছে যে 'রুশ জনগণতন্ত্র' সুরক্ষিত রাখা হয়েছে; কিন্তু পাঁচজন একনায়কের একটি দল যখন নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী তখন কি 'জনগণতন্ত্রে'র অস্তিত্ব থাকতে পারে?

পরিশেষে, সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের একনায়কতন্ত্র হল জনগণের উপর দমনপীড়নের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একনায়কতন্ত্র। জনগণের উপর নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে দমনপীড়ন চালানো ছাড়া এই একনায়কতন্ত্রের পিছনে কোন 'বিশ্বস্ত' সমর্থন থাকা সম্ভব নয়। রণাঙ্গনে এবং পশ্চাদ্‌ভূমিতে মৃত্যুদণ্ডবিধি, কল-কারখানা ও রেলপথগুলির সামরিকীকরণ, ফায়ারিং স্কোয়াড—এইগুলি হল হাতিয়ার যা এই জাতীয় একনায়কতন্ত্রের অস্ত্রাগার গড়ে তুলেছে। 'গণতন্ত্রের' নামে প্রতারণা ও তার সঙ্গে দমনপীড়ন এবং 'গণতান্ত্রিক' প্রতারণার দ্বারা আড়াল করা দমনপীড়ন—এই হল সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের একনায়কতন্ত্রের প্রথম ও শেষ কথা।

মোটকথা এই জাতীয় এক একনায়কতন্ত্র ষড়যন্ত্রকারীরা রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত

কিছু পাণ্ডাব্যক্তির দুষ্ট অভিপ্রায়ের মধ্যে ষড়যন্ত্রের কারণগুলি সন্ধান করায় আমরা কোনমতেই আগ্রহী নই। উদ্যোগীদের ক্ষমতালিপ্সার জন্য এই ষড়যন্ত্র এই অভিধা দিতেও আমরা বিন্দুমাত্র ইচ্ছুক নই। প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রের মূল কারণগুলি আরও গভীরে নিহিত। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরিস্থিতির মধ্যেই তাদের সন্ধান করতে হবে। যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে এর সন্ধান করে যেতে হবে। জুন মাসে অস্থায়ী সরকার কর্তৃক অনুসৃত সীমান্তে আক্রমণের পরিচালনা করার নীতির মধ্যেই এর কার্যকারণ নিহিত রয়েছে এবং যে মাটি থেকে

প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে তা আমাদের সন্ধান করে বের করতেই হবে। যুদ্ধে লিপ্ত প্রতিটি দেশেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আবহাওয়ায় আক্রমণাত্মক নীতি স্বাধীনতা বিলোপ, সামরিক আইন জারী, 'লৌহ-কঠোর শৃংখলা' প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করে; কারণ যখন স্বাধীনতার প্রাচুর্য থাকে তখন বিশ্বব্যাপী শিকারে নিযুক্ত রক্তশোষক খুনীদের দ্বারা পরিচালিত কসাইখানায় বলপূর্বক ছাড়া জনগণকে তাড়িয়ে নিয়ে হাজির করা অসম্ভব। এদিক থেকে রাশিয়া ব্যতিক্রম হতে পারে না।

জুন মাসে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র এবং অভ্যন্তরীণ ও মিত্রশক্তির চাপে সীমান্তে আক্রমণাত্মক অভিযানের ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রতিবাদ না করে সৈন্যরা অভিযানে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করল। সেনাদলগুলিকে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এইসব ব্যবস্থাবলী অকার্যকরী প্রমাণিত হয়ে যায়। ফলে সেনাবাহিনীকে 'যুদ্ধের অনুপযুক্ত' বলে ঘোষণা করা হয়। সেনাবাহিনীর 'সামরিক যোগ্যতার সমুন্নতির জন্য' কর্নিলভ (এবং কেবলমাত্র কর্নিলভই নয়!) রণাঙ্গনে মৃত্যুদণ্ড চালু করা এবং প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে সৈনিকদের সভা ও সমাবেশ নিষিদ্ধ করার দাবি করেন। দেশের অভ্যন্তরে সৈনিক ও শ্রমিক-সাধারণ এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে এবং তার ফলে রণাঙ্গনের সৈনিকদের বিক্ষোভও তীব্রতা লাভ করে। প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে রণাঙ্গনের সেনাধ্যক্ষ্যরা বুর্জোয়াদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে দেশের অভ্যন্তরেও মৃত্যুদণ্ড বিধির প্রসার এবং কল-কারখানা, রেলপথ প্রভৃতির সামরিকীকরণ দাবি করে। একনায়কতন্ত্র ও ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা এইসব ব্যবস্থাবলীর অনিবার্য ফলশ্রুতি মাত্র। 'লৌহ-কঠোর শৃংখলার পুনঃপ্রবর্তন' ও প্রতিবিপ্লবের অভ্যুত্থানের এই হল সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত যা কর্নিলভের 'স্মারকলিপিতে' ছবির মতো বর্ণিত আছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে সামরিক অভিযান পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা হতে উদ্ভূত যুদ্ধসীমান্ত থেকে প্রতিবিপ্লবের আমদানী। ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য হল ইতোমধ্যেই ক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবকে সংগঠিত ও আইনানুগ করা এবং সমগ্র রাশিয়ায় তা ছড়িয়ে দেওয়া।

জুন মাসের প্রথমদিকে যখন মোর্চার সহযোগীদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় 'আশু' অভিযান দাবি করেছিল তখন কোন্‌দিকে তারা যাচ্ছে তা জারের তৃতীয় ডুমার কট্টরপন্থীরা জানত। প্রতিবিপ্লবের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এইসব পুরানো ঘুঘুরা এও জানত যে সামরিক অভিযানের নীতি অনিবার্যভাবে

প্রতিবিপ্লবের পথে পরিচালিত করবে।

সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসের সামনে ঘোষণা রাখতে গিয়ে আমাদের পার্টি যখন সতর্ক করে দিয়ে বলেছিল যে সীমান্তে সামরিক অভিযান বিপ্লবের প্রতি মারাত্মক আঘাত রূপে দেখা দেবে তখন সম্পূর্ণ ঠিক মূল্যায়নই করেছিল।

আমাদের পার্টির ঘোষণাকে নস্যাৎ করে দিয়ে রক্ষণশীল নেতারা আরেকবার তাদের রাজনৈতিক অপরিপক্বতা এবং সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের উপর আদর্শগত নির্ভরতা প্রমাণ করলেন।

এ থেকে কি দাঁড়াল ?

কেবলমাত্র একটিই সিদ্ধান্ত হতে পারে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা ও আক্রমণাত্মক অভিযানের নীতি থেকে উদ্ভূত প্রতিবিপ্লবের অনুসঙ্গরূপে ষড়যন্ত্র দেখা দিয়েছিল। এই যুদ্ধ এবং এই নীতি যতদিন চালু থাকবে ততদিন প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রের আশংকা সর্বদাই থাকবে। এই বিপদ থেকে বিপ্লবকে রক্ষা করতে গেলে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বন্ধ করতেই হবে, যুদ্ধাভিযানের নীতির সম্ভাবনাকে অবশ্যই বিলুপ্ত করে দিতে হবে এবং এক গণতান্ত্রিক শান্তি নিশ্চিতরূপে অর্জন করতে হবে।

তৃতীয় সিদ্ধান্ত

কর্নিলভ এবং তাঁর 'সঙ্গীসাথীদের' গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সরকার নিয়োজিত অনুসন্ধান কমিটি 'অতি দ্রুতগতিতে' কাজ করছে। অস্থায়ী সরকার সর্বোচ্চ বিচারকরূপে নিজেকে দেখাতে চাইছে। কর্নিলভ ও তাঁর সঙ্গীসাথীরা 'বিদ্রোহী'র ভূমিকা এবং রেচ ও নোভোয়ি ভ্রেমিয়ার ভদ্রলোকেরা কর্নিলভের পক্ষে মন্ত্রণাদানকারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে বলে বলা হচ্ছে। সংবাদ সম্পর্কে অত্যুৎসাহীরা বলছে, 'এই বিচারটা বেশ আগ্রহোদ্দীপক হবে'। দেলো নারোদা ভাবগম্ভীর ভাব নিয়ে মন্তব্য করেছে, 'এই বিচারের পরিণতিতে বহু গুরুত্বপূর্ণ সত্য ঘটনা উদ্ঘাটিত হবে।'

কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ? অবশ্যই, বিপ্লবের বিরুদ্ধে! কিন্তু বিপ্লব কোথায় ? তাহলে অবশ্যই অস্থায়ী সরকারের মধ্যে, কারণ বিদ্রোহ অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে আয়োজিত হয়েছিল। এবং এই বিপ্লবের মধ্যে কারা রয়েছে ? এর মধ্যে রয়েছে সেই 'সনাতন' কেরেনস্কি, ক্যাডেট পার্টির প্রতিনিধিবৃন্দ, মস্কোর 'রাজনীতিজ্ঞদের' প্রতিনিধিরা এবং জনৈক স্যার—, যিনি

এই ভদ্রলোকদের পিছনে ছিলেন। প্রথম দল বলছে: 'কর্নিলভকে বর্জন করা হয়েছে।' দ্বিতীয় দল বলছে: 'কর্নিলভ-এর সঙ্গে যুক্ত হয়নি। তাঁকে কাঠগড়ায় উপস্থাপিত করা হয়েছে।'···

এখানেই যবনিকাপাত করা যাক। সত্যই কর্নিলভ বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এঁটেছিলেন। কিন্তু তিনি তো একা ছিলেন না। তাঁর পিছনে উৎসাহ-দানকারী রূপে ছিলেন মিলিউকভ ও রদ্‌জ্রিয়াংকো, ল্‌ভব ও মাক্‌লাকভ, ফিলোনেনকো ও নবোকভ। তাঁর সঙ্গে সহযোগী ছিলেন কেরেনস্কি ও স্তাভিনকভ, আলেক্সিয়েভ ও কালেদিন। এটা কি অবিশ্বাস্য গল্পের মতো শোনোচ্ছে না যে এইসব ভদ্রলোক ও তাঁদের সমগোত্রীয়রা এখন নির্বিকার চিত্তে বেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এবং শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাই নয়, 'স্বয়ং' কর্নিলভের তৈরী সংবিধানের আওতায় দেশ 'শাসন' করছেন? তাছাড়া কর্নিলভের প্রতি রুশ, ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের সমর্থন ছিল এবং তাদের স্বার্থ-রক্ষার জন্যই এখন এইসব কর্নিলভপন্থী সহযোগীরা দেশ 'শাসন' করছেন। সুতরাং একা কর্নিলভের বিচার হওয়া যে একটি অকিঞ্চিৎকর ও হাস্যকর প্রহসন তা কি সুস্পষ্ট নয়? অপরপক্ষে, বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে প্রধান অপরাধী সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের বিচারের কাঠগড়ায় কি করেই-বা আনা যাবে? বিচার মন্ত্রণালয়ের প্রাজ্ঞ কুশীলবদের এ বিষয়ে সমস্যা আছে!

স্বাভাবিকভাবে, প্রহসনাত্মক বিচারটা প্রসঙ্গ নয়। প্রসঙ্গ হল, কর্নিলভ বিদ্রোহ, তাদের চাঞ্চল্যকর গ্রেপ্তার, 'কঠোর' তদন্ত ইত্যাদির পরেও দেখা যাচ্ছে ক্ষমতা পুনরায় সম্পূর্ণ ও একান্তভাবে কর্নিলভপন্থীদের হাতেই 'ফিরে গেছে'। কর্নিলভ যা অস্ত্রের শক্তিতে অর্জন করতে চেষ্টা করেছিলেন তা এখন ক্ষমতাসীন কর্নিলভপন্থীদের দ্বারা ক্রমশঃ অথচ দৃঢ়ভাবে অর্জিত হচ্ছে যদিও ভিন্ন উপায়ে। এমনকি কর্নিলভের 'প্রাক্‌-পার্লামেন্টের', অস্তিত্বও আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সফলভাবে 'ব্যর্থ করে দেওয়ার' পরেও আমরা আবার একই ষড়যন্ত্রকারী লোকজন, সেই একই কেরেনস্কি ও তেরেশচেংকো, ক্যাডেট পার্টি ও 'জননেতাদের' একই প্রতিনিধি এবং সেই একই ভদ্রমহোদয় ও উচ্চপদস্থ সেনাধ্যক্ষদের শাসনের আওতায় পড়েছি। একমাত্র কর্নিলভই নেই। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ব্যাপারে যিনি নাক গলিয়ে থাকেন এবং খবরে প্রকাশ যে সৌহার্দ সম্মেলনে তিনি রাশিয়াকে বা

ইংলণ্ডকে প্রতিনিধিত্ব করতে যাচ্ছেন সেই স্যার. এম. ভি. আলেক্সিয়েভ কি কর্নিলভের চেয়ে খারাপ লোক নন ?

প্রশ্ন হল ষড়যন্ত্রকারীদের এই 'সরকারকে' আর সহ্য করা যাচ্ছে না।

ষড়যন্ত্রকারীদের এই 'সরকারের' প্রতি আস্থা স্থাপন করার অর্থ হল নতুন নতুন ষড়যন্ত্রের চূড়ান্ত বিপদের মুখে বিপ্লবকে নিক্ষেপ করার ঝুঁকি নেওয়া।

হাঁ, বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের বিচারের কাঠগড়ায় এনে ফেলতে হবে। কিন্তু তা কোনও প্রহসনের অনুকরণ বা নকল বিচারসভা হবে না, তা হবে অবশ্যই গণ-আদালতের সামনে প্রকৃত বিচার। এবং নিশ্চিতভাবে এই বিচারের উদ্দেশ্য হবে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া যাদের স্বার্থে ষড়যন্ত্রকারীদের বর্তমান এই 'সরকার' কাজ করে চলেছে। এই বিচারের আরও লক্ষ্য হবে উপর থেকে নীচুতলা পর্যন্ত প্রশাসন থেকে কর্নিলভপন্থীদের অবশ্যই ঝেঁটিয়ে বিদায় করা।

আমরা বলেছি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে বন্ধ করা এবং এক গণতন্ত্রসম্মত শান্তি যদি অর্জন করা না যায় তাহলে প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র থেকে বিপ্লবকে সুরক্ষিত করা অসম্ভব হবে। কিন্তু যতদিন ক্ষমতায় বর্তমান এই 'সরকার' অধিষ্ঠিত থাকবে ততদিন গণতন্ত্রসম্মত শান্তির স্বপ্ন দেখা বৃথা। এই শান্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে এই সরকারকে অবশ্যই 'অপসারণ' এবং সেস্থানে অপর একটি সরকার 'স্থাপন' করতে হবে।

এর জন্য অপর শক্তির হাতে অর্থাৎ বিপ্লবী শ্রেণীগুলির হাতে, শ্রমিক ও বিপ্লবী কৃষকদের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর প্রয়োজন। এর জন্য শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলির বিপ্লবী গণ-সংঠনগুলির হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ আবশ্যক।

এই শ্রেণীগুলি ও গণ-সংগঠনসমূহই এককভাবেই কর্নিলভ ষড়যন্ত্র থেকে বিপ্লবকে রক্ষা করেছে। এবং বিপ্লবের বিজয়কে তারাই নিশ্চিত করবে।

এই বিজয়ের মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া ও তাদের অনুচর এবং ষড়যন্ত্র-কারীদের বিচার নিহিত রয়েছে।

দুটি প্রশ্ন

প্রথম প্রশ্ন। কয়েক সপ্তাহ আগে যখন বিপ্লবের বিরুদ্ধে সরকারী (কর্নিলভের নয়, সরকারের!) ষড়যন্ত্রের কুৎসিৎ নগ্ন রূপ পত্র-পত্রিকায় প্রথম

উদ্ঘাটিত হতে শুরু করেছিল তখন কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিতে 'কর্নিলভ-মহাকাব্যের' সময় অস্থায়ী সরকারের সদস্য অ্যাভক্সেন্তিয়েভ ও স্কোবেলেভের উদ্দেশ্যে বলশেভিক দল একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। গণতন্ত্রের প্রতি মর্যাদা ও কর্তব্য স্মরণে অস্থায়ী সরকারকে অভিযুক্ত করে এই সত্য উদ্ঘাটন সম্পর্কে যে সাক্ষ্য অ্যাভক্সেন্তিয়েভ ও স্কোবেলেভের দেওয়া উচিত ছিল সেই প্রসঙ্গেই এই প্রশ্ন। আমাদের দলের প্রশ্নটি কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ব্যুরোর দ্বারা ঐদিনই সমর্থিত হয়েছিল এবং এইভাবে প্রশ্নটি 'সমগ্র বিপ্লবী গণতন্ত্রের' প্রশ্নের রূপ নিল। তারপর একমাস অতিবাহিত হয়েছে, একের পর এক ষড়যন্ত্রের ঘটনা উদ্ঘাটিত হয়ে চলেছে এবং একটি অপরটির চেয়ে কুৎসিততর কিন্তু এ্যাভক্সেন্তিয়েভ ও স্কোবেলেভ মুখ বন্ধ করে রয়েছেন, একটি কথাও বলছেন না, যদিও এ ঘটনার সঙ্গে তাঁরা সরাসরি যুক্ত নন। এইসব 'দায়িত্বপূর্ণ' নাগরিকদের সৌজন্যের প্রাথমিক নিয়মনীতির প্রতি যত্নবান হয়ে 'সমগ্র বিপ্লবী গণতন্ত্র' দ্বারা তাঁদের উদ্দেশ্যে উত্থাপিত প্রশ্নের বিলম্বে হলেও উত্তর দেওয়ার এই উপযুক্ত সময়—এ বিষয় কি আমাদের পাঠকরা ভাবছেন না?

দ্বিতীয় প্রশ্ন। নবপর্যায়ে কেরেনস্কি সরকারের স্বরূপ উদ্ঘাটন যখন শীর্ষস্তরে তখন **দেলো নারোদা** পত্রিকা তার পাঠকদের এই সরকার সম্পর্কে 'ধৈর্য অবলম্বন' এবং সংবিধান সভা আহ্বান করা পর্যন্ত 'অপেক্ষা' করার জন্য উৎসাহিত করেছে। 'দেশকে বাঁচানোর' উদ্দেশ্যে যারা নিজের হাতে এই সরকারকে সৃষ্টি করেছিল তাদের পক্ষ থেকে 'ধৈর্য অবলম্বনের' আবেদন শুনলে অবশ্য হাস্যকর মনে হয়। দাঁতে দাঁত চেপে 'অল্প কিছু সময়ের' জন্য 'ধৈর্য অবলম্বন' করার উদ্দেশ্যেই কি এই সরকার তারা গঠন করেছিল?…কিন্তু কেরেনস্কি সরকার সম্পর্কে 'ধৈর্য অবলম্বন' করার অর্থ কি? এর অর্থ হল বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের কোটি কোটি মানুষের জাতির ভাগ্য নির্ধারণ একতরফাভাবে করতে দেওয়া। এর অর্থ হল যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের তল্পিবাহকদের চূড়ান্ত নির্ধারকের ভূমিকা গ্রহণ করতে দেওয়া। এর উদ্দেশ্য হল ক্লান্তিহীন প্রতিবিপ্লবীদের সংবিধান-সভা প্রসঙ্গে এককভাবে মাতব্বরী করতে দেওয়া। বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের 'সরকারের' সঙ্গে নিজেদের রাজনৈতিক ভাগ্যকে যারা যুক্ত করে সেই 'সোশ্যালিষ্ট' পার্টিকে কি নামে আমরা ভূষিত করতে পারি? সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টির নেতারা 'গোবেচারা' বলে কথিত আছে। 'অদূরদর্শী' বলে **দেলো নারোদার** পরিচিতি

আছে। সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের 'দায়িত্বপূর্ণ' নেতাদের যে এইসব 'গুণাবলীর' অভাব নেই সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কিন্তু···আমাদের পাঠকরা কি ভাবছেন না যে রাজনীতিতে 'গোবেচারাপনা' বিশ্বাসঘাতকতার সমতুল্য অপরাধ?

রাবোচি পুৎ, সংখ্যা ২৭, ২৮ ও ৩০
৪, ৫ ও ৭ই অক্টোবর, ১৯১৭
স্বাক্ষর: কে. স্তালিন

সংবিধান সভা বিনষ্ট করছে কে?

সমঝওতাবাদী বচনবাগীশরা যখন প্রাক্-পার্লামেণ্ট সম্পর্কে ঝুরি ঝুরি ভাষণ বর্ষণ করে চলেছেন এবং তাঁদের সহগামীরা বলশেভিকদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন ও সংবিধান-সভা ধ্বংস করার অভিযোগে অভিযুক্ত করছেন তখন প্রতিবিপ্লবের কাজে নিযুক্ত প্রাচীন ঘুঘুরা সংবিধান-সভা সত্যসত্য ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে ইতোমধ্যেই প্রাথমিক শক্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।

মাত্র এক সপ্তাহ আগে 'ডন কশাকস'-এর নেতারা প্রস্তাব করেছিলেন যে, 'জনগণ এখনো প্রস্তুত নয়' এই যুক্তিতে সংবিধান-সভার নির্বাচন স্থগিত রাখা হোক।

তার দুদিন পরে ক্যাডেটদের **রেচ**-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী **দাইয়েন** নগ্নভাবে বলে ফেলল যে 'কৃষি বিশৃংখলার ঢেউ · সংবিধান-সভার নির্বাচন স্থগিত করে দিতে পারে।'

আর গতকাল তারযোগে খবর পাওয়া গেল যে অস্থায়ী সরকারকে এখন যেসব ভদ্রলোক পরিচালনা করছেন মস্কোর সেই 'জননেতারাও' সংবিধান-সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা 'অসম্ভব বলে বিবেচনা করছেন':

'রাষ্ট্র-ডুমা সদস্য এন. এন. লুভব বলেছেন, দেশে যে নৈরাজ্যের অবস্থা চলছে তাতে রাজনৈতিক ও প্রযুক্তিগত কারণেই এখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা অসম্ভব। এর সঙ্গে কুজমিন-কারাভায়েভ আরেকটু যোগ করে বলেছেন যে সরকার সংবিধান-সভা ব্যাপারে প্রস্তুত নয়, এ সম্পর্কিত কোন বিলের খসড়া এখনো তৈরী করা হয়নি।'

সুস্পষ্টভাবেই দেখা যাচ্ছে, বুর্জোয়ারা সংবিধান-সভার নির্বাচন বানচাল করতে ইচ্ছুক।

আরও দেখা যাচ্ছে যে বুর্জোয়ারা অস্থায়ী সরকারের মধ্যে ঢুকে পড়েছে এবং প্রতিবিপ্লবী প্রাক্-পার্লামেণ্ট গঠনের মাধ্যমে এক 'গণতান্ত্রিক' ছদ্মরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে এবং তার ফলে সংবিধান-সভা আহ্বান আরেকবার স্থগিত রাখতে নিজেদের যথেষ্ট শক্তিশালী বলে মনে করছে।

ইজ্‌ভেস্তিয়া ও দেলো নারোদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহাশয়দের এই বিপদ মোকাবিলা করার মতো কি আছে?

'জননেতাদের' পদাংক অনুসরণ করে অস্থায়ী সরকার যদি সংবিধান-সভা

নির্বাচন স্থগিত রাখেন তাহলে 'দেশের মনোভাবের প্রতি মর্যাদা' দিয়ে বিরোধিতা করার কি হাতিয়ার তাদের আছে ?

সম্ভবতঃ কুখ্যাত প্রাক্-পার্লামেণ্ট ? কর্নিলভের পরিকল্পনা অনুসারে সৃষ্ট ও কেরেনস্কি সরকারের দুষ্ট ক্ষতকে গোপন করার উদ্দেশ্যে গঠিত প্রাক্-পার্লামেণ্ট সংবিধান-সভার নিছক বিকল্প হিসাবে কার্যকর করার লক্ষ্য নিয়ে আহূত হয়েছে, তাহলে তার আহ্বান স্থগিত রাখা উচিত। সেক্ষেত্রে সংবিধান-সভার জন্য সংগ্রামে কর্নিলভের এই গর্ভপাতের কোন্ মূল্য থাকতে পারে ?

জরাজীর্ণ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি সম্ভবতঃ ? কিন্তু এই সংগঠনের কিই-বা অধিকার থাকতে পারে যখন জনগণ থেকে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং একদিন রেলকর্মচারীদের আরেকদিন সোভিয়েতগুলিকে কষাঘাত করছে ?

তাহলে সম্ভবতঃ 'মহান রুশ-বিপ্লব' যার সম্পর্কে **দেলো নারোদা** বিদ্রোহাত্মকভাবে অপভাষা ব্যবহার করে ? কিন্তু **দেলো নারোদার** পাণ্ডিত্যাভিমানীরা নিজেরাই বলছেন যে বিপ্লব সংবিধান-সভার সঙ্গে সামঞ্জস্য-পূর্ণ নয় ('হয় বিপ্লব, নয় সংবিধান-সভা' !)। সংবিধান-সভা আহ্বানের দাবি আদায়ের সংগ্রামে 'বিপ্লবের শক্তি'র ফাঁকা বুলির মধ্যে কতটুকু জোর থাকতে পারে ?

বুর্জোয়াদের প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপ রুখতে সমর্থ এমন শক্তি তাহলে কোথায় ?

ক্রমশঃ শক্তি অর্জনকারী রুশ-বিপ্লবই হল সেই শক্তি। সমঝওতাকামীদের এর প্রতি কোন আস্থা নেই। কিন্তু বিপ্লবের শক্তিবৃদ্ধিতে, মফঃস্বল জেলা-গুলিতে ছড়িয়ে পড়তে এবং জমিদারী শাসনের ভিত্তি নির্মূলীকরণের ক্ষেত্রে তা কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি।

সোভিয়েতগুলির কংগ্রেসের[৮৫] বিরুদ্ধাচরণ করে এবং কর্নিলভের প্রাক্-পার্লামেণ্টের প্রতি মদৎ যুগিয়ে মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা সংবিধান-সভা ধ্বংসে বুর্জোয়াদের সাহায্য করছে। কিন্তু তাদের জানা প্রয়োজন যদি তারা এই পথে চলতে থাকে তাহলে তাদের ক্রমবিকাশমান বিপ্লবের মুখোমুখি হতে হবে।

রাবোচি পুৎ, সংখ্যা ২৮
৫ই অক্টোবর, ১৯১৭
সম্পাদকীয়

প্রতিবিপ্লব শক্তি সংহত করছে—
প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হোন!

বিপ্লব জীবন্ত। কর্নিলভ 'বিদ্রোহ'কে ব্যর্থ করে দিয়ে ও যুদ্ধক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করে, শহরগুলি সংগঠিত করে ও শিল্প অধ্যুষিত জেলাগুলিকে জাগ্রত করে বিপ্লব এখন মফঃস্বল অঞ্চলগুলিতে দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে এবং জমিদারী শাসনের ঘৃণিত স্তম্ভগুলিকে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে।

আপোষ করার শেষ খুঁটিটিও আজ পতনোন্মুখ। কর্নিলভ বিদ্রোহের বিরুদ্ধে লড়াই শ্রমিক ও সৈনিকদের আপোষমুখী মোহজাল ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে এবং আমাদের পার্টির চারিদিকে তাদের সমাবিষ্ট করেছে। জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আপোষের প্রতি কৃষকদের মোহ দূর করে দেবে এবং শ্রমিক ও সৈনিকদের পাশে তাদের সংঘবদ্ধ করবে।

প্রতিরক্ষাবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং তাদের ছাড়াই শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের এক বিপ্লবী মোর্চা গড়ে উঠছে। আপোষপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং তাদের বাদ দিয়েই মোর্চা ক্রমবিকশিত ও আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

বিপ্লব তার শক্তিগুলিকে সংহত করছে এবং মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি আপোষপন্থীদের সংগঠন থেকে বিতাড়িত করছে।

অপরদিকে প্রতিবিপ্লবও তার শক্তিগুলিকে সংগঠিত করতে সচেষ্ট।

প্রতিবিপ্লবের উর্বর ভূমি ক্যাডেট পার্টিই সর্বপ্রথম কর্নিলভের পক্ষ থেকে উত্তেজিত হয়ে লড়াই শুরু করেছে। ক্ষমতা করায়ত্ত করে, সুভোরিনের ঘেউ ঘেউ করা খেঁকি কুত্তাগুলোকে মুক্ত করে দিয়ে, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি-মেনশেভিক-কর্নিলভ প্রমুখের প্রাক্-পার্লামেন্টের আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে এবং প্রতিবিপ্লবী সেনাধ্যক্ষদের সমর্থন সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ক্যাডেট পার্টি আরেকটি কর্নিলভ বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করছে এবং বিপ্লব পর্যুদস্ত করার হুমকি দিচ্ছে।

লক্-আউট সৃষ্টিকারী ও 'দুর্ভিক্ষের কলুষিত হাত'দের সংগঠন মস্কো 'জননেতাদের ইউনিয়ন' যারা শ্রমিক ও কৃষকদের কণ্ঠরোধ করতে এবং

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সোভিয়েতগুলিকে ও সীমান্ত অঞ্চলে কমিটিগুলিকে ছত্রভঙ্গ করতে কর্নিলভকে সাহায্য করেছিল তারা আজ থেকে তিনদিনের জন্য **দ্বিতীয় মস্কো-সম্মেলন** আহ্বান করছে এবং সেখানে 'কশাক সৈন্যদের ইউনিয়ন' প্রতিনিধিদের জরুরী আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

সীমান্ত অঞ্চলে, বিশেষতঃ দক্ষিণ ও পশ্চিমে, কর্নিলভপন্থী সেনাধ্যক্ষদের এক গোপন সংস্থা বিপ্লবের বিরুদ্ধে নতুন করে এক আক্রমণ সোৎসাহে সংগঠিত করছে এবং এই জঘন্য 'কাজের' জন্য উপযুক্ত শক্তিগুলিকে একত্রিত করছে।…

কর্নিলভের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনাকারী কেরেনস্কি সরকার জার্মানদের হাতে পেত্রোগ্রাদ সমর্পণ করে মস্কোয় পালিয়ে আসার প্রস্তুতি করছে, উদ্দেশ্য হল রায়াবুশিন্‌স্কি ও বুরিশকিন্‌স, কালেদিন ও আলেক্সিয়েভের সঙ্গে মিলিতভাবে বিপ্লবের বিরুদ্ধে আরেকটি এবং আরও ভয়ংকর ষড়যন্ত্র ফাঁদা।

সন্দেহের কোন সম্ভাব্য অবকাশ নেই। বিপ্লবী মোর্চার বিরুদ্ধে প্রতি-বিপ্লবীদের, পুঁজিপতি ও জমিদারদের, কেরেনস্কি সরকার ও প্রাক্-পার্লামেন্টের এক মোর্চা গড়ে উঠছে এবং শক্তি অর্জন করছে। প্রতিবিপ্লবীরা আরেকটি কর্নিলভ বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র আঁটছে।

প্রথম কর্নিলভ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু প্রতিবিপ্লব ধ্বংস হয়নি। তা শুধু পিছু হটেছে এবং কেরেনস্কি সরকারের পিছনে আত্মগোপন করেছে মাত্র আর এখন নতুন নতুন অবস্থানে শিকড় গেড়ে বসেছে।

বিপ্লবকে স্থায়ীভাবে সুরক্ষিত করার জন্য বর্তমানে পরিকল্পিত দ্বিতীয় কর্নিলভ ষড়যন্ত্রকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করতে হবে।

প্রথম প্রতিবিপ্লবী আক্রমণকে দেশের অভ্যন্তরে শ্রমিক, সৈনিক ও সোভিয়েতগুলি এবং রণাঙ্গনে কমিটিগুলি ব্যর্থ করে দিয়েছে।

যাতে দ্বিতীয় প্রতিবিপ্লবী অভিযান মহান বিপ্লবের পূর্ণ শক্তির দ্বারা নিশ্চিতভাবে নির্মূল করা যায় সেজন্য সোভিয়েত ও কমিটিগুলিকে অবশ্যই প্রতিটি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

শ্রমিক ও সৈনিকরা জানুন, কৃষক ও নাবিকরা জানুন যে এই সংগ্রাম শান্তি ও রুটির জন্য, জমি ও স্বাধীনতার জন্য এবং এই সংগ্রাম পুঁজিপতি ও জমিদার, মুনাফাখোর ও লুণ্ঠনকারী, বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহীদের

বিরুদ্ধে এবং পুনরায় শক্তি সংগঠনকারী কর্নিলভপন্থীদের চিরতরে নির্মূল করতে চায় না এমন সকলের বিরুদ্ধে।

কর্নিলভপন্থীরা সংগঠিত হচ্ছে। প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হোন!

রাবোচি পুৎ, সংখ্যা ৩২
১০ই অক্টোবর, ১৯১৭
সম্পাদকীয়

প্রাক্-পার্লামেণ্ট কার প্রয়োজনে?

কয়েকমাস পূর্বে যখন কর্নিলভ সোভিয়েতগুলিকে ভেঙে দেওয়ার এবং একটি সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিলেন তখন একটি 'গণতান্ত্রিক' প্রাক্-পার্লামেণ্ট আহ্বানের সিদ্ধান্তও পাশাপাশি করেছিলেন।

কি কারণে?

সোভিয়েতগুলির বিকল্প রূপে প্রাক্-পার্লামেণ্টকে ব্যবহার করা, কর্নিলভ-বাদের প্রতিবিপ্লবী চরিত্রের মুখোস রূপে ব্যবহার করা এবং কর্নিলভ 'সংস্কারের' প্রকৃত লক্ষ্য সম্পর্কে জনগণকে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে।

কর্নিলভ বিদ্রোহের 'ব্যর্থতার' পর কেরেনস্কি ও ক্যাডেটরা, চেরনভ ও মস্কোর শিল্পপতিরা বুর্জোয়াদের এক নতুন যৌথ একনায়কতন্ত্র সংগঠিত করেন এবং পাশাপাশি সেই কর্নিলভ প্রাক্-পার্লামেণ্ট আহ্বান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

কেন?

সোভিয়েতগুলির বিরুদ্ধাচরণ করার উদ্দেশ্যেই কি? কেরেনস্কি মতবাদকে আড়াল করার জন্যই কি যা কর্নিলভ মতবাদের থেকে সামান্যই ভিন্ন? অ্যাভক্সেন্তিয়েভ আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে 'পিতৃভূমির মুক্তির' জন্যই প্রাক্-পার্লামেণ্ট আহ্বান করা হয়েছে। অ্যাভক্সেন্তিয়েভের চিন্তাকে আরও 'সমৃদ্ধ' করে এবং আমাদের নিশ্চয়তা দিয়ে চেরনভ বলেছেন যে প্রাক্-পার্লামেণ্টের লক্ষ্য হল 'দেশ ও প্রজাতন্ত্রের মুক্তি'। একটি সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা ও তাকে প্রাক্-পার্লামেণ্ট দিয়ে আবরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত যখন কর্নিলভ করেছিলেন তখন তিনিও 'দেশ ও প্রজাতন্ত্র রক্ষার' চিন্তা করেছিলেন। কর্নিলভের থেকে অ্যাভক্সেন্তিয়েভ-চেরনভের 'মুক্তি'-চিন্তা কোন্ দিক দিয়ে ভিন্ন?

তাহলে কর্নিলভের এই বর্তমান গর্ভপাত, তথাকথিত প্রাক্-পার্লামেণ্ট আহ্বান করা হয়েছে কোন্ উদ্দেশ্যে?

প্রাক্-পার্লামেণ্টের অন্যতম প্রবীণ স্থপতি, ক্যাডেট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, রাজ্য-ডুমার অস্থায়ী কমিটির প্রাক্তন সদস্য এবং প্রাক্-পার্লামেণ্টের

বর্তমান সদস্য মিঃ আদ্‌ঝেমভের কি বলার আছে শোনা যাক। তাঁর কথাই আমরা শুনতে চাই কেননা অন্যান্যদের তুলনায় তিনি অনেক বেশি খোলামেলা :

'প্রাক-পার্লামেন্টের প্রাথমিক কাজ হওয়া উচিত সরকারের জন্য উপযোগী ভিত্তি স্থাপন করা, তার হাতে ক্ষমতা প্রদান করা যে ক্ষমতা অবশ্য তার এখন নেই।'

কিন্তু কোন্ উদ্দেশ্যে এই 'ক্ষমতা' সরকারের প্রয়োজন? কার বিরুদ্ধে তা ব্যবহৃত হবে?

আরও শুনুন :

'প্রধান প্রশ্ন হল, প্রাক-পার্লামেন্ট কি মহড়ার পর্যায় অতিক্রম করতে পারবে, শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির বিরুদ্ধে প্রযোজনীয় প্রতিরোধ পরিচালনা করতে কি সমর্থ হবে? সোভিয়েত এবং প্রাক-পার্লামেন্ট সন্দেহাতীতভাবে পরস্পরের শত্রু, ঠিক তেমনি আজ থেকে দুমাস পরে সংবিধান-সভা ও এই সংগঠনগুলি পরস্পরের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। যদি প্রাক-পার্লামেন্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে তাহলে কাজ পূর্ণোদ্যমে চলতে পারে' (রবিবাসরীয় **দাইয়েন** দেখুন)।

বেশ স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে! বেশ খোলামেলা এবং ইচ্ছা করলে সৎও বলতে পারেন।

'সোভিয়েতগুলির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ পরিচালনার' উদ্দেশ্যে প্রাক্-পার্লামেন্ট সরকারকে 'ক্ষমতা' প্রদান করবে কারণ প্রাক্-পার্লামেন্ট, এবং তা এককভাবেই, সোভিয়েতগুলির 'শত্রু' হতে পারে।

এখন আমরা জানতে পারছি যে 'দেশের মুক্তির জন্য' প্রাক্-পার্লামেন্ট আহ্বান করা হয়নি, হয়েছে সোভিয়েতগুলিকে প্রতিরোধ করার জন্য। আমরা এখন আরও জানতে পারছি যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সারি থেকে দলত্যাগী মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা 'বিপ্লবকে রক্ষার' জন্য প্রাক্-পার্লামেন্টে আশ্রয় নেয়নি বরং সোভিয়েতগুলির বিরুদ্ধাচরণ করায় বুর্জোয়াদের সাহায্য করার জন্যই আশ্রয় নিয়েছে। সোভিয়েতগুলির কংগ্রেস অধিবেশন অনুষ্ঠানে তারা শুধু শুধু বেপরোয়াভাবে বাধা দিচ্ছে তা নয়।

মিঃ আদ্‌ঝেমভ আশা পোষণ করেন, 'যদি প্রাক্-পার্লামেন্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে তাহলে পরবর্তী কাজ পূর্ণোদ্যমে চলতে পারে।'

যাতে কর্নিলভ গর্ভপাত 'পরীক্ষা উত্তীর্ণ' না হতে পারে এবং তার 'কার্যাবলী' পূর্ণোদ্যমে না চলতে পারে তার জন্য শ্রমিক ও সৈনিকরা তাদের পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে যা কিছু করণীয় তা করবে।

রাবোচি পুৎ, সংখ্যা ৩২

১০ই অক্টোবর, ১৯১৭

স্বাক্ষরবিহীন

সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা

বিপ্লবের প্রথম দিনগুলিতে 'সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা দিতে হবে!' এই শ্লোগানে নতুনত্ব ছিল। সর্বপ্রথম এপ্রিল মাসে অস্থায়ী সরকারের শক্তির বিরোধী হিসাবে 'সোভিয়েত শক্তি' গঠন করা হয়। মিলিউকভ ও গুচকভ ছাড়াই রাজধানীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তখনো অস্থায়ী সরকারের সপক্ষে ছিল। জুন মাসে এই শ্লোগান শ্রমিক ও সৈনিকদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মধ্যে বিপুল স্বীকৃতি অর্জন করে। রাজধানীতে ইতোমধ্যেই অস্থায়ী সরকার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। জুলাই মাসে 'সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা দিতে হবে!' এই শ্লোগান সংগ্রামের দাবি হয়ে ওঠে এবং রাজধানীর ব্যাপক বিপ্লবী অংশও ল্ভব-কেরেনস্কি সরকাবের মধ্যে এক অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করে তোলে। প্রদেশগুলির পশ্চাদ্‌পদতার প্রতি বিশ্বাস রেখে আপোষ-কামী কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি সরকারের পক্ষ অবলম্বন করে। সংগ্রামের পরিণতিতে সরকারই লাভবান হয়। সোভিয়েতে শক্তির পক্ষভুক্তরা বে-আইনী ঘোষিত হল। তারপর শুরু হল 'সমাজতান্ত্রিক' নিপীড়ন ও 'প্রজাতান্ত্রিক' কারাগারে নিক্ষেপ, বোনাপার্টীয় ষড়যন্ত্র ও সামরিক পরিকল্পনা, রণাঙ্গনে ফায়ারিং স্কোয়াড ও অভ্যন্তরে 'সম্মেলন' ইত্যাদির সমবায়ে এক ধরনের কাল। আগস্টের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকে। কিন্তু আগস্টের শেষাশেষি চিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। কর্নিলভ বিদ্রোহ বিপ্লবের সমস্ত শক্তিগুলিকে উদ্যমশীল করে তোলে। দেশের অভ্যন্তরে সোভিয়েতসমূহ ও সীমান্তে কমিটিগুলি, যেগুলি জুলাই-আগস্ট মাসে প্রায় অকেজো ছিল, 'হঠাৎ' উজ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং সাইবেরিয়া ও ককেশাস, ফিনল্যাণ্ড ও উরাল, ওদেসা ও খারকভ প্রভৃতি অঞ্চলে ক্ষমতা করায়ত্ত করে নেয়। এ যদি না হতো, ক্ষমতা যদি নিয়ে নেওয়া না যেত তাহলে বিপ্লব ধ্বংস হয়ে যেতে পারত। পেত্রোগ্রাদে এপ্রিল মাসে 'একদল মুষ্টিমেয়' বলশেভিক যে 'সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা' ঘোষণা করেছিল আগস্টের শেষে তা সমগ্র রাশিয়ার বিপ্লবী শ্রেণীগুলির প্রায় সর্বাত্মক স্বীকৃতি লাভ করে।

সকলের কাছেই আজ পরিষ্কার যে 'সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা' শুধু একটি

জনপ্রিয় শ্লোগান মাত্র নয়, বরং বিপ্লবের বিজয় অর্জনের সংগ্রামে একমাত্র নিশ্চিত অস্ত্র, বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র পথ।

'সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা দিতে হবে' এই শ্লোগানের কার্যকরী রূপ দেওয়ার সময় অবশেষে উপস্থিত হয়েছে।

কিন্তু 'সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা' বলতে কি বুঝায় এবং অন্যান্য ক্ষমতার চেয়ে তার পার্থক্য কোথায়?

বলা হয়ে থাকে যে, সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তরের অর্থ হল একটি 'একপ্রকৃতিক' গণতান্ত্রিক সরকার গঠন, 'সমাজতন্ত্রী' মন্ত্রীদের নিয়ে একটি নতুন 'মন্ত্রিসভা' সংগঠিত করা এবং সাধারণভাবে অস্থায়ী সরকারের বিন্যাসের 'গুরুত্বপূর্ণ' পরিবর্তন সাধন করা। কিন্তু তা সত্য নয়। এ শুধু অস্থায়ী সরকারের কিছু সদস্যকে অন্যদের দ্বারা পরিবর্তন করার ব্যাপারই নয়। বিষয়টি হল দেশের মূলশক্তি বিপ্লবী শ্রেণীগুলির দ্বারা নবীনের সৃষ্টি। শ্রমিকশ্রেণী ও বিপ্লবী কৃষক সম্প্রদায়ের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করাই হল মূল বিষয়। কিন্তু এর জন্য শুধুমাত্র সরকারের পরিবর্তন যথেষ্ট নয়। সর্বপ্রথম প্রয়োজন হল সমস্ত সরকারী দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে ছাঁটাই-বাছাই করা, সমস্ত জায়গা থেকে কর্নিলভপন্থীদের বিতাড়িত করা এবং প্রতিটি জায়গায় শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের বসানো। তখন এবং একমাত্র তখনই বলা সম্ভব হবে যে 'কেন্দ্রীয় ও স্থানীয়ভাবে' ক্ষমতা সোভিয়েতগুলির হাতে হস্তান্তরিত হয়েছে।

অস্থায়ী সরকারের মধ্যে 'সমাজতন্ত্রী' মন্ত্রীদের কুখ্যাত অসহায়তার কারণ কি? অস্থায়ী সরকারের বাইরের লোকজনের হাতে এইসব মন্ত্রীরা হতভাগ্য খেলনায় পরিণত হয়েছে—এ ঘটনারই বা কারণ কি ('গণতান্ত্রিক সম্মেলনে' চেরনভ, স্কোবেলেভ, জারুদ্নি ও পেশেখোনভের 'প্রতিবেদন' স্মরণ করুন!)? প্রথম কারণ হল, তারা দপ্তর পরিচালনা করার পরিবর্তে দপ্তরই তাদের পরিচালিত করেছিল। অন্যান্য কারণের মধ্যে আরেকটি, প্রত্যেকটি দপ্তর হল এক-একটি দুর্গ এবং তার চারিদিকে পরিখা খনন করে বসে আছে জারের আমলের আমলারা, তারা মন্ত্রীদের পবিত্র ইচ্ছাকে 'ফাঁকা আওয়াজে' পরিণত করে দেয় এবং কর্তৃপক্ষের প্রতিটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপকে অন্তর্ঘাত করে বিনষ্ট করে দিতে সর্বদাই প্রস্তুত। নামকেওয়াস্তে নয় প্রকৃতভাবেই যাতে ক্ষমতা সোভিয়েতগুলির হাতে যেতে পারে সেজন্য এইসব দুর্গগুলিকে অবশ্যই দখল

করতে হবে এবং ক্যাডেট-জারিস্ট আমলের পদলেহীদের বিতাড়িত করে বিপ্লবের প্রতি অনুগত নির্বাচিত ও প্রয়োজনে প্রত্যাহারযোগ্য কর্মচারীদের সে স্থানে বসাতে হবে।

সোভিয়েতগুলির হাতে ক্ষমতার অর্থ হল অভ্যন্তরে ও রণাঙ্গনে উপর থেকে নীচুতলা পর্যন্ত প্রতিটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের আমূল ছাঁটাই-বাছাইকরণ।

সোভিয়েতগুলির হাতে ক্ষমতা বলতে বুঝতে হবে যে অভ্যন্তরে ও রণাঙ্গনে প্রতিটি স্থানেই 'বিভাগীয় প্রধানের' পদগুলি নির্বাচিত ও প্রত্যাহারযোগ্য ব্যক্তিদেব দিয়ে পূরণ করতে হবে।

. শহর ও গ্রামাঞ্চলে, সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীতে, 'দপ্তরগুলিতে' ও 'প্রতিষ্ঠানগুলিতে', রেলদপ্তরে ও ডাক-তার বিভাগে 'কর্তৃস্থানীয় পদাধিকারীরা' অবশ্যই নির্বাচিত ও প্রত্যাহারযোগ্য হবেন—এই হল সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতার তাৎপর্য।

সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতাব অর্থ হল সর্বহারাশ্রেণী ও বিপ্লবী কৃষকদের একনায়কতন্ত্র।

সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের একনায়কতন্ত্র থেকে, সাম্প্রতিককালে কেরেনস্কি ও তেরেশ্‌চেংকোর উদার সহযোগিতায় কর্নিলভ ও মিলিউকভ যে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তা থেকে এই একনায়কতন্ত্র মূলগতভাবে পৃথক।

সর্বহারাশ্রেণী ও বিপ্লবী কৃষক সম্প্রদায়ের একনায়কতন্ত্র বলতে বুঝায় গণতান্ত্রিক শান্তির জন্য, উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উপর শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণের জন্য, কৃষকদের হাতে জমি দেওয়ার জন্য, জনগণের জন্য রুটির ব্যবস্থা করার নিমিত্ত শোষণকারী মুষ্টিমেয় অংশ, জমিদার ও পুঁজিপতি, মুনাফাখোর ও ব্যাঙ্ক-মালিকদের উপর ব্যাপক শ্রমজীবী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের একনায়কতন্ত্র।

সর্বহারাশ্রেণী ও বিপ্লবী কৃষক সম্প্রদায়ের একনায়কতন্ত্র হল এক প্রকাশ্য গণ-একনায়কতন্ত্র, এর প্রয়োগ সর্বসমক্ষে, ষড়যন্ত্র ও গোপন কার্যাবলীর এখানে কোন স্থান নেই। এই একনায়কতন্ত্রের পক্ষে গোপন করার কোনও কারণ নেই যে বিভিন্নভাবে 'বোঝা হাল্কা করে' বেকারী বৃদ্ধিকারী ও লক্-আউট সৃষ্টিকারী পুঁজিপতিদের প্রতি ও খাদ্যশস্যের মূল্য ইচ্ছাকৃতভাবে বৃদ্ধি করে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিকারী মুনাফাখোর ব্যাঙ্ক-মালিকদের প্রতি এই একনায়কতন্ত্র কোন দয়া প্রদর্শন করবে না।

সর্বহারাশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের একনায়কতন্ত্র হল এমন এক একনায়কতন্ত্র

যা জনগণকে অবদমিত করে না, এ হল জনগণের ইচ্ছায় পরিচালিত একনায়ক-তন্ত্র, জনগণের শত্রুদের মতলবকে বানচাল করার উদ্দেশ্যেই এই একনায়কতন্ত্র।

'সোভিয়েতগুলির হাতে সমস্ত ক্ষমতা দিতে হবে!' শ্লোগানের এই হল শ্রেণী-তাৎপর্য।

অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক পরিস্থিতি, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও শান্তির জন্য আকাঙ্খা, যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় ও রাজধানী প্রতিরক্ষার প্রয়োজনীয়তা, অস্থায়ী সরকারের গলিত নখদন্ত অবস্থা ও মস্কোতে অভিসন্ধিমূলক 'অপসারণ', অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও অনাহার, বেকারী ও হতাশা—এ সমস্ত কিছুই দুর্বার-ভাবে রাশিয়ার বিপ্লবী শ্রেণীগুলিকে ক্ষমতা দখলের দিকে চালিত করছে। এর অর্থ হল দেশীয় পরিস্থিতি সর্বহারাশ্রেণী ও বিপ্লবী কৃষক সম্প্রদায়ের এক-নায়কতন্ত্রের জন্য ইতোমধ্যেই পরিপক্ক হয়ে উঠেছে।

অবশেষে 'সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েতগুলির হাতে দিতে হবে!' এই বিপ্লবী শ্লোগানের কার্যকরী রূপ দেওয়ার সময় উপস্থিত হয়েছে।

রাবোচি পুৎ, সংখ্যা ৩৫
১৩ই অক্টোবর, ১৯১৭
সম্পাদকীয়

বিপ্লবের ধাক্কায় দেওয়ালে কোণঠাসা হয়ে পেত্রোগ্রাদ থেকে পালিয়ে আসার কোন ইচ্ছা ছিল না এবং রাজধানী সমর্পণ করার কোন চিন্তাভাবনা ছিল না এই মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বুর্জোয়া সুযোগসন্ধানীদের সরকার কোনক্রমে সুকৌশলে নিজেকে দোষারোপ থেকে মুক্ত করতে চাইছে।

মাত্র গতদিনও প্রকাশ্যে বলা হচ্ছিল (ইজ্‌ভেস্তিয়া।) যে সরকার মস্কোয় 'অপসারিত' করা হচ্ছে কেননা রাজধানীর অবস্থা 'অনিশ্চিত' বলে মনে হয়েছে। এই গতকালও পেত্রোগ্রাদ সমর্পণের প্রকাশ্য কথাবার্তা (প্রতিরক্ষা কমিটি।[৮৬]) চলছিল এবং সরকার অগ্রগামী ঘাঁটি থেকে রাজধানীতে অস্ত্রশস্ত্র সরিয়ে আনার দাবি করছিল। বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে কেরেনস্কি ও কর্নিলভের দুষ্কর্মের দোসর জমিদার রদ্‌জিয়াংকো এই সেদিনও সরকারের 'আত্মসমর্পণের' সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছিলেন কারণ তিনি পেত্রোগ্রাদ, নৌবাহিনী ও সোভিয়েতের ধ্বংস দেখতে চেয়েছিলেন। 'লণ্ডন'ও এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সেদিন নিজেকে যুক্ত করেছিল কারণ পেত্রোগ্রাদ ও নৌবাহিনী থেকে সরকারের দ্রুত অব্যাহতি তারা চেয়েছিল। এ সমস্তই মাত্র গতকালের ঘটনা।...কিন্তু আজ সরকারের মধ্যে ভীতসন্ত্রস্ত সুযোগসন্ধানীরা নৌবাহিনী ও সেনাদলের রাজধানী প্রতিরক্ষার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সামনে এলোমেলোভাবে পশ্চাদপসরণ করছে এবং তো তো করে কথা বলছে ও পরস্পরের বিরোধিতা করছে, তারা কাপুরুষের মতো সত্যকে আড়াল করার এবং বিপ্লবের চোখে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার প্রয়াস পাচ্ছে অথচ গতদিনও বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য তারা কি জটিল ও অফলপ্রসূ প্রস্তুতিই না করছিল।

বসন্তকাল পর্যন্ত 'অপসারণ' স্থগিত রাখা হল—কেরেনস্কির এই 'সুস্পষ্ট' বিবৃতি কিন্তু কিছু সরকারী দপ্তর 'এখনই মস্কোয় স্থানান্তরিত করা যেতে পারে' কিশকিনের অনুরূপ এক স্পষ্ট বিবৃতি দ্বারা খণ্ডিত হয়েছে। 'প্রতিরক্ষা কমিটি'র মুখপাত্র বি. বোগদানভ (যিনি বলশেভিক ছাড়া অন্য যা কিছু হতে পারেন!) স্পষ্ট করেই ঘোষণা করেছেন যে 'সরকার পেত্রোগ্রাদ ত্যাগ

করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে এবং সরকারের পক্ষ থেকে **পেত্রোগ্রাদ সমর্পণ করা হবে** এই ঘটনার সম্ভাবনা ব্যাপক গণতান্ত্রিক মানুষ অনুভব করেছেন' (**ইজ্‌ভেস্তিয়া**)। সান্ধ্য পত্রিকাগুলির সংবাদ থেকে আরও দেখা যাচ্ছে 'মস্কোতে অস্থায়ী সরকারের স্থানান্তরীকরণের সমর্থকদের সপক্ষে··· ভোটাধিক্য রয়েছে' (**রুস্‌কিইয়ে ভেদমস্তি**)।

অস্থায়ী সরকারের বেচারা খুদে সমর্থকরা! সব সময়ই এরা জনগণকে প্রতারণা করে আসছে। তাদের এলোমেলো পশ্চাদপসরণকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে জনগণকে আরেকবার প্রতারণা করা ছাড়া তারা আর কিই-বা করতে পারত?

কিন্তু সুযোগসন্ধানীরা যদি নিজেদের শুধু প্রবঞ্চনা-প্রতারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে তাহলে তারা আর সুযোগসন্ধানী থাকতে পারবে না। কেরেনস্কি পশ্চাদপসরণ করছেন এবং তাঁর পশ্চাদপসরণকে চাপা দেওয়ার জন্য ছলচাতুরীর পন্থা গ্রহণ করেছেন; কিন্তু পাশাপাশি আমাদের পার্টির দিকে সরাসরি ইঙ্গিত করে অভিযোগ বর্ষণ করছেন এবং 'দাঙ্গার পুনঃসম্ভাবনা', 'বিপ্লবের ভয়ংকর শত্রু', 'ব্ল্যাকমেল', 'জনগণের সত্যভ্রষ্টতা', 'নির্দোষ মানুষের রক্তে হাত কলংকিত' ইত্যাদি প্রলাপোক্তি পাগলের মতো করে চলেছেন।

কেরেনস্কি 'বিপ্লবের শত্রুদের!' নিন্দা করছেন—সেই কেরেনস্কি যিনি কর্নিলভ ও স্যাভিন্‌কভের সঙ্গে মিলে বিপ্লব ও সোভিয়েতগুলির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন এবং ছলচাতুরী করে রাজধানীর দিকে তৃতীয় অশ্বারোহী বাহিনীকে পরিচালিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।···

'দাঙ্গার পুনঃসম্ভাবনার!' কথা বলছেন কেরেনস্কি—যিনি রুটির দাম বৃদ্ধি করে গ্রামীণ জনগণকে দাঙ্গা ও ঘরবাড়ী জ্বালানোর পথে এগিয়ে দিয়েছেন। রক্ষণশীল সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের মুখপত্র **ভ্লাস্ট নারোদা** পড়ুন এবং নিজেরাই বিচার করুন:

'আমাদের কিছু কিছু সংবাদদাতা দাবি করছেন যে, নির্ধারিত মূল্যের বৃদ্ধিজনিত কারণে বর্তমান বিশৃংখলা দেখা দিয়েছে। নতুন মূল্য সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার ব্যয় সূচককে বাড়িয়ে দিয়েছে। এর দ্বারা অসন্তোষ, ক্রোধ ও অতিরিক্ত বিরক্তি সৃষ্টি হয়েছে এবং যার ফলে পূর্বের চেয়ে জনগণের মধ্যে দাঙ্গা শুরু করার দিকে ঝোঁক দেখা দিয়েছে' (১৪০ নং)।

'জনগণের প্রতি সত্যভ্রষ্টতার' অভিযোগ এনেছেন কেরেনস্কি—যে কেরেনস্কি নিজেই বিপ্লবকে কলংকিত করেছেন এবং ভন্‌লিয়ারলিয়ারস্কি ও শচুকিনের

মতো খল লোকদের নেতৃত্বে গোপন পুলিশ ও রাজনৈতিক গোয়েন্দাবাহিনী পুনরুজ্জীবিত করে বিপ্লবের নীতিভ্রষ্টতা করেছেন।…

কেরেনস্কি 'ব্ল্যাকমেলের' নিন্দা করেছেন!—যাঁর সমগ্র প্রশাসনের ইতিহাসই হল গণতন্ত্রকে ব্ল্যাকমেল করার এক দীর্ঘ কাহিনী এবং ফিনিশীয় সমুদ্রতীরে এক সৈন্যদল নামছে এই মিথ্যা গল্প বলে তিনি প্রকাশ্যে 'গণতান্ত্রিক সম্মেলনকে' ব্ল্যাকমেল করেছিলেন এবং এক্ষেত্রে সফলভাবেই জেনারেল খাবলভের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেছিলেন।

'নিরপরাধ মানুষের রক্তে হাত কলংকিত' এই অভিযোগ করেছেন কেরেনস্কি!—যাঁর নিজের হাত হাজার হাজার নির্দোষ সৈনিক, যুদ্ধ-সীমান্তে জুন মাসের হটকারী অভ্যুত্থানকারীদের রক্তে সত্যসত্যই রক্তাক্ত।…

ওঁরা বলে থাকেন সবকিছুর একটা সীমা আছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বুর্জোয়া সুযোগসন্ধানীদের ধৃষ্টতার কোন সীমা-পরিসীমা নেই।…

ইজ্‌ভেস্তিয়া সংবাদ দিচ্ছে যে 'গণ-পরিষদে' 'প্রত্যেকটি আসন থেকে সোচ্চার ও দীর্ঘ হাততালি দিয়ে' কেরেনস্কিকে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল। কর্নিলভবাদের গর্ভপাত ও কেরেনস্কির ধর্মসন্তান দাসানুদাস প্রাক্-পার্লামেন্টের কাছ থেকে এর বেশি আমরা কিছু আশা করিনি।

গোপনে যাঁরা 'বামপন্থীদের' বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা গ্রহণের ষড়যন্ত্র করছেন এবং যাঁরা আগেভাগে এই প্রতিহিংসা গ্রহণকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন সেই উভয় দলের সমস্ত ভদ্রলোকরা জেনে রাখুন, যখন চূড়ান্ত মুহূর্ত উপস্থিত হবে তখন যে বিপ্লবের প্রতি তাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে চেষ্টা করছেন এবং যে প্রতারণা করতে তাঁরা ব্যর্থ হবেন সেই বিপ্লব কর্তৃক হিসাব-নিকাশের জন্য তাঁদের সকলকে একদিন সমানভাবে হাজির করানো হবে।

রাবোচি পুৎ, সংখ্যা ৩৭
১৫ই অক্টোবর, ১৯১৭
সম্পাদকীয়

'সোভিয়েত ও কমিটিগুলির বিলোপসাধন করতেই হবে' মস্কো-সম্মেলনে ক্যাডেটপন্থীদের বিপুল হাততালির মধ্যে একথা ঘোষণা করেন কর্নিলভপন্থী কালেদিন।

আপোষপন্থী সেরেতেলি উত্তরে বলেন, করতে হবে সত্য, কিন্তু এখনো সময় হয়নি কারণ 'মুক্ত বিপ্লবের (অর্থাৎ প্রতিবিপ্লব ?) প্রাসাদ নির্মাণ সমাপন না হওয়া পর্যন্ত এই ভারা (মিস্ত্রী যে বাঁধা মাচার উপর দাঁড়িয়ে কাজ করে—অনুবাদক) অপসারণ অবশ্যই করা যাবে না।'

আগস্টের প্রথমদিকে মস্কো-সম্মেলনে এই উক্তিগুলি করা হয় যখন কর্নিলভ ও রদ্‌জিয়াংকা, মিলিউকভ ও কেরেনস্কির প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র প্রথমিক রূপ পরিগ্রহ করছে।

এই ষড়যন্ত্র 'সফল হতে' পারেনি ; মস্কোর শ্রমিকদের রাজনৈতিক ধর্মঘট তা ব্যর্থ করে দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও সেরেতেলি ও মিলিউকভ, কেরেনস্কি ও কালেদিনের এক মোর্চা—বলশেভিক শ্রমিক ও সৈনিকদের বিরুদ্ধে মোর্চা গঠিত হয়। এই মোর্চা একটি পর্দায় রূপান্তরিত হয় যার পিছনে সোভিয়েত ও কমিটিগুলির বিরুদ্ধে, বিপ্লব ও তার বিজয়ের বিরুদ্ধে সত্যকারের এক ষড়যন্ত্র সংগঠিত হচ্ছিল এবং আগস্ট মাসের শেষদিকে তা ভুলে ওঠে।

মস্কো-সম্মেলনের 'বীর্যবান শক্তিগুলির' সঙ্গে মোর্চার প্রশংসা করে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকরা যে কার্যতঃ কর্নিলভপন্থী ষড়যন্ত্রীদের হয়েই কাজ করছেন তা কি তাদের জানা আছে? বলশেভিকদের বিচ্ছিন্ন করে এবং সোভিয়েত ও কমিটিগুলিকে গোপনে ধ্বংস করে দেলো নারোদার পেটি-বুর্জোয়া উদারনীতিবাদীরা ও ইজ্‌ভেস্তিয়ার বুর্জোয়াদের গুণকীর্তন-কারীরা কি জানেন যে তাঁরা প্রতিবিপ্লবের সপক্ষে কাজ করছেন এবং বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকদের দলে নাম লিখিয়েছেন ?

কর্নিলভ বিদ্রোহ সমস্ত চিত্রই নগ্ন করে দিয়েছে। ক্যাডেটদের এবং ক্যাডেটদের সঙ্গে মোর্চার প্রতিবিপ্লবী চরিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেছে। ক্যাডেট ও

জেনারেলদের মোর্চা বিপ্লবের পক্ষে কতখানি বিপজ্জনক তা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এটা বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সোভিয়েতসমূহ এবং যুদ্ধ-সীমান্তে কমিটিগুলি যদি না থাকত যার বিরুদ্ধে রক্ষণশীলরা কালেদিনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিল তাহলে বিপ্লব ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো।

আমরা জানি কর্নিলভ বিদ্রোহের কঠিন সময়ে মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা সেই ক্রোনস্তাদ্ নাবিক ও 'বলশেভিক' সোভিয়েত ও কমিটিগুলির কাছে আশ্রয় নিয়েছিল যাদের বিরুদ্ধে কালেদিন ও অন্যান্য 'বীর্যবান শক্তিগুলির' সঙ্গে তারা মোর্চা গড়তে সচেষ্ট ছিল।

এ এক মূল্যবান শিক্ষা এবং অবশ্যই মর্মস্পর্শী।

কিন্তু—মানুষের স্মৃতিশক্তি ক্ষণস্থায়ী। **ইজ্‌ভেস্তিয়ার** দলত্যাগীদের ও মেরুদণ্ডহীন **দেলা নারোদার** স্মৃতিশক্তি বিশেষ করে স্বল্পস্থায়ী।

কর্নিলভ বিদ্রোহের পরে এক মাসের সামান্য কিছু বেশি দিন মাত্র অতিবাহিত হয়েছে। কেউ হয়তো ভাবতে পারেন কর্নিলভবাদ মৃত ও তার দিন শেষ হয়েছে। কিন্তু 'ভাগ্যতাড়িত' হয়েও কেরেনস্কির কারসাজিতে আমরা এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই কর্নিলভবাদের এক নতুন স্তরে প্রবেশ করেছি। কর্নিলভ এখন 'বন্দী'। কিন্তু কর্নিলভবাদের পাণ্ডারা এখন রাষ্ট্রক্ষমতায়। 'বীর্য-বান শক্তিগুলির' সঙ্গে আবদ্ধ পুরানো মোর্চাকে বিপর্যস্ত করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার পরিবর্তে কর্নিলভপন্থীদের সঙ্গে এক নতুন মোর্চা গড়ে উঠেছে। কশাক আতামান করোলভের স্বপ্ন অনুসারে মস্কো-সম্মেলন 'লং পার্লামেন্টে' পরিণত হয়নি। কিন্তু 'পুরানো সোভিয়েত সংগঠনগুলির পরিবর্তে বসানোর' লক্ষ্য নিয়ে এক কর্নিলভপন্থী প্রাক্-পার্লামেন্ট গঠিত হয়েছে। মস্কোয় প্রতা-রকদের প্রথম সম্মেলন দৃশ্য থেকে বিদায় নিয়েছে। তার পরিবর্তে এই সেদিন মস্কোতে প্রতারকদের দ্বিতীয় সম্মেলন আহূত হয়েছিল এবং তার নেতা জমিদার রদ্‌জিয়াংকো প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে '**যদি সোভিয়েতসমূহ ও নৌবাহিনী ধ্বংস হয় এবং পেত্রোগ্রাদ জার্মানদের দ্বারা অধিকৃত হয় তাহলে তিনি খুশী হবেন।**' সরকার কর্নিলভের বিচার করার এক ছলনা করছে। কর্নিলভ ও কালেদিনের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে, পেত্রোগ্রাদ থেকে বিপ্লবী সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করে, মস্কোতে পালিয়ে আসার প্রস্তুতি করে, পেত্রোগ্রাদ সমর্পণ করার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে প্রকৃতপক্ষে কর্নিলভের 'আবির্ভাবের' পথ প্রশস্ত করছিল এবং 'আমাদের বীর সহযোগীদের' দিকে'

ঝুঁকে পড়েছিল যারা বাল্টিক নৌবহরের ধ্বংস, জার্মানদের দ্বারা পেত্রোগ্রাদ দখল এবং··· স্যার লাভ্‌র কর্নিলভের সিংহাসনে আরোহণ করার জন্য অধীর-ভাবে সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।···

প্রথমটির চেয়ে আরও ভয়ংকর কর্নিলভবাদী নতুন আঘাতের মুখোমুখি আমরা হয়েছি তা কি স্পষ্ট নয়?

এ ঘটনা থেকে কি স্পষ্ট হয়ে উঠেনি যে আমাদের এখন সংগ্রামের জন্য চূড়ান্ত সতর্ক ও পূর্ণ তৎপর থাকা উচিত?

পূর্বের চেয়ে আরও বেশি করে সোভিয়েত ও কমিটিগুলি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে তাও কি প্রতীয়মান হয়ে ওঠেনি?

কর্নিলভবাদ থেকে মুক্তি দিসে, গণ-সংগ্রামের পূর্ণ শক্তির সাহায্যে আসন্ন প্রতিবিপ্লবী আক্রমণকে ধ্বংস করতে সমর্থ বিপ্লবের সেই শক্তিই-বা কোথায়?

নিশ্চয়ই দাস মনোভাবাপন্ন প্রাক্-পার্লামেন্টের মধ্যে নয়!

শ্রমিক ও সৈনিক-জনগণের শক্তিতে বলীয়ান সোভিয়েতগুলির মধ্যেই কেবল মুক্তি নিহিত রয়েছে এ ঘটনা কি প্রত্যক্ষ নয়?

আসন্ন প্রতিবিপ্লব থেকে বিপ্লবের মুক্তি সোভিয়েতগুলির এবং একমাত্র সোভিয়েতগুলিরই লক্ষ্য তা কি সুস্পষ্ট নয়?

কেউ হয়তো ভাববেন যে এই সংগঠনগুলিকে মদৎ দেওয়া ও শক্তিশালী করা, এগুলির চারিদিকে শ্রমিক ও কৃষক-জনগণকে সমবেত করা, আঞ্চলিক ও সারা-রুশ কংগ্রেসগুলিতে তাদের যুক্ত করে দেওয়া ইত্যাদি বিপ্লবীদের কর্তব্য।

কিন্তু **ইজ্‌ভেস্তিয়া** ও **দেলো নারোদার** দলত্যাগীরা কর্নিলভ বিদ্রোহের 'ভয়ংকর অগ্নিপরীক্ষার' দিনগুলি ভুলে গেছে এবং এখন কিছুদিন যাবৎ সোভিয়েতগুলির দুর্নাম ও পিছু ধাওয়া করা, আঞ্চলিক ও সারা-রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসগুলিকে বিপর্যস্ত করা, সোভিয়েতগুলিকে বিশ্লিষ্ট ও ধ্বংস করা ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত রয়েছে।

ইজ্‌ভেস্তিয়া লিখছে: 'স্থানীয় সোভিয়েতগুলির ভূমিকা হ্রাস পাচ্ছে। সোভিয়েতগুলি সামগ্রিক গণতন্ত্রের সংগঠনের চরিত্র হারিয়েছে।···

'অস্থায়ী সোভিয়েত সংগঠনের পরিবর্তে একটি স্থায়ী, চৌকস ও সর্বব্যাপ্ত, জাতীয় ও আঞ্চলিক জীবনভিত্তিক সংগঠন আমরা গড়তে চাই। যখন স্বৈরতন্ত্র 'এবং তার সঙ্গে সমগ্র আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল তখন ডেপুটিদের

সোভিয়েতগুলি অস্থায়ী কুঁড়েঘর হিসাবে আমরা গড়ে তুললাম যার মধ্যে সমগ্র গণতন্ত্র আশ্রয় নিতে পেরেছিল। এখন কুঁড়েগুলির জায়গায় নতুন ব্যবস্থার এক স্থায়ী অট্টালিকা গড়ে উঠেছে এবং স্বাভাবিকভাবেই এর প্রতিটি তলা নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর সুখের আশ্রয়ের জন্য জনগণ ক্রমে ক্রমে কুঁড়েঘরগুলি ছেড়ে আসছে।'

সোভিয়েতগুলির অসীম সহনশীলতার সুযোগে কোনক্রমে দীনহীনভাবে অস্তিত্ব রক্ষাকারী সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির মুখপত্র নির্লজ্জ **ইজ্‌ভেস্তিয়ার** এই হল বক্তব্য।

ইজ্‌ভেস্তিয়ার পিছনে মেরুদণ্ডহীন **দেলো নারোদার** লিয়াপকিন-তিয়াপকিনরাও* লেঙ্‌চিয়ে চলেছে এবং প্রগাঢ়ভাবে মত প্রকাশ করে বলেছে যে সোভিয়েতগুলির কংগ্রেসকে বানচাল করতেই হবে কারণ এর দ্বারাই বিপ্লব ও সংবিধান-সভার মুক্তি আনা যাবে!

কেমন শুনছেন? 'অস্থায়ী সংগঠন' বলতে বিপ্লবী সোভিয়েতগুলিকে বুঝানো হচ্ছে যারা জারতন্ত্র ও তার অত্যাচারের অবসান ঘটিয়েছে। 'স্থায়ী ও সর্বব্যাপ্ত সংগঠনের' অর্থ হল সেবাদাস প্রাক্-পার্লামেণ্ট যা আলেক্সিয়েভ ও কেরেনস্কির সেবা করছে। কর্নিলভের সেনাদলকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল যে বিপ্লবী সোভিয়েতগুলি, সেগুলিকে 'অস্থায়ী কুঁড়েঘর' বলা হচ্ছে। 'স্থায়ী অট্টালিকা' বলতে কর্নিলভের সেই গর্ভপাত প্রাক্-পার্লামেণ্টকে বুঝানো হয়েছে যার কাজ হল বাগাড়ম্বর দিয়ে প্রতিবিপ্লবের সমাবেশকে আড়াল করা। এখানে উদ্যমশীল বিপ্লবী কার্যাবলীর প্রচণ্ড ব্যস্ততা। সেখানে তথাকথিত শিষ্টতা ও প্রতিবিপ্লবী প্রভুত্বের 'আরাম'। **ইজ্‌ভেস্তিয়া** ও **দেলো নারোদার** দলত্যাগীরা স্মোল্‌নি ইনস্টিটিউটের 'কুঁড়েঘর' থেকে শীত প্রাসাদের 'অট্টলিকায়' ছুটে গেছে এবং এইভাবে 'বিপ্লবের নেতা'র স্তর থেকে স্যার এম. ভি. আলেক্সিয়েভের আর্দালীর পর্যায়ে নিজেদের নামিয়ে এনেছে—এ ঘটনায় বিস্ময়ের কি আছে?

স্যার এম.ভি. আলেক্সিয়েভ বলছেন, সোভিয়েতগুলিকে অবলুপ্ত করতেই হবে।

ইজ্‌ভেস্তিয়া উত্তরে বলছে, সেবায় লাগতে পেরে আনন্দিত। শীত প্রাসাদের 'অট্টালিকা' নির্মাণকাজে শেষ 'তলটি' আপনারা সমাপ্ত করুন,

---

*লিয়াপ্‌কিন-তিয়াপকিন—গোগোলের **ইনস্‌পেক্টর জেনারেল**-এর একটি চরিত্র। —অনুবাদক (ইং সং)।

ইতোমধ্যে 'আমরা' স্মোল্‌নি ইনস্টিটিউটের 'কু ড়েঘরগুলি' ভেঙে ফেলি।

মিঃ আদ্‌ঝেমভের উক্তি, সোভিয়েতের পরিবর্তে প্রাক্‌-পার্লামেণ্টকে প্রতিষ্ঠা করতেই হবে।

দেলো নারোদার পক্ষ থেকে উত্তর এল, এ কাজে লাগতে পারলে খুশী হব। সোভিয়েতগুলির কংগ্রেসকে তো আগে ধ্বংস করা যাক।

এবং আরেকটি কর্নিলভ বিদ্রোহের প্রাক্কালে তারা এখন সে কাজই করছে। প্রতিবিপ্লবীরা মস্কোতে তাদের কংগ্রেস ইতোমধ্যেই আহ্বান করেছে, কর্নিলভপন্থীরা তাদের শক্তি সংহত করে ফেলেছে ও গ্রামাঞ্চলে দাঙ্গা সংগঠিত ও শহরাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ও বেকারী সৃষ্টি করছে ও সংবিধান-সভা বিনষ্ট করার প্রস্তুতি হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের বিরুদ্ধে আরেকবার আক্রমণ হানবার জন্য অভ্যন্তরে ও সীমান্তে শক্তি সমাবেশ করছে।

বিপ্লব ও তার বিজয়ের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া এ আর কি হতে পারে?

বিপ্লব ও তার সংগঠনগুলির ঘৃণিত প্রতারক ছাড়া তারা আর কি?

সোভিয়েতগুলিতে সংগঠিত শ্রমিক ও সৈনিকদের এরপর **ইজ্‌ভেস্তিয়া** ও **দেলো নারোদার** ভদ্রলোকদের সম্পর্কে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত যদি তারা আসন্ন কর্নিলভ বিদ্রোহের 'ভয়ংকর মুহূর্তে' প্রতিবিপ্লবের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য 'বৃদ্ধের মতো', 'হাত বাড়িয়ে থাকা ভিখারীর মতো' তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে?…

ধর্মঘটের সময় সাধারণতঃ শ্রমিকরা বিশ্বাসঘাতকদের মালটানা এক-চাকার গাড়ীতে চাপিয়ে থাকে।

কৃষকরাও সমস্বার্থে সংগ্রামের সময় সাধারণতঃ বিশ্বাসঘাতকদের দণ্ডশূলে চড়িয়ে থাকে।

বিপ্লব ও বিপ্লবী সংগঠনগুলির প্রতি ঘৃণিত বিশ্বাসঘাতকদের কলংকিত করার উপযুক্ত পদ্ধতি সোভিয়েতগুলি নির্ধারিত করবে—এ বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই।

রাবোচি পুৎ, সংখ্যা ৩৭
১৫ই অক্টোবর, ১৯১৭
স্বাক্ষরবিহীন

কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় ভাষণ

১৬ই অক্টোবর, ১৯১৭

অভ্যুত্থানের দিনক্ষণ সঠিকভাবে নির্বাচন করতে হবে। একমাত্র এই অর্থে গৃহীত প্রস্তাবকে বুঝতে হবে।[৮৭] বলা হয়ে থাকে, সরকারের আক্রমণের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। কিন্তু আক্রমণ বলতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার হতে হবে। রুটির যখন মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে, যখন কশাকদের দনেৎস অঞ্চলে পাঠানো হয়েছে ইত্যাদি—সবই তো আক্রমণ। সামরিক আক্রমণ যদি নাই ঘটে তাহলে কতদিনই-বা আমরা অপেক্ষা করে থাকব? কামেনেভ ও জিনোভায়েভ যে প্রস্তাব করছেন তাতে কার্যতঃ প্রতিবিপ্লব প্রস্তুতি করতে ও সংগঠিত হতে সমর্থ হবে। আমরা অন্তহীনভাবে পিছু হটতেই থাকব এবং বিপ্লবকে হারিয়ে ফেলব। প্রতিবিপ্লবকে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার জন্য আমরা কেন নিজেরাই অভ্যুত্থানের দিনক্ষণ ও পরিস্থিতি নির্ধারণ করতে পারব না?

কমরেড স্তালিন অতঃপর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন এবং যুক্তি দিয়ে বলেন এখন আরও আত্মবিশ্বাস রাখতে হবে। দুটি নীতি রয়েছে: একটি বিপ্লবের বিজয়ের পথে পরিচালিত ও ইউরোপের দিকে মুখ ফিরানো; এবং অপরটির বিপ্লবের প্রতি কোন আস্থা নেই এবং শুধুমাত্র বিরোধী হিসাবেই গণ্য হতে চায়। পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েত ইতোমধ্যেই সৈন্য প্রত্যাহার অনুমোদন করতে অস্বীকার করে অভ্যুত্থানের পথ গ্রহণ করেছে। নৌবাহিনীও ইতোমধ্যে জেগে উঠেছে, অন্ততঃ কেরেনস্কির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। এতএব, আমাদের দৃঢ় ও অনিবার্যভাবে অভ্যুত্থানের পথ গ্রহণ করতে হবে।

কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনারি সভার
সংক্ষিপ্ত বিবরণী

'বাশানের বলিষ্ঠ বৃষগুলি আমাকে ঘিরে ফেলেছে'

বলশেভিকরা আহ্বান রেখেছে—প্রস্তুত হও! পরিস্থিতির ক্রমবর্ধমান তীব্রতা ও প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলির সমাবেশের ফলে এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে কারণ প্রতিবিপ্লব চাইছে বিপ্লবের উপর আক্রমণ হানতে, উইল্‌হেল্‌মের কাছে রাজধানী সমর্পণ করে ধড় থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে এবং বিপ্লবী সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার করে নিয়ে রাজধানীর প্রাণ-প্রবাহিনী রক্ত শুষে নিতে উদ্যত।

আমাদের পার্টির বৈপ্লবিক আহ্বান সকলে একইভাবে গ্রহণ করতে পারেনি।

শ্রমিকরা তাদের 'নিজেদের মতো করে' বুঝে নিয়েছে এবং প্রস্তুত হতে শুরু করছে। শ্রমিকরা বহু 'চতুর' ও 'আলোকপ্রাপ্ত' বুদ্ধিজীবীর চেয়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন।

শ্রমিকদের মতো সৈনিকরাও পিছিয়ে নেই। গতকাল রাজধানীর সৈনিক শিবিরের বাহিনীগত ও কোম্পানীগত কমিটিগুলির এক সভায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে তারা সিদ্ধান্ত করেছে যে তাদের জীবনের বিনিময়েও তারা বিপ্লব ও তার পথপ্রদর্শক পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতকে রক্ষা করবে এবং তার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তারা অস্ত্রধারণের শপথ গ্রহণ করেছে।

শ্রমিক ও সৈনিকদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এই স্তরে আছে।

কিন্তু অন্যান্য অংশের ক্ষেত্রে তা নয়।

কিসে কি হয় বুর্জোয়ারা জানে। 'কোন কথা ব্যয় না করেই' তারা শীত প্রাসাদের বাইরে বন্দুক সাজিয়েছে কারণ তাদের নিজস্ব 'সেনানী' ও 'ক্যাডেটরা' রয়েছে যাদের আমরা আশা করি ইতিহাস কোনদিন ভুলবে না। বুর্জোয়াদের **দাইয়েন** ও **ভলিয়া নারোদা** গোষ্ঠীর অনুচররা ব্ল্যাকদের সঙ্গে বলশেভিকদের 'গুলিয়ে ফেলে' আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে এক প্রচার শুরু করে দিয়েছে এবং 'অভ্যুত্থানের দিনক্ষণ' জানবার জন্য ক্রমাগত তাদের প্রশ্নবানে জর্জরিত করছে।

তাদের চাটুকার, কেরেনস্কির অনুচর বিনাসিক ও দান প্রমুখেরা প্রত্যক্ষ কর্মসূচীর বিরুদ্ধে ওকালতি করে **দাইয়েন ও ভলিয়া নারোদার** মতোই 'অভ্যুত্থানের দিনক্ষণ' জানতে চেয়ে এবং শ্রমিক ও সৈনিকদের কিশকিন ও কনোভালভের মুখাপেক্ষী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে 'সি. ই. সি'র স্বাক্ষরিত একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করেছে।

নোভায়া ঝিজ্ন-এর আতংকগ্রস্ত দুর্বল স্নায়ুর ব্যক্তিরাও অনাবশ্যকভাবে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে কারণ তারা 'বেশি সময় চুপচাপ থাকতে পারে না' এবং আমাদের কাছে অবশেষে কাকুতিমিনতি করে জানতে চাইছে কখন বলশেভিকরা অভ্যুত্থান করতে মনস্থ করেছে।

কুৎসা ছড়িয়ে ও চুকলি করে, হুমকি দিয়ে ও কাঁদুনি গেয়ে, কাকুতিমিনতি করে ও দাবি করে একমাত্র শ্রমিক ও সৈনিকরা ছাড়া 'বাশানের বলিষ্ঠ বৃষগুলি আমাকে ঘিরে ফেলেছে।'

এদের উদ্দেশ্যে আমাদের উত্তর নিম্নরূপ।

বুর্জোয়াগোষ্ঠী ও তাদের 'হাতিয়ার'গুলি প্রসঙ্গে বলতে পারি: তাদের সঙ্গে সমাধানে আসার বিশেষ ব্যবস্থা আমাদের আছে।

বুর্জোয়াদের দালাল এবং বেতনভুক ভৃত্যদের প্রসঙ্গে বলা যায়: আমরা তাদের গোয়েন্দাবিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলব—সেখানে তারা 'সাংবাদাদি' সংগ্রহ করতে পারবে এবং পরিবর্তে **দাইয়েন**-এর গুপ্তচর দালালরা ইতোমধ্যেই অভ্যুত্থানের কর্মসূচীর যে ছক করে ফেলেছে সেই 'দিন' ও 'ক্ষণ' সম্পর্কে সংবাদ উপযুক্ত স্থানে পৌঁছে দিতে পারবে।

কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিতে বিনাসিক, দান এবং কেরেনস্কির অন্যান্য আর্দালীদের সম্পর্কে বলতে পারি: যে সমস্ত 'বীরপুঙ্গবরা' শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের বিরুদ্ধে কিশকিন-কেরেনস্কি সরকারের পক্ষাবলম্বন করেছে তাদের আমরা কোন আমল দেব না। কিন্তু আমাদের নজর রাখতে হবে যেন সোভিয়েতগুলির কংগ্রেসের সামনে এই প্রতারক বীরপুঙ্গবদের জবাবদিহি করতে হয় যে কংগ্রেস গতকালও তারা বানচাল করতে সচেষ্ট ছিল, কিন্তু আজ সোভিয়েতগুলির চাপের ফলে আহ্বান করতে বাধ্য হয়েছে।

নোভায়া ঝিজ্ন-এর মানসিক রোগগ্রস্তদের সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না তারা আমাদের কাছ থেকে ঠিক কি চায়।

ধরুন, ফিনল্যাণ্ডে দ্রুত পলায়ন করার সুবিধার জন্য উপযুক্ত সময়ে যাতে বিশুদ্ধ বুদ্ধিজীবীদের গোষ্ঠীগুলিকে সমবেত করা যায় সেই উদ্দেশ্যে যদি তাঁরা অভ্যুত্থানের 'দিন' জানতে চান তাহলে তাঁদের আমরা নিছক প্রশংসা করতে পারি কেননা আমরা 'সাধারণভাবে' এই গোষ্ঠীগুলির সংঘবদ্ধতার সপক্ষে।

যদি তাঁরা তাঁদের 'অনুভূতিশূন্য' স্নায়ুকে প্রশান্ত করবার উদ্দেশ্যে অভ্যুত্থানের 'দিন' জানতে চান সেক্ষেত্রে তাঁদের নিশ্চয়তা দিয়ে আমরা বলতে পারি যে যদি অভ্যুত্থানের 'দিনক্ষণ' স্থিরীকৃত হয়েও থাকে এবং বলশেভিকরা 'চুপিচুপি তাঁদের কানে' পৌঁছেও দেয় তাহলেও আমাদের মানসিক রোগগ্রস্ত বন্ধুরা এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র 'স্বস্তি' পাবেন না কারণ তখন তাঁদের মনে নতুন নতুন 'প্রশ্ন', হিস্টিরিয়ার ভাব ইত্যাদি দেখা দেবে।

কিন্তু আমাদের পার্টি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করবার ইচ্ছা থেকে আমাদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র একটি বিক্ষোভ সমাবেশই যদি তাঁরা অনুষ্ঠিত করতে চান তাহলে আবার আমরা তাঁদের অভিনন্দন জানাতে পারি: কারণ, প্রথমতঃ, এই প্রাজ্ঞ পদক্ষেপ নির্দিষ্ট মহলগুলিতে নিঃসন্দেহে তাঁদের জন্য প্রশংসাই অর্জন করবে যেহেতু সেখানে সম্ভাব্য 'জটিলতা' ও 'ব্যর্থতা' রয়েছে, দ্বিতীয়তঃ, এর ফলে শ্রমিক ও সৈনিক-সাধারণের মানসিকতা পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং তারা অবশেষে বুঝতে সক্ষম হবে যে দ্বিতীয়বারের জন্যও (জুলাই মাসের দিনগুলি!) বার্ত্‌সেভ ও সুভোরিনের অশুভ সেনাবাহিনীর জন্য নোভায়া ঝিজ্‌ন বিপ্লবের সারি থেকে পলায়ন করছে। আর সকলেই জানেন সাধারণভাবে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার আমরা পক্ষপাতী।

কিন্তু তাঁরা সম্ভবতঃ 'নীরব থাকতে' পারেন না কারণ আমাদের হতবুদ্ধি বুদ্ধিজীবীদের জলাভূমির মধ্যে ব্যাঙের ডাক ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। এর দ্বারা কি গোর্কির 'আমি নীরব থাকতে পারি না' উক্তি ব্যাখ্যাত হয় না? এটা অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য। যখন জমিদার ও তাদের অনুচররা কৃষকদের নৈরাশ্য ও ক্ষুধার 'দাঙ্গার' পথে তাড়িত করে তখন তাঁরা দূরে সরে দাঁড়ান এবং নীরব থাকেন। যখন পুঁজিপতি ও তাদের সেবাদাসরা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে লক্-আউট ও বেকারী সৃষ্টির জন্য দেশব্যাপী ষড়যন্ত্র করছিল তখনো তাঁরা একপাশে সরে থেকেছেন এবং নীরব রয়েছেন। প্রতিবিপ্লবীরা যখন রাজধানী সমর্পণ করতে ও সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করতে উদ্যত হয়েছিল তখনো তাঁরা নীরব থাকতে পারেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, যখন বিপ্লবের অগ্রদূত পেত্রোগ্রাদ

সোভিয়েত প্রতারিত শ্রমিক ও কৃষকদের সপক্ষে মাথা তুলে দাঁড়ায় তখন এই-সব ব্যক্তিরা 'নীরব থাকতে পারবেন না'! এবং তাঁদের মুখ থেকে প্রথম যে শব্দ নিঃসৃত হয় তা তিরস্কারব্যঞ্জক—তবে প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে নয়, ওঃ না!—বরং বিপ্লবেরই বিরুদ্ধে যে বিপ্লব সম্পর্কে চায়ের আসরে তাঁরা উৎসাহের ফুলঝুরি ছড়িয়েছিলেন কিন্তু আজ এক চূড়ান্ত মুহূর্তে প্লেগ দেখে পলায়নের মতো তাঁরা বিপ্লব থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন। এটা কি 'বিস্ময়কর' নয়?

রুশ-বিপ্লব বহু খ্যাতিমান ব্যক্তিকে আসনচ্যুত করেছে। অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে এই সত্য ঘটনার মধ্যে রুশ-বিপ্লবের শক্তি নিহিত রয়েছে যে সে 'খ্যাতিমানদের' সামনে মাথা নত করেনি, কিন্তু তাঁদের কাজে লাগিয়েছে বা তাঁরা যখন বিপ্লব থেকে শিক্ষা গ্রহণে অস্বীকৃত হয়েছেন তখন তাঁদের বিস্মরণের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এইসব 'যশস্বী ব্যক্তিদের' এক সারি—প্লেখানভ, ক্রপোটকিন, ব্রেশকোভস্কায়া, জাসুলিচ এবং সাধারণভাবে সেইসব প্রাচীন বিপ্লবীদের বিপ্লব বর্জন করেছে যাঁরা একমাত্র বার্ধক্যের জন্যই উল্লেখযোগ্য। আমাদের আশংকা গোর্কি এইসব 'স্তম্ভদের' জয়স্তম্ভ সম্পর্কে ঈর্ষান্বিত। আমাদের আরও আশংকা গোর্কি প্রাচীন নিদর্শনের সংগ্রহশালা পর্যন্ত তাঁদের অনুসরণ করার জন্য 'দারুণভাবে' আগ্রহ অনুভব করছেন।

বেশ, প্রত্যেক মানুষই তার নিজস্ব রুচি অনুযায়ী চলবেন। কিন্তু অনুকম্পার হাতে বা নিজস্ব মৃত্যু রচনার জন্য বিপ্লবকে হস্তান্তরিত করা যায় না।...

রাবোচি পুং, সংখ্যা ৪১
২০শে অক্টোবর, ১৯১৭
স্বাক্ষরবিহীন

আমাদের কী প্রয়োজন ?

সৈনিক ও শ্রমিকরাই ফেব্রুয়ারি মাসে জারকে উৎখাত করেছিল। কিন্তু জারকে পরাজিত করেও নিজেদের হাতে ক্ষমতা তুলে নেওয়ার অভিপ্রায় তাদের ছিল না। বদ সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিক মেশপালকদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে শ্রমিক ও সৈনিকরা স্বেচ্ছায় জমিদার ও পুঁজি-পতিদের প্রতিনিধি মিলিউকভ ও ল্ভব, গুচকভ ও কনোভালভ প্রমুখদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়।

বিজয়ীদের পক্ষে এটাই ছিল মারাত্মক ভ্রান্তি। এবং এই ভ্রান্তির ফলেই সীমান্তে সৈনিকরা এবং অভ্যন্তরে শ্রমিক ও কৃষকরা চরম মূল্য দিচ্ছে।

যখন জারকে উৎখাত করেছিল তখন শ্রমিকরা ভেবেছিল যে তারা রুটি ও কাজ পাবে। কিন্তু তারা যা পেয়েছে তা হল দুর্মূল্য ও অনাহার, লক্ আউট ও বেকারী।

কেন ?

কারণ সরকারের মধ্যে রয়েছে পুঁজিপতি ও মুনাফাখোরদের নিযুক্ত ব্যক্তিরা যারা শ্রমিকদের অনাহারে রেখে আত্মসমর্পণ করাতে চায়।

জারকে যখন উৎখাত করেছিল তখন কৃষকরা ভেবেছিল তারা জমি পাবে। কিন্তু তারা যা 'পেয়েছে' তা হল তাদের প্রতিনিধিদের গ্রেপ্তার ও তাদের উপর নিপীড়নমূলক অভিযান।

কেন ?

কারণ, সরকার জমিদারদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত, তারা কৃষকদের হাতে কখনই জমি ছাড়বে না।

সৈনিকরা যখন জারকে গদিচ্যুত করেছিল তখন তারা আশা করেছিল শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু তারা 'পেয়েছে' দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ যা আগামী শরৎকাল পর্যন্ত পরিকল্পিত হয়ে আছে।

কেন ?

কারণ, সরকারের মধ্যে রয়েছে ব্রিটিশ ও ফরাসী ব্যাঙ্ক মালিকদের প্রতি-

নিধিরা যাদের কাছে 'দ্রুত' যুদ্ধবিরতি অলাভজনক, যাদের কাছে যুদ্ধ হল অশুভ উপায়ে ধনসম্পদ উপার্জনের উৎস।

জারকে যখন জনগণ উৎখাত করেছিল তখন তারা ভেবেছিল দুই বা তিন মাসের মধ্যেই সংবিধান-সভা আহূত হবে। কিন্তু সংবিধান-সভার আহ্বান একবার ইতোমধ্যেই পিছিয়ে গেছে এবং এখন এটা সুস্পষ্ট যে শত্রুরা তাকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

কেন?

কারণ, জনগণের শত্রুদের নিয়ে সরকার গঠিত, দ্রুত সংবিধান-সভা আহ্বানের ফলে একমাত্র তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের বিজয়ের পরেও রাষ্ট্রক্ষমতা জমিদার ও পুঁজিপতি, ব্যাঙ্ক-মালিক ও ফাটকাবাজ, মুনাফাখোর ও লুণ্ঠনকারীদের হাতে থেকেই গেল। এখানেই শ্রমিক ও সৈনিকদের মারাত্মক ভ্রান্তি নিহিত রয়েছে, এবং এই হল রণাঙ্গনে ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বর্তমান বিপর্যয়ের কারণ।

এই ভুল এই মুহূর্তে শুধরাতে হবে। সময় উপস্থিত হয়েছে যখন আর বিলম্ব করলে বিপ্লবের সামগ্রিক উদ্দেশ্যটিই বিপর্যয়ে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যাবে।

জমিদার ও পুঁজিপতিদের বর্তমান সরকার অবশ্যই একটি নতুন সরকারের দ্বারা, শ্রমিক ও কৃষকদের একটি সরকারের দ্বারা পরিবর্তিত করতে হবে।

বর্তমানের এই প্রবঞ্চক সরকার যা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত নয় এবং জনগণের কাছে দায়বদ্ধও নয় তাকে পরিবর্তন করতে হবে এমন একটি সরকারের দ্বারা যা জনগণের দ্বারা স্বীকৃত, শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচিত এবং এই প্রতিনিধিদের কাছে দায়বদ্ধ।

কিশকিন-কনোভালভদের এই সরকারের স্থানে অবশ্যই শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক ডেপুটিদের একটি সরকারকে বসাতে হবে।

ফেব্রুয়ারিতে যা করা হয়নি এখন অবশ্যই তা করতে হবে।

এইভাবে এবং একমাত্র এইভাবেই শান্তি, রুটি, জমি এবং স্বাধীনতা অর্জন করা যেতে পারে।

শ্রমিক, সৈনিক, কৃষক, কশাক এবং সমস্ত শ্রমজীবী জনগণ!

জমিদার ও পুঁজিপতিদের বর্তমান এই সরকারকে একটি নতুন সরকার, একটি শ্রমিক-কৃষকের সরকারের দ্বারা পরিবর্তিত করা কি আপনারা চান?

আপনারা কি চান যে রাশিয়ার নতুন সরকার কৃষকদের দাবির সঙ্গে সঙ্গতি

রক্ষা করে জমিদারী প্রথার অবসান ও ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে ভূসম্পত্তি কৃষকদের কমিটিগুলির হাতে হস্তান্তরিত করার কথা ঘোষণা করুন ?

আপনারা কি চান রাশিয়ার নতুন সরকার জারের গোপন চুক্তিগুলি প্রকাশ করে সেগুলিকে বাতিল বলে ঘোষণা করুন এবং যুদ্ধে বিজড়িত সমস্ত দেশগুলির সঙ্গে একটি ন্যায়সঙ্গত শান্তির প্রস্তাব দিন ?

পরিকল্পিতভাবে দুর্ভিক্ষ ও বেকারী, অর্থনৈতিক বিশৃংখলা ও দুর্মূল্য সৃষ্টিকারী লক্-আউটের সংগঠক ও মুনাফাখোরদের কার্যাবলী রাশিয়ার নতুন সরকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করুন এটা কি আপনারা চান ?

আপনারা যদি তা চান তাহলে আপনাদের সমস্ত শক্তিগুলিকে সমবেত করুন, একক একজন মানুষের মতো জেগে উঠুন, সভা-সমিতি সংগঠিত করুন, আপনাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করুন এবং তাঁদের মাধ্যমে আগামীকাল স্মোল্‌নিতে অনুষ্ঠিতব্য সোভিয়েতগুলির কংগ্রেসের সামনে আপনাদের দাবি পেশ করুন।

আপনারা যদি ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ়ভাবে কাজ করতে পারেন তাহলে জনগণের ইচ্ছাকে দমন করার সাহস কেউ করবে না। আপনাদের ভূমিকা যত শক্তিশালী, সংগঠিত ও দৃঢ় হবে পুরানো সরকার ততই সহজভাবে নতুন সরকারকে পথ করে দেবে। আর তখনই সমগ্র দেশ জনগণের জন্য শান্তি, কৃষকদের জন্য জমি এবং অনাহারক্লিষ্টদের জন্য রুটি ও কাজ অর্জনের জন্য সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারবে।

শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির হাতে রাষ্ট্রক্ষমতাকে হস্তান্তরিত করতেই হবে।

সোভিয়েতগুলির দ্বারা নির্বাচিত, সোভিয়েতগুলির দ্বারা প্রত্যাহারযোগ্য এবং সোভিয়েতগুলির কাছে দায়বদ্ধ একটি নতুন সরকারকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে।

এমন একটি সরকারই একমাত্র সংবিধান সভার সময়োচিত আহ্বান সুনিশ্চিত করতে পারে।

রাবোচি পুৎ, সংখ্যা ৪৪
২৪শে অক্টোবর, ১৯১৭
সম্পাদকীয়

টীকা

১। ১৯১৫ সালের ৫-৮ই সেপ্টেম্বর জিমারওয়াল্ডে আন্তর্জাতিকতা-বাদীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বযুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ অভিধায় চরিত্রায়ণ করে, যুদ্ধবাদের সপক্ষে ভোটদানকারী ও বুর্জোয়া সরকারগুলিতে যোগদানকারী 'সোশ্যালিষ্টদের' নিন্দা করে এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে ভূমিগ্রাস না করে বা ক্ষতিপূরণ না দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার সপক্ষে প্রচারের জন্য ইউরোপের শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়ে সম্মেলন থেকে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়। আন্তর্জাতিকতা-বাদীরা ১৯১৬ সালের ২৪-৩০শে এপ্রিল কিয়েন্থালে দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত করেন। যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনের আরও অগ্রগতির পরিচয় এই সম্মেলনের ঘোষণা ও সিদ্ধান্তবলীতে বিধৃত রয়েছে। কিন্তু জিমারওয়াল্ড সম্মেলনের মতো এই সম্মেলন—সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত কর, নিজের দেশের সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে পরাজিত কর, তৃতীয় আন্তর্জাতিক সংগঠিত কর ইত্যাদি বলশেভিক শ্লোগানগুলিকে অনুমোদন করেনি।

২। ইয়েদিনস্তভো উপদল হল ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে গঠিত চরম দক্ষিণপন্থী মেনশেভিক রক্ষণশীলদের একটি সংগঠন। এর নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে ছিলেন প্লেখানভ এবং পূর্বের বিলুপ্তিবাদী বুরিয়ানভ ও জোরদানস্কি। এরা অস্থায়ী সরকারকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের স্থায়িত্ব দাবি করে এবং বলশেভিকদের আক্রমণ করার ক্ষেত্রে ব্ল্যাক হাণ্ড্রেডদের সঙ্গে হাত মেলায়। মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় এই উপদলের সদস্যরা পিতৃভূমি ও বিপ্লবের ত্রাণের জন্য প্রতিবিপ্লবী কমিটিতে অংশগ্রহণ করে।

৩। **রেচ** (ভাষণ)—একটি সংবাদপত্র। ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ১৯১৭ সালের ২৬শে অক্টোবর পর্যন্ত সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত ক্যাডেট (সংবিধানপন্থী গণতন্ত্রী) পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র।

৪। **দাইয়েন** (দিন)—১৯১২ সালে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে প্রতিষ্ঠিত,

ব্যাঙ্কের অর্থে প্রকাশিত এবং মেনশেভিক বিলুপ্তিবাদীদের দ্বারা পরিচালিত একটি সংবাদপত্র। প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য ১৯১৭ সালের ২৬শে অক্টোবর এটিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

৫। সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিউকভের সাক্ষাৎকারকে কেন্দ্র করে **প্রাভদা** (সংখ্যা ১৭, ২৫শে মার্চ, ১৯১৭) 'সাম্রাজ্যবাদী নীতি ধ্বংস হোক!' এই শিরোনামায় অস্থায়ী সরকারের বৈদেশিক নীতি ব্যাখ্যা করে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করে।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের (৫ই মার্চ, ১৯১৭) পরে **প্রাভদা** বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্রে পরিণত হয়। ১৯১৭ সালের ১৫ই মার্চ রু. সো. ডি. লে (ব) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যুরোর এক বর্ধিত সভায় জে. ভি. স্তালিন এই পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে রাশিয়ায় ফিরে ভি. আই. লেনিন **প্রাভদা** পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পত্রিকার নিয়মিত লেখকদের মধ্যে ছিলেন ভি. এম. মলোটভ, ওয়াই. এম. স্বের্দলভ, এন. এস. অলমিনস্কি ও কে. এন. সাময়লোভা। ১৯১৭ সালের ৫ই জুলাই **প্রাভদার** সম্পাদকীয় দপ্তর সামরিক ক্যাডেট ও কশাকদের দ্বারা ভাঙচুর হয়। জুলাই মাসের দিনগুলির পর ভি.আই. লেনিন যখন আত্মগোপন করেন জে. ভি. স্তালিন তখন কেন্দ্রীয় মুখপত্রের প্রধান সম্পাদক পদে বৃত হন। রু. সো. ডি. লে (ব) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সামরিক সংগঠন ১৯১৭ সালের ২৩শে জুলাই **রাবোচি ই সোল্‌দাৎ** (শ্রমিক ও সৈনিক) নামে একটি পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয় এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নির্দেশ দেয় যে কেন্দ্রীয় মুখপত্র যতদিন না পুনঃপ্রকাশিত হয় **রাবোচি ই সোল্‌দাৎ** তার কাজ চালিয়ে যাক। জুলাই-অক্টোবর মাসে বলশেভিক পার্টির চতুর্দিকে শ্রমিক ও সৈনিকদের সমবেত করতে এবং একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ভিত্তি প্রস্তুত করতে কেন্দ্রীয় মুখপত্রের অবদান অসাধারণ। ১৯১৭ সালের ১৩ই আগস্ট থেকে বলশেভিক কেন্দ্রীয় মুখপত্র **প্রলেতারি** (সর্বহারা) নামে প্রকাশিত হতে থাকে এবং যখন এই পত্রিকা নিষিদ্ধ হয় তখন **রাবোচি** (শ্রমিক) নামে আবার আবির্ভূত হয় এবং তার পর ১৯১৭ সালের ২৬শে অক্টোবর পর্যন্ত **রাবোচি পুৎ** (শ্রমিকদের পথ) নামে প্রকাশিত হয়। ১৯১৭ সালের ২৭শে অক্টোবর থেকে বলশেভিক কেন্দ্রীয় মুখপত্র পুরানো **প্রাভদা** নামে আবার প্রকাশিত হয়।

৬। **ভেচারনেয়ি ভ্রেমিয়া** (ইভনিং টাইমস)—এ. এস. সুভোরিন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং ১৯১১ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত সেণ্ট পিটার্সবুর্গে প্রকাশিত প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারার একটি সান্ধ্য পত্রিকা।

৭। **দেলো নারোদা** (জনগণের কাজে)—সোশ্যালিষ্ট রিভলিউ-শনারিদের একটি পত্রিকা, পেত্রোগ্রাদে ১৫ই মার্চ, ১৯১৭ থেকে জানুয়ারি ১৯১৮ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়।

৮। সোন্দারবান্দ—১৮৪৫ সালে গঠিত সুইজারল্যাণ্ডের সাতটি ক্যাথলিক সামরিক উপদলের একটি প্রতিক্রিয়াশীল মোর্চ যারা দেশের রাজনৈতিক অনৈক্য বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট ছিল। ১৮৪৭ সালে সোন্দারবান্দ ও অন্যান্য সামরিক উপদলের মধ্যে যুদ্ধ বাধে যা সুইজারল্যাণ্ডে একটি কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে সাহায্য করে। সোন্দারবান্দের পরাজয় এবং বিভিন্ন রাজ্যের সমবায় থেকে একটি সংহত কেন্দ্রভিত্তিক রাষ্ট্রে সুইজারল্যাণ্ডের পরিণতির মধ্যে যুদ্ধ শেষ হয়।

৯। রু সো. ডি. লে (ব) পার্টির সপ্তম (এপ্রিল) সারা-রুশ সম্মেলন ১৯১৭ সালের ২৪-২৯শে এপ্রিল পেত্রোগ্রাদে অনুষ্ঠিত হয়। এটাই ছিল বলশেভিকদের প্রথম প্রকাশ্য ও আইনী সম্মেলন যা পার্টি কংগ্রেসের পর্যায়ভুক্ত হয়। সমকালীন পরিস্থিতির উপর প্রতিবেদনে ভি. আই লেনিন তাঁর ইতোপূর্বের এপ্রিল থিসিসে সূত্রায়িত নীতি আরও বিকশিত করেন। সম্মেলনে জে. ভি. স্তালিন বর্তমান পরিস্থিতির উপর ভি আই. লেনিনের প্রস্তাবের সমর্থনে ভাষণ দেন এবং জাতীয় প্রশ্নে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। সম্মেলন সুবিধা-বাদীদের, ও কামেনেভ, রাইকভ, জিনোভিয়েভ, বুখারিন ও প্যাতাকোভের আপোষপন্থার নিন্দা করে যারা রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরোধিতা করে এবং জাতীয় প্রশ্নে এক উগ্র জাতীয়তাবাদী নীতি গ্রহণ করে। এপ্রিল সম্মেলন বলশেভিক পার্টিকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সংগ্রামের স্তর থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে পৌঁছে দেয়। জাতীয় প্রশ্নে এপ্রিল সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহের জন্য 'রেসোলিউশনস্ এ্যাণ্ড ডিসিশানস অব্ সি. পি. এস. ইউ (বি' কংগ্রেসেস, কনফারেন্সেস এ্যাণ্ড সেণ্ট্রাল কমিটি প্লেনামস', প্রথম ভাগ, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৫০, পৃঃ ২৩৩ দ্রষ্টব্য।

১০। রুশীয় কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)র অষ্টম কংগ্রেস মস্কোতে ১৯১৯ সালের ১৮-২৩শে মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে জাতীয় প্রশ্নে

প্যাতাকোভ ও বুখারিনের এক জাতির প্রাধান্যমূলক উগ্র জাতীয়তাবাদী মতকে প্রচণ্ডভাবে সমালোচনা করা হয়। অষ্টম কংগ্রেসে গৃহীত আর. সি পি (বি)র কর্মসূচীর জন্য 'রেসোলিউশানস এ্যাণ্ড ডিসিশানস অব্ সি পি. এস ইউ (বি) কংগ্রেসেস, কনফারেন্সেস এ্যাণ্ড সেন্ট্রাল কমিটি প্লেনামস', প্রথম ভাগ, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৪০, পৃঃ ২৮১-৯৫ দ্রষ্টব্য।

১১। **সেকেণ্ড কংগ্রেস অব্ দি কমিন্টার্ণ,** জুলাই-আগস্ট, ১৯২০, মস্কো, ১৯৩৪, পৃঃ ৪৯২ দ্রষ্টব্য।

১২। সিম্বাবিয়ভের টেলিগ্রামের বিষয়বস্তু ভি. আই. লেনিন কর্তৃক তাঁর **প্রাভদা,** ৩৩ সংখ্যায়, ১৫ই এপ্রিল ১৯১৭-তে প্রকাশিত 'এ "ভলান্টারি এগ্রিমেন্ট" বিট্টইন ল্যাণ্ডলর্ডস এ্যাণ্ড পেজান্টস?' নামক প্রবন্ধে উল্লিখিত হয়েছে (ভি. আই. লেনিন, **রচনাবলী,** ৪র্থ রুশ সংস্করণ, খণ্ড ২৪, পৃঃ ১০৮ দ্রষ্টব্য)।

১৩। পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের কার্যকরী কমিটি কর্তৃক শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির সারা-রুশ সম্মেলন আহূত হয় এবং ১৯১৭ সালের ২৯শে মার্চ থেকে ৩রা এপ্রিল পেত্রোগ্রাদে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের প্রাধান্য ছিল।

১৪। অস্থায়ী সরকারের বৈদেশিক বিষয়ক মন্ত্রী এবং ক্যাডেটদের নেতা মিলিউকভের বক্তব্য ১৮ই এপ্রিল, ১৯১৭ মিত্রপক্ষীয় শক্তিগুলির কাছে পাঠানো হয়। জার প্রশাসন কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিগুলির প্রতি অস্থায়ী সরকারের বিশ্বস্ততার নিশ্চয়তা বিধান এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ অব্যাহত রাখার জন্য সরকারের প্রস্তুতি জ্ঞাপন এই বার্তায় ছিল। এই বার্তা পেত্রোগ্রাদের শ্রমিক ও সৈনিকদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ উদ্রিক্ত করে।

১৫। কৃশেসিনস্কা প্রাসাদ (কৃশেসিনস্কা ছিলেন জারের একজন প্রিয়-পাত্র) ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময় বিপ্লবী সৈনিকরা দখল করে নেয় এবং কেন্দ্রীয় ও পেত্রোগ্রাদ বলশেভিক কমিটি, রু. সো. ডি. লে (ব) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সামরিক সংগঠন, সৈনিকদের ক্লাব এবং অন্যান্য শ্রমিক ও সৈনিকদের সংগঠনের দপ্তর হিসাবে বাড়ীটি ব্যবহৃত হয়।

১৬। ১৯১৭ সালের ২২শে এপ্রিল মারিনস্কি প্রাসাদে সম্মেলনের পরে অস্থায়ী সরকার মিলিউকভের বক্তব্যের একটি 'ব্যাখ্যা' প্রকাশ করে, এই ব্যাখ্যায় জোর দিয়ে বলা হয় যে 'শত্রুর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়' বলতে 'জাতি-

গুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা' বুঝানো হয়েছে। পেত্রোগ্রাদ শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েতের আপোষপন্থী কার্যকরী কমিটি সরকারের এই সংশোধন ও 'ব্যাখ্যা' সন্তোষজনক বলে গ্রহণ করে নেয় এবং 'ঘটনাটি মিটে গেছে' বলে বিবেচিত হয়।

১৭। বুন্দ—১৮৯৭ সালের অক্টোবর মাসে প্রতিষ্ঠিত পোল্যাণ্ড, লিথুয়ানিয়া ও রাশিয়ার সাধারণ ইহুদী শ্রমিকদের সংগঠন (জে. ভি. স্তালিন, **রচনাবলী,** প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৫, টীকা ৭ দেখুন)।

১৮। স্লুশেলবার্গ উইয়েজ্‌দের ছোট-বড় গ্রামের প্রতিনিধিদের কংগ্রেস থেকে নির্বাচিত বিপ্লবী গণ-কমিটি ভূমি সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করে। কমিটির ভূমি বিষয়ক কমিশন সিদ্ধান্ত করে: (১) গ্রামীণ জনসমাজের উচিত গীর্জা, মঠ, রাজপরিবার ও ব্যক্তি-মালিকানাধীন অব্যবহৃত জমি চাষ করে ফেলা; এবং (২) প্রয়োজনীয় চাষের উপকরণাদি এবং গবাদি পশু ব্যক্তিগত খামার, মালগুদাম ইত্যাদি থেকে ন্যূনতম মূল্যে নিয়ে নিতে হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে গ্রামীণ কমিটিগুলি গ্রামাঞ্চলের সমস্ত জমি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলে, উপকরণ ও গবাদি পশুর তালিকা প্রস্তুত করে, বন ও অরণ্যগুলি প্রহরার ব্যবস্থা করে এবং অব্যবহৃত জমির চাষ সংগঠিত করে।

১৯। ১৯১৭ সালের ৩রা মে প্রকাশিত ত্রয়োদশ সংখ্যক **সোলদাৎস্কায়া প্রাভদা** পত্রিকার ক্রোড়পত্রে রু. সো. ডি. লে (ব) পার্টির সপ্তম (এপ্রিল) সারা-রুশ সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ মুদ্রিত হয়।

২০। পেত্রোগ্রাদ জেলা ডুমায় নির্বাচনের প্রস্তুতি ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে শুরু হয়। **প্রাভদা** এবং বলশেভিক পার্টির পেত্রোগ্রাদ ও জেলা কমিটিগুলি নির্বাচনে সক্রিয় অংশগ্রহণে এবং বলশেভিক প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য শ্রমিক ও সৈনিকদের কাছে আহ্বান জানায়। রু. সো. ডি. লে (ব) পার্টির পেত্রোগ্রাদ কমিটির ১০ই মে, ১৯১৭-এর সভায় নির্বাচনী প্রচারের অগ্রগতির উপর শহর ও জেলা কমিশনগুলি রিপোর্ট পেশ করে, এই সভায় জে. ভি. স্তালিন উপস্থিত ছিলেন। ভোট গ্রহণ পর্ব ২৭শে মে থেকে ৫ই জুন, ১৯১৭ পর্যন্ত চলে। জে.ভি. স্তালিনের 'পেত্রোগ্রাদ পৌর নির্বাচনগুলির ফলাফল' শীর্ষক প্রবন্ধে ভোটের ফলশ্রুতি আলোচিত হয়েছে (বর্তমান খণ্ডের পৃঃ ৯৮ দ্রষ্টব্য)।

২১। ক্রুদোভিক হল পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের একটি দল, ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম রাষ্ট্রীয় ডুমার কৃষক সদস্যদের নিয়ে গঠিত। ১৯১৭ সালে ক্রুদোভিকরা পপুলার সোশ্যালিষ্ট পার্টির সঙ্গে মিশে যায়।

২২। পপুলার সোশ্যালিষ্ট হল একটি পেটি-বুর্জোয়া সংগঠন, ১৯০৬ সালে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টির দক্ষিণপন্থী অংশ থেকে এরা ভেঙে আসে। তাদের রাজনৈতিক দাবিসমূহ বৈধ রাজতন্ত্রের বেশি এগোয়নি। লেনিন তাদের 'সোশ্যাল ক্যাডেট' ও 'সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি মেনশেভিক' বলে অভিহিত করেন। ১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে চরম দক্ষিণপন্থী ভূমিকা গ্রহণকারী পেটি বুর্জোয়া 'সোশ্যালিষ্ট' পার্টিগুলির মধ্যে পপুলার সোশ্যালিষ্টরা ছিল অন্যতম। অক্টোবর বিপ্লবের পরে পপুলার সোশ্যালিষ্টরা প্রতিবিপ্লবী সংগঠনগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়।

২৩। **রাবোচাইয়া গ্যাজেতা** (শ্রমিকদের সংবাদপত্র)—মেনশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র, ১৯১৭ সালের ৭ই মার্চ পেত্রোগ্রাদে প্রতিষ্ঠিত। অক্টোবর বিপ্লবের কিছু পরে বে আইনী ঘোষিত হয়।

২৪। ইউনাইটেড সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের আন্তঃ আঞ্চলিক (মেঝরায়োন্নায়া) সংগঠন বা মেঝ্‌রায়োন্‌ৎসি ১৯১৩ সালে সেন্ট পিটার্সবুর্গে গঠিত হয় এবং ট্রটস্কিপন্থী মেনশেভিক ও পার্টি থেকে সরে পড়া পূর্বেকার কয়েকজন বলশেভিক এই দলভুক্ত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মেঝ্‌রায়োন্‌ৎসি মধ্যপন্থা অবলম্বন করে এবং বলশেভিকদের বিরোধিতা করে। ১৯১৭ সালে তারা বলশেভিক পার্টির নীতির সঙ্গে ঐক্যমত ঘোষণা করে এবং তদনুসারে ১৯১৭ সালের মে মাসে পেত্রোগ্রাদ জেলা ডুমা নির্বাচনে তাদের সঙ্গে বলশেভিকরা মোর্চা গঠন করে। ষষ্ঠ কংগ্রেসে মেঝ্‌রায়োন্‌ৎসি দল রু সো ডি লে (ব)' পার্টির অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তীকালে ট্রটস্কির নেতৃত্বে তাদের মধ্যে কয়েকজন জনগণের শত্রুরূপে চিহ্নিত হয়েছে।

২৫। **নোভায়া ঝিজন্** (নতুন জীবন)—১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে পেত্রোগ্রাদে প্রতিষ্ঠিত একটি মেনশেভিক পত্রিকা। মার্তভপন্থী মেনশেভিক ও আধা-মেনশেভিক প্রবণতার বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিদের এটা ছিল জমায়েতের কেন্দ্র। **নোভায়া ঝিজন্** গোষ্ঠী সবসময়ই আপোষপন্থী ও বলশেভিকদের মাঝামাঝি দোদুল্যমান ছিল এবং জুলাই দিনগুলির পরে এই গোষ্ঠীর সভ্যরা মেনশেভিক প্রতিরক্ষাবাদীদের সঙ্গে একটি ঐক্য কংগ্রেসে মিলিত হয়। অক্টোবর বিপ্লবের

পরে বলশেভিকদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এমন কয়েকজন বাদে এই গোষ্ঠী সোভিয়েত সরকারের প্রতি বিরূপ মনোভাব গ্রহণ করে। ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকালে **নোভায়া ঝিজ্‌ন** নিষিদ্ধ হয়।

২৬। প্রথম সারা-রুশ কৃষক মহাসম্মেলন ৪ঠা থেকে ২৮শে মে, ১৯১৭ পেত্রোগ্রাদে অনুষ্ঠিত হয়। সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টি বা সমজাতীয় দলগুলি থেকেই অধিকাংশ প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিল। প্রতিনিধিদের বিপুল অংশ ধনী চাষী ও কুলাকদের প্রতিনিধিত্ব করেছিল।

২৭। সৈনিকদের অধিকারের ঘোষণাপত্র—১৯১৭ সালের ১১ই মে অস্থায়ী সরকারের যুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী কেরেনস্কি সৈনিকদের মৌলিক অধিকারগুলির সীমা নির্ধারণ করে স্থল ও নৌবাহিনীর উদ্দেশ্যে একটি নির্দেশ পাঠান। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের শুরুর দিকে সৈনিকরা যে অধিকারগুলি অর্জন করেছিল এই নির্দেশে তা ব্যাপকভাবে বাতিল করা হয়। পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিক কার্যকরী কমিটি এই ঘোষণাকে স্বাগত জানায় কিন্তু সৈনিক ও নাবিকরা প্রতিবাদসভা সংগঠিত করে এবং একে 'অধিকারহীনতার ঘোষণা' বলে অভিহিত করে।

২৮। **ভেচারনাইয়া বীর্‌ঝোভ্‌কা**—১৮৮০ সালে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া পত্রিকা **বীর্‌ঝেভিয়ে ভেদোমস্তি** (স্টক-এক্সচেঞ্জ সংবাদ)র সান্ধ্য সংস্করণের এটি একটি অবজ্ঞাসূচক চলতি নাম। 'বীর্‌ঝোভ্‌কা' চলতি নামটি ক্রমশঃ নীতিহীন ও দুর্নীতিগ্রস্ত পত্রিকার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে থাকে। ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের বিপ্লবী মিলিটারী কমিটি কর্তৃক পত্রিকাটি নিষিদ্ধ হয়।

২৯। সুইস সোশ্যালিষ্ট পার্টির সম্পাদক রবার্ট গ্রীম ১৯১৭ সালের মে মাসে রাশিয়ায় আসেন। জুন মাসের প্রথম দিকে বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে অভিযোগ করা হয় যে জার্মানি ও রাশিয়ার মধ্যে একটি স্বতন্ত্র শান্তি চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাবনা যাচাই করার দায়িত্ব নিয়ে গ্রীম রাশিয়ায় এসেছেন। তাঁকে রাশিয়া থেকে বহিষ্কার করার অজুহাত হিসাবে অস্থায়ী সরকার এই সংবাদকে ব্যবহার করে।

৩০। শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলির প্রথম সারা-রুশ কংগ্রেস পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় ১৯১৭ সালের ৩রা থেকে ২৪শে জুন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিনিধিদের অধিকাংশ ছিল সোশ্যালিষ্ট

রিভলিউশনারি (২৮৫) এবং মেনশেভিক (২৪৮)। তখনকার দিনে সোভিয়েতগুলিতে সংখ্যালঘিষ্ঠ বলশেভিকদের প্রতিনিধিত্ব করে ১ ৫ জন প্রতিনিধি। কংগ্রেসে বলশেভিকরা যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র ও বুর্জোয়াদের সঙ্গে আপোষের বিপর্যয়কর অবস্থা উদ্ঘাটিত করেন। ভি. আই. লেনিন একটি ভাষণে অস্থায়ী সরকার প্রসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গি ও অপর একটি বক্তৃতায় যুদ্ধ সম্পর্কিত বক্তব্য উপস্থিত করেন। মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের আপোষমূলক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে তিনি সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েতগুলির হাতে হস্তান্তরিত করার দাবি জানান। কংগ্রেসে মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য ছিল।

৩১। **ভলিয়া নারোদা** (জনগণের ইচ্ছা) —একটি সংবাদপত্র। ১৯১৭ সালের ২৯শে এপ্রিল থেকে ২৪শে নভেম্বর পর্যন্ত পেত্রোগ্রাদ থেকে প্রকাশিত দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের মুখপত্র।

৩২। ১৯১৭ সালের ১০ই জুন রু. সো. ডি. লে (ব) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও পেত্রোগ্রাদ কমিটি কর্তৃক আহূত শ্রমিক ও সৈনিকদের গণ-বিক্ষোভকে উপলক্ষ করে 'পেত্রোগ্রাদের সমস্ত মেহনতী মানুষ, সমস্ত শ্রমিক এবং সৈনিকদের প্রতি' প্রবন্ধটি লিখিত হয়। ৯ই জুন ঘোষণা হিসাবে এটি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং পেত্রোগ্রাদের জেলাগুলিতে বিলি করা হয়। ১০ই জুনের **প্রাভদা** ও **সোলদাৎস্কায়া প্রাভদাতে** প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু যেহেতু আগের দিন রাত্রে বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটি ও পেত্রোগ্রাদ কমিটি বিক্ষোভ-সমাবেশের কর্মসূচী প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয় সেহেতু আবেদনটিও ছাপাখানা থেকে তুলে নিতে হয়। এই আবেদনটি সহ মাত্র কয়েক কপি **সোলদাৎস্কায়া প্রাভদা** বের হয়। ১৩ই জুন ৮০নং **প্রাভদাকে** 'বিক্ষোভ-সমাবেশ সম্পর্কে সত্য ঘটনা' নামক প্রবন্ধের পরে এটি প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তী দিনে নির্ধারিত বিক্ষোভ সমাবেশ উপলক্ষে আবার ১৭ই ও ১৮ই জুন তারিখের **প্রাভদায়** পুনর্মুদ্রিত হয়।

৩৩। **ওকোপনায়া প্রাভদা** (ট্রেঞ্চ ট্রুথ)—রিগা থেকে প্রকাশিত একটি বলশেভিক পত্রিকা', প্রথম সংখ্যাটি ১৯১৭ সালের ৩০শে এপ্রিল প্রকাশিত হয়। প্রথমদিকে পত্রিকাটি সৈনিকদের নিজেদের চাঁদায় নভো-লাদোগা বাহিনীর সৈনিক কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়, কিন্তু সপ্তম সংখ্যা (১৭ই মে, ১৯১৭) থেকে সেনাবাহিনী এবং রু. সো. ডি. লে (ব) পার্টির রিগা কমিটির

রুশ অংশের মুখপত্রে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে (২৬তম সংখ্যা থেকে, ৫ই জুলাই) রিগা কমিটির দ্বাদশ সৈনিক সংগঠনের এবং তারও পরে লাতভিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্রে রূপান্তরিত হয়। **ওকোপনায়া প্রাভদা** ১৯১৭ সালের ২১শে জুলাই নিষিদ্ধ হয়, কিন্তু দুদিন পরে ২৩শে জুলাই লাতভিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির যুগ্ম সৈনিক সংগঠনের মুখপত্ররূপে **ওকোপনি নাবাৎ** (ট্রেঞ্চ এ্যালার্ম) প্রকাশিত হয় এবং জার্মান কর্তৃক রিগা দখল না করা পর্যন্ত প্রকাশ অব্যাহত থাকে। ১২ই অক্টোবর ভেনদেন থেকে **ওকোপনি নাবাৎ**-এর পুনঃপ্রকাশ শুরু হয় এবং ২৯শে অক্টোবর পুনরায় পূর্বের নাম **ওকোপনায়া প্রাভদায়** ফিরে যায়। সেই থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯১৮ পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিল।

৩৪। **সোলদাৎস্কায়া প্রাভদা** (সোলজারস ট্রুথ)—একটি বলশেভিক পত্রিকা, ১৯১৭ সালের ১৫ই এপ্রিল থেকে রু. সো. ডি. লে (ব) পার্টির পেত্রো-গ্রাদ কমিটির সামরিক সংগঠনের মুখপত্র হিসাবে প্রকাশনা শুরু করে এবং ১৯শে মে থেকে রু. সো. ডি.লে (ব) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সামরিক সংগঠনের মুখপত্রে পরিণত হয়। পত্রিকাটি পেত্রোগ্রাদ শ্রমিক ও সৈনিকদের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সংরক্ষণের জন্য এবং সীমান্তের সৈনিকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিলি করার জন্য শ্রমিকরা স্বেচ্ছায় তহবিল সংগ্রহ করে। এর প্রচার সংখ্যা ৫০,০০০ কপিতে পৌছায় এবং অর্ধেকভাগ সীমান্তে বিলি হতো। জুলাই মাসে **প্রাভদার** সঙ্গে **সোলদাৎস্কায়া প্রাভদার** সম্পাদকীয় দপ্তরও বিধ্বস্ত হয় এবং পত্রিকাটি অস্থায়ী সরকার কর্তৃক বন্ধ করে দেওয়া হয়। অক্টোবর বিপ্লবের কয়েকদিন পর এর পুনঃপ্রকাশ শুরু হয় এবং ১৯১৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত চালু থাকে।

৩৫। **প্রাভদায়** প্রকাশিত আবেদনে সাড়া দিয়ে শ্রমিক ও সৈনিকরা যে তহবিল গড়ে তোলেন তা দিয়ে ১৯১৭ সালের ২২শে এপ্রিল রু. সো. ডি. লে. (ব) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ক্রদ মুদ্রণ প্রকল্প অধিগ্রহণ করে এবং এখানেই বলশেভিকদের পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকাদি ছাপা হতো। ১৯১৭ সালের ৬ই জুলাই মিলিটারী ক্যাডেট ও বিশেষ কশাক সেনাদলকে দিয়ে এই ছাপাখানাটি বিধ্বস্ত করে দেওয়া হয়।

৩৬। বলশেভিক পার্টির দ্বিতীয় (জরুরী) পেত্রোগ্রাদ শহর সম্মেলন

১৯১৭ সালের ১লা জুলাই আহূত হয় এবং ৩২,২২০ জন পার্টি-সদস্যের প্রতিনিধি হিসাবে ১৪৫ জন এই সম্মেলনে উপস্থিত হন। সীমান্তে আক্রমণাত্মক অভিযান, পেত্রোগ্রাদ থেকে বিপ্লবী বাহিনীকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার অস্থায়ী সরকারের প্রচেষ্টা এবং বিপ্লবী শ্রমিক অধ্যুষিত শহরগুলিকে 'ভারমুক্ত' করা ইত্যাদি ঘটনাকে কেন্দ্র করে পেত্রোগ্রাদ ও সাধারণভাবে সারা দেশে যে তীব্র রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে জরুরী সম্মেলন ডাকা প্রয়োজন হয়েছিল। ৩-৫ই জুলাইয়ের ঘটনাবলীর ফলে সম্মেলন স্থগিত ছিল এবং আবার ১৬ই জুলাই-এর অধিবেশন বসে, তখন থেকে এর মূল্যবান আলোচনাদি জে. ভি. স্তালিন কর্তৃক পরিচালিত হয়।

৩৭। মস্কোতে বিশেষ সম্মেলন বা মস্কো রাজ্য সম্মেলন অস্থায়ী সরকার কর্তৃক ১৯১৭ সালের ১২ই আগস্ট আহূত হয়। অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই জমিদার, বুর্জোয়া, সেনাধ্যক্ষ, আমলা ও কশাক সেনানায়ক ছিল। সোভিয়েত সমূহ ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির প্রতিনিধিরা ছিল মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি। সম্মেলনে বিপ্লব দমনের জন্য কর্নিলভ, আলেক্সিয়েভ, কালেদিন এবং অন্যান্যরা একটি কর্মসূচীর রূপরেখা তৈরী করেন। কেরেনস্কি তাঁর ভাষণে বিপ্লবী আন্দোলন দমন করা ও কৃষকদের জমি দখল করার প্রয়াসকে স্তব্ধ করার হুমকি দেন। জে. ভি. স্তালিন লিখিত একটি আবেদনে বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি মস্কো-সম্মেলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ জানানোর জন্য সর্বহারাদের প্রতি আহ্বান জানায়। সম্মেলনের উদ্বোধনের দিন বলশেভিকরা মস্কোতে একদিনের ধর্মঘট সংগঠিত করে এবং এই ধর্মঘটে ৪০০,০০০ শ্রমিক অংশগ্রহণ করে। অন্যান্য কয়েকটি শহরেও প্রতিবাদ সভা ও ধর্মঘট সংঘঠিত হয়। মস্কো-সম্মেলনের প্রতিবিপ্লবী চরিত্র জে. ভি. স্তালিনের কয়েকটি প্রবন্ধে উদ্ঘাটিত হয় (বর্তমান খণ্ডের পৃঃ ১৮৮, ১৯৪, ২০৩, ২০৭ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)।

৩৮। ক্রোনস্তাদের বিপ্লবী নাবিকরা ৩-৪ঠা জুলাইয়ের পেত্রোগ্রাদ বিক্ষোভে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল বলে অস্থায়ী সরকার তাদের বিরুদ্ধে বাল্টিক যুদ্ধ জাহাজগুলিকে ব্যবহার করতে উদ্যোগ নিয়েছিল তাই বাল্টিক রণপোতগুলির প্রতিনিধিরা হেলসিংফর্স থেকে ৫ই জুলাই, ১৯১৭ পেত্রোগ্রাদে এসেছিল। ৭ই জুলাই অস্থায়ী সরকারের আদেশে বাল্টিক রণপোতগুলির ৬৭জন প্রতিনিধিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

৩৯। অস্থায়ী সরকারের আদেশে এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিক কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির অনুমোদন নিয়ে ১৯১৭ সালের ১১ই জুলাই সেস্‌ত্রোরেৎস্ক শ্রমিকদের অস্ত্রহীন করা হয়। সশস্ত্র বাহিনীর হুমকির সামনে শ্রমিকদের অস্ত্র সমর্পণ করার জন্ত চরম প্রস্তাব দেওয়া হয়। সেস্‌ত্রোরেৎস্ক স্মল আর্মস ফ্যাক্টরি কারখানা কমিটির বলশেভিক সদস্তদের গ্রেপ্তার করা হয়।

৪০। অস্থায়ী সরকারের ৮ই জুলাই, ১৯১৭ তারিখের ঘোষণা কতকগুলি বাগাড়ম্বরপূর্ণ প্রতিশ্রুতিতে পরিপূর্ণ ছিল, এর দ্বারা অস্থায়ী সরকার এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকরা ৩রা থেকে ৫ই জুলাইয়ের ঘটনাবলীর পরে জনগণকে শান্ত করতে চেয়েছিল। সরকার সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ অব্যাহত রাখার আহ্বান জানায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট তারিখ ১৭ই সেপ্টেম্বরে সংবিধান-সভার নির্বাচন অনুষ্ঠান, দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের সময় প্রবর্তন করে আইন প্রণয়ন, সামাজিক বীমা প্রবর্তন ইত্যাদি প্রতিশ্রুতি দেয়। যদিও ৮ই জুলাইয়ের ঘোষণা একটি আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিমা মাত্র ছিল তথাপি তা ক্যাডেটদের আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছিল, তারা সরকারে তাদের যোগদান এই ঘোষণা প্রত্যাহার সাপেক্ষ বলে জানায়।

৪১। কামকোভাইত্‌স—১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর দ্রুত গড়ে উঠা সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টির বামপন্থী অংশের নেতা বি. কামকভ (কাটস্‌) এর অনুসারীরা।

৪২। 'প্রতিবিপ্লবের জয়লাভ' প্রবন্ধটি সর্বপ্রথম ক্রোন্‌স্তাদ্‌ **প্রলেতারস্কোয়ি দেলো** (সর্বহারার প্রসঙ্গ) পত্রিকার ১৯শে জুলাই, ১৯১৭ তারিখের ৫নং সংখ্যায় 'প্রতিবিপ্লবের বিজয়' শিরোনামায় প্রকাশিত হয়।

৪৩। শিলারের বিয়োগান্ত নাটক 'Die Verschwoerung des Fiesko zu Genua'-এ টিউনিসের মুর মুলে হাসানের উক্তি।

৪৪। আর্থার হেণ্ডারসন—ব্রিটিশ লেবার পার্টির নেতা; একজন সামাজিক উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে লয়েড জর্জ সরকারের সদস্ত ছিলেন।

আলবার্ট টমাস—ফরাসী সোশ্যালিষ্ট পার্টির একজন নেতা; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় একজন সামাজিক উগ্র জাতীয়তাবাদী ও ফরাসী সরকারের সদস্ত ছিলেন।

৪৫। 'পেত্রোগ্রাদের সমস্ত শ্রমজীবী, সমস্ত শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রতি'

আবেদনটি বলশেভিক পার্টির দ্বিতীয় পেত্রোগ্রাদ শহর-সম্মেলনের অনুরোধে ৩-৫ই জুলাইয়ের ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে লিখিত। ২৫শে জুলাই তারিখের **রাবোচি ই সোলদাৎ** পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় মুদ্রিত হয় (পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় তারিখটি ভুলক্রমে ২৪শে জুলাই ছাপা হয়েছে)। শ্রমিক ও সৈনিকদের অনুরোধে ১লা আগস্ট তারিখে প্রকাশিত অষ্টম সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়।

৪৬। সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিক কথিত 'ঐতিহাসিক সম্মেলন' সরকার থেকে ক্যাডেট মন্ত্রীদের প্রত্যাহার ও কেরেনস্কি কর্তৃক তাঁর পদত্যাগের ঘোষণার ফলে সরকারে যে সংকট দেখা দেয় তাকে কেন্দ্র করে ২১শে জুলাই অস্থায়ী সরকার কর্তৃক আহূত হয়। বুর্জোয়া ও আপোষপন্থী পার্টিগুলির প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিপূর্ণ এই সম্মেলনে ক্যাডেটরা একটি সরকার গঠনের দাবি জানায় যার মধ্যে সোভিয়েতগুলি ও গণতান্ত্রিক পার্টিগুলি থাকবে না এবং যে সরকার নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা ইত্যাদির সাহায্যে সেনাবাহিনীতে 'শৃংখলা' ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হবে। সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকরা এই দাবিগুলি মেনে নেয় এবং কেরেনস্কিকে একটি নতুন অস্থায়ী সরকাব গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

৪৭। দুটি সম্মেলন হল ১লা থেকে ৩রা ও ১৬ই থেকে ২০শে জুলাই, ১৯১৭ অনুষ্ঠিত বলশেভিকদের জরুরী পেত্রোগ্রাদ শহর-সম্মেলন (৩৬নং টীকা দ্রষ্টব্য) এবং ১৫ই থেকে ১৬ই জুলাই অনুষ্ঠিত মেনশেভিকদের দ্বিতীয় শহর-সম্মেলন।

৪৮। অস্থায়ী সরকার কর্তৃক সংবিধান-সভার নির্বাচনের তারিখ ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৭ নির্দিষ্ট হয় এবং 'সংবিধান-পরিষদের নির্বাচন' প্রবন্ধটি নির্বাচনী প্রচার উদ্বোধন উপলক্ষে রচিত। প্রবন্ধের প্রথমাংশটি ৫ই জুলাই তারিখের **প্রাভদা** পত্রিকার ৯৯তম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, কিন্তু জুলাই মাসের দিনগুলির পর পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়ায় বাকি অংশ প্রকাশিত হতে পারেনি। সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি ২৭শে জুলাই তারিখের ৪নং সংখ্যা **রাবোচি ই সোলদাৎ** পত্রিকায় একমাত্র মুদ্রিত হয়।

৪৯। নিখিল রুশ কৃষক ইউনিয়ন ১৯০৫ সালে উদ্ভূত একটি পেটি-বুর্জোয়া সংগঠন এবং তারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সংবিধান-সভা ও জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান দাবি করে। ১৯০৬ সালে সংগঠনটি ভেঙে যায় কিন্তু ১৯১৭ সালে আবার কাজকর্ম শুরু করে এবং ৩১শে জুলাই মস্কোতে

সারা-রুশ কংগ্রেস আহ্বান করে। কংগ্রেস অস্থায়ী সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ঘোষণা করে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ অব্যাহত রাখার সপক্ষে মত প্রকাশ করে এবং কৃষকদের দ্বারা ভূসম্পত্তি দখল করার বিরোধিতা করে। ১৯১৭ সালের শরৎকালে এই কৃষক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন সদস্যরা কৃষক অভ্যুত্থানগুলি দমন করাব ব্যাপারে অংশগ্রহণ করে।

৫০। পেত্রোগ্রাদ সৈন্যদলেব কৃষক ডেপুটিদের সোভিয়েত, পরবর্তীকালে যার নাম পরিবর্তন করে হয় পেত্রোগ্রাদের কৃষক ডেপুটিদের সোভিয়েত, ১৯১৭ সালের ১৪ই এপ্রিল পেত্রোগ্রাদেব কয়েকটি মিলিটারী ইউনিট ও শিল্প-কারখানার প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল সমস্ত জমির ভোগস্বত্ব বিনা ক্ষতিপূরণে কৃষকদেব হাতে হস্তান্তরিত করার জন্য দখল করা। দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিষ্ট বিপ্লবিউশনারিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কৃষক ডেপুটিদের নিখিল রুশ সোভিয়েত আপোষমূলক নীতির বিরোধিতা করে। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে পেত্রোগ্রাদের কৃষক ডেপুটিদের সোভিয়েত গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠায় ও জমি-সংক্রান্ত বিধিবিধান কার্যকরী করার ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। পুরানো সেনাবাহিনীর বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সোভিয়েত এর অস্তিত্ব বিলোপ করে দেয়।

৫১। রু সো ডি লে (ব) পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেস ১৯১৭ সালের ২৬শে জুলাই থেকে ৩রা আগস্ট পেত্রোগ্রাদে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে নীতি ও সংগঠন সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিবেদন, জেলাগুলির পক্ষ থেকে প্রতি-বেদন, যুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও সংবিধান-সভার নির্বাচনী প্রচার সংক্রান্ত বিষয়গুলি উপস্থাপিত ও আলোচিত হয়। কংগ্রেস থেকে নতুন পার্টি নিয়মাবলী গ্রহণ করা হয় এবং একটি যুব লীগ গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিবেদন ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন জে. ভি. স্তালিন কর্তৃক উপস্থাপিত হয়। পার্টিকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ থেকে সরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে বুখারিন ও প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্কি কর্তৃক উত্থাপিত ট্রটস্কিপন্থী প্রস্তাব কংগ্রেস কর্তৃক অগ্রাহ্য হয় এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত জে. ভি. স্তালিনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্য পার্টিকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথে নেতৃত্ব দেয়।

৫২। ফ্রেডরিশ অ্যাড্‌লার—অস্ট্রিয়া সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির একজন নেতা। ১৯১৬ সালে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নির্দশন স্বরূপ তিনি অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্টারগথকে হত্যা করেন, ফলে ১৯১৭ সালের মে মাসে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়, কিন্তু ১৯১৮ সালে মুক্ত হন। জেল থেকে বেরিয়ে এসে তিনি রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব গ্রহণ করেন।

৫৩। ১৯১৭ সালের ৪ঠা জুলাই পেত্রোগ্রাদের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নিম্নলিখিত আবেদনটি প্রচারিত হয়:

'পেত্রোগ্রাদের শ্রমিক ও সৈনিক কমরেডগণ, প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়ারা এখন বিপ্লবের বিরুদ্ধে সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে; শ্রমিক,' সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের নিখিল রুশ সোভিয়েতকে সমগ্র রাষ্ট্রক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নিতে হবে।

'পেত্রোগ্রাদের বিপ্লবী জনগণের এই হল ইচ্ছা। শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক ডেপুটিদের সারা-রুশ সোভিয়েতসমূহের কাযকরী কমিটির যে অধিবেশন এখন চলছে তার সামনে একটি **শান্তিপূর্ণ** ও **সংগঠিত** বিক্ষোভ-সমাবেশের মাধ্যমে জনগণের এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করার অধিকার তাদের আছে।

'বিপ্লবী শ্রমিক ও বিপ্লবী সৈনিকদের ইচ্ছা দীর্ঘজীবী হোক।

'সোভিয়েতগুলির ক্ষমতা দীর্ঘজীবী হোক।

'মোর্চার সরকার অসমর্থ হয়ে পড়েছে: যে উদ্দেশ্যে এটি গঠিত হয়েছিল তা কার্যকরী করতে ব্যর্থ হয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। বিপ্লবের সামনে আজ প্রচণ্ড এবং কঠোর সমস্যা। একটি নতুন শক্তি প্রয়োজন যা প্লিবী সর্বহারা, বিপ্লবী সেনাদল, এবং বিপ্লবী কৃষকদের সহযোগে দৃঢ় প্রতিজ্ঞভাবে জনগণের বিজয়গুলিকে সংগঠিত ও প্রসারিত করার কাজ শুরু করবে। শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের ডেপুটিদের সোভিয়েতসমূহই একমাত্র এই শক্তিরূপে পরিগণিত হতে পারে।

'গতকাল, পেত্রোগ্রাদের বিপ্লবী সেনাদল ও শ্রমিকরা "সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা দিতে হবে!" এই ঘোষণা রেখেছেন। আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই যে বিভিন্ন বাহিনী ও কারখানাগুলিতে যে আন্দোলন আজ শুরু হয়েছে তাকে পেত্রোগ্রাদের শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের আশা-আকাঙ্খার শান্তিপূর্ণ ও সংগঠিত বহিঃপ্রকাশে রূপান্তরিত করতে হবে।

কেন্দ্রীয় কমিটি, রু. সো. ডি. লে. পার্টি

পেত্রোগ্রাদ কমিটি, রু. সো. ডি. লে. পার্টি
মেঝ্‌রায়োন্নি কমিটি, রু. সো. ডি. লে. পার্টি
কেন্দ্রীয় কমিটির সামরিক সংগঠন, রু সো.ডি.লে. পার্টি
শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েতের শ্রমিক
অংশের কমিশন'

৫৪। **লিস্তক প্রাভদি** (**প্রাভদা** বুলেটিন) মিলিটারী ক্যাডেটদের দ্বারা **প্রাভদার** সম্পাদকীয় দপ্তর ধ্বংস করে দেওয়ার পরে **প্রাভদার** পরিবর্তে ৬ই জুলাই, ১৯১৭ আত্মপ্রকাশ করে। 'শান্ত ও সংযত' এই শিরোনামায় রু. সো. ডি. লে. (ব) পার্টির কেন্দ্রীয় ও পেত্রোগ্রাদ কমিটি এবং সামরিক সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি আবেদন এই বুলেটিনে প্রকাশিত হয়।

৫৫। **ঝিভয়ি স্লোভো** (জীবন্ত কথা)—পেত্রোগ্রাদে প্রকাশিত একটি চরম প্রতিক্রিয়াশীল পীত পত্রিকা। ১৯১৭ সালে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক আক্রমণের আহ্বান জানানো হয় এই পত্রিকায়। অক্টোবর বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

৫৬। 'কুৎসা রটনাকারীদের বিচার করুন' এই প্রচারপত্রটি ৫ই জুলাই ১৯১৭-র পর রু. সো. ডি. লে (ব) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রচারিত হয় এবং রু. সো. ডি. লে (ব) পার্টির হেলসিংফর্স কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদপত্র **ভোলনা** (ঢেউ)-তে ৯ই জুলাই, ১৯১৭ মুদ্রিত হয়। এই প্রচার-পত্রে বলা হয়: 'প্রতিবিপ্লবীরা এক অতি সহজ উপায়ে অর্থাৎ বিপ্লবের সুপরিচিত ও পরীক্ষিত পুরোধা এবং জনগণের একান্ত প্রিয় নেতাদের বিরুদ্ধে জনগণের মনকে বিভ্রান্ত করে ও উত্তেজিত করে বিপ্লবের শিরচ্ছেদ করতে চায়। ·আমরা দাবি করছি যে শ্রমিকশ্রেণীর নেতাদের সম্মান ও ব্যক্তি-জীবনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল ও ভাড়াটে কুৎসাকারীদের জঘন্য ষড়যন্ত্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে অস্থায়ী সরকার ও শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েত-সমূহের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি **অবিলম্বে একটি গণ-তদন্ত কমিটি** গঠন করুন।···কুৎসাকারী ও কুৎসা কারবারীদের অবশ্যই কাঠগড়ায় হাজির করতে হবে। লুণ্ঠন-হত্যাকারী ও মিথ্যাবাদীদের শাস্তিদণ্ডে ঝুলাতে হবে!'

৫৭। বেজ্‌রাবটনি—ডি. জেড. মানুলস্কির ছদ্মনাম।

৫৮। ১৯১৭ সালের ২৭শে জুলাই ইউক্রেনিয়ান বগদান খেমেলনিৎস্কি সেনাদলের সৈনিকবাহিত ট্রেনগুলি যখন সীমান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল

তখন কশাক ও বর্মধারী অশ্বারোহী বাহিনী কর্তৃক কিয়েভ স্টেশনে ও কাছাকাছি স্টেশনগুলিতে গুলিগোলা বর্ষণ করা হয়।

৫৯। বিপ্লবী মিলিটারী ইউনিটগুলির প্রতিনিধিদের দাবি অনুসারে পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েত ১লা মার্চ, ১৯১৭ তারিখে ১ নম্বর আদেশটি জারী করে, কারণ প্রতিনিধিরা জানিয়েছিলেন যে রাজ্য-ডুমার অস্থায়ী কমিটি ও তার মিলিটারী কমিশনের উপর সৈনিকরা ক্রমশঃ আস্থাহীন হয়ে পড়ছে।

এই আদেশে মিলিটারী ইউনিটগুলিকে (কোম্পানী, ব্যাটেলিয়ান ইত্যাদি) সৈনিক কমিটিগুলি নির্বাচিত করতে এবং শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলিতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়, মিলিটারী ইউনিটগুলোর অস্ত্রশস্ত্র সৈনিক কমিটিগুলির হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়, এবং এই আদেশে মিলিটারী কমিশনের সেইসব নির্দেশ কার্যকরী করার অনুমোদন দেওয়া হয় যেগুলি শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলির নির্দেশ ও সিদ্ধান্তের বিরোধী নয়।

৬০। জে. ভি. স্তালিন এখানে জুলাই, ১৯১৭য় লিখিত লেনিনের **শ্লোগান প্রসঙ্গে** পুস্তিকার উল্লেখ করেছেন (ভি. আই. লেনিন, **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ২৫তম খণ্ড, পৃঃ ১৬৪ দ্রষ্টব্য)।

৬১। রু. সো. ডি. লে (ব) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অনুরোধে জে. ভি. স্তালিন 'মস্কো-সম্মেলনের বিরুদ্ধে' প্রবন্ধটি লেখেন, এই প্রবন্ধে ৫ই আগস্ট, ১৯ ৭র মস্কো-সম্মেলনের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটি মস্কো-সম্মেলনের উপর কেন্দ্রীয় মুখপত্রে নিয়মিত প্রবন্ধ মুদ্রণ এবং গৃহীত প্রস্তাব ও একটি প্রচারপত্র প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 'মস্কো-সম্মেলনের বিরুদ্ধে' প্রবন্ধটি প্রথম ১৪তম সংখ্যা **রাবোচি ই সোল্‌দাৎ** এ সম্পাদকীয় হিসাবে, এবং পরবর্তীকালে ১২ই আগস্ট, ১৯১৭য় ক্রোনস্তাদের **প্রলেতারস্কোয়ি দেলোতে** প্রকাশিত হয় এবং ১৩ই আগস্ট **প্রলেতারির** প্রথম সংখ্যায় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আবেদনরূপে প্রচারিত হয়। পৃথক প্রচারপত্ররূপেও এটি প্রকাশিত হয়।

আবেদন ও প্রচারপত্রে শেষ কয়েক ছত্র নিম্নলিখিত কথাগুলির দ্বারা পরিবর্তিত হয়:

'কমরেডগণ, "মস্কো-সম্মেলনের" বিরুদ্ধে সভা-সমিতি সংগঠিত করুন এবং প্রতিবাদমূলক প্রস্তাব গ্রহণ করুন। "সম্মেলনের" বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নিদর্শন-

স্বরূপ কুকুরদের দ্বারা আক্রান্ত ও রাজনৈতিক কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পার্টি ছাপাখানার জন্য তহবিল সংগ্রহ অভিযান সংগঠনের কাজে আজ পুটিলভের শ্রমিকদের সঙ্গে যোগদান করুন। প্ররোচনার শিকার হবেন না এবং আজ কোন পথ-বিক্ষোভ সভার ব্যবস্থা করবেন না!'

৬২। শান্তির প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য স্টকহোমে একটি সম্মেলন আহ্বানের চিন্তাভাবনা এপ্রিল ১৯১৭তেই করা হয়েছিল। বর্গব্‌য়ার্গ নামে একজন ডেনিশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেনের লেবার পার্টি-গুলির যুক্ত কমিটির পক্ষ থেকে রাশিয়ার সোশ্যালিষ্ট পার্টিগুলিকে সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্যে পেত্রোগ্রাদে আসেন, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিক কার্যকরী কমিটি এবং শ্রমিক ও সৈনিকদের ডেপুটিদের পেত্রোগ্রাদ কমিট এই সম্মেলনে যোগদান ও আহ্বান করার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বলশেভিক পার্টির সপ্তম (এপ্রিল) নিখিল রুশ সম্মেলন পরিকল্পিত স্টকহোম-সম্মেলনের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র উদ্‌ঘাটিত করে দেয় এবং সেখানে অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে দৃঢ়মত ঘোষণা করে। যখন ৬ই আগস্ট কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভায় সম্মেলন প্রসঙ্গ আলোচিত হয় তখন কামেনেভ যোগদানের সপক্ষে পীড়াপীড়ি করে বক্তব্য রাখেন। কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির বলশেভিক সদস্যরা কামেনেভের বিবৃতি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখেন। বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তার মনোভাবের তীব্র নিন্দা করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে এই প্রশ্নে পার্টির মনোভাব কেন্দ্রীয় মুখপত্রে ব্যাখ্যা করা হবে। ৯ই আগস্ট স্তালিনের প্রবন্ধ 'স্টকহোম-এর ব্যাপারে আরও' **রাবোচি ই সোল্‌দাতে** মুদ্রিত হয় এবং ১৬ই আগস্ট **প্রলেতারি** ভি. আই. লেনিনের 'কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিতে স্টকহোম সম্মেলন প্রসঙ্গে কামেনেভের ভাষণ' শিরোনামার চিঠিটি প্রকাশ করে।

৬৩। শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের কার্যকরী কমিটি ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে স্টকহোম-সম্মেলনের ব্যবস্থাপনার জন্য নিরপেক্ষ ও মিত্র দেশগুলিতে একটি প্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত করে। শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলির প্রথম নিখিল রুশ সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। এই প্রতিনিধি দল ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি ও সুইডেন পরিক্রমা করেন এবং বিভিন্ন সোশ্যালিষ্ট পার্টির প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। স্টকহোম-সম্মেলন আর কোনদিন অনুষ্ঠিত হল না।

৬৪। দীর্ঘস্থায়ী পার্লামেণ্ট—সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় সংসদের অধিবেশন একাদিক্রমে তের বছর যাবৎ চলে (১৬৪০-৫৩)।

৬৫। প্রস্তুতিমূলক সম্মেলন বা ভিন্ন নামে কথিত 'জননেতাদের গোপন সম্মেলন' মস্কোতে ১৯১৭ সালের ৮ থেকে ১০ই আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়। এর লক্ষ্য ছিল বুর্জোয়াগোষ্ঠী, জমিদার ও মিলিটারীকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং আগামী রাজ্য সম্মেলনের জন্য একটি যুক্ত কর্মসূচী প্রণয়ন করা। সম্মেলন থেকে জননেতাদের একটি প্রতিবিপ্লবী মোর্চা গঠন করা হয়।

৬৬। দি ফিনিশ ডায়েট ১৯১৭ সালের মার্চ মাসের শেষাশেষি আহূত হয় এবং ফিনল্যাণ্ডের স্বায়ত্তশাসন দাবি করে। অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে দীর্ঘ ও ব্যর্থ আলাপ-আলোচনার শেষে ৫ই জুলাই, ১৯১৭ তারিখে ডায়েট সমস্ত ফিনিশীয় বিষয়াবলীর উপর ডায়েটের কর্তৃত্ব বিস্তার করে একটি উচ্চ ক্ষমতা-সম্পন্ন আইন পাশ করে—এই আইনের আওতা থেকে শুধু বৈদেশিক নীতি, সামরিক আইন ও সামরিক প্রশাসনকে বাদ দেওয়া হয়, কারণ এগুলি সমগ্র রুশ কর্তৃত্বের আওতায় থাকবে। ১৮ই জুলাই, ১৯১৭ অস্থায়ী সরকার এই যুক্তিতে ডায়েট ভেঙে দেয় যে সংবিধান-সভার সামনে নিজস্ব বক্তব্য পেশ করার আগে এই আইন পাশ করায় শেষোক্তের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে।

৬৭। ইউক্রেনীয় বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া পার্টি ও দলগুলি কর্তৃক ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে ইউক্রেনিয়ান কেন্দ্রীয় রাদা গঠিত হয়। জুলাই মাসের দিনগুলির পূর্বাহ্ণে ইউক্রেনিয়ায় সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্তৃত্বরূপে রাদার একটি সাধারণ সচিবালয় গঠিত হয়। পেত্রোগ্রাদে জুলাই বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করার পরে অস্থায়ী সরকার তার জাতিগুলির উপর নিপীড়নের নীতি অনুসারে ইউক্রাইন থেকে দনেৎস বেসিন ইয়েকাতেরিনোস্লাভ ও অন্যান্য ইউক্রেনীয় অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ইউক্রাইনের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব অস্থায়ী সরকার নিযুক্ত একজন কমিশারের উপর ন্যস্ত হয়। এতসব সত্ত্বেও আগামী সর্বহারা বিপ্লবের ভয়ে ভীত হয়ে রাদা নেতারা দ্রুত অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসে এবং রাদা অবশেষে ইউক্রাইনে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী প্রতিবিপ্লবের শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত হয়।

৬৮। **শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের ইজ্‌ভেস্তিয়া** (গেজেট) ১৯১৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি থেকে প্রকাশিত একটি সংবাদপত্র। সোভিয়েতগুলির প্রথম নিখিল রুশ কংগ্রেসের সঙ্গে যখন শ্রমিক

ও সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কমিটি যুক্ত হয় তখন থেকে এটি কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্রে পরিণত হয় এবং ১৩২তম সংখ্যা (১লা আগস্ট, ১৯১৭) থেকে **শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ও পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের ইজ্‌ভেস্তিয়া** নামে প্রকাশিত হতে থাকে। পত্রিকাটি মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো এবং বলশেভিকদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করা হতো কিন্তু সোভিয়েতগুলির দ্বিতীয় নিখিল রুশ কংগ্রেসের পরে ২৭শে অক্টোবর, ১৯১৭ থেকে সোভিয়েত সরকারের সরকারী মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে যখন নিখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ও গণকমিশার পর্ষদ মস্কো থেকে স্থানান্তরিত হয় তখন এর সম্পাদকীয় দপ্তরও পেত্রোগ্রাদ থেকে মস্কোতে স্থানান্তরিত হয়।

৬৯। ১৯১৭ সালের ১৯শে আগস্ট রিগাতে রুশ-সীমান্ত অতিক্রম করার জন্য জার্মান সেনাবাহিনী আক্রমণ শুরু করে। রুশ সৈনিকরা প্রচণ্ড প্রতিরোধ করে কিন্তু কর্নিলভের প্রতিনিধিত্বে সর্বোচ্চ অধিনায়ক পিছু হটার নির্দেশ দেয় এবং ২১শে আগস্ট রিগা জার্মানদের দখলে চলে যায়। বিপ্লবী পেত্রোগ্রাদের প্রতি হুমকি প্রদর্শনের জন্য, এই শহর থেকে বিপ্লবী সেনাদলগুলিকে প্রত্যাহার করবার জন্য এবং এইভাবে বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের পথ বাধামুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে কর্নিলভ শহরটি সমর্পণ করে দেন।

৭০। **নোভোয়ি ভ্রেমিয়া** (নতুন সময়)—১৮৬৮ সালে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে প্রতিষ্ঠিত প্রতিক্রিয়াশীল অভিজাত ও সরকারী আমলাগোষ্ঠীর মুখপত্র। ১৯০৫ সালে এটি ব্ল্যাক হাণ্ড্রেডদের অন্যতম মুখপত্রে পরিণত হয়। ১৯১৭ সালের অক্টোবরের শেষের দিকে পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

৭১। **রুসকিইয়ে ভেদমস্তি** (রুশীয় সংবাদ)—১৮৬৩ সালে মস্কোয় প্রতিষ্ঠিত উদারপন্থী জমিদার ও বুর্জোদের স্বার্থরক্ষাকারী একটি সংবাদপত্র। ১৯১৮ সালে অন্যান্য প্রতিবিপ্লবী পত্রিকার সঙ্গে এটিকেও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

৭২। ১৮৯৪ সালে ফরাসী প্রতিক্রিয়াশীলরা ফরাসী জেনারেল স্টাফের ড্রেফুস নামে একজন ইহুদী অফিসারের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি ও চরম বিশ্বাসঘাতকতার এক মিথ্যা অভিযোগ আনে। তাকে সামরিক আদালতে বিচার করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ফরাসীতে উত্থিত ড্রেফুসের সপক্ষে গণ-আন্দোলন বিচারালয়ের দুর্নীতি উদ্‌ঘাটিত করে দেয় এবং প্রজাতন্ত্রী ও

রাজতন্ত্রীদের মধ্যে রাজনৈতিক সংগ্রামকে আরও তীব্র করে তোলে। ১৮৯৯ সালে ড্রেফুসের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শিত হয় এবং তিনি মুক্ত হন। ১৯০৬ সালে অভিযোগগুলি পুনর্বিবেচিত হয় এবং তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন।

৭৩। **দি টাইমস**—লণ্ডনের একটি দৈনিক পত্রিকা। ১৭৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ বৃহৎ বুর্জোয়াদের প্রভাবশালী মুখপত্র।

৭৪। **লা মাতিন**—একটি বুর্জোয়া দৈনিক সংবাদপত্র। ১৮৮৪ সালে প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত।

৭৫। 'হয় এটা—নয় ওটা' প্রবন্ধটি সামান্য সংক্ষিপ্ত আকারে 'সমাধানের পথ কী?' শিরোনামায় ২৪শে আগস্ট, ১৯১৭ তারিখের দশম সংখ্যক **প্রলেতারিতে** মুদ্রিত হয়।

৭৬। **রুস্‌কায়া ভলিয়া** (রুশীয় মত)—১৫ই ডিসেম্বর, ১৯১৬ থেকে ২৫শে অক্টোবর, ১৯১৭ পর্যন্ত পেত্রোগ্রাদ থেকে প্রকাশিত ও বৃহৎ ব্যাঙ্কগুলির টাকায় পরিচালিত একটি বুর্জোয়া সংবাদপত্র।

৭৭। 'ষড়যন্ত্র চলছে' প্রবন্ধটি ২৮শে আগস্ট, ১৯১৭ তারিখের ৫নং **রাবোচিতে** কর্নিলভ বিদ্রোহ উপলক্ষে প্রকাশিত এক পৃষ্ঠার একটি দ্বিতীয় বিশেষ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধটি পরের দিন **রাবোচিতে** (৬নং, ২৯শে আগস্ট) 'রাজনৈতিক মন্তব্য' শিরোনামায় পুনর্মুদ্রিত হয়।

৭৮। **লা টেম্পস**—১৮২৯ থেকে ১৮৪২ এবং ১৮৬১ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত প্যারিস থেকে প্রকাশিত একটি বুর্জোয়া দৈনিক।

৭৯। পেত্রোগাদ সোভিয়েতের সিদ্ধান্ত **রাবোচি পুৎ**-এর ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭ তারিখের ২১তম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৮০। রেল ধর্মঘট ১৯১৭ সালের ২৪ থেকে ২৬শে সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। রেলকর্মচারীদের দাবি ছিল বেতন বৃদ্ধি, আট ঘণ্টা কাজের দিন এবং উন্নত খাদ্য সরবরাহ। ধর্মঘট দেশের সমস্ত রেলপথে ছড়িয়ে যায় এবং শিল্পশ্রমিকদের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করে।

৮১। শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি, কৃষক ডেপুটিদের নিখিল রুশ সোভিয়েত এবং অন্যান্য সংগঠনের সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিক সংখ্যাগরিষ্ঠদের পক্ষ থেকে মস্কো রাজ্য সম্মেলনে তথাকথিত 'বিপ্লবী গণতন্ত্রের' কর্মসূচী হিসাবে ছ্‌খেইদ্‌ঝে কর্তৃক ১৪ই আগস্টের ঘোষণা প্রচারিত হয়। এরা অস্থায়ী সরকারের সমর্থন দাবি করে।

৮২। লেবেরদানপন্থীরা (বা লেবেরদানরা)—এটা হল মেনশেভিক নেতা লেবের ও দান এবং তাদের অনুসারীদের অবজ্ঞাসূচক চলতি নাম, মস্কোর বলশেভিক পত্রিকা সৎসিয়াল ডিমোক্র্যাত-এর ২৫শে আগস্ট, ১৯১৭ তারিখের ১৪১তম সংখ্যায় 'লেবেরদান' নামে যে ব্যঙ্গ রচনাটি মুদ্রিত হয় তাতে কবি দেমিয়ান বেদনি কর্তৃক এই চলতি নামটি উদ্ভাবিত হয়। সেই থেকে এই চলতি নামটি চলে আসছে।

৮৩। **তোর্গভো-প্রমিস্লেন্নাইয়া গ্যাজেতা** (বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ক সংবাদ)—সেন্ট পিটার্সবুর্গে ১৮৯৩ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত একটি বুর্জোয়া সংবাদপত্র।

৮৪। **অব্‌শচেয়ি দেলো** (সাধারণের স্বার্থ)—১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে পেত্রোগ্রাদ থেকে ভি. বার্ত্‌সেভ কর্তৃক প্রকাশিত সান্ধ্য দৈনিক সংবাদপত্র। এই পত্রিকা কর্নিলভকে সমর্থন করে এবং সোভিয়েতগুলি ও বলশেভিকদের বিরুদ্ধে উন্মত্ত কুৎসা পরিচালনা করে।

৮৫। শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলির দ্বিতীয় নিখিল রুশ কংগ্রেস ১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবর উদ্বোধন হয় এবং সেখানে কৃষক ডেপুটি-দের উইয়েজ্‌দ ও গুবের্নিয়া সোভিয়েতগুলির প্রতিনিধিরা যোগদান করে। ২৫ ও ২৬শে সর্বমোট দুটি অধিবেশন হয়। উদ্বোধনের সময় ৬৪৯ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। ৩৯০ জন প্রতিনিধিবিশিষ্ট বলশেভিক দলই বৃহত্তম অংশ ছিল। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে উদ্বোধনের অব্যবহিত পরেই মেনশেভিক, দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও বুন্দপন্থীরা কংগ্রেস বর্জন করে চলে যায়।

সোভিয়েতগুলির এই দ্বিতীয় কংগ্রেস থেকে সোভিয়েতগুলির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা করা হয় এবং প্রথম সোভিয়েত সরকার—কাউন্সিল অব্‌ পিপলস কমিশারস গঠিত হয়। ভি আই. লেনিন কাউন্সিল অব্‌ পিপলস কমিশারস-এর সভাপতি এবং জে.ভি. স্তালিন জাতি বিষয়ক দপ্তরের পিপলস-এ কমিশার নির্বাচিত হন।

৮৬। সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির দ্বারা আহূত শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের প্রতিরক্ষা বিষয়ক ৭ই আগস্ট, ১৯১৭ তারিখের সম্মেলন থেকে জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য একটি প্রতিরক্ষা কমিটি বা কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। বুর্জোয়া ও জমিদারদের

প্রতিবিপ্লবের স্বার্থে অস্থায়ী সরকার কর্তৃক গৃহীত সামরিক ব্যবস্থাবলীর প্রতি (পেত্রোগ্রাদ থেকে বিপ্লবী বাহিনী প্রত্যাহার ইত্যাদি) এই প্রতিরক্ষা কমিটি সমর্থন জানায়।

৮৭। ভি. আই. লেনিন কর্তৃক রচিত এবং রু. সো. ডি. লে (ব) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ১০ই অক্টোবর, ১৯১৭ তারিখের সভায় গৃহীত প্রস্তাবের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে (ভি. আই. লেনিন, **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ২৬তম খণ্ড, পৃঃ ১৬২ দ্রষ্টব্য)।